শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-রচিত "অনুভাষ্য" ও উপদেশ,
গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত "অমৃতপ্রবাহভাষ্য" ও অন্যান্য
গ্রন্থ এবং গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী মহোদয়গণের
টীকা অবলম্বনে সম্পাদক-কর্ত্তৃক রচিত "শ্রীনয়নানন্দভাষ্য"
তথা এই গ্রন্থের শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-
ঠাকুরকৃত সংস্কৃতটীকা-সম্বলিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত
আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
শ্রীচরণাশ্রিত

বীরভূম জেলান্তর্গত চিনপাই গ্রামস্থিত "শ্রীভাগবত-আশ্রম" ও উক্ত জেলান্তর্গত রাইপুর
গ্রামস্থিত "শ্রীগৌরাঙ্গমঠের" প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ-সম্পাদিত।

প্রথম সংস্করণ
শ্রীরাসপূর্ণিমা
৩০ দামোদর, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

ভিক্ষা ৪০ টাকা

ঃ প্রকাশক ঃ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ
শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, পোঃ রাইপুর
জেলা—বীরভূম

ঃ মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমিহির কুমার চক্রবর্ত্তী
বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩
জেলা—বর্দ্ধমান

ঃ মুদ্রণে ঃ
এলিট প্রেস,
বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩
জেলা—বর্দ্ধমান

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীভাগবত-আশ্রম
পোঃ—চিনপাই, জেলা—বীরভূম
২। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ
পোঃ—রাইপুর, ভায়া—বোলপুর,
জেলা—বীরভূম
৩। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গকে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু নিত্যানন্দাদি ভগবৎ-প্রকাশ-সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জগদুদ্ধারার্থ কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকালসত্য বাস্তব বস্তু। স্বয়ং-ভগবান্ তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। তাঁহার সমান বা বড় কেহ নাই বা হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভ-অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভ-রসময়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্যবিগ্রহ কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব—ঔদার্য্যবিগ্রহ।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বিভুচেতন বস্তু। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গদেব—মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, দয়ানিধি ও নিখিল-মঙ্গলের আকর। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তিনি সর্ব্বোপাস্য নিত্যভজনীয় বস্তু। তিনিই সকলের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা।

মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ নিজজন ও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত। তাঁহার কৃপায় জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অমূল্য শিক্ষা ও তচ্চরণাশ্রয়ই জীবগণকে রক্ষা করিবে, তদ্দ্বারাই চেতনের পূর্ণ বিকাশ হইবে এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহার সেবা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা-লাভের সৌভাগ্য মিলিবে। পরমকরুণ শ্রীচৈতন্য-দেবকে সম্যগ্ রূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ ব্যতীত জীবের অচেতনতা কিছুতেই দূর হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদর ও প্রীতির সহিত আলোচনা করিলে আমরা মায়ার হাত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্যধামে গমন পূর্ব্বক নিত্যসেবা লাভ করতঃ চিরসুখী হইতে পারিব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা, সঙ্গ ও সেবা দ্বারাই আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা ও সেবা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

কলিযুগধর্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন নিজে আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিরন্তর হরিনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে নিত্যমঙ্গললাভের অন্য কোন সাধন বা পন্থা নাই। এই হরিনামসংকীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অমূল্য শিক্ষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আদর ও প্রীতির সহিত গুর্ব্বানুগত্যে আলোচনা করিলে ভগবানে মতি ও ভগবন্নামে রুচি অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই। ইহা আমি আমার প্রত্যক্ষ জীবনে অনুভব করিয়াই লিখিতেছি। এইজন্যই বলি—হে আমার বন্ধুবর্গ আপনারা কৃপা

পূর্ব্বক এই গ্রন্থ আদরের সহিত পাঠ করুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমূল্য শিক্ষাকে সার ও সর্ব্বস্ব করুন এবং কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই যে গোকুল-মহোৎসব ও ব্রজভজন, ইহা আপনারা মনে-প্রাণে জানুন, ইহাই মাদৃশ দীনের কাতর প্রার্থনা।

করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদেই ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত উপদেশামৃত ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহার একান্ত শুভেচ্ছাতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও প্রকাশিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভাষ্য সহ প্রকাশ করা আমার ন্যায় দীন জনের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ইষ্টদেবের অযাচিত মহতী কৃপাই এই অযোগ্যকে এরূপ জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন—ইহাই আমার ভরসা ও আনন্দ।

কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবত যেমন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, গৌরলীলাময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও তদ্রূপ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শাস্ত্ররূপী অবতার। ইহা নিত্য ও সনাতন বস্তু। এই অমৃতের নিকট স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত অতি তুচ্ছ। ইহা জীবকে অমর করে—সেবাময় নিত্য জীবন দান করে এবং ভগবানের পার্ষদ-ভক্ত করিয়া দেয়। এই অমূল্য গ্রন্থ জীবন ও সর্ব্বস্ব হইলে আমাদের মঙ্গল, সিদ্ধি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি অনিবার্য্য ও সুনিশ্চিত। ইহা কথার কথা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ সত্য কথা। এই গ্রন্থ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আদরের সহিত পাঠ করিলে এই বাক্যের সত্যতা শ্রদ্ধালু সজ্জনমাত্রেই নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবেন।

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু, বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি' গৌরলীলা শুন ভক্তগণ।
ইঁহার প্রসাদে পাইবা চৈতন্যচরণ॥
ইঁহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি'॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥

চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যাঁর একবিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্য-চরিত্র॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত॥
যে যেই অংশ কহে, শুনে, সে-ই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল লীলাগ্রন্থ মাত্র নয়, পরন্তু ইহা অত্যদ্ভুত মহাদার্শনিক বিচারগ্রন্থ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় লীলাই শ্রীচৈতন্যলীলা আর শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় লীলাই কৃষ্ণলীলা। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের পথ অনুসরণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ গৌর-কৃষ্ণপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থপ্রকাশে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, গৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ষড়্‌গোস্বামী, অন্যান্য গৌড়ীয়-গুরুবর্গ এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপাই মাদৃশ অযোগ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

এই গ্রন্থে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের) সংস্কৃত-টীকাটীও প্রদত্ত হইয়াছে। এই টীকা যে কত সুন্দর, কত মধুর ও কত হৃদয়স্পর্শী, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

সকল শ্লোকের অনুবাদও এই সংস্করণে দেওয়া আছে। মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও অনুভাষ্য, গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ, জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিভিন্ন টীকা এবং ষড়্‌ গোস্বামী মহোদয়গণের বিভিন্ন টীকা অবলম্বন করিয়া লিখিত শ্রীনয়নানন্দভাষ্যও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসঙ্গী মদীশ্বর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌড়ীয়-গুরুবর্গ ও তন্নিজজনগণ, সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও সপার্ষদ শ্রীরাধাগোবিন্দদেব নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া কৃপাপ্রার্থী এই দীন কাঙ্গালকে কৃপা করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলে কাতর প্রার্থনা ও হার্দ্দ নিবেদন। ইতি—

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিক্ষু
শ্রীভাগবত দাস

আদিলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বর্ণিত বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম	গুর্ব্বাদি-বন্দন	....	১
দ্বিতীয়	চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ	....	১৬
তৃতীয়	চৈতন্যাবতারের কারণ	....	২৮
চতুর্থ	চৈতন্যাবতারের মূলপ্রয়োজন-কথন	....	৩৮
পঞ্চম	শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব	...	৭০
ষষ্ঠ	শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব	....	৯০
সপ্তম	পঞ্চতত্ত্বাখ্যান	....	৯৯
অষ্টম	গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞা	....	১০৯
নবম	ভক্তিকল্পতরু-বর্ণন	....	১১৬
দশম	মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণন	....	১১৮
একাদশ	নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা-বর্ণন	....	১২৬
দ্বাদশ	অদ্বৈতস্কন্ধশাখা ও গদাধর-শাখা-বর্ণন	....	১২৯
ত্রয়োদশ	জন্মমহোৎসব	...	১৩৩
চতুর্দ্দশ	বাল্যলীলা-সূত্র	....	১৪০
পঞ্চদশ	পৌগণ্ডলীলা-সূত্র	....	১৪৪
ষোড়শ	কৈশোরলীলা-সূত্র	....	১৪৫
সপ্তদশ	যৌবনলীলা-সূত্র	...	১৫০

মধ্যলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বর্ণিত বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম	মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণন	....	১৬৫
দ্বিতীয়	প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণন	....	১৭৭
তৃতীয়	অদ্বৈত-গৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণন	....	১৮৪
চতুর্থ	শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতাস্বাদন	....	১৯২
পঞ্চম	সাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ	....	২০০
ষষ্ঠ	সার্ব্বভৌমোদ্ধার	....	২০৬
সপ্তম	কুষ্ঠরোগী বাসুদেববিপ্রের উদ্ধার	...	২১৯
অষ্টম	রামানন্দরায়-সঙ্গোৎসব	....	২২৫
নবম	দক্ষিণদেশ-তীর্থ-ভ্রমণ	....	২৪৪
দশম	সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন	....	২৬০
একাদশ	বেড়াকীর্ত্তন-বিলাস-বর্ণন	....	২৬৯
দ্বাদশ	গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন	....	২৭৯
ত্রয়োদশ	রথাগ্রে নর্ত্তন	....	২৮৮
চতুর্দ্দশ	হেরাপঞ্চমী-যাত্রাদর্শন	...	২৯৮
পঞ্চদশ	সার্ব্বভৌম-গৃহে ভোজন-বিলাস	....	৩০৯
ষোড়শ	পুনর্গৌড়গমন-বিলাস	....	৩২২
সপ্তদশ	শ্রীবৃন্দাবন-গমন	....	৩৩৩
অষ্টাদশ	শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন-বিলাস	....	৩৪৪
ঊনবিংশ	প্রয়াগে শ্রীরূপানুগ্রহ	....	৩৫৪
বিংশ	শ্রীভগবৎ-তত্ত্ববর্ণন	....	৩৭১
একবিংশ	সম্বন্ধতত্ত্ববিচার	....	৪০০
দ্বাবিংশ	অভিধেয়তত্ত্ব-বিচার	....	৪১০
ত্রয়োবিংশ	প্রয়োজন-বিচার	....	৪৩৩
চতুর্ব্বিংশ	আত্মারামাশ্চ শ্লোকব্যাখ্যা	...	৪৪২
পঞ্চবিংশ	কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ	....	৪৬১

অন্ত্যলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বর্ণিত বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম	পুনঃ রূপসঙ্গোৎসব	....	৪৭৫
দ্বিতীয়	শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ শিক্ষা	....	৪৯৩
তৃতীয়	শ্রীহরিদাসঠাকুরের মহিমা-কথন	....	৫০০
চতুর্থ	পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসব	....	৫১২
পঞ্চম	প্রত্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান	....	৫২৩
ষষ্ঠ	শ্রীরঘুনাথদাস-মিলন	....	৫২৯
সপ্তম	বল্লভভট্ট-মিলন	....	৫৪২
অষ্টম	ভিক্ষা-সঙ্কোচ	....	৫৪৮
নবম	গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার	....	৫৫২
দশম	ভক্তদত্তাস্বাদন	....	৫৫৮
একাদশ	শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণন	....	৫৬৪
দ্বাদশ	শ্রীজগদানন্দের তৈলভাণ্ড-ভঞ্জন	....	৫৬৮
ত্রয়োদশ	শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন	....	৫৭৪
চতুর্দ্দশ	চটকগিরি-গমনরূপ দিব্যোন্মাদ-বর্ণন	....	৫৮০
পঞ্চদশ	উদ্যান-বিহার	....	৫৮৫
ষোড়শ	কালিদাসে প্রসাদ ; বিরহোন্মাদ-প্রলাপ	....	৫৯১
সপ্তদশ	কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপ	....	৫৯৮
অষ্টাদশ	সমুদ্র-পতন	....	৬০২
ঊনবিংশ	বিরহ-প্রলাপ, মুখ-সংঘর্ষণাদি-বর্ণন	....	৬০৮
বিংশ	শিক্ষাষ্টকশ্লোকার্থাস্বাদন	....	৬১৪

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—)ঃঃ(—

আদিলীলা

)ঃঃ(

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥১॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২। সহ একদা প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ ন তু সহজাতৌ উভয়োর্জন্মকালস্য ভেদাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যে মহাপুরুষের কৃপাশীর্ব্বাদে এই অমূল্য-গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মহতী আশা হৃদয়ে জাগিয়াছে, আজ সর্ব্বাগ্রে সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনা করিয়া কৃপাশক্তি ভিক্ষা করিতেছি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥
ভাষ্যের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৩॥

(বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপপ্রভুকৃত শ্লোক)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥

(শ্রীস্বরূপদামোদর-গোস্বামিকড়চায়)

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥৫॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৬॥

(শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

(শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব)

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা— ৪। উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃত উজ্জ্বলরসো যত্র তাং স্ফুরতু প্রকাশীভূয় তিষ্ঠতু। ৬। উভয়রূপত্বেপি রাধাভাবেন স্ববিষয়াস্বাদনেন কৃষ্ণস্যৈব এতদবতারে প্রাধান্যাদিয়মুক্তিঃ। যেন প্রণয়মহিম্না অনয়াস্বাদ্যো মদীয়ো মধুরিমা বা কীদৃশঃ। ৭। সঙ্কর্ষণঃ পরব্যোমনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহঃ, কারণতোয়শায়ী—মহাবিষ্ণুঃ, গর্ভোদশায়ী—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামীতি। ৮। মায়াতীতে ব্যাপি সর্ব্বব্যাপনশীলে বৈকুণ্ঠধাম্নি শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে সঙ্কর্ষণাখ্যং যস্য রূপং তমহং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
প্রভু মোর শ্রীভকতি- সিদ্ধান্ত-সরস্বতী,
এহ বড় ভরসা অন্তরে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভবকূপে ছিলু পড়ি, নিজ গুণে কৃপা করি,
উদ্ধারিলা এ দীন দাসেরে ॥
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
সেই ভাগবত দাস, গুরুপদধূলি আশ,
ছিল তার শুভবিলাস নাম ॥
প্রভুপাদ-ক্রীতদাস, তা'র নাহি অন্য আশ,
সদা মাগে গুরুকৃপা-ধন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ, কর কৃপা বিতরণ,
তবে ধন্য হয় এ জীবন ॥
এই ভাষ্য লেখায় মোরে শ্রীগুরুচরণ।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
মোর মুখে কথা কহেন গুরু-গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১১॥
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥১২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥১৩॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥১৪॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥১৫॥

অনুবাদ—আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরম-কৃপালু শ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়-সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্ গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১৮॥

এই তিনঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯। অজাণ্ডসঙ্ঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়োঽঙ্গং যস্য, আদিদেবঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণবশায়ীতি। ১০। লোকসঙ্ঘাতনালং আশ্রয়স্থানং সূতিকাধাম জন্মস্থানম্। ১১। যস্যাংশাংশাংশঃ অয়ং তৃতীয়ঃ পুরুষাবতারঃ—ব্যষ্টি-জীবান্তর্যামী। ক্ষৌণীভর্ত্তা সোঽনন্তোঽপি যৎকলা তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে। ১২। 'এই' শব্দেন মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথাঃ এতে ত্রয়ঃ। অত্র মদনমোহন-শব্দেন মদনগোপালোঽপি জ্ঞাতব্যঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার আদি ১ম পরিচ্ছেদে যে চৌদ্দটি শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহাতেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুর নির্দ্দেশ, শ্রোতৃগণকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিয়াছেন।

১। প্রথম শ্লোকের অনুবাদ আদি ১।৩৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। ২। আঃ ১।৮৪ দ্রষ্টব্য। ৩। আঃ ২।৫ দ্রষ্টব্য। ৪। আঃ ৩।৪ দ্রষ্টব্য। ৫। আঃ ৪।৫৫ দ্রষ্টব্য। ৬। আঃ ৪।২৩০দ্রঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭। আঃ ৫।৭ দ্রষ্টব্য। ৮। আঃ ৫।১৩ দ্রষ্টব্য। ৯। আঃ ৫।৫০ দ্রষ্টব্য। ১০। আঃ ৫।৯৩ দ্রষ্টব্য। ১১। আঃ ৫।১০৯। ১২। আঃ ৬।৪ দ্রষ্টব্য। ১৩। আঃ ৬।৫ দ্রষ্টব্য। ১৪। আঃ ৭।৬ দ্রষ্টব্য।

১৯। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব এবং গৌড়ীয়-ভক্তগণের উপাস্য ইষ্টদেব।

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান—তিনের স্মরণ ॥২০॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥২১॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥২২॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥২৩॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥২৪॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥২৫॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন ॥২৬॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥২৭॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈতের তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥২৮॥
এই চৌদ্দশ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহিঁ মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥২৯॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥৩০॥
সকল বৈষ্ণব, শুন করি একমন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ ॥৩১॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥৩২॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩২। দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরুরূপেণ গুরুদ্বয়ম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রশ্ন—গৌড়ীয়-ভক্ত কাহারা?

উত্তর—বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্তগণ কার্ষ্ণ, আর শ্রীরাধার ভক্তগণ গৌড়ীয়। (প্রভুপাদ)

পরকীয়-মধুররসাশ্রিত শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণই গৌড়ীয়। গৌড়ীয়-ভক্তগণ ললিতার অবতার শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর অনুগত। এজন্য গৌড়ীয়গণ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। তাই মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুকে বলিয়াছেন—'তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক ব্যবহার।'

গৌড়ীয়গণের মঞ্জরী System. শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধা-গোপীনাথ ও শ্রীরাধা-মদনমোহনই গৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু। (প্রভুপাদ)

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীরাধা-সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা-সহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল শ্রীগোপীনাথ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়ীয়ার নাথ ॥
(চৈঃ চঃ অ ২০/১৪২-১৪৩)
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১/১৯)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজন বল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন।

মদনমোহন কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা, গোবিন্দ অভিধেয়াধিদেবতা এবং গোপীনাথ প্রয়োজন-অধিদেব।

সাধারণতঃ গৌরপদাশ্রিত ভক্তগণকে গৌড়ীয় বলা হয়। গৌড়দেশের ভক্তগণকেও গৌড়ীয় বলে। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়া-ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয় ভক্তগণও গৌড়ীয়-ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। (প্রভুপাদ)

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥৩৪॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥৩৫॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥৩৬॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥৩৭॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥৩৮॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥৩৯॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস ॥৪০॥
গদাধরপণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ' সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥৪১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং-ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥৪২॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়ে বিচার ॥৪৩॥
যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩৫-৩৬। শিক্ষাগুরুনামান্যাহ 'শ্রীরূপ' ইতি। শ্রীনিত্যানন্দস্য নিজগুরুত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ নামোল্লেখো ন কৃতঃ। ৩৮। ঈশভক্তান্ ইত্যস্যার্থমাহ 'ভগবানের' ইতি। ৩৯। ঈশাবতারকানিত্যস্যার্থমাহ 'অদ্বৈত' ইতি। ৪০। তৎপ্রকাশাংশেত্যস্যার্থমাহ 'শ্রীনিত্যানন্দে'তি। ৪১। তচ্ছক্তীরিত্যস্যার্থঃ 'গদাধর' ইতি। ৪২। ঈশমিত্যস্যার্থঃ 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে'তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৪। নিম্নোক্ত শ্লোক।

৩৫। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু। এজন্য তিনি গুরুর নাম উল্লেখ না করিয়া মন্ত্রগুরু শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রথমেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন।

৪০। বৃন্দাবনস্থ গোপ-অভিমানী মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। এই শ্রীবলদেবই গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবও সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে মহাপ্রভুর প্রকাশ বলা হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকারের গুরুদেব বলিয়া গ্রন্থকার শিষ্যত্ব হেতু নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥
(চৈঃ চঃ ম ২০/১৬৬-১৬৭,১৭৭)

৪৩। এখানে আবরণ বলিতে ভক্ত বুঝায়।

৪৪। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবানই গুরু। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রকাশবিগ্রহ ও অভিন্নমূর্ত্তি। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রেষ্ঠ—ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত। গুরু জীব নহেন, জীবের প্রভু ও আশ্রয়।
(প্রভুপাদ)

ভাঃ ১০।৮০।৩৪ 'নাহমিজ্যা' শ্লোকের শ্রীসনাতনটীকা—
গুরোর্মদ্ভক্তবরত্বাৎ মৎপ্রকাশত্বাচ্চ।
শ্রীগুরু আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং আমার প্রকাশস্বরূপ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥৪৫॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক. ১৭ অ, ২৭ শ্লোক)
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ—ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব, গুরু-দেবকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যবুদ্ধিতে গুরুকে কদাচ অনাদর করিবে না; কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৫। কৃষ্ণ গুরুরূপেই জীবকে কৃপা করেন, আশ্রয় দেন, উদ্ধার করেন, রক্ষা করেন। নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হন। এজন্য গুরুকে কৃষ্ণের ন্যায় ভক্তি করিবে। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, গুরুকে ভগবানের চেয়ে কোন অংশে কম মনে করবে না। সাধুর কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা, যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়-বিগ্রহ ন'ন। তিনি মূল-আশ্রয়বিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, কিন্তু শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute বা ভোক্তা-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute বা সেবক-ভগবান্—আরাধকভগবান্। আশ্রয়বিগ্রহ ও সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রিয়তম বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ইহাই গুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, আর শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, জীবের প্রভু। শ্রীগুরুদেব বিভুচেতন—স্বাংশশক্তি—স্বরূপশক্তি; কিন্তু জীব আমরা অণুচেতন, তটস্থা শক্তি, বিভিন্নাংশ। (প্রভুপাদ)

৪৬। কর্ম্মী ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্মনির্ণয়প্রসঙ্গে কৃষ্ণ উদ্ধবকে এই শ্লোকটী বলিয়াছেন।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোক-প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২১১-২১২) জানাইয়াছেন—

কর্ম্মিভিরপি স্বগুরৌ ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা।

ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরৌ ইতি আহ—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর-শৌচবৎ ॥
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞানপ্রদাতা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে তাহার নামকীর্ত্তন, মন্ত্রজপ, হরিকথা শ্রবণ ও শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি সবই হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

উক্ত শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথটীকা—কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্ত্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতি। সাক্ষাদ্ ভগবতি—গুরৌ ভগবদংশবুদ্ধিরপি ন কার্য্যা। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্-বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণ-মননাদিকঞ্চ ব্যর্থং ইত্যর্থঃ।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্; এজন্য শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের অংশবুদ্ধি করাও উচিত নয়। প্রত্যক্ষ ভগবান্ সেই শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইলে হরিকথা শ্রবণ, হরিস্মরণ, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রালোচনা ও নামকীর্ত্তন প্রভৃতি সবই ব্যর্থ হয়।

কর্ম্মিগণেরই যখন কর্ম্মী গুরুর প্রতি ভগবদ্-বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্‌জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন এবং কোটিচন্দ্রসুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্বুদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। উপরি-উক্ত ভাঃ ৭।১৫।২৬ শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ন অসূয়েত—মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ (শ্রীসনাতনটীকা)

সর্ব্বদেবময়—যেমন নরাণাং দেবঃ নরদেবঃ, তদ্রূপ সর্ব্বেষাং দেবঃ সর্ব্বদেবঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ। গুরু সর্ব্বদেবময়

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥৪৭॥

(ভাঃ ১১।২৯।৬)

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব হিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৪৮॥

অনুবাদ—হে ঈশ, ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ু ভক্তগণও তোমার উপকারের কথা চিন্তা করতঃ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াও তোমার কৃপা-ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হন না; যেহেতু তুমি অপার কৃপা বশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও নিত্যমঙ্গল বিধান করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অর্থাৎ কৃষ্ণময়। যাঁহার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বা কৃষ্ণ-দর্শন হয়, তিনিই কৃষ্ণময়।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥

(চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বলিয়াছেন—

হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন—

নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়শ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ ॥
সর্ব্বদেবস্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্।

গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। গুরু সমস্ত তীর্থেরও আশ্রয়-স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত তীর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিরাজিত। গুরু দেবতাগণেরও আশ্রয়। গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

৪৭। যিনি মন্ত্র দেন, তিনি মন্ত্রগুরু বা সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু পরস্পর অভিন্ন। উভয়েই আশ্রয়বিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ, কৃষ্ণস্বরূপ, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ও কৃপালুচিত্ত। এরূপ শিক্ষাগুরু বেশী পাওয়া যায় না বলিয়া অধিকাংশ স্থলে দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। ষড়্গোস্বামী ও অন্যান্য গৌড়ীয়-গুরু-বর্গের গ্রন্থাদিতে আমরা বহু অমূল্য শিক্ষা পাই বলিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা-গুরু বলিয়াই জানি।

মধুররসাচার্য্য দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু কেহই গোপীনাথ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বা রাসবিহারী নহেন। তাঁহারা শ্রীরাধার নিজজন বা প্রিয়সখী—ব্রজের মঞ্জরী গোপী। কিন্তু অন্যান্য রসে শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশবিগ্রহ অথবা বাৎসল্য-রসে শ্রীনন্দ-যশোদার প্রকাশ, সখ্যরসে শ্রীদামা-দির প্রকাশ, দাস্যরসে রক্তক-পত্রকাদির প্রকাশ।

ভজনানন্দী ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরু-ভেদে শিক্ষাগুরু দ্বিবিধ। যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনিই চৈত্ত্যগুরু। Pure unalloyed Conscience is চৈত্ত্যগুরু। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরুর কার্য্য কি?

উত্তর—গুরু তিন প্রকার—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্য-গুরু। গুরু কখনও লঘু নহেন, গুরু ঈশ্বর-বস্তু। গুরুকে লঘুজাতীয়জ্ঞানে কৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবের চেতনতা উদ্বুদ্ধ করেন—প্রকৃত মঙ্গল বিধান করেন।

দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান প্রদান করেন। 'কৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁর নিত্য দাস'—এই দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাগুরু অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় ব'লে দেন ও তৎপরে শুদ্ধভজন শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরুই অধিকাংশস্থলে শিক্ষা-গুরুর কার্য্য করেন। বদ্ধজীব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কার্য্য কর্‌তে পারেন না। দীক্ষাগুরু মন্ত্র ও ভজনোপদেশ দান করেন। শিক্ষাগুরু অনর্থনিবৃত্তির পর ভজনশিক্ষাদাতা। আর হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী শ্রীহরিই চৈত্ত্যগুরু।

(গীতা)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৪৯॥

অনুবাদ—যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দান করি। তাঁহারা তাহা দ্বারা আমাকে লাভ করেন।

যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥৫০॥

(ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥৫১॥

অনুবাদ—ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম-গুহ্যজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥৫২॥

অনুবাদ—আমার স্বরূপ, আমার অভিপ্রায় এবং আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৫৩॥

অনুবাদ—এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥৫৪॥

অনুবাদ—ভগবৎপ্রতীতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় এবং ভগবৎ-আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই, তাহাই মায়া। যেমন আভাস ও অন্ধকার তদ্রূপ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥

(চৈঃ চঃ)

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যে কথা বলেন, চৈত্যগুরু তাহা ধারণা করবার যোগ্যতা দেন। চৈত্যগুরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর উপদেশ গ্রহণের শক্তি প্রদান করেন। চৈত্য-গুরুর কৃপা ব্যতীত কেহই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বুঝিতে বা ধরিতে পারেন না। চৈত্যগুরুর কৃপা বা সাহায্য ব্যতীত মহান্তগুরুর কৃপা লাভ হয় না, চিত্তের মালিন্য দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না, শ্রবণীয় বিষয় কার্য্য-করী হয় না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই স্বয়ং দীক্ষাগুরুরূপে দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরু-বর্গকে জগতে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীব-হৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণের শক্তি সঞ্চার করেন। (প্রভুপাদ)

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, তেষাং হৃদয়েষু

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অহমেব উদ্ভাবয়ামি ইতি; স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপি অধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষাৎ মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি।

৫৪। স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগ-বৎস্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব; ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥৫৫॥

অনুবাদ—যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, তদ্রূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্তাশ্রয়রূপ পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৫৬॥

অনুবাদ—যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাঁহারই অনুসন্ধান করিবেন।

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ—চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা আমার গুরু জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপুচ্ছধারী মৎশিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদ-কল্পতরু-পল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বর-জনিত সুখ লাভ করিতেছেন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তারূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥৫৮॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ শাস্ত্র-উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা ছেদন করিয়া দিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৮। অন্তর্যামিনঃ দর্শনাভাবাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠঃ গুরুঃ কর্ত্তব্য ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটি দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া' এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া।

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

৫৭। **শ্রীবলদেবটীকা**—জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মি। তথা হি কাব্য-প্রকাশে—জয়তি অর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে।

৫৮। অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই প্রকার শিক্ষাগুরুর মধ্যে অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুর সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয় না। এজন্য কৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুরূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৫৯। **শ্রীজীবটীকা**—অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি অসৎসঙ্গ-ত্যাগঃ কিঞ্চিৎ ন স্যাৎ কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতি-বন্ধক-বাসনাম্। (শ্রীধরটীকা)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ব্যাসঙ্গং বিরুদ্ধাসক্তিং। সন্ত এব ইতি এব-কারেণ সুকৃতি-তীর্থ-দেব-শাস্ত্রজ্ঞানাদিনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যম্ ইতি জ্ঞাপিতম্।

যথা অন্নার্থিনাং অন্নমেব প্রাণাঃ অন্নং বিনা প্রাণা ন সিদ্ধ্যন্তি তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব ভক্তিঃ তান্ বিনা ভক্তি র্ন সিদ্ধ্যতি। যথৈব আর্ত্তানাং অনাথানাং অহমেব শরণং রক্ষকস্তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব রক্ষকাঃ।

(ভাঃ ১১।২৬।৩৩ টীকা)

ভক্তিবর্ত্মচারিণাং সন্ত এব দেবতা, ন তু ইন্দ্রাদ্যাঃ। সন্ত এব বান্ধবা, ন তু পিতা-পিতৃব্য-মাতুলাদয়ঃ। সন্ত এব আত্মা প্রেমাস্পদং, ন তু দেহো জীবাত্মা বা। সন্ত এব অহং ইষ্টদেবো, ন তু তাংস্ত্যক্ত্বা প্রতিমারূপো অহম্।

(ভাঃ ১১।২৬।৩৩ টীকা)

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৬০॥

অনুবাদ—সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্য-সূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ-পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥৬১॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৬২॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। সেই ভক্তগণ আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

(ভাঃ ১।১৩।১০)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৬৩॥

অনুবাদ—আপনার ন্যায় ভাগবত সকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থসকলকেও পবিত্র করেন।

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥৬৪॥
ঈশ্বরের অবতার এতিন প্রকার।
অংশ অবতার, আর গুণ অবতার ॥৬৫॥
শক্ত্যাবেশ অবতার— তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥৬৬॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব— তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু, ব্যাসমুনি ॥৬৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬১। ভক্তস্বরূপত্বং যদ্রূপেণ তদ্বিচারমাহ 'ঈশ্বর' ইতি। হৃদয়বাসত্বেনৈব তথাত্বমিতি। ৬৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ যদ্রূপেণ ঈশাবতারঃ তদ্বিচারমাহ 'ঈশ্বরের' ইতি। অংশত্বেন আবেশত্বেন চ তথাত্বমিতি। ৬৭। শ্রীব্যাসস্য প্রাভবাবতারত্বেঽপি পরমতাবলম্বনেনাবেশত্বং তথা হি শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাৎ স্বয়ং। কিং সাযুজ্যং গতস্তস্মিন্ বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বাভিবৎ। তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাধু-গুরুরূপী আমিই ভক্তিপথাশ্রিতগণের ইষ্টদেব, সাধুগুরুকে ত্যাগ করিয়া শ্রীবিগ্রহরূপী আমি ভগবান্ তাঁহাদের উপাস্য নহি।

৬২। **শ্রীসনাতনটীকা**—মম হৃদয়ং অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা।

৬৭। **প্রশ্ন**—শ্রীব্যাসদেব কি আবেশাবতার?

উত্তর—ভগবান্ জ্ঞান-শক্ত্যাদির অংশদ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন, সেই ভগবদাবিষ্ট মহত্তম জীবগণই আবেশ নামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন—নারদ, অনন্তদেব ও সনকাদি ঋষিগণ।

লঘুভাগবতামৃত (১৭ শ্লোক) বলেন—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।
অক্রূরদৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বকৃত লঘুভাগবতামৃতে ৮৩ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন—

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥
(ভাঃ ১।৩।২১)
'দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্' ইতি শৌরির্যদূচিবান্।
অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেনৈব বর্ণিতঃ॥

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত' বিলাস ॥৬৮॥

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥৬৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কো হন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ ॥
শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাদিতি।
কিং সাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।
তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্ বদন্তি চ ॥

ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অল্পবুদ্ধি জানিয়া পরাশর-মুনি হইতে সত্যবতীনাম্নী উপরিচরবসু-কন্যাতে বেদব্যাস-রূপে আবির্ভূত হইয়া বেদরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা-সকল বিভাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন — বেদশাখা-বিভাগ-কারী অষ্টা-বিংশতি-ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। এজন্য বিষ্ণু-পুরাণাদি দ্বৈপায়নকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে বর্ণন করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ভিন্ন এমন কে আছেন যিনি মহাভারত প্রণয়ন করিতে সমর্থ।

মহাভারতের নারায়ণোপাখ্যানে শ্রবণ করা যায়— অপান্তরতমা নামক কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়া-ছিলেন। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে—অপান্তরতমা-ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নে সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন কিম্বা সেই অপান্তরতমা-ঋষি বিষ্ণুরই অংশ। এইজন্য কেহ কেহ দ্বৈপায়নকে বিষ্ণুর আবেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব দৈন্য করিয়া প্রকাশানন্দকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—আমি 'জীব,' অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৮৯-৯০)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র—ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৬)

ঐ চৈঃ চঃ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—'শ্রীব্যাসঃ শ্রীনারায়ণা-বতারঃ। তথা চ উক্তং প্রথমে (ভাঃ ১।৪।১৪)—

'জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরে।'

শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারায়ণের অবতার। পরাশর-মুনি হইতে উপরিচরবসুকন্যা মৎস্যগন্ধাতে নারায়ণাংশ ভগবান্ বেদব্যাস প্রকট হন।

বাসবী মানে ব্যাসমাতা মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীব্যাসদেবকে প্রাভব-অবতার বলিয়াছেন। যথা লঘুভাগবতামৃতে—

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥
প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্র-চক্ষুষা।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃত-কীর্ত্তয়ঃ।
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ ॥
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনি-চেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তর্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে ॥

শ্রীহরির পরাবস্থা হইতে ন্যূন হইয়াও যাঁহারা হরি-স্বরূপ, তাঁহাদিগকে প্রাভব ও বৈভব বলে। শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারেই তাঁহাদিগের প্রাভব ও বৈভব নাম হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাভবে যাদৃশ শক্তির প্রকাশ হয়, বৈভবে তদপেক্ষায় অধিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রাভব দ্বিবিধ। একপ্রকার প্রাভব অল্পকালমাত্র আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অপ্রকট হইয়া থাকেন। যেমন— মোহিনী, হংস এবং শুক্ল ও রক্ত প্রভৃতি অবতার-চতুষ্টয়। অন্যপ্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রপঞ্চে প্রকট থাকেন। ইঁহারা শাস্ত্র-প্রণয়ন-কর্ত্তা ও ইঁহাদিগের

মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥৭০॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩-৫)

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥৭১॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভবংস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ৭২॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটি গোপীর মধ্যে এক একটি মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্যসহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে আসিলে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

(ভাঃ ১০।৬৯।২)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥৭৪॥

অনুবাদ—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই কৃষ্ণ এক একটি স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোলহাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

(লঘুভাগবতামৃতে)

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥৭৫॥

অনুবাদ—একরূপে অবিকল অনেক শ্রীমূর্ত্তিধারণকে প্রকাশ বলে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬৯-৭০। নন্থ কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাং। অতঃ প্রকাশ এব স্যাত্তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ। ইতি ভাগবতামৃতেন। আকারভিন্নত্বেঽপি প্রকাশ-প্রতীতৌ কথং—"আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ"। ইত্যাদি-কমুক্তমত আহ "মুখ্য প্রকাশ" ইতি। অয়মাশয় আকারৈক্যে মুখ্যপ্রকাশঃ, আকারভিন্নত্বে গৌণপ্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিতনারদদৃষ্টপ্রকাশস্য চিহ্নাদিভিন্নত্বেন সর্ব্বথা তৎস্বরূপাভাবাৎ রাসপ্রকাশস্যৈব মুখ্যত্বমিতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আচরণ প্রায়ই মুনিগণের ন্যায়। যেমন—ধন্বন্তরী, ঋষভদেব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। শাস্ত্র-দৃষ্টিদ্বারাই উক্ত দ্বিবিধ প্রাভবের জ্ঞান হইয়া থাকে।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈঃ চঃ আঃ ১।৬৭ পয়ারে শ্রীব্যাসদেবকে শক্ত্যাবেশ-অবতার বলিয়াছেন। যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন অবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশঅবতার—পৃথু, ব্যাসমুনি ॥

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই পয়ারের স্বকৃত টীকায় জানাইয়াছেন—শ্রীব্যাসদেব প্রাভব-অবতার। তবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার পরমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আবেশাবতার বলিয়াছেন। যথা—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীব্যাসস্য প্রাভবাবতারত্বেঽপি পরমতাবলম্বনেনাবেশত্বং। তথা হি শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাৎ স্বয়ং। কিং সাযুজ্যং গতস্তস্মিন্ বিষ্ণ্বংশ সোঽপি বা ভবেৎ। তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

৭০। **প্রশ্ন**—মহিষী-বিবাহে যে কৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা কি মুখ্য প্রকাশ?

উত্তর—না। রাসে যে কৃষ্ণের বহু প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ বা প্রাভব-প্রকাশ। আর মহিষী-বিবাহে যে কৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস বলিয়া কথিত। ইহা কৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ বা মুখ্য-প্রকাশ নহে পরন্তু গৌণপ্রকাশ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম ॥৭৬॥
(লঘুভাগবতামৃতে)

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥৭৭॥

অনুবাদ—অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে বিলাস বলা যায়।

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥৭৮॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৭৯॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং-ভগবান্ ॥৮০॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের শক্তি তাঁর সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥৮১॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এসবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥৮২॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৮৩॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৮৪॥

অনুবাদ—উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকররূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটীসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥৮৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৯-৮১। ঈশশক্তি-বিচারমাহ ঈশ্বরের' ইতি। অভেদরূপেণ তথাত্বং প্রাধান্যে হেতুরয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য স্বয়ংরূপত্বেন তচ্ছক্তেরপি স্বয়ংরূপত্বং, যতঃ 'শক্তি তাঁর সম' ইতি উক্তমিতি। গুর্ব্বাদিক্রমস্য সর্ব্বেষাং বন্দনস্য চ বিচারমাহ 'ভক্তসহিত' ইতি। আবরণত্বেন সর্ব্বশুভকারণত্বেন চ তথাকৃতং ইতি ভাবঃ। ৮৫। উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ' ইত্যস্য ব্যাখ্যামাহ ব্রজেতি। যুগাবতার-সন্দেহ-নিবারণার্থমাহ 'কৃষ্ণবলরামে'তি। উপমানাদুপমেয়স্য কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমাত্রেণ নূনতাপত্তিঃ স্যাৎ তন্নিবারণার্থমাহ 'কোটী'তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

'স্বয়ংরূপ,' 'স্বয়ং-প্রকাশ'—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
'প্রাভব'-'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক-বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভববিলাস—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৬-১৬৮)

জগদ্‌গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—

মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য-প্রকাশ ॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৭০)

চৈঃ চঃ আঃ ১।৭০ পয়ারের টীকায় জানাইয়াছেন—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আকারৈক্যে মুখ্যপ্রকাশঃ আকারভিন্নত্বে গৌণপ্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিত-নারদ-দৃষ্ট-প্রকাশস্য চিহ্নাদিভিন্নত্বেন সর্ব্বথা তৎস্বরূপাভাবাৎ রাস-প্রকাশস্যৈব মুখ্যত্বম্।

৭৮। দ্বারকায় ক্ষত্রিয়-অভিমানী বলদেব-সংকর্ষণ কৃষ্ণের প্রাভববিলাস। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। দ্বারকার আদি-চতুর্ব্যূহ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস। বৈকুণ্ঠের দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণের বৈভববিলাস।

৮১। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি অভিন্ন।

৮৪। পুষ্পবৎ অর্থে চন্দ্র-সূর্য্য। (শব্দসার)

সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥৮৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ ॥৮৭॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥৮৮॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তুদান ॥৮৯॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥৯০॥

(ভাঃ ১।১।২)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৯১॥

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশিত। ইঁহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ভক্তিধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-তত্ত্ববস্তুজ্ঞানপ্রদ। শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণেচ্ছু ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥৯২॥

(শ্রীধরটীকা)

প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি ॥৯৩॥

অনুবাদ—প্র-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছাও কৈতব।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম ॥৯৪॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥৯৫॥
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ ॥৯৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮৬। 'গৌড়োদয়ে' ইত্যস্যার্থমাহ 'গৌড়দেশ' ইতি। ৮৮। 'পুষ্পবন্তৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সূর্য্য-চন্দ্র' ইতি। ৮৯। 'তমোনুদৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'এইমত' ইতি। 'শন্দৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'তত্ত্ববস্তুদান' ইতি। ৯০। উক্তস্যাজ্ঞানতমঃ-শব্দস্যার্থমাহ "অজ্ঞান" ইতি। কৃষ্ণনিত্যদাসস্য জীবস্য তদ্দাসত্বং বিনা নিজসুখার্থং অন্যঃ সর্ব্বঃ কৈতবমিতি ভাবঃ। ৯৬। উক্তং হি "কৈল তত্ত্ববস্তুদান"। তত্র কিং তাবৎ তত্ত্ববস্তু ইত্যাহ "তত্ত্ববস্তু" ইতি। কৃষ্ণাদয়ঃ সম্বন্ধপ্রয়োজনাভিধেয়া সর্ব্ব এব তত্ত্ববস্তু। অত্র অন্যসাধনবৎ নামসঙ্কীর্ত্তনাদিসাধনং ন কিঞ্চিদ্দুঃখকরং উত আনন্দস্বরূপমেব ? অথবা কৃষ্ণাদয়ঃ সর্ব্বে আনন্দস্বরূপা যদ্বা তে সর্ব্বেষাং আনন্দানাং আনন্দস্বরূপাঃ। কলৌ নামসঙ্কীর্ত্তনস্য প্রাধান্যাৎ আদৌ তৎ গৃহীতমিতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৬। পূর্ব্বশৈলে—গৌড়রূপ উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে।

৯০। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা এবং কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত নিজসুখার্থ অন্য যে কোন কামনা সবই অজ্ঞানতা ও কপটতা।

৯৪। ভগবৎ-সেবা-কামনা ব্যতীত পাপ, পুণ্য, স্বসুখ-বাঞ্ছা প্রভৃতি সবই ভক্তিবাধক দেহ-মনোধর্ম্ম বলিয়া অজ্ঞানতা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়, কৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজন। এই তিনতত্ত্ব এবং ভক্তাঙ্গসম্রাট্ নামসংকীর্ত্তন—এ সবই আনন্দস্বরূপ। নামসংকীর্ত্তন ভগবান্ ও ভক্তি যুগপৎ।

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কলিকালে কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সাধন-শিরোমণি ও পরমানন্দস্বরূপ।

সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥৯৭॥
দুই ভাই হৃদয়ের নাশে অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করাঞা সাক্ষাৎকার ॥৯৮॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥৯৯॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥১০০॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥১০১॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥১০২॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥১০৩॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥১০৪॥
বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি' না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥১০৫॥

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা ॥১০৬॥

অনুবাদ—পরিমিত ও সার বাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥১০৭॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসতত্ত্ব ॥১০৮॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব তত্ত্ববস্তুসার ॥১০৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা---৯৭। প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রাদপি তয়োরাধিক্যমাহ "সূর্য্যচন্দ্র" ইতি। ৯৮। ভাগবতদ্বয়েন সহ সাক্ষাৎকারয়িত্বা হৃদয়ান্ধকারং নাশয়তি ইত্যর্থঃ। ১০১। "সহোদিতৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "এক অদ্ভুত" ইতি। চিত্রৌ ইত্যস্যার্থমাহ 'আর অদ্ভুত' ইতি। ১০৩। "বন্দে" ইত্যস্যার্থমাহ "সেই দুই" ইতি। ১০৭। অজ্ঞানাদি যথা—অজ্ঞান-বিপর্য্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ। অস্যার্থঃ—অজ্ঞানং স্বরূপাপ্রকাশঃ। বিপর্য্যাসো দেহাদাবহংবুদ্ধিঃ, ভেদঃ ভোগেচ্ছা। তৎপ্রতিঘাতে ভয়ং। শোকস্তন্নাশে অহমেব মুক্তোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।

দোষা যথা বিষ্ণুযামলে—মোহস্তন্দ্রাভ্রমো রুক্ষরসতা কামউন্নঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥ অসত্যাং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষাঃ দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ইতি ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সাধন। আমরা আনন্দরূপী শ্রীনামের সেবক। শ্রীনাম আমাদের নিত্য সেব্য ও নিত্য উপাস্য।

শ্রীনামই সম্বন্ধ, শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয় এবং শ্রীনামে প্রীতিই প্রয়োজন।

৯৮-১০০। দুই ভাগবত বলিতে গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত বুঝায়। পরমদয়াল গৌরনিত্যানন্দ (দুই ভাই)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃপা পূর্ব্বক জীবের সহিত গ্রন্থভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সাক্ষাৎকার করাইয়া এবং ভক্তের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করাইয়া জীবের হৃদয়স্থ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করতঃ ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন। এত তাঁহাদের দয়া!

আদিলীলা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও নানামতবাদরূপ কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনির্ভ্রাজিতা
সন্তক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥২॥

অনুবাদ—হে দয়াসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চ-কীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি পদ্ম-শোভিত এবং হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-রূপ সাধুভক্তসকলের বিহার-স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দ-জনক কলধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃতভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥৩॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥৪॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৫॥

অনুবাদ—উপনিষদ্ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, সেই ব্রহ্ম আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, আমার প্রভু সেই স্বয়ং-ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। দ্বিতীয়ে বস্তুনির্দ্দেশরূপমঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণং বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ 'শ্রীচৈতন্যেতি।' বালোঽপি অজ্ঞোঽপি পক্ষে শিশুরপি নানামতং সারাসারপ্রাচুর্য্যং তদেব গ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়মাশয়ঃ, তত্ত্ববিচারে অহমজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্ নিরাকৃত্য সকলসিদ্ধান্ত-পারগতং শ্রীচৈতন্যস্তস্যৈব পরতত্ত্বত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেন তত্ত্বং বর্ণ্যতে তস্যৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্র বন্দনং ন তু বিঘ্নবিনাশায়েতি। সর্ব্বত্রৈব তত্ত্বমাহাত্ম্যপ্রকাশকং বন্দনমিতি যোজ্যমিতি।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিতি। নানামতং কুতর্ককর্ম্মযোগজ্ঞানবিবর্ত্তবাদাদয়ঃ। ২। শ্রীচৈতন্যলীলাকথাগানাদিরুচিং বিনা তস্য তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি তৎ প্রার্থয়তে 'কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি।' যৎ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনং নামাদীনামুচ্চৈর্জল্পনং তেন সহ যা নর্ত্তনকলা নৃত্যবৈদগ্ধী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনির্জন্ম যেষাং পদ্মকুমুদাদীনাং তৈ র্ভ্রাজিতা শোভিতা। সন্তঃ প্রোজ্ঝিতমোক্ষাদিকামনা-পর্য্যন্তাঃ সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চেতি অনেন কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবল্যঃ সমূহাঃ তা এব হংসচক্রমধুপশ্রেণ্যঃ। চক্রঃ চক্রবাক্। তাসাং বিহারাস্পদং বিহারস্থানং। কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ কর্ণসুখকরাস্ফুটমধুরশব্দঃ। কলধ্বনিরত্র নৃত্যালীলায়াং ভাবাবেশেন মহাপ্রভোর্মুখকমলাৎ যোঽব্যক্তশব্দ উদ্ভূত স এব লক্ষ্যতে। লসন্তী প্রকাশমানা যা লীলা, সৈব সুধাস্বর্ধুনী অমৃতমন্দাকিনী মে মম জিহ্বা এব মরুপ্রাঙ্গণং তত্র বহতু। পরমসুখদায়িনী-লীলাকথায়াঃ স্ফূর্ত্তৌ আশংসনম্। ৩। শ্রোতৃনভিমুখীকরোতি জয়জয়েতি।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥৬॥

অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥৭॥

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥৮॥

নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥৯॥

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর শ্রীভগবান্ ॥১০॥

(ভাঃ ১।২।১১)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১॥

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥১২॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥১৩॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৪॥

অনুবাদ—কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥১৫॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥১৬॥

(ভাঃ ১১।৬।৪৭)

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসী সকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অঙ্গকান্তিপ্রভৃতয় এব ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতি ব্যুৎক্রমেণ কৃতমর্থং নিবারয়িতুমাহ ব্রহ্ম-আত্মেতি। ব্রহ্মপ্রভৃতয় এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অঙ্গকান্তিপ্রভৃতয় ইত্যেবান্বয়ক্রমঃ ন তু অঙ্গকান্তিপ্রভৃতয় এব ব্রহ্মপ্রভৃতয় বিধেয়াবিমর্শদোষদুষ্টত্বাদিতি। ৮। শ্লোকোক্ত 'স্বয়ময়ম্' ইত্যস্যার্থমাহ স্বয়ং-ভগবান্ ইতি। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ-রূপেণ পরতত্ত্বমিত্যর্থঃ। ৯। কো নাম স্বয়ংভগবান্ পরতত্ত্বঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ নন্দসুত ইতি। অনেনৈব বস্তু-নির্দ্দেশঃ কৃতঃ। ১২। 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা' ইত্যস্যার্থমাহ তাঁহার ইতি। শুদ্ধং অপ্রাকৃতং অথবা কেবলম্। ১৩। নন্বু অঙ্গসদ্ভাবে কথং নিরাকারং কেবলং তৎ-কিরণং গৃহ্লাতীত্যাহ 'চর্ম্মচক্ষে' ইতি। সত্যপি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে চর্ম্মচক্ষুষা সূর্য্যস্যেব জ্ঞানমার্গেণ তৎগ্রহণাসামর্থ্যাৎ তৎকিরণমণ্ডলমেব গৃহীত্বা নিরাকারং ব্রহ্ম বদতীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮-৯। নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্ বা অংশী ভগবান্। সেই বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গদেবরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ।

১০। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সেই স্বয়ং-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভগবান্ কৃষ্ণের তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্ম কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রকাশ, পরমাত্মা কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ, ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ।

১৫-২৯। ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশ-

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয় ॥১৮॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১৯॥

(গীতায়)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥২০॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

(ভাঃ ১।৯।৪২)

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥২১॥

অনুবাদ—ভীষ্ম কহিলেন—হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্‌তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানে তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত-ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম।

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥২২॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ-নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥২৩॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥২৪॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥২৫॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥২৬॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥২৭॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥২৮॥
এহোঁ ত দ্বিভুজ, তিহোঁ ধরে চারি হাত।
এহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮। য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব ইত্যস্যার্থমাহ আত্মান্তর্যামীত্যাদি। ২২। নন্থ 'গোবিন্দমাদিপুরুষং' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদিবাক্যেন শ্রীগোবিন্দতত্ত্বমেবোক্তং ন তু শ্রীচৈতন্যতত্ত্বং ইত্যাশঙ্কানিবারণার্থমাহ 'সেই ত গোবিন্দ' ইতি। গোবিন্দ এব সাক্ষাৎ চৈতন্যঃ, ন তু ততঃ পৃথক্। অতঃ তত্ত্বকথনেনৈব চৈতন্যতত্ত্বং সুতরামেব কথিতমিতি। নন্থ গোবিন্দঃ কথং চৈতন্যোঽভূদিত্যত্রাহ 'জীব নিস্তারিতে' ইতি। জীবান্ নিস্তারয়িতুং কৃপয়া স তথাভূদিতি। ২৩। যদদ্বৈতমিতি শ্লোকোক্ত 'ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ সঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'পরব্যোমেতে' ইতি। ২৭। ভক্তাদয়স্তত্র কিং একরূপমেব অনুভবন্তি ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি 'উপাসনা' ইতি। ন তেষাং একরূপ এবানুভবঃ উপাসনাভেদেনৈব ঈশ্বরমহিমজ্ঞানভেদাৎ; যস্য যাদৃশী উপাসনা তস্য তাদৃক্ অনুভব ইতি ভাবঃ। অতএব সূর্য্যোপমা দীয়তে এতেন ভক্তস্যৈবানুভবাধিক্যমিতি যাবৎ। ২৮-২৯। 'ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্' ইত্যস্যার্থমুপসংহরতি 'সেই' ইতি। বিভেদমাহ 'এহোঁ ত' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিভূতি, আর কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণ পূর্ণতত্ত্ব। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের উপাসক, যোগিগণ পরমাত্মার উপাসক,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্তগণ ভগবানের উপাসক। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ—ইঁহারা ভগবান্ বা ঈশ্বর। আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ হ'লেন স্বয়ং-ভগ-

(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৩০॥

অনুবাদ—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী । তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ ? নরজাত জলশব্দে নার, তাহাতে যাঁহার অয়ন, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ । তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ, মায়াতীত পরমসত্য ।

শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি' অপরাধ ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥৩১॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয় ।
তুমি পিতা মাতা, আমি তোমার তনয় ॥৩২॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ ।
অপরাধ ক্ষম, মোরে করহ প্রসাদ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥৩৪॥
ব্রহ্মা কহে, তুমি কিনা হও নারায়ণ ।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ ॥৩৫॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥৩৬॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় ।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥৩৭॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয় ।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥৩৮॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥৩৯॥
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার ।
তাঁ সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥৪০॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা ।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥৪১॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন ।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩৫ । 'নারায়ণস্ত্বং ন হি' ইত্যস্যার্থমাহ 'ব্রহ্মা বলেন' ইতি । ৩৬ । তত্র প্রথমহেতুঃ 'সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি' ইত্যস্যার্থমাহ প্রাকৃতাপ্রাকৃত ইতি । ৩৭ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ পৃথ্বীতি । ৩৮ । তত্র নারায়ণপদব্যুৎপত্ত্যা তস্যার্থমাহ 'নার শব্দে' ইতি । নরাণাং জীবানাং সমূহঃ নারঃ তস্য অয়নং আশ্রয় ইতি নারায়ণঃ সর্ব্বজীবাশ্রয় ইত্যর্থঃ । ৩৯ । ঘটকারণাশ্রয়-ভূখণ্ডানাং পৃথিবীবৎ বিষ্ণুপ্রভৃতিনারায়ণানামপি কারণাশ্রয়ত্বেন তন্মূলত্বাৎ ত্বং মূলনারায়ণ ইতি ভাবঃ । ৪০ । অত্র দ্বিতীয়হেতোঃ 'অধীশ্বর' ইত্যস্যার্থে প্রথমং তাবৎ 'ঈশ্বর' ইতি পদস্যার্থমাহ 'জীবের' ইতি । 'অধি' ইত্যস্যার্থমাহ 'তাঁ সবা' ইতি। তেভ্যঃ পুরুষাদ্যবতারেভ্যঃ তব অপারমৈশ্বর্য্যম্ । ৪১ । অধি তথা ঈশ্বর ইত্যুভয়যোগেন তস্যার্থমাহ 'অতএব' ইতি । অপারৈশ্বর্য্যত্বেন ত্বমেব অধীশ্বরঃ অস্যার্থঃ 'সর্ব্বপিতা' সর্ব্বেষাং জীবানাং পিতা পালক ইত্যর্থঃ । নন্থ পুরুষাদ্যবতারা এব জগদ্রক্ষিতারঃ অহন্তু তৎকথমিত্যত্রাহ 'তোমার' ইতি । ত্বচ্ছক্ত্যৈব যতস্তে জগদ্রক্ষিতারঃ অতস্ত্বং মূল এব তদ্রক্ষিতা পালক ইত্যর্থঃ । ৪২ । তত্র 'নারায়ণ' শব্দস্যার্থমাহ 'নারের' ইতি । অত্র অয়নশব্দঃ পালনার্থ ইতি পূর্ব্বস্মাৎ বিশেষঃ । পুরুষাদিনারায়ণেভ্যঃ অধিকৈশ্বর্য্যত্বাৎ বা মূলপালকত্বাৎ ত্বং মূলনারায়ণ ইতি ভাবঃ ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বান্, মহা-ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্ বা পরমেশ্বর । নারায়ণ চতুর্ভুজ কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর । নারায়ণাদি ঈশ্বরগণ ৬০ গুণসম্পন্ন, আর পরমেশ্বর কৃষ্ণ ৬৪ গুণ-বিশিষ্ট । কৃষ্ণ অনাদি এবং রাম-নারায়ণাদি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সকলের আদি বা মূল । ১৬ । পতি অর্থে প্রভু, রক্ষক । ৪০ । কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষাবতার ।

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৪৩॥

ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥৪৪॥

তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥৪৫॥

নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৪৬॥

কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥৪৭॥

ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥৪৮॥

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥৪৯॥

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥৫০॥

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥৫১॥

এ সবার দর্শনে ত' আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥৫২॥

(ভাঃ ১১।১৫।১৬ শ্রীধরটীকা)

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥৫৩॥

অনুবাদ—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়া-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪৩-৪৪। তত্র তৃতীয়হেতোঃ অখিললোকসাক্ষী ইত্যস্যার্থমাহ "অনন্ত" ইতি। ৪৫। তদ্দর্শনে কারণমাহ 'তোমার' ইতি। ত্বদ্দৃষ্ট্যভাবে তেষাং জীবানাং স্থিতি-গতী ন স্তঃ, অতস্ত্বং পশ্যসি। ৪৬। তত্র 'নারায়ণ' শব্দস্যার্থমাহ 'নারের' ইতি। অত্র অয়ন-শব্দঃ দর্শনার্থঃ ইতি পূর্ব্বস্মাৎ বিশেষঃ। পুরুষাদি-নারায়ণ-দৃষ্টি-সদ্ভাবেঽপি ত্বদ্দৃষ্ট্যভাবেন জীবানাং যতঃ স্থিতি-গতী ন স্তঃ অতস্ত্বং মূল-নারায়ণ ইতি ভাবঃ। ৪৯। জলজীবহৃদয়শায়িত্বেন কে তে নারায়ণাঃ কথম্বা জলশায়িত্বমন্তর্যামিত্বঞ্চ ইত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি 'কারণাব্ধী'তি সার্দ্ধেন। কারণাব্ধ্যাদিশায়িত্বেন তে ত্রয়ঃ জলশায়িনঃ মায়য়া তদুপলক্ষিত-মায়িকবস্তুনা চ সৃষ্টিকর্তৃত্বে মায়িকতয়া জীবহৃদয়শায়িনশ্চ অন্তর্যামিন ইত্যর্থঃ। ৫০। কো হি কস্যান্তর্যামী অত্রাহ 'ব্রহ্মাণ্ড' ইতি। তত্র যঃ পুরুষো নামা কারণার্ণবশায়ী স ব্রহ্মাণ্ডসমূহান্তর্যামী মায়ান্তর্যামী ইত্যর্থঃ। ৫১। তত্র যো গর্ভোদকশায়ী নারায়ণঃ স ব্রহ্মণঃ অন্তর্যামী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী চ। তত্র যঃ ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণঃ স প্রত্যেকজীবানামন্তর্যামী। ৫২। জলজীবশায়িনাং শ্রীনারায়ণানাং জলজীবশায়িত্বে কারণমুক্ত্বা অত্র তে শ্রীকৃষ্ণাংশাঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু অংশীত্যত্র কারণমাহ 'এ সবার' ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ মায়াসম্বন্ধিনা দ্রষ্টৃত্বেন ন্যূনমাহাত্ম্যাৎ তে শ্রীকৃষ্ণস্য অংশাঃ, তৎসম্বন্ধরহিতেন তুরীয়ত্বেন অধিকমাহাত্ম্যাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী। যদ্বা ভিন্নবস্তুমায়াদিসম্বন্ধেন তে অংশা তদ্রাহিত্যেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী যথা ঘটাদিসম্বন্ধেন ঘটাদ্যাকাশঃ তদ্রাহিত্যেন চ বৃহদাকাশঃ। এতচ্চ 'বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ' এতৎ শ্লোক-ব্যাখ্যায়ামপি স্পষ্টিভবিষ্যতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৪। জীবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহা কৃষ্ণ সবই দেখেন। কারণ তিনি অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ও সর্ব্বত্র সদা অবস্থান করিতেছেন।

৪৯। পুরুষাবতারত্রয় মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫০-৫১। হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। সমষ্টি-জীব, ব্রহ্মা এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হ'লেন—গর্ভোদশায়ী। ব্যষ্টি-জীব বা প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী বা নিয়ামক—ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু। কারণার্ণবশায়ী—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের অন্তর্যামী।

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া-পার ॥৫৪॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৫৫॥

অনুবাদ—প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয় তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূলনারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥৫৬॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোমে নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূলনারায়ণ ॥৫৭॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোমে নারায়ণ।
তেঁহো কৃষ্ণের বিলাস—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥৫৮॥

এই শ্লোকতত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার।
পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥৫৯॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥৬০॥
অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥৬১॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥৬২॥

(ভাঃ ১।২।১১)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৬৩॥

শুন ভাই, এ শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥৬৪॥
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৪। নন্থ 'তাতে সব মায়ী' ইত্যনেন তেষাং কারণাব্ধিশায়িপ্রভৃতীনাং ত্রয়াণাং নারায়ণানাং মায়াবিশিষ্টত্বমুক্তমিত্যনেন মায়িকজীবাৎ তেষাং কো বিশেষঃ যেন তে অন্তর্যামিনঃ ঈশাশ্চেত্যত আহ যদ্যপীতি। তে মায়ানদীপারস্থাঃ অতস্তৎস্পর্শরহিতাঃ, জীবস্তু মায়ান্তর্গতঃ অতস্তৎস্পর্শসহিত ইতি মহান্ বিশেষঃ। তে মায়াধীশাঃ, জীবস্তু মায়াধীন ইতি ভাবঃ। ৫৬-৫৭। নন্থ পরব্যোমনাথ এব মূলনারায়ণঃ যত স এব তেষামংশী ন ত্বহমিত্যত্র আহ 'সেই তিনের' ইতি। অত্র বিলাসত্বেন বলরাম-নারায়ণয়োরভিন্নং কৃত্বা এবোক্তং 'সেই তিনের' ইতি। নচেৎ 'সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী' ইতি প্রথমোক্ত-নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-প্রতিপাদকবাক্যেন বিরোধ আপতেৎ। ৫৮। 'ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্' ইত্যস্যার্থমুপসংহরতি 'অতএব' ইতি। ৫৯। 'নারায়ণস্ত্বং' ইতি ব্রহ্মবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণ এব মূলনারায়ণঃ, পরব্যোমনাথঃ নারায়ণস্ত তস্যৈব বিলাস ইতি স্থিরীকৃতং কিন্তু অন্যত্র অন্যেন নারায়ণস্যৈব অংশঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি যৎ প্রতিপদ্যতে তন্নিরাকরোতি 'এই শ্লোক' ইতি। সর্ব্বতত্ত্ববিদাদিকবি-ব্রহ্ম-বাক্যত্বেন শ্রীভাগবতস্য শ্রেষ্ঠতত্ত্বলক্ষণোঽয়ং শ্লোকঃ। অতঃ ব্রহ্মবাক্যত্বেন শ্রেষ্ঠপরিভাষাসদৃশত্বাৎ অস্যৈব সর্ব্বত্রাধিকারঃ। তেন চ তত্রাপি অয়মেবার্থঃ ন তু অন্যোঽর্থঃ অধিকারাভাবাৎ। অয়ং ভাবঃ ব্রহ্মবাক্যস্য সর্ব্বপ্রধানত্বাৎ এতস্মিন্ তত্ত্বদধিকৃতে তেষামধিকারাভাবাৎ ন তদর্থাবকাশঃ। অতঃ এতদানুগত্যেন তত্রাপি এতদনুকূলোঽর্থো ভবেদেব। ৬০। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ এতদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণঃ বিহরতি ইতি 'যদদ্বৈতং' শ্লোকার্থে পরমতং নিরাসয়িতুমাহ 'ব্রহ্ম' ইতি। ৬১। মূর্খার্থমনুবদতি অবতারীতি। ৬৪। মূর্খার্থং নিরাসয়িতুমাহ 'শুন ভাই' ইত্যাদি। ৬৫। মুখ্যতত্ত্বমেবাহ 'অদ্বয়' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৭। বলদেব-নিত্যানন্দই পুরুষাবতারত্রয়ের অংশী—এ কথা চৈঃ চঃ আদি ১।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এখানে কিন্তু পরব্যোমনাথ নারায়ণ এই তিনের অংশী বলা হইল। ইহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—বলদেব ও নারায়ণ উভয়েই কৃষ্ণের বিলাস বলিয়া অভিন্ন-হেতু এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৬৩। আঃ ২।১১ দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥৬৬॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৬৭॥

অনুবাদ—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের মধ্যে কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

সব অবতারের করি' সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥৬৮॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬৮। 'এতে চাংশ' ইতি শ্লোকার্থমবতারয়িতুমাহ 'সব' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৭। পুংসঃ—প্রথমনির্দ্দিষ্টস্য পুরুষস্য। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)
পুংসঃ—পরমেশ্বরস্য। (শ্রীধরটীকা)
পুংসঃ—প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুরুষস্য। (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ১৯৮ সংখ্যায় 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ' শ্লোকের শ্রীরূপপ্রভু-কৃত কারিকা—

পুংনাম্নঃ পুরুষস্যৈতে শ্রীবরাহ-ঋষাদয়ঃ।
অংশা অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যাঃ কলা মতাঃ ॥
তুভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মিত্যপযাতাস্য বাসুদেবাবতারতা ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু-কৃত সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা—

কৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বে স্বয়মিতি ব্যর্থং স্যাৎ। 'তু স্যাদ্ ভেদেঽবধারণে' ইত্যমরঃ।

অবধারণ অর্থে স্থিরীকরণ, ইয়ত্তা-পরিচ্ছেদ। (শব্দসার)

শাস্ত্র বলেন—(চৈঃ চঃ অ ১।৬৭)

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥
(যামল-বচন)

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জানাইয়াছেন—

অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥
(চৈঃ চঃ আদি ২।৭০)
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং-ভগবান্-শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
(চৈঃ চঃ আদি ২।৮৮-৯০)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ-পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

স্বয়ং-ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

শাস্ত্র আরও বলেন—

পরম-পুরুষোত্তম স্বয়ং-ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী, তাহাঁ বৃন্দাবন-ধাম ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪)
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
(চৈঃ চঃ আদি ২)

শ্রুতিও বলেন—কঃ পরমো দেবঃ? কৃষ্ণো বৈ পরমং

অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥৭০॥
পূর্বপক্ষ কহে, তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ ॥৭১॥
তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥৭২॥
তারে কহে, কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥৭৩॥

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৭৪॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাদ্বিধেয় ॥৭৫॥
বিধেয় কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥৭৬॥
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭০। শ্লোকার্থমাহ 'অবতার' ইতি। অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা। সর্ব্ব-অবতংস সর্ব্বকারণ-সর্ব্বাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। ৭৪। অনুবাদমনুক্ত্বেতি। অনুবাদং জ্ঞাতবস্তু বিধেয়মজ্ঞাতবস্তু ইত্যর্থঃ। ৭৭। ক্বচিৎ পুস্তকে বিপ্রত্বাদিপাঠঃ স তু প্রমাদঃ। অজ্ঞাতবস্তু বিধেয়ং উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশস্য সমানবর্গাক্রান্তত্বাৎ। তত্র 'যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত' ইতি উদ্দেশ্যঃ। 'বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য' ইতি প্রতিনির্দ্দেশ্যঃ। অতএব 'উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ' ইত্যত্র একশব্দস্যৈব প্রয়োগ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দৈবতম্। অর্থাৎ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। কুতো মৃত্যুর্বিভেতি? গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনৈতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি।

ব্রহ্মা স্বকৃত ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নন্দনন্দন কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ। তিনি অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি কেহ নাই। এই কৃষ্ণই আদি-পুরুষ, মূল-পুরুষ ও মূল-অবতারী। তিনি যুগপৎ অনাদি ও আদি অর্থাৎ তাঁহা হইতেই রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, বসুদেবনন্দন বাসুদেব ও বলরাম প্রভৃতি সকলেই প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বকারণকারণ অর্থাৎ মূল-ভগবত্তত্ত্ব।

ব্রহ্মসংহিতা ১ম-শ্লোকস্য শ্রীজীবটীকা—

আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। একাদশে তু তস্য শ্রেষ্ঠত্বং আদ্যঞ্চ যুগপৎ আহ "পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।"

ঋষভং—শ্রেষ্ঠম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক। তিনি অসমোর্দ্ধ-বস্তু বলিয়া তাঁহার সমান ও তাঁহা অপেক্ষা বড় বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্, স্বয়ংরূপ-ভগবান্, অংশী-ভগবান্, মূল-ভগবান্, মহা-ভগবান, মূল-নারায়ণ, মূল-বাসুদেব, পরম-পুরুষোত্তম ও লীলা-পুরুষোত্তম।

প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু—শ্রীবলরামের অংশ এবং বলরাম—বসুদেব-নন্দন বাসুদেবের অংশ।

শাস্ত্র বলেন—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯)

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে (৮৬ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—
শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমো অংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ।
অর্থাৎ বসুদেবনন্দন বাসুদেবের প্রথম অংশ— সঙ্কর্ষণ।
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০ অনুভাষ্য)

বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥৭৮॥
তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কা'র অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥৭৯॥
এতে-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৮০॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥৮১॥
অতএব কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং-ভগবত্তা পিছে বিধেয় সংবাদ ॥৮২॥
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥৮৩॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥৮৪॥
নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা' ব্যাখ্যান ॥৮৫॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৮৬॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥৮৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৮। তত্র হেতুঃ বিপ্ররূপেণ জ্ঞাত ইত্যর্থঃ পণ্ডিতরূপেণ অজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ৮৪। নন্থ নারায়ণস্য অংশঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি প্রকৃতার্থানুরোধেন ন তাবৎ অত্র অনুবাদবিধেয়য়োঃ বিচারোঽপেক্ষ্যতে। অথবা জ্ঞাতবস্তুত্বেন নারায়ণোঽনুবাদঃ কৃষ্ণস্তু বিধেয় ইত্যেবমস্তু ইত্যত্রাহ 'কৃষ্ণ যদীতি'। সত্যং কিন্তু সূতস্য বচনং 'ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং' ইতি বিপরীতং ভবেৎ এব ন তু তথা অস্তি। ৮৫। পাঠ-বৈপরীত্যং মাস্তু ব্যাখ্যা চ তথা ভবেদেব ইত্যত্রাহ 'নারায়ণ' ইতি। স্বামিপাদপ্রভৃতীনাং তথা ব্যাখ্যাভাবাৎ তৎপাঠ-বিপরীতবাক্যাভাবাচ্চ মনসাপি কদাচিৎ কৈশ্চিৎ তথা ব্যাখ্যা ন ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। ৮৬। ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং ইতি বক্তব্যে ভ্রমাদিদোষাদেব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ইতি উক্তং তথা এতদনুগতোঽর্থশ্চ তৈঃ কৃত ইতি চেত্তত্র ইত্যাহ 'ভ্রমপ্রমাদ' ইতি। ভ্রমাদয়ঃ দোষাঃ আর্ষবাক্যে বিজ্ঞবাক্যে চ ন সন্তি অতোঽত্র শ্রীসূতপাদেন যদুক্তং তৎ সত্যমেব তথা এতদনুগতোঽর্থশ্চ ইতি ভাবঃ। ভ্রমঃ ভ্রান্তিঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বিপ্রলিপ্সা বিরোধোক্তিঃ, করণাপাটব ইন্দ্রিয়াপটুতা। ৮৭। বিরুদ্ধদোষঃ বাস্তবদোষঃ। অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ ইতি কাব্যপ্রকাশে সপ্তম উল্লাসঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বলেন—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণং অথাসৃজৎ।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৩৭-২৩৯ অনুভাষ্য)

শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৫৩)

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে (২২ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—

শ্রীরামচন্দ্রঃ সাক্ষাৎ পুরুষ এব। স্কান্দে শ্রীরামগীতায়াং বিশ্বরূপং দর্শয়তস্তস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-কৃতস্তুতেঃ শ্রবণাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

স্কন্দপুরাণের শ্রীরামগীতায় শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ-আবির্ভাবকারী শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-কৃত স্তব শুনা যায় বলিয়া তিনি পুরুষের অবতার নহেন, সাক্ষাৎ পুরুষ।

এতে-শব্দোক্ত অবতারগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র এবং বসুদেব-নন্দন বাসুদেব-কৃষ্ণ ও বলরাম থাকায় এই স্থানে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে প্রমাণ দেওয়া হইল। ইহার বিস্তৃত সুমীমাংসা কৃষ্ণসন্দর্ভে ২২ সংখ্যা—২৮ সংখ্যা, লঘুভাগবতামৃত ১৯৭ সংখ্যা—২০৪ সংখ্যা, ভাঃ ১।৩।১-২৮ শ্রীবিশ্বনাথটীকা ও শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮৬। ভ্রম—ভ্রান্তি; যে বস্তু যাহা নহে তৎসম্বন্ধে মিথ্যা-

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং-ভগবান্-শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥৮৮॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥৮৯॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥৯০॥
(ভাঃ ২।১০।২২)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥৯১॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥৯২॥

অনুবাদ—ভাগবতশাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশম তত্ত্ব যে আশ্রয়—তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন-স্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচার দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৯৩॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥৯৪॥
(ভাঃ ১০।১।১ শ্রীধরটীকা)

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥৯৫॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮৮-৮৯। যস্য যোঽংশঃ তস্মাদেব তস্য ভগবত্তা যথা মহাসঙ্কর্ষণাদি-ভগবত্তয়া এব তত্তদংশানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং ভগবত্তা ইতি যুক্তিযুক্তং তথা সতি স্বয়ং-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবত্তায়াঃ তদ্ভিন্নাংশানাং অন্যেষাং ভগবতাং ভগবত্তা ন ভবেৎ অতঃ 'যাঁর ভগবত্তা হইতে' ইতি যদুক্তং তদসঙ্গতং ইত্যাশঙ্কায় নিরাকরন্নাহ 'দীপ হইতে' ইতি সার্দ্ধেন। অয়ং ভাবঃ প্রজ্বলিত-প্রথমদীপাৎ দ্বিতীয়দীপঃ জ্বলতি, এতস্মাৎ তৃতীয় ইত্যাদিনা বহূনাং তেষাং জ্বলনং ভবতি তেন চ পূর্ব্বপূর্ব্বদীপঃ পরপরদীপকারণং তথাপি প্রথমো দীপ এব যথা সর্ব্বেষাং তেষাং কারণত্বেন গণ্যতে তথা শ্রীকৃষ্ণাৎ মহাসঙ্কর্ষণঃ, তস্মাৎ মহাবিষ্ণুঃ, তস্মাৎ গর্ভোদকশায়ী মৎস্যাদ্যবতারাশ্চ ইত্যাদিনা বহবঃ তত্তদংশাঃ তত্তদ্ভগবত্তয়া ভগবন্তো ভবন্তি তেন চ মহাসঙ্কর্ষণাদয়ঃ সঙ্কর্ষণাদীনাং কারণানি তথাপি স্বয়ং-ভগবান্ সঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বেষাং তেষাং ভগবতাং মূলকারণং অতঃ 'যাঁর ভগবত্তা হইতে' ইতি ন অসঙ্গতং এতেন এতদুক্তং ভবতি শ্রীকৃষ্ণাদেব যদদ্বৈতমিত্যত্রোক্তঃ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ পরমব্যোম-নাথঃ নারায়ণঃ ইত্যর্থঃ ন তু অস্মাৎ স যতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং-ভগবান্, অয়ং তু ভগবান্ ইতি। ৯১। সর্গঃ সৃষ্টিঃ, বিসর্গঃ প্রলয়ঃ, স্থানং স্থিতিঃ, পোষণং পালনং, ঊতয়ঃ লীলাঃ, নিরোধঃ লয়ঃ, নবমপদার্থানামাশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। ৯২। দশমস্য দশমপদার্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানার্থং নবানাং সর্গাদীনাং। ৯৩। 'দশমস্য' ইত্যস্যার্থমাহ 'আশ্রয়' ইতি। আশ্রয়-তত্ত্বজ্ঞানার্থমেতে নবপদার্থাঃ কথিতাঃ নবানামেতেষাং য উৎপত্তি-হেতুঃ স আশ্রয়পদার্থঃ ইতি অস্য তত্ত্বজ্ঞানম্। ৯৪। আশ্রয় ইত্যস্যার্থমাহ কৃষ্ণ ইতি। ৯৫। শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয়পদার্থ ইত্যেতৎ প্রমাণয়তি 'দশমে' ইতি। দশমে দশমস্কন্ধে। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং আশ্রয়ো বিগ্রহঃ শরীরং যস্য। আশ্রিতা-শ্রয়বিগ্রহং পরং ধাম জগদ্ধাম চ এতদ্বিশেষণত্রয়েণ সর্গাদিনবপদার্থানামুৎপত্ত্যাদি হেতু শ্রীকৃষ্ণ ইত্যুক্তম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জ্ঞান। যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। প্রমাদ—অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা, বিরোধোক্তি। করণাপাটব—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মহাজনবাক্যে এই সব দোষ থাকে না।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৯৬॥
কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥৯৭॥
অংশশক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥৯৮॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি' ॥৯৯॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্ত রূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥১০০॥

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥১০১॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥১০২॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥১০৩॥
এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥১০৪॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥১০৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯৬। নন্থ তদা কথমন্যে বদন্তি শ্রীনারায়ণ এব শ্রীকৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণ ইত্যত আহ 'কৃষ্ণের' ইতি। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপাদিজ্ঞানাভাবাদেব তথা বদন্তি ন তু তদভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। ৯৭-৯৯। কৃষ্ণের স্বরূপ ইত্যুক্তপদ্যস্যার্থমাহ 'কৃষ্ণের স্বরূপ হয়' ইত্যারভ্য 'এইত স্বরূপগণ' পর্য্যন্তং। তত্র কৃষ্ণস্বরূপস্যার্থমাহ 'কৃষ্ণের' ইতি ত্রয়েণ। প্রাভবাদীনাং লক্ষণং যথা লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারপ্রকরণে। অথ প্রাভব-বৈভবাঃ—

হরিস্বরূপরূপাঃ যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ। শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ॥ প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ। একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ। তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ॥ অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্ম্মুনিচেষ্টিতাঃ। ধন্বন্তর্য্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে॥ অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঋষাধিপঃ। নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহহয়াননৌ। পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ। ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতা॥

অথ স্বাংশঃ তত্রৈব—

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদি র্মৎস্যাদি র্যথা তত্তৎস্বধামসু॥

অথ আবেশঃ তত্রৈব—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্রূর-দৃষ্টাস্তেচামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ যচ্চোক্তং 'কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্‌বিধবিলাস' তত্র কিন্তাবৎ কৃষ্ণস্য স্বরূপং, কথম্বা তস্যৈব ষড়্‌বিধরূপেণ বিলাস ইত্যত আহ 'কিশোর' ইতি। কিশোরস্বরূপমেব তস্য স্বরূপং, স্বয়মবতারী যতোঽবতারঃ সোঽবতারী, যতোঽবতারী স স্বয়মবতারীত্যনেন চ তস্যৈব ষড়্‌বিধরূপেণ বিলাসঃ। তদ্বিলাসে প্রয়োজনমাহ 'ক্রীড়ে'তি। বিশ্বভরণার্থং সদ্ধর্ম্মস্থাপন-স্বভক্তসুখীকরণাদ্যর্থং তদ্রূপেণ ক্রীড়তি ইত্যর্থঃ। ১০০। নন্থ অনন্তরূপে তদনন্ত-রূপাণামেব ক্রীড়া ভবেৎ কথং একস্যৈব কৃষ্ণস্য তদ্রূপেণ ইত্যত আহ 'অনন্তরূপে' ইতি। একস্যৈব কৃষ্ণস্য রূপেণ সহ অনন্ত-রূপাণাং ভেদাভাবাৎ পৃথক্ স্বয়ম্ভাবাচ্চ তস্যৈব ক্রীড়েত্যর্থঃ। স্বয়মবতারিত্বেন এক এব কৃষ্ণঃ তত্তদনন্তরূপেণ ক্রীড়তীতি ভাবঃ। ১০১। কৃষ্ণস্বরূপং বিচার্য্য শক্তিত্রয়বিচারমাহ 'চিচ্ছক্তি' ইতি ত্রিভিঃ। ১০৪-৫। 'কৃষ্ণের স্বরূপ আর' ইত্যেতৎ পদার্থমুপসংহরতি 'এইত স্বরূপগণ' ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ এব সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বেষাং স্থিতিঃ ইতি জ্ঞানং যস্য ভবেৎ তস্য শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার ইতি অজ্ঞানং ন ইতি ভাবঃ। অত্র 'উদেতি সবিতা তাম্র' ইতিবৎ কৃষ্ণশব্দস্য ন দ্বিরুক্তদোষঃ। কৃষ্ণাদেব তেষাং প্রকাশঃ, কৃষ্ণ এব তেষাং স্থিতিঃ ইতি বিজ্ঞাপয়িতুং কৃষ্ণশব্দস্য দ্বিঃ প্রয়োগঃ ইতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৯৬। শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১০৬॥

(ব্রহ্মসংহিতায়)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১০৭॥

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥১০৮॥

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥১০৯॥

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১১০॥

সেহো ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী ॥১১১॥

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি ॥১১২॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥১১৩॥

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥১১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১০৬। 'পূর্ব্বপক্ষ কহে' ইত্যাদ্যুক্তং শ্রীনারায়ণ এব শ্রীকৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণঃ ইতি বিবাদিমতং 'তারে কহি' ইত্যাদিনা নিরাকৃত্য শ্রীকৃষ্ণাদেব শ্রীনারায়ণ ইতি শাস্ত্রমতং সংস্থাপ্য চ তদেব উপসংহরতি 'স্বয়ং-ভগবান' ইতি। কৃষ্ণঃ স্বয়ং-ভগবান্, কৃষ্ণঃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ, কৃষ্ণঃ পরম-ঈশ্বরঃ ইতি সর্ব্বানি শাস্ত্রানি কথয়ন্তি তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেব শ্রীনারায়ণঃ ন তু শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ শাস্ত্রপ্রমাণাভাবাৎ ইতি ভাবঃ। অতঃ সাধূক্তং 'অতএব ব্রহ্মবাক্যে' ইতি পদ্যং। তথা—'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার' ইতি 'কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্' ইত্যাদি পদ্যঞ্চ। ১০৭। 'কৃষ্ণ মূলাশ্রয়' ইত্যত্র প্রমাণমাহ ঈশ্বর ইতি। কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যং সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ত্তা কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থশ্চ। পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ। সৎ নিত্যং চিৎ জ্ঞানং আনন্দ সুখরূপং। ১০৮। শাস্ত্রবিচারপরাভবেন পণ্ডিতানামসমোর্দ্ধং দুঃখং জায়তে তত্র ভাগবতঃ প্রতিবাদী তু কয়াচিৎ ভঙ্গ্যা তান্ সুখীকরোতি যতঃ ভাগবতানাময়মেব স্বভাবঃ যথা 'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ' ইতি গীতোপনিষদ্। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। অতঃ পরমভাগবতো গ্রন্থকারঃ বিচার-পরাভব-প্রভবদুঃখদুঃখিতং পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তারং সুখীকর্ত্তুমাহ 'এ সব' ইতি। মাং চালয়িতুং ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণ এব বিহরতি ইতি স্থিরসিদ্ধান্তাৎ অয়ং চলতি কিং ন বা ইতি পরীক্ষিতুং ইত্যর্থঃ। ত্বং মৎপরীক্ষকঃ ন তু অজ্ঞোঽসীতি ভাবঃ। ১০৯। 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং' পরমিহ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেই কৃষ্ণ' ইতি সার্দ্ধেন। ১১০। যত্তু অন্যে ভক্তাঃ তত্তত্ত্বং ক্ষীরোদশায়িত্বেন বদন্তি তন্ন হি কারণার্ণবশায়িপ্রভৃতিকারণস্য শ্রীনারায়ণস্যাপি কারণে শ্রীচৈতন্যে ক্ষীরোদশায়ীতি উক্তে তন্মহিম্নোঽসদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ। ১১১। নন্বু ভক্তানাং তেষাং তদ্বাক্যং কিং সর্ব্বথা হেয়ং নহি নহীতি সর্ব্বং সমাদধন্নাহ 'সেহো ত' ইতি। যৎ ভক্তবাক্যং তৎ ন ব্যভিচারী ন মিথ্যা ইত্যর্থঃ। ভক্তবাক্যং ক্বচিদপি ন ব্যভিচরতীতি ভাবঃ। যতঃ অবতারী ততঃ সকলং সম্ভবেৎ অবতারিণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সকলমেব বাক্যং সম্ভবেদিতি সর্ব্বসমাধানম্। 'এ অর্থ না জানি মূর্খ' ইত্যত্র মূর্খ ইতি যদুক্তং তত্তু অভক্তপরং অথবা 'নারায়ণস্ত্বং' ইতি শ্লোকার্থপরম্। ১১২-১১৪। তদেব প্রতিপাদয়তি 'অবতারীর' ইতি ত্রিভিঃ।

কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥১১৫॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন ॥১১৬॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥১১৭॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥১১৮॥

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥১১৯॥
চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১২০॥
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১১৬। উক্তসিদ্ধান্তশ্রবণপ্রয়োজনং বদন্নাদৌ ভক্তস্বাভাব্যেন শ্রোতৃন্ প্রণম্য শ্রবণাভিমুখী করোতি 'সর্ব্ব' ইতি। ১১৭-১১৮। সিদ্ধান্তে তর্কাদিভিরা চিত্তে অলসং মা কুরু প্রতিকূলতাং হিত্বা অনুকূলমেব সিদ্ধান্তং কুরু ইতি ভাবঃ। সিদ্ধান্তশ্রবণাদেব কৃষ্ণে মানসং যথা সুদৃঢ়ং লগেৎ তথা এভিঃ সিদ্ধান্তৈঃ চৈতন্যমহিমানং জানাতি তস্মাৎ মহিম-জ্ঞানাৎ তস্মিন্ চিত্তং দৃঢ়রূপেণ লগেৎ। সিদ্ধান্তেন মহিম-জ্ঞানং তস্মাৎ চিত্তদৃঢ়সংলগ্নং অতঃ সিদ্ধান্তশ্রবণমাবশ্যকমিতি ভাবঃ। ১১৯। নন্থ চৈতন্যমহিমাকথনপ্রকরণে কৃষ্ণস্য মহিমা কথং বিস্তরেণ কথিত ইত্যত আহ 'চৈতন্যপ্রভুর' ইতি। তৃতীয়চতুর্থ-পরিচ্ছেদাদৌ শ্রীচৈতন্যমহিম-কথনার্থং প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণমহিমা বিস্তরেণ উক্তঃ। অয়মাশয়ঃ, নিজপ্রেমপ্রদানার্থং তদাস্বাদনার্থঞ্চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এব শ্রীচৈতন্যরূপেণাবতীর্ণঃ ইতি শ্রীচৈতন্য-মহিম-কথনাৎ পূর্ব্বমেব শ্রীকৃষ্ণমহিমজ্ঞানাবশ্যকতয়া অগ্রত এব তন্মহিমা উক্তঃ। ১২০। প্রকরণার্থং শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং উপসংহরতি 'চৈতন্য' ইতি। স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন এব শ্রীচৈতন্য ইত্যস্য তত্ত্বনিরূপণং মহিমা ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১১৭। সাধু-গুরুর নিকট শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করা বিশেষ আবশ্যক। কারণ তাহাতে চিত্ত দৃঢ় হয়।

আদিলীলা—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার পদাশ্রয়শক্তি-বলে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। তৃতীয়ে আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণং শ্রীচৈতন্যাবতারবাহুপ্রয়োজনঞ্চ বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ শ্রীচৈতন্য ইতি। আকরব্রাতাৎ সিদ্ধান্তোৎপাদকশাস্ত্রসমূহাৎ। সিদ্ধান্ত এব সন্মণয়স্তান্।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥

(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান্ শচীনন্দন গৌরহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥৫॥

ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥৬॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥৭॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥৮॥

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ-চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥৯॥

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫। চতুর্থশ্লোকস্যার্থং প্রকাশয়িতুং আদৌ তস্যাভাসমাহ 'স্বয়ং-ভগবান্' ইত্যাদি 'যথেচ্ছ বিহরি' ইত্যন্তং। অত্র সহিত পদেন নিত্যবিহরণ-ক্রিয়াপেক্ষয়া আধারগতসাহিত্যং মন্তব্যং, গোলোকে ব্রজে চ নিত্যবিহার ইত্যর্থঃ। বিনৈকত্বপ্রদৃষ্টিং বৈ প্রকাশত্বং ন সিদ্ধ্যতি। ইতি গোকুলগোলোকনাথৈকত্ব-প্রদর্শনং ভাগবতামৃতে চ। যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তত্তু গোকুলবৈভবং। তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ। তস্য গোলোকস্য মহিমা উন্নতে র্হেতোঃ। রুচিদৈশ্বর্য্য-সাম্যেন ধাম্নোঃ প্রথমতুর্য্যয়োঃ। ঐক্যং দর্শিতমিন্দ্রাদ্যৈর্মাধুর্য্যানামকোবিদৈঃ ॥ রুচিৎ হরিবংশে। মাধুর্য্যং তাবৎ স্বর্ণমুদ্রাসদৃশং। ঐশ্বর্য্যং রজতমুদ্রাসদৃশং। ব্রজমপি মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবলিতং। গোলোকং কেবলৈশ্বর্য্যরূপং। অতএব চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যবত্ত্বেন ব্রজগোলোকয়োঃ সাম্যং। তস্মাদৈশ্বর্য্যসাম্যেন গোলোকেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণতমত্বং। অতএব গোকুলনাথ-গোলোকনাথয়োরেকাত্মব্যঞ্জিকা লীলা স্পষ্টা। অত্র স্পষ্টলীলা দ্বিবিধা গোলোকগতা ব্রজগতা চেতি। তত্র গোলোকগতা কেবলকৈশোরত্বেন একবিধা। ব্রজগতা তু ত্রিবিধা বাল্যগতা, পৌগণ্ডগতা, কৈশোরগতা ইতি। অতএব গোলোকনাথস্য নন্দনন্দনাবেশঃ। ৭। ব্রহ্মৈকদিনস্য পরিমাণং কথয়ন্ তত্র চ কদাবতরতীত্যাহ 'সত্য' ইতি চতুর্ভিঃ। ১০। যথৈকস্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্য অনেকব্রহ্মাণ্ডগতত্বেন প্রকাশস্তথৈব ব্রজস্যাপ্যনেকব্রহ্মাণ্ডগতপ্রকাশো মন্তব্য ইতি সর্ব্বমবদাতম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫-১০। স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যকাল বিহার করেন। তিনি ব্রহ্মার একদিনে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন।

৪৩২০০০ সৌরবর্ষ হ'লো কলিযুগ। তাহার দ্বিগুণ—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ---সত্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ হয়। এইরূপ ৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণ প্রতি দ্বাপরযুগে এখানে আসেন না। বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে ২৭ চতুর্যুগ শেষ হইলে ২৮ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ পৃথিবীতে আসেন। প্রত্যেক দ্বাপরে কৃষ্ণ যেমন পৃথিবীতে আসেন না, শ্রীগৌরাঙ্গদেবও তদ্রূপ প্রত্যেক কলিতে এখানে আসেন না। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, সেই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম প্রচার করেন।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত, কৃষ্ণ তা'র বশ ॥১১॥
দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ লৈয়া।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১২॥
যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥১৩॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥১৪॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥১৫॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৪। 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ 'চিরকাল' ইতি। তেন বা কিমায়াতং ইতি আহ 'নাহি অবস্থান' ইতি অবস্থানং ন ভবতি প্রেমভক্তিং বিনা মাং ন প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। ১৫। 'উন্নতোজ্জ্বলরসাং' ইত্যস্যার্থমাহ 'সকল' ইতি। অত্র ব্রজভাব এব উজ্জ্বলরসঃ পবিত্ররস ইত্যর্থঃ। বিধিভক্তি র্যথা—যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে। ১৬। এবমপি ব্রজভাবপ্রাপ্ত্যুপায়াকরণে কারণং কেবলং তত্র জ্ঞানাভাবমেব ইত্যাশয়েনাহ 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে' ইতি। ঐশ্বর্য্যদুর্ব্বলেন প্রেম্না মৎপ্রীতি র্ন ভবেৎ ইত্যেতজ্জ্ঞানাভাবাৎ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং ন করোতীতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১-১২। কৃষ্ণ এই সময় নিজ পার্ষদভক্তগণকে লইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া (ন তু কামাবিষ্ট হইয়া) ব্রজে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কারণ কৃষ্ণ কামদেব, প্রেমময়বিগ্রহ, পরমানন্দবিগ্রহ ও নিষ্কাম। কুৎসিত কামের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। তিনি প্রেমাধীন ও প্রেমাকৃষ্ট।

প্রশ্ন—যে দ্বাপরে ও যে কলিতে কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ আসেন না, সেই দ্বাপরে ও সেই কলিতে ভগবানের কি অবতার হয়?

উত্তর—যে দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন না, সেই দ্বাপরযুগে যুগাবতারের নাম শ্যাম এবং বর্ণও শ্যামবর্ণ হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণ নয়।

যে কলিতে গৌরাঙ্গদেব আসেন না, সেই কলিতে যিনি যুগাবতার হন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং বর্ণও কৃষ্ণ।

জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃপা পূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥
(লঘুভাগবতামৃত ১০১ শ্লোক)

কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; 'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ' ইতি হরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণস্তত্র অন্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্। (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু-কৃত সারঙ্গরঙ্গদাটীকা)।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে শ্রীহরি যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই নামে ও এই বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরে স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। তখন দ্বাপর-যুগাবতার শ্যাম তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ কলিতে গৌরাঙ্গদেব যখন আসেন, তখন যুগাবতার কৃষ্ণ তাঁহাতে প্রবেশ করেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—

বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যাম-কৃষ্ণৌ তদা তত্রৈব অন্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ।
(ভাঃ ১০।৮।১৩ টীকা)

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের কথা মৎস্যপুরাণে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

১৪। চিরকাল অর্থে বহুকাল। নাহি অবস্থান অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতীত কেহই কৃষ্ণকে পায় না।

১৫। রাগভক্তি ব্যতীত বৈধী ভক্তিতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥১৭॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥১৮॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥১৯॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥২০॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥২১॥

(গীতায়)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥২২॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি বিশ্বে প্রকটিত হই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥২৩॥

অনুবাদ—সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অনুবাদ—যদি আমি কর্ম্মাচরণদ্বারা কর্ম্ম-ব্যবস্থা না রক্ষা করি, তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজাবিনাশক হইয়া পড়ি।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২৫॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর ব্যক্তি অনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন, সকলেই তাহাতে অনুরত হন।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৭। ঐশ্বর্য্য ইতি। তদপি তদ্ভজনং ন বিফলং ভবতি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বিধমুক্তিলাভাৎ। 'বিধিভজনে' বৈধীভক্ত্যা ইত্যর্থঃ। ১৮। নন্থ নিষ্কামতয়া বৈধীভক্ত্যাচরণে কথং মুক্তিঃ, সত্যাং তস্যাং কথং বা ভক্তিসেবাবতিষ্ঠেৎ ইতি চেত্তত্রাহ 'সার্ষ্টি' ইতি। তথৈবোক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকৃৎপাদেন যথা। অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ সর্ব্ববিধাপি চেৎ। সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুদ্ধ্যতে॥ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্য-ভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুরুতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ অত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোঽর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥ ইতি বিধিভজন বৈধীভক্ত্যা ইত্যর্থঃ। ১৯। প্রকৃতমনুসরন্ 'স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'যুগধর্ম্ম' ইতি 'এত ভাবি' ইত্যন্তং। ২৩। নন্থ ত্বদ্‌ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্যরূপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংস-কেশ্যাদীনাং বিনাশায়, তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়-ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিক্ষণং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধদুষ্কৃতফলান্নরকসহস্রপ্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ। ২৬। তৎপ্রেমপ্রদানন্তু ত্বদংশেন যুগাবতারেণৈব ভবিষ্যতি কিং তবাবতারেণ ইতি চেত্তত্রাহ 'যুগধর্ম্ম' ইতি। ব্রজপ্রেমপ্রদানার্থং অবতরিষ্যামীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১। আচারহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। নিজে আচার করিয়া প্রচারই স্ব-পর-মঙ্গলকর।

২৬। নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যদিও যুগধর্ম্মপ্রচারকার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম অন্য কেহ প্রচার করিতে পারেন না।

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো-ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥২৭॥

(লঘুভাগবতামৃতে)

অনুবাদ—ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণ ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে ?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥২৮॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥২৯॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥৩০॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥৩১॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল, ভূতগ্রাম ॥৩২॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥৩৩॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥৩৪॥

তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥৩৫॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৩৬॥

অনুবাদ—গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন—হে নন্দ, তোমার এই বালক অন্য তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥৩৭॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম ॥৩৮॥

(ভাঃ ১১।৫।২৭)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৩৯॥

অনুবাদ—দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি চিহ্নযুক্ত এইরূপে উপলক্ষিত হন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৭। লতাস্বপীতি মনুষ্যাদিষু কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। অথবা বালতাসু বাল্যেষু ত্রিবিধকৌমারেষু মধ্যে পৌগণ্ডাদিষু কা বার্ত্তা। ৩০। 'শচীনন্দনো হরি' ইত্যস্যার্থমাহ চৈতন্যেতি। ৩১। 'সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেই' ইতি। ৩২। নন্দনন্দনঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ অবতীর্ণঃ। কেন নাম্না খ্যাতোঽভূৎ ইতি। অথবা 'গুণকর্ম্মানুরূপাণি' ইতি ভাগবতীয়শ্রীকৃষ্ণনামকরণোক্তদিশা অস্মিন্নবতারেঽপি তস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি নামানি আহ 'প্রথম লীলায়' ইতি। ৩৫। কলিযুগে অবতারো নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ ইতি কেষাঞ্চিৎ মতং নিরাসয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্য কলিযুগাবতারতায়াং শ্রীভাগবতীয়ং গর্গবাক্যং প্রমাণয়তি 'তাঁর' ইতি। যুগে অবতারতা যুগাবতারতা ন তু পারিভাষিকযুগাবতারতা, নচেৎ তত্ত্বে স্বয়ং-ভগবত্তা ন স্যাৎ। ৩৬। শুক্লো নাম ধ্যানধর্ম্ম রক্তবর্ণ যজ্ঞধর্ম্মো নাম-সঙ্কীর্ত্তনঃ—গৌরবর্ণঃ। ৩৯। শ্যামঃ কৃষ্ণঃ। অত্র ভগবান্ কৃষ্ণ ইত্যনুক্ত্বা শ্যাম ইতি যদুক্তং তৎ শ্যামবর্ণ-তন্নামক দ্বাপর-যুগাবতারস্যাত্র প্রবেশাভিপ্রায়েণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১। কল্মষ—পাপ; দ্বিরদ—হস্তী।
৩২। ভূতগ্রাম—জীবসমূহ।
৩৪। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইয়া জীবকে চৈতন্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥৪০॥
তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ-জিনি' কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥৪১॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥৪২॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥৪৩॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন।
তিলফুল-জিনি' নাসা, সুধাংশু-বদন ॥৪৪॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥৪৫॥
চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥৪৬॥
এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥৪৭॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥৪৮॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৪৯॥

(মহাভারতে ও বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে)

অনুবাদ—সুবর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ শ্রীঅঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা-শোভিত—এই চারিটি শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণকারী, শম-গুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে নিষ্ঠাযুক্ত ও নিবৃত্তি-পরায়ণ।

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সার ॥৫০॥

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৫১॥

অনুবাদ—যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥৫২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪০। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বং শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যেন প্রতিপাদয়িতুং পুনঃ প্রকরণমারভতে 'কলিকালে' ইত্যাদি 'ভাগবত-ভারত' ইত্যন্তং। তত্র কলিযুগ-যুগধর্ম্মপ্রচারে পীতবর্ণস্যাবশ্যকতয়ৈব অংশাবতারঃ পীতবর্ণো ভবতি কিন্তু ব্রজপ্রেমপ্রদানার্থং স্বয়মবতীর্ণস্য স্বয়ং-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদনাবশ্যকত্বেঽপি যৎপীতত্বং তত্র কারণমাহ 'কলিকালে' ইতি। কলিযুগে যঃ পীতবর্ণশ্চৈতন্যাবতারঃ তস্য প্রকটনমেব তস্য শ্রীচৈতন্যস্য পীতত্বে কারণং। কলিযুগাবতারত্বমেব প্রকটয়িতুং পীতবর্ণ ইতি ভাবঃ। 'তথি লাগি' ইতি নাম-প্রচারনিমিত্তং পীতবর্ণো যুগাবতারঃ যশ্চৈতন্যস্তস্যাবতারং প্রকটয়িতুং পীতবর্ণ ইত্যেবার্থ ন তু নাম-প্রচারনিমিত্তং পীতবর্ণেনাবতারঃ নচেৎ তত্ত্বে যুগাবতারতা স্যাৎ। ৪১। পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ শ্রীচৈতন্যং বর্ণয়তি 'তপ্তহেম' ইতি। ৪২। শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্যাবতারত্বে শ্রীভারতং প্রমাণয়তি সুবর্ণ ইতি। সুবর্ণং সুন্দরং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ, তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ। বরাঙ্গঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ, শমঃ ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ, শান্তিপরায়ণঃ—নিবৃত্তিপরায়ণঃ। ৫২। উক্ত 'কৃষ্ণবর্ণং' ইতি পদ্যস্যার্থং কুর্ব্বন্নাহ 'শুন' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪২-৪৩। যিনি নিজ হস্তের পরিমাণে চারি-হস্তপরিমিত দীর্ঘ হন, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ও তাঁহার নাম—ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৮। চারি চারি নাম নিম্নলিখিত ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।
৫০। কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই একমাত্র সার বস্তু। এজন্য তাহাই জীবের একমাত্র আশ্রয়, জীবন ও ভূষণ।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥৫৩॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥৫৪॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥৫৫॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে তাঁরে কহে পীতবরণ ॥৫৬॥

(স্তবমালায়)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫৭॥

অনুবাদ—শ্রীরাধিকার দ্যুতির আধিক্য বশতঃ গৌরবর্ণ যে কৃষ্ণকে ভক্তগণ কলিকালে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা করেন এবং যাঁহাকে সন্ন্যাসীগণের একমাত্র উপাস্য বলিয়া বর্ণন করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে কৃপা করুন।

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তুতি ॥৫৮॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥৫৯॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ-নাম, সেই মহাতমঃ ॥৬০॥
বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাষায় ॥৬১॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাম্ভ প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৬২॥

(স্তবমালায়)

অনুবাদ—যাঁহার মন্দহাস্যময় কটাক্ষ জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার কীর্ত্তনমাত্রেই মঙ্গল হয় এবং যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে প্রেমলাভ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে কৃপা করুন।

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥৬৩॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥৬৪॥

(স্তবমালায়)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৬৫॥

অনুবাদ—শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উপাস্য মানব-শরীরধারী শ্রীচৈতন্যদেব সকলজীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজনমুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্যসাধন।
অঙ্গ-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥৬৬॥
অঙ্গ-শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ-ব্যাখ্যান ॥৬৭॥

বিশ্বনাথটীকা—৫৩। তত্র 'কৃষ্ণবর্ণং' ইত্যস্যার্থমাহ 'কৃষ্ণ এই' ইতি। ৫৪। কৃষ্ণৌ বর্ণৌ যত্র স কৃষ্ণবর্ণঃ অথবা কৃষ্ণং বর্ণয়তীতি। ৫৬। ত্বিষাঽকৃষ্ণং ইত্যস্যার্থমাহ 'দেহকান্ত্যে' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৩। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করিয়া জীবের পাপ ও অপরাধ দূর হয় এবং প্রেমলাভ হইয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

থাকে। এজন্য ইহাও অস্ত্রসদৃশ।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৬৮॥

(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

অনুবাদ—আ ২।৩০ দ্রষ্টব্য।

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥৬৯॥
অঙ্গ-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥৭০॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥৭১॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥৭২॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥৭৩॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥৭৪॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥৭৫॥
সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥৭৬॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥৭৭॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম-সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥৭৮॥
ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এ শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥৭৯॥

(তত্ত্বসন্দর্ভে)

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥৮০॥

অনুবাদ—অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি' ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥৮১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৬-৭৭। 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সঙ্কীর্ত্তন' ইতি দ্বয়েন। ৮০। অঙ্গঃ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতঃ আদিশব্দেন শ্রীবাসাদয়ঃ। দর্শিতোঽঙ্গাদীনাং সাঙ্গোপাঙ্গানাং বৈভবং ঐশ্বর্য্যং যেন যদ্বা দর্শিতোঽঙ্গাদিভ্যো বৈভবো যেন। স্ম্যঃ ইতি পাঠে বিজ্ঞজনাঃ কৃষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ। অন্তঃকৃষ্ণমিতি। বয়ং আশ্রিতাঃ স্মঃ ভবামঃ ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭১-৭৪। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের অঙ্গ এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণ—উপাঙ্গ। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—এই দুই জন সেনাপতি, ভক্তগণ হ'লেন সেনা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'লো পাষণ্ডদলন করিবার অস্ত্র।

৭৫। পাষণ্ডদলনবানা—পাষণ্ডদলনকারী।

৭৬। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক। যিনি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনকারী মহাপ্রভুকে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন দ্বারা ভজন করেন, তিনিই ভাগ্যবান্, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সার্থক হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৭-৭৮। যিনি সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভজন করেন, তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি, আর যাঁহারা তাঁহাকে এইভাবে ভজন করেন না, তাঁহারা কুবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ভাগা।

কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞই সকল যজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিতও একটী কৃষ্ণনামের তুলনা হইতে পারে না। যে সব অল্পবুদ্ধি দুর্ভাগা এক কৃষ্ণনামকে কোটী অশ্বমেধযজ্ঞের সহিত সমান মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী ও নারকী, তাহাদের নরক হয়।

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥৮২॥

(উপপুরাণে)

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ ॥৮৩॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥৮৪॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥৮৫॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥৮৬॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ভক্তগণ শাস্ত্রদ্বারা তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥৮৭॥

(স্তোত্ররত্নে)

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, দেশ, কাল, পরিমাণ—এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব অসমোর্দ্ধ হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। যোগ-মায়া দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর কিন্তু তোমার অনন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮২। ক্বচিৎ কলৌ ইতি সম্বন্ধঃ। ৮৩। শ্রীকৃষ্ণ এব কলৌ গৌরাবতীর্ণ ইতি শ্রীভাগবতাদয়ঃ বদন্তি, তদপি যে কেচিৎ তং ন মন্যন্তে তে তু অভক্তা এব ইতি বদন্ স্বয়ং-ভগবত স্তস্য কলিযুগাবতারত্বে স্বসিদ্ধান্তমুপসংহরতি 'ভাগবত' ইত্যাদি। ৮৪-৮৫। শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারে ভাগবতাদয়ঃ যথা স্পষ্টং প্রমাণং তথা ব্যক্তং তৎপ্রভাবাদিকমপি তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। তদপি সূর্য্যকিরণমুলূকবৎ অভক্তা স্তং ন পশ্যন্তি ন জানন্তীত্যর্থঃ। এতেনৈতদপ্যুক্তং ভবতি যথা চক্ষুষ্মন্ত এব সূর্য্যকিরণং পশ্যন্তঃ ধর্ম্মকর্ম্মাদিনা তত্তৎসুখমনুভবন্তি পেচকস্তু বৃক্ষকোটরমবলম্ব্য কেবলমন্ধকারদুঃখমনুভবতি তথা চৈতন্যকৃষ্ণপ্রভাবাদিকং জানন্তঃ ভক্তা এব হরিসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞৈ স্তং যজন্তঃ পরমমনির্ব্বচনীয়ং সুখমনুভবন্তি, অভক্তাস্তু গৃহমবলম্ব্য কেবলং সংসারদুঃখমনুভবন্তি। ৮৬। সত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বেনোপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। দৈবং শুভাশুভং পরমার্থো যথার্থসিদ্ধান্ত স্তৌ যে বিদন্তি তে তথা প্রখ্যাতাশ্চ তে দৈবপরমার্থবিদশ্চেতি তেষাম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৫। উলূক—পেচক। শ্রীবিশ্বনাথটীকা—সজ্জনগণ সূর্য্যোদয়ে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিয়া যেমন সুখী হন, কিন্তু পেচক সূর্য্যকিরণ পছন্দ না করিয়া বৃক্ষকোটরে থাকিয়া অন্ধকারে দুঃখই পায়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও অলৌকিক

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রভাব দেখিয়া ভক্তগণ হরিকীর্ত্তনমুখে তাঁহার ভজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন কিন্তু অভক্তগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ চৈতন্যবিমুখ হইয়া গৃহে থাকিয়া সংসারে কেবল দুঃখই পাইয়া থাকে।

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥৮৯॥

(পদ্মপুরাণে)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥৯০॥

অনুবাদ—এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ অসুরস্বভাব।

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥৯১॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥৯২॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥৯৩॥
মাধব-ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥৯৪॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥৯৫॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥৯৬॥
লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥৯৭॥
আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥৯৮॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হ'বে কৃষ্ণ-অবতার ॥৯৯॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥১০০॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করো কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত-নাম সফল আমার ॥১০১॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥১০২॥

(গৌতমীয়-তন্ত্র)

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥১০৩

অনুবাদ—তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥১০৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮৯। নন্বু ভক্ত্যভাবেন তং ন জানন্ত এব কিন্তু বস্তুশক্ত্যা বস্তু-জ্ঞানবৎ তৎপ্রভাবাদিনা তং জানন্ত ইত্যত আহ 'অসুর-স্বভাব' ইতি। পিত্তদুষ্টরসনাস্বভাবেন সিতশর্করাবৎ অসুরস্বভাবেন প্রভাবাদিমন্তমপি তং জ্ঞাতুং ন শক্নুবন্তি। ভক্তাস্তু স্বস্বভাবেনৈব তং জানন্তীত্যর্থঃ। ৯১। নন্বু সত্যাদিযুগং বিহায় কথং কলাবেবাবতীর্ণঃ ইত্যত্রাহ 'আচার্য্য' ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ 'চৈতন্যের অবতারের এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥' ইতি পরপদ্যবচনেন ভক্তেচ্ছৈব তদবতারে কারণং এতেন চ তত্তদ্ যুগে ভক্তেচ্ছায়া অভাবাৎ নাবতীর্ণঃ। কলৌ তু ভক্তাবতারস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য ইচ্ছায়াং জাতায়ামেবাবতীর্ণঃ ইতি ভাবঃ। ৯৭। করুণহৃদয়ত্বমেব লোকহিতবিচারে কারণম্। ৯৮। বিচারমনুবদতি 'আপনে' ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং যদ্যপ্যবতরেৎ তত্র চ স্বয়মাচর্য্য যদি ভক্তিং প্রচারয়েৎ তদৈব লোকানাং হিতং ভবেদিতি। ভক্তিপদেনাত্র তদঙ্গং নামৈবোচ্যতে 'নাম বিনা কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর' ইত্যুক্তত্বাৎ। ১০১। ন বিদ্যতে প্রভাবত্বেন দ্বৈতং যস্মাৎ, যস্য ভজনপ্রভাবেন শ্রীচৈতন্যাবতার ইতি ভাবঃ। ১০৩। বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০০। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিক্ষায় আমরা পাই—নিষ্কাম হইয়া সদৈন্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজন করিলে শীঘ্রই ভক্তবৎসল

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীহরির কৃপা ও দর্শন লাভ করা যায়।

তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু আর নাহি ধন ॥১০৫॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন ॥১০৬॥
গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥১০৭॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার ॥১০৮॥
চৈতন্যের অবতারের এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥১০৯॥

(ভাঃ ৩।৯।১১)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥১১০॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন—হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়ন-পথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥১১১॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥১১২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১১০। ভক্তিযোগেন পরিভাবিতং আসক্তীকৃতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্ শ্রুতেন বেদাদিশাস্ত্রশ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থাঃ মার্গো যস্য সঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১১১। ভক্তের ইচ্ছাই ভগবদবতারের হেতু বা মূল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্র দেখিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম হন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৩॥
মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥৪॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং বর্ণ্যতে ইতি ভাবঃ ইতি। ৫। আভাসমেবাহ 'চতুর্থ' ইতি দ্বাভ্যাং।

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥৬॥
পূর্ব্বে যৈছে পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥৭॥
স্বয়ং-ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥৮॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥৯॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥১০॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥১১॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥১২॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬। বহিরঙ্গঃ গৌণঃ অন্তরঙ্গঃ প্রধানং। ৭। প্রেমনামপ্রদানস্তু শ্রীচৈতন্যাবতারে বহিরঙ্গকারণং ইত্যেতৎ প্রতিপাদয়িতুং শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য বহিরঙ্গকারণং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি 'পূর্ব্বে যৈছে' ইত্যাদি 'আনুষঙ্গ' ইত্যন্তং। পৃথিবী-ভারহরণায় শ্রীকৃষ্ণাবতার ইতি শাস্ত্রস্য প্রচলিতোঽর্থঃ সাধারণোঽর্থঃ ইত্যর্থঃ ন তু বাস্তবঃ। অয়ন্তাবঃ পৃথিবী-ভারহরণং যথা শ্রীকৃষ্ণাবতারে বহিরঙ্গকারণং তদ্বদত্রাপি প্রেমনামপ্রদানং। শ্রীচৈতন্যস্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণত্বেন তদবতারকারণমেবাত্র দৃষ্টান্তীকৃতং। ৮। তদেব প্রতিপাদয়ন্ অত্র হেতুমাহ 'স্বয়ং' ইতি। ভূভারহরণং বিনা জগতঃ স্থিতি-পালনাভাবেন স্থিতিপালনায়াবতীর্ণস্য বিষ্ণোরেব তৎভারহরণং কর্ম্ম ন তু স্বয়ং-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অতস্তত্তস্য বহিরঙ্গকারণমিত্যর্থঃ। ৯। নন্বু ভূভারহরণং যদি ন কৃষ্ণস্য কর্ম্ম তদা কথং তস্মিন্ তস্য বহিরঙ্গত্বং তৎসম্বন্ধাভাবাৎ। তথা যদি তন্ন তস্য কর্ম্ম তদা কথম্বা তৎসম্বন্ধস্তস্মিন্ দৃশ্যতে ইত্যত্রাহ 'কিন্তু' ইতি পঞ্চভিঃ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরেব ভূভারহরণং করোতি ন তু শ্রীকৃষ্ণঃ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার-কালান্তর্ভূততয়া শ্রীবিষ্ণুকৃত-ভূভার-হরণকালস্য পার্থক্যাভাবেন তথা পূর্ণপুরুষ-শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে তদঙ্গান্তর্ভূততয়া শ্রীনারায়ণাদি-সর্ব্বাবতারাণাং পার্থক্যাভাবেন বিষ্ণুরপি তদঙ্গে তিষ্ঠতি ন তু পৃথক্ ইতি বিষ্ণুনা সহ আধারাধেয়সম্বন্ধেন তস্মিন্ তৎসম্বন্ধঃ অতস্তৎ বহিরঙ্গ-কারণং। তথা নিজাঙ্গান্তর্ভূতেন বিষ্ণুনা এব শ্রীকৃষ্ণঃ ভূভারং হরতি। সাধারণ-দৃষ্ট্যা তু স এব করোতি ইতি দৃশ্যতে ইত্যেতৎ প্রকরণার্থঃ। অয়ং ভাবঃ। নিজাঙ্গান্তর্ভূতবিষ্ণুসম্বন্ধেনৈব তস্মিন্ তৎসম্বন্ধঃ ন তু সাক্ষাৎ, অতস্তৎ বহিরঙ্গকারণং তথা নিজাঙ্গান্তর্ভূত-বিষ্ণুকৃতং ভূভারহরণং কৃষ্ণকৃতং দৃশ্যতে। ১০-১২। পূর্ণ ইতি। পূর্ণভগবতোঽবতারকালে সর্ব্বেঽবতারাঃ তত্র সঙ্গচ্ছন্তি অতঃ পূর্ণভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারকালে নারায়ণাদয়ঃ সর্ব্বে স্ব-স্ব ধাম্ন আগত্য তদঙ্গেঽবতরন্তি এতদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি যতঃ স পূর্ণঃ ভগবান্। নারায়ণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সংযুক্তঃ কৃষ্ণোঽবতরতি পূর্ণত্বাদিতি ভাবঃ। তথাহি লঘুভাগবতামৃতে—স্যুর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ ॥ বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ। ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাং। স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ। অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধা পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহক্রোড় বামনাঃ। নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষা-জিতাদয়ঃ। এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিত ইতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ। অস্য বিশেষো মূলে দ্রষ্টব্যঃ। এতদপ্যেকং পূর্ণস্য লক্ষণং জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬। বহিরঙ্গ—গৌণ বা বাহ্য। অন্তরঙ্গ—মুখ্য বা গূঢ়।
৮ ও ১৩। স্থিতিকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা। পৃথিবীর ভারহরণ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অর্থাৎ অসুরমারণাদি স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের কার্য্য নহে। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরগণকে সংহার করেন।

আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥১৪॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥১৫॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥১৬॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৭॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৩। অতএব ইতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে শ্রীনারায়ণাদয়ঃ সর্ব্ব এব তদঙ্গেঽবতিষ্ঠন্তি অতএব এতেনৈব হেতুনা শ্রীবিষ্ণুরপি তদা তদঙ্গে তিষ্ঠতি। তেন নিজাঙ্গস্থিতেন বিষ্ণুনা শ্রীকৃষ্ণোঽসুরান্ সংহরতি ভূভারং হরতীত্যর্থঃ। অতস্তৎ- ভূভার-হরণং আনুষঙ্গিকং কর্ম্ম এতেন তস্য বহিরঙ্গত্বং। সঙ্গে অনু অনুগতস্য স্থিতস্য ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্ম ইতি আনুষঙ্গিকং; অঙ্গাৎ স্বরূপাৎ নন্দনন্দনরূপাৎ ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্নস্য বিষ্ণোরবতারে কারণং ইতি বহিরঙ্গমিত্যর্থঃ। এতদেব উক্তং লঘুভাগবতামৃতে যথা—তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥ ভূমি-ভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ অভ্যর্থনস্তু যত্তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকং ইতি। ১৪। শ্রীকৃষ্ণাবতারে বহিরঙ্গকারণমুক্ত্বা অন্তরঙ্গং মূলকারণং কথয়িতুমাদৌ তল্লক্ষণমাহ 'যে লাগি' ইতি। যে লাগি যদর্থং। স্বয়ং যৎ কর্ত্তুং অবতরতি তদেব তদবতারে মূলকারণমিত্যর্থঃ। ১৫। তত্র তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারে মূলকারণমাহ 'প্রেমরস' ইতি। 'দুই ইচ্ছার উদ্গম' ইতি পরপদ্যোক্তেন 'ইচ্ছা'-শব্দেন অত্রাপি ইচ্ছাশব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ তেন চ প্রেমরস-নির্য্যাস ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞান-বিহীনো নির্ম্মলপ্রেমরস ইত্যর্থঃ। তমাস্বাদয়িতুং যা ইচ্ছা তথা তৎ-প্রেমরস-সারাস্বাদদ্বারা লোকে রাগভক্তিং প্রচারয়িতুং যা ইচ্ছা, এতদিচ্ছাদ্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণাবতারে মূলকারণং। ১৬। কথং তদিচ্ছাদ্বয়ং জাতমিতি চেত্তত্র হেতুমাহ 'রসিক' ইতি। রসিকশেখরত্বং পরমকারুণিকত্বঞ্চ ইতিদ্বয়ং তত্তদিচ্ছায়া উদ্গমে প্রাদুর্ভাবে হেতুঃ। রসিকশেখরত্বেন প্রেমরস-নির্য্যাসাস্বাদনে তথা পরমকারুণিকত্বেন চ রাগভক্তিপ্রচারণে ইচ্ছা জাতা ইত্যর্থঃ। ১৭-১৮। শ্রীকৃষ্ণঃ তৎপ্রেমরস-নির্য্যাসাস্বাদনং কেন প্রকারেণ করিষ্যতীত্যত্র নিত্যসিদ্ধান্ ব্রজপরিকরান্ মাত্রাদীন্ ভক্তানবতারয়িত্বা তৈরেব তদাস্বাদনং করিষ্যতীতি তৎপ্রকারং বক্তুমাদৌ তত্র নন্বু জগতি বহুষু ভক্তেষু সৎসু তেষাং মাত্রাদীনামবতারণেন কিমিত্যাশঙ্কাং শ্রীকৃষ্ণবাক্যেন পরিহরতি 'ঐশ্বর্য্য' ইতি দ্বাভ্যাং। 'প্রেমবশ আমি' প্রেমবশোঽহং তস্যাধীনো ন ভবামীত্যর্থঃ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত এব মদধীনঃ অত কথং 'বশ আমি' স্ববশোঽহং তস্যাধীনো ভবামীতি ভাবঃ। অত্রায়মাশয়ঃ প্রীত্যধীনতয়ৈব প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনং ভবেৎ কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিতপ্রেম্নি তৎপ্রীত্যভাবেন তদধীনস্যাপ্যভাবঃ। অতঃ সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীনানাং তেষাং মাত্রাদিভক্তানামধীনেন তদাস্বাদনং ভবিষ্যতি ইতি। এতৎ প্রকরণং সর্ব্বমেব অপ্রকটব্রজবিহারি-শ্রীকৃষ্ণবচনমিতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫-১৬। প্রেমরস-নির্যাস — ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন নির্ম্মলপ্রেম-রস। কৃষ্ণাবতারের মুখ্য কারণ এই যে—রসিকশেখর বলিয়া প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনার্থ এবং পরমকরুণ বলিয়া রাগভক্তি জগতে প্রচার করিবার জন্য কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৭-১৮। যাহারা ঈশ্বরবুদ্ধিতে কৃষ্ণের ভজন করে, তাহারা ব্রজে কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য পায় না। ব্রজে কেবলা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্তি ও নিঃস্বার্থ প্রীতির প্রাবল্য। সেখানে ভক্তগণেরও কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি নাই এবং কৃষ্ণেরও ঈশ্বর-অভিমান নাই। তথায় ব্রজবাসী ভক্তগণ 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি'—এই ভাবে আপনজ্ঞানে আপন প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ নির্ম্মল প্রেমে বশীভূত হন; ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে তিনি কদাপি আকৃষ্ট বা বশীভূত হন না।

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি—এ মোর স্বভাবে ॥১৯॥

(গীতায়)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২০॥

অনুবাদ—হে পার্থ, যিনি আমাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেই ভাবে প্রাপ্য হই; ভাগ্যবান্ মানবগণ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে।

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি ॥২১॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥২২॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২৩॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

অনুবাদ—আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন ॥২৪॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক—তুমি আমি সম ॥২৫॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৯। নন্থ কুত্রচিৎ স্বাধীনত্বেন কুত্রচিদধীনত্বেন চ ত্বয়ি বৈষম্যমাপতেদিতি চেত্তত্রাহ 'আমাকে ত' ইতি কল্পতরুবৎ তত্তদ্ভজনাধীন-স্বভাবেন স্বাধীনাধীনো ভবামীতি ন তদ্দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। ২০। নন্থ ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অয়মর্থঃ। যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তৎলীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্ণন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়োর্মজ্জন্মকর্ম্মণো নর্শ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্য চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে, তেষাং স্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষূণাম্ অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব সম্পাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যকজন্মমৃত্যুধ্বংসম্ এব দদামি, তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপি তু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতি ভাবঃ। ২১-২২। হে শ্রীকৃষ্ণ! কস্য ত্বমধীনো ভবসীত্যাহ 'মোর পুত্র' ইতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধরতিঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীনা কেবলা রতিঃ নির্ম্মলপ্রেম ইত্যর্থঃ। তয়া রত্যা যো মামধীনং মন্যতে তস্যাহমধীন ইত্যর্থঃ। দেবক্যাদীনাং ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত-রতিনিবারণার্থমত্র শুদ্ধরতিরিত্যুক্তম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯। ভক্তগণ সখ্য-বাৎসল্যাদি যে ভাবে কৃষ্ণের ভজন করেন, কৃষ্ণও কৃপা পূর্ব্বক সেই ভাবে তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভাবানুসারেই কৃষ্ণ ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন।

২০। **শ্রীবলদেবটীকা**—যথা যেন প্রকারেণ ভাবেন ইতি প্রপদ্যন্তে ভজন্তি। তানহং তাদৃশস্তথৈব তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্ অনুগৃহ্লামি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১-২২। কেবলা রতি বশতঃ যে ভক্ত আমাকে তাহার অধীন মনে করে, আমি তাহার অধীন বা বশ্য হই। বসুদেব দেবকী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যমিশ্র-রতি-নিবারণার্থ এখানে শুদ্ধ-রতি বলা হইয়াছে। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

এই শুদ্ধ ভক্ত লৈয়া করিব অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥২৭॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥২৮॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥২৯॥
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৭। 'এই শুদ্ধ' ইতি। লোকে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিতপ্রেমতয়া তাদৃশশুদ্ধভক্তানামভাবেন। তথা 'লৈয়া' ইতি পদেন চ তে মাত্রাদয়ঃ নিত্যমেব অপ্রকটব্রজবিহার-বিরাজমানা ইত্যায়াতং। তেন চ প্রেমরসনির্য্যাসমাস্বাদয়িতুং নিত্যপরিকরৈঃ মাত্রাদিভিঃ সহাবতরণমিতি জ্ঞেয়ং। নন্থ নিত্যপরিকরাণাং মাত্রাদীনাং যদি তদাস্বাদনং করিষ্যতি তর্হি তবাবতরণেন কিং তত্র অপ্রকটব্রজবিহারে তৎসম্পদ্যত এব ইতি চেৎ তত্রাহ 'করিব' ইতি। বিবিধাদ্ভুতবিহারেণ বিনা তদাস্বাদনং ন ভবেদতস্তদ্বিহারদ্বারা তদাস্বাদয়িতুমবতরিষ্যামীত্যর্থঃ। ২৮। নন্থ তত্রৈব অপ্রকটবিহারে তদ্বিহারো ক্রিয়তামিতি চেত্তত্র তন্ন ভবেদিত্যাহ 'বৈকুণ্ঠাদ্যে' ইতি। বৈকুণ্ঠাদৌ যো যো বিহারো ন সম্পদ্যতে তত্তদর্থমবতরিষ্যামীতি ভাবঃ। ২৯। কা নাম সা লীলা কথম্বা তত্র সম্পদ্যত ইত্যত্র কথঞ্চিদ্ যদ্যপি তত্র অন্যান্যো বিহারঃ সম্পদ্যতে কিন্তু প্রকটলীলায়াং যোগমায়া ময়ি নিত্য-স্বকান্তভাবভাবিতান্তঃকরণানাং নিত্যপ্রেয়সীনাং তাসাং গোপীনাং স্বকান্তভাবমাবৃত্য উপপতিভাবং প্রকটয়িষ্যতি ইতি তদ্ভাবভাবিতলীলাদিকং বৈকুণ্ঠাদৌ কুত্রাপি ন সম্পদ্যতে তত্র নিত্যস্বকীয়ভাবত্বাদিত্যাশয়েনাহ 'মো বিষয়ে' ইতি। ময়ি বিষয়ে গোপীনামুপপতিভাবো ভবিষ্যতি ইতি শেষঃ। নন্থ নিত্যপতিভাবতীনাং তাসাং কথমাগন্তুক উপপতিভাব উদ্ভবিষ্যতীতি চেৎ স তু যোগমায়াপ্রভাবেনৈব ভবিষ্যতীত্যত্রাহ 'যোগমায়া' ইতি। যোগমায়া অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিঃ, ময়ি গোপীনামুপপতিভাবমঘটমানমপি নিজমহিম্না স্বশক্ত্যা করিষ্যতি কারয়িষ্যতীত্যর্থঃ। 'পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস' ইত্যেতৎ পরকীয়-পরম-প্রেমরসসারং মামাস্বাদয়িতুং তং করিষ্যতীতি ভাবঃ।

অত্র উপপতিভাবং করিষ্যতীতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশেন তথা কৃতিসাধ্যত্বেন চ তস্য ভাবস্য জন্যত্বমায়াতং। তেনাত্রৈতৎ বিবেচনীয়ং ভাবেনৈব শ্রীকৃষ্ণঃ তাসামুপপতিঃ ন তু বাস্তবঃ, নিত্যপতের্জন্যোপপতিত্বাসম্ভবাৎ তথা 'যার পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী' ইত্যাদি গ্রন্থকৃৎ-বাক্যেন পরমপতিব্রতানাং 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ' ইতি ব্রহ্মসংহিতাদিবাক্যেন চ শ্রীকৃষ্ণনিত্যকান্তানাং তাসাং পত্যন্তরকল্পনাসম্ভবাৎ নিত্যকান্তাত্বহান্যাপত্তেশ্চ। তথা শ্রীগোপালচম্পূবর্ণিত-বৃন্দা-যোগমায়া-সম্বাদবাক্য-প্রমাণেন অন্যপুরুষৈঃ সহ তাসাং পাণিগ্রহণং মূলতঃ নাসীৎ যেন শ্রীকৃষ্ণস্তাসামুপপতির্ভবেৎ। তথা চ উজ্জ্বলনীলমণৌ 'মায়াকল্পিততাদৃক্-স্ত্রীশীলনেনানুসূয়তে। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ' ॥ টীকা চ—তৈর্গোপৈর্জাতু কদাচিদপি ন সঙ্গমঃ ন পাণিগ্রহণসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। ইত্যেষা। যত্তু কচিৎ তাসামন্যঃ পতিঃ শ্রূয়তে স তু যোগমায়াকল্পিত এব। তথা হি দশমে 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ' ইতি ॥ সবিস্তরমেতৎ বৈষ্ণবতোষণ্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্।

উপপতি র্যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ—রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয় প্রেমসর্ব্বস্বো বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥ পরকীয়া যথা তত্রৈব—রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেনাধীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯। জগৎ-পতি কখন উপপতি হইতে পারেন না। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যা পত্নী—নিত্য-কান্তা; আর কৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্য-পতি বা নিত্য-কান্ত, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। নিত্যপতির পক্ষে উপপতিত্ব অসম্ভব। কিন্তু 'পরকীয়ভাবে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অতি রসের উল্লাস'। তাই অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া কৃষ্ণকে বিশেষভাবে সুখ দিবার জন্য অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণকে উপপতিভাবে এবং ব্রজগোপীগণকে উপপত্নীভাবে বিভাবিত করিয়া কৃষ্ণলীলার সহায়তা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে—দৈবের ঘটন ॥৩১॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥৩২॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥৩৩॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৪

অনুবাদ—ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করতঃ শ্রদ্ধালু ভক্তগণ মধুররসে কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥৩৫॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩০। নন্থ উপপতিভাবে অবাস্তবে সতি কথং তদ্রসস্য প্রকৃতমাস্বাদনং ভবিষ্যতি এতদবাস্তবমিতিজ্ঞানসম্ভাবাৎ ইতি চেদিত্যাহ 'আমিহ' ইতি। এষ উপপতিভাবঃ ন বাস্তব ইত্যহং ন জ্ঞাস্যামি তথা গোপ্যোঽপি ন জ্ঞাস্যন্তি কিন্তু বাস্তব এব ইতি প্রকৃতজ্ঞানেন তস্য প্রকৃতমাস্বাদনং ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। তথাহি আহ্নিককৌমুদ্যাং ' ছায়াকায়কুলং বিধায় সুদৃশাং ভর্ত্তৃন্ গুরূনপ্যথ স্বস্বাভ্যাসগতা ইব প্রবিদুষঃ সংমোহয়ন্তী মিথঃ। সাহায্যং কুরুতেতরাং ভগবতী শ্রীযোগমায়ৈব সা তাসাং তাস্ত ন তদ্বিদন্তি তদহো জানাতু কোঽন্যোঽঙ্গসা' ইতি ॥ স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞস্য 'আমিহ না জানি' ইতি বাক্যমনুপপন্নমিতি নাশঙ্কনীয়ং যতঃ নরলীলারসঃ সর্ব্বত্র রক্ষণীয়ঃ। অত্রাপি যোগমায়া-বৈভবং বিনা স লীলারসঃ রক্ষিতুমশক্যঃ। তেন চ উভয়োঃ রূপগুণে উভয়োর্মনঃ নিত্যং হরতঃ। ৩২। 'প্রেমরসনির্যাস' ইতি যদুক্তং তদুপসংহরতি 'এই সব' ইতি। এতেষাং সর্ব্বেষাং বাৎসল্যাদীনাং রসানাং নির্যাসঃ পরমোৎকর্ষঃ। এতদেব শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রথমকারণমুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। প্রেমরসনির্যাসাস্বাদনং বিবৃত্য রাগভক্তিপ্রচারং বিবৃণোতি 'এই' ইতি। 'এই দ্বারে' এতেন রসনির্যাসাস্বাদনদ্বারেণেত্যর্থঃ। ৩৩। প্রসাদমেবাহ 'ব্রজের' ইতি। 'ভজে যেন' মাং অবশ্যং ভজেদিত্যর্থঃ। ৩৪। জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরঃ তদ্বিষয়কশ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ তস্যাঃ ক্রীড়ায়া স্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতং। 'বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি র্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যয়ং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ' (উজ্জ্বলনীলমণি)। ইত্যাদি সিদ্ধান্ততয়া তৎপরো ভবেদিত্যস্য তৎক্রীড়াশ্রবণ-পরো ভবেৎ ইত্যেবার্থঃ ন তু অন্যো দুষ্টার্থঃ। ৩৫। শ্লোকোক্ত 'ভবেৎ' ইত্যস্যার্থমাহ 'ভবেদিতি' বিধিলিঙ্ অকরণে প্রত্যবায়ো বিধিঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৩। কৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তগণকে লইয়া নিজে আচরণ পূর্ব্বক রাগমার্গে ব্রজভজনের কথা বিশ্বে প্রকট করিলে তাহা শুনিয়া ভাগ্যবান্ ভক্তগণ বিধিভক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণকে রাগমার্গে ভজন করিবে, এইজন্যই পরমকরুণ কৃষ্ণের কৃপা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পূর্ব্বক রাগভক্তি প্রচার।

৩৫। ভবেৎ ক্রিয়ায় বিধিলিঙ প্রয়োগ থাকায় ভক্তগণের যে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা জানা যাইতেছে। অন্যথা প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ হয়।

এইমতে চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥৩৭॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সেকালে মিলন ॥৩৮॥
দুই হেতু অবতরি' লৈয়া ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন ॥৩৯॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥৪০॥

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥৪১॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেমে চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥৪২॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥৪৩॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩৬। 'এই বাঞ্ছা' রাগভক্তিপ্রচারেচ্ছা ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে দ্বিতীয়কারণমুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। ৩৭। শ্রীকৃষ্ণাবতারকারণমুক্ত্বা শ্রীচৈতন্যাবতারমুখ্যকারণং বক্তুমাদৌ গৌণকারণমাহ 'এইমতে' ইতি। এইমতে শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রকারেণ ইত্যর্থঃ। পূর্ণভগবান্-কৃষ্ণত্বেন শ্রীচৈতন্যস্য ন কার্য্যং যুগধর্ম্মপালনং। 'স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন' ইতি প্রমাণতয়া তৎসহিতাবতীর্ণেন বিষ্ণুনৈব তৎকৃতত্বাদিতি তৎ-গৌণকারণমিতি ভাবঃ। ৩৮। 'কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল' ইত্যাদি পদ্যেন শ্রীকৃষ্ণাবতারে যদ্ যদ্ যুগাবতারাণাং তথা সময়াদীনাং মিলনাদিকমভবৎ তদাদিকঞ্চ শ্রীচৈতন্যাবতারে-হপি, নচেৎ যুগাবতারকৃতং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনং ন ভবেৎ। কিন্তু পুনস্তৎকথনে পুনরুক্ততাপতেৎ অতস্তৎ স্মারয়িতুং তদ্দিঙ্মাত্রং দর্শয়তি 'কোন' ইতি। কোন কারণে ইত্যত্র যদনির্দ্দিষ্টকারণং তদেবাত্র গৃহ্যতে। শ্রীকৃষ্ণাবতারবৎ শ্রীচৈতন্যাবতারসময়ে যুগাবতারাদীনাং সর্ব্বেষাং তত্র মিলনং ভবেদতঃ নিজাঙ্গান্তর্ভূতেন শ্রীবিষ্ণুনৈব শ্রীচৈতন্যঃ যুগধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়তি। এতেন কলি-যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনং শ্রীচৈতন্যাবতারে আনুষঙ্গিকং কারণমিতি ভাবঃ। ৩৯-৪০। প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনং তথা লোকে রাগভক্তি-প্রচারণমিতি দ্বয়ং যথা শ্রীকৃষ্ণাবতারে মুখ্যহেতুরুক্তঃ তদ্বৎ তস্যৈব শ্রীচৈতন্যাবতারেহপি মুখ্যহেতুদ্বয়মাহ 'দুই হেতু' ইতি। তত্র আত্মনা নামপ্রেমাস্বাদনং তদ্দ্বারেণ চ নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রেমসঞ্চার-ইতিদ্বয়ং তদবতারে হেতুঃ। যত্তু 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা' ইত্যত্র হেতুত্রয়মুক্তং তদপি আস্বাদ্যত্বেন প্রেমাস্বাদনান্তর্ভূতীকৃত্য প্রেমাস্বাদনং এক এব হেতুরুক্তঃ অথবা 'অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধপ্রকার' ইত্যনেন একস্যৈব হেতোঃ প্রকারভেদং তত্রয়ং অতঃ আভাসমধ্যে হেতুমাত্রমুক্তং কিন্তু বিশিষ্য তন্নোক্তং। কীর্ত্তনসঞ্চার ইত্যত্র যুগাবতারাৎ বিশেষমাহ 'নাম' ইতি। নাম-প্রেম প্রচারিতবানিত্যর্থঃ। ৪১। নন্বু প্রেম তাবৎ ভক্তস্যৈব তৎ কথং ভগবানাস্বাদনাদিকং কৃতবান্ ইত্যত আহ 'এইমত' ইতি। 'এইমত' অনেন প্রকারেণ তদেবাহ 'ভক্ত' ইতি। শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ। ভক্তিপদেনাত্র নামপ্রেম এতস্যৈবোক্তত্বাৎ ভক্তভাবাঙ্গীকারেণ তত্তৎকৃতবানিত্যর্থঃ। ৪২-৪৪। ভাবভেদেন বহুতরভক্তেষু সৎস্বপি সর্ব্বোত্তমভক্তভাবমাস্বাদয়িতুং সর্ব্বোত্তমেন শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বরসোত্তমশৃঙ্গাররসভাবিতভক্তেভ্যঃ সর্ব্বোত্তমায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বোত্তমো ভাবোঽঙ্গীকৃত ইতি প্রতিপাদয়ন্নাদৌ অপররসেভ্যঃ শৃঙ্গাররসস্য সর্ব্বোত্তমত্বমাহ, 'দাস্য' ইতি ত্রিভিঃ। ব্রজপরিকরভাবকথনে শান্তভক্তস্য তৎপরিকরত্বাভাবেন তদ্ভাবোঽত্র ন গৃহীতঃ। দাস্যাদিরসেভ্যোঽধিকমধুরত্বেন শৃঙ্গাররসস্য সর্ব্বোত্তমত্বমিত্যর্থঃ। তস্য লক্ষণং যথা 'পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ পুংসঃ সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রসানামুত্তমস্তু যঃ'।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬-৩৭। অসুরসংহার কৃষ্ণাবতারের গৌণ কারণ এবং প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন ও রাগভক্তি প্রচার যেমন মুখ্য কারণ, নাম-প্রেম-প্রচার তদ্রূপ গৌরাবতারের গৌণ কারণ,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এতদ্ব্যতীত গৌরাবতারের তিনটী মুখ্য কারণ আছে, তাহা অন্যত্র আলোচনা করা হইবে।

৪৩-৪৪। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারি রসের

যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৪৫॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদ-বিশেষে প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদ-বিশেষ হইয়া মধুররসরূপে প্রকাশ পায়।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥৪৬॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥৪৭॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪৫। সর্ব্বাস্বাদবলিততয়া অসমোর্দ্ধত্বেন শৃঙ্গারস্য রসরাজত্বং অন্যেষাং রসানাং তদনুগত্বং যথা রাজ্ঞাং মুখ্যত্বগৌণত্বাভ্যাং তদনুগানাং মুখ্যত্বগৌণত্বে স্যাতাং তথা সমর্থা সমঞ্জসা সাধারণীত্যাদিরতিভেদানাং শৃঙ্গাররসভেদানাং মুখ্যত্বগৌণত্বাভ্যামন্যেষাং তদনুগানাং ব্রজমথুরাদ্বারকাদিগতানাং দাস্যাদিরসভেদানাং মুখ্যত্বগৌণত্বে স্যাতাং। ৪৬। অতএব যথোত্তরং স্বাদবিশেষত্বাদেব অথবা অধিকমধুরত্বাদেব। ৪৭। তত্র স্বকীয়া-ভাবাৎ পরকীয়া-ভাবস্য আধিক্যমাহ 'পরকীয়া' ইতি। অত্যুল্লাসতয়া তস্যাধিক্যমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং উজ্জ্বলনীলমণৌ 'বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ।' তথা তত্রৈব 'বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধং॥ যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ং' ইতি॥ নন্থ 'পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র' ইতি সাহিত্যদর্পণবচনেন পরকীয়ায়াং তাবৎ রসো ন ভবতি কুতস্তস্যাধিক্যমিত্যত্রাহ 'ব্রজ বিনা' ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ ব্রজে রসবিশেষং পরকীয়রসমাস্বাদয়িতুং শ্রীকৃষ্ণেনাবতারিতাঃ নিত্যস্বকান্তা এব ভাবেন পরকীয়া ন তু স্বরূপতঃ, অতঃ নিত্যস্বরূপতঃ স্বকীয়াত্বেন তাসু প্রথমতঃ রসো জাত স্তত স্তদুপরি পরকীয়া-ভাবেন তস্য উল্লাসঃ। ব্রজাদন্যত্র তু স্বকীয়ায়াঃ পরকীয়া-ভাবাভাবেন তদভাবঃ প্রকৃতপরকীয়াত্বাৎ। অতঃ ব্রজং বিনা ন তস্য বাসঃ। এতেন তদ্দর্পণকৃদ্বচনং ব্রজপরকীয়াভিন্নপরমিতি জ্ঞেয়ং। তথা চোক্তং উজ্জ্বলনীলমণৌ 'নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ' ইতি॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্তগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষ হইয়া দেখিলে মাধুর্য্যাধিক্য বশতঃ অন্যান্য রস অপেক্ষা শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে।

প্রশ্ন—মধুর-রসের কথা কি কেহ সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে?

উত্তর—কখনই না। তাই মধুররসাচার্য্য শ্রীরূপপ্রভু উজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থে গৌণসম্ভোগপ্রকরণে ২৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টং পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥

মধুররসসমুদ্র অতলত্ব ও অপারত্ব-প্রযুক্ত দুর্ব্বিগাহতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তটস্থ হইলে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র স্পর্শ করা যায় মাত্র। শ্রীশুকদেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব কেহই ইহার অন্ত পান নাই।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—অতলত্বাৎ অপারত্বাৎ ইতি জাতি-প্রমাণাভ্যাম্ ইতি ভাবঃ। দাস্যাদি-রসাদিভ্যো জাত্যা অধিকাং অতলত্বং, প্রমাণাধিক্যাৎ অপারত্বং ইত্যর্থঃ। ময়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তু অবগাহনগন্ধেঽপি অসমর্থেন কেবল-তটস্থেন স্পৃষ্টং তটে স্থিত্বা একয়া অঙ্গুল্যা কণামাত্রং উদ্ধৃত্য স্বরসনায়াং বিন্যস্ত ইত্যর্থঃ।

প্রমাণ অর্থে পরিমাণ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

পারাপারশূন্য, গভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তা'র কহি এক বিন্দু॥

(চৈঃ চঃ)

৪৬। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস অপেক্ষা শৃঙ্গার রসের মাধুর্য্য অধিক বলিয়া তাহাকে মধুর-রস বলা হয়। মধুররস স্বকীয় ও পরকীয় ভেদে দ্বিবিধ। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতি-জ্ঞানে মধুররস উদিত হইলে তাহাকে স্বকীয় বলে। কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররসের প্রকাশে তাহাকে পরকীয় মধুররস বলা হয়।

৪৭। পরকীয়-মধুররসে উল্লাস বেশী হয়। ব্রজ ব্যতীত

প্রৌঢ়-নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ ॥৪৯॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৫০॥
(স্তবমালায়)

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৫১॥

অনুবাদ—দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্‌গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্বস্ব, প্রণত ভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজ-যুবতীগণের প্রেমের নির্যাসবস্তু-স্বরূপ সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫২॥

অনুবাদ—যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুর-রসবিশেষ আস্বাদন করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক চৈতন্যদেবরূপে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্ব্বজন ॥৫৩॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥৫৪॥
(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়)

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥৫৫॥

অনুবাদ—শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকাররূপা হ্লাদিনীশক্তি। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসার্থ নিত্যকাল দুই রূপে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকটিত। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা আচ্ছাদিত সেই গৌররূপ কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি' ॥৫৬॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥৫৭॥
ইথি লাগি' আগে কহি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥৫৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪৮-৪৯। 'ব্রজবধ্বি'তি দ্বয়েনান্বয়ঃ। প্রৌঢ়নির্ম্মলভাব এব শ্রীরাধাভাবস্যাবধিঃ। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদ-নৈককারণত্বেন ব্রজবধূগণেভ্যঃ শ্রীরাধাভাব এব সর্ব্বোত্তম ইত্যর্থঃ। ৫০। অতএব সর্ব্বোত্তমত্বেনৈব 'সেই ভাব' শ্রীরাধা-ভাবঃ। ৫৩-৫৪। 'ভাবগ্রহণের হেতু করিল' ভাবগ্রহণস্য শ্রীরাধাভাবগ্রহণস্য হেতুঃ কথিতঃ তথা ধর্ম্মস্থাপনঞ্চ। 'মূলহেতু' যদর্থং তদ্ভাবগ্রহণং 'আগে শ্লোকে' একপঞ্চাশৎশ্লোকে। 'ভাবগ্রহণের' ইতি কেন প্রকারেণ তদ্ভাবং গৃহীতবান্ তৎ শৃণু। ৫৬-৫৭। বিস্তারেণ 'রাধা' ইতি শ্লোকার্থং কর্ত্তুং সুখবোধয়াদৌ তদভিপ্রেতার্থমাহ 'রাধাকৃষ্ণ' ইতি দ্বাভ্যাং। এতেনৈতদপ্যুক্তং ভবতি শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকীভূতং এব শ্রীচৈতন্যরূপং। তত্র হেতুঃ 'রস' ইতি। একাত্মতয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োরেকতা এব ভাবগ্রহণে প্রকারোঽভবৎ ইত্যপি জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অন্যত্র পরকীয়-ভাবের স্থান নাই। পরকীয়-ভাব একমাত্র মধুররসেই হয়, অন্যান্য রসে পরকীয়ভাবের কোন কথা নাই বা হইতে পারে না।

৪৮-৫০। সর্ব্বোত্তম পরকীয়ভাব মধুররসাচার্য্য ব্রজগোপী-গণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীরাধাতেই এই ভাব সম্প্রকাশিত। শ্রীরাধার প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাবরূপ প্রেমই সর্ব্বোত্তম বলিয়া সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু নিজ বাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন।

৫৬-৫৭। রাধা ও কৃষ্ণ এক আত্মা অর্থাৎ পরস্পর অভিন্ন। লীলা রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণই নরব্রহ্ম ও নারীব্রহ্ম

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥৫৯॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥৬০॥

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥৬১॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥৬২॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥৬৩॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ত্রিবিধ-ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছে।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥৬৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৮। 'ইথি লাগি' শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকাত্মতাং প্রতিপাদয়িতুং তয়োর্ব্যাখ্যাং করোমি স্বরূপং বর্ণয়ামীত্যর্থঃ। নন্থ শ্রীচৈতন্যাবতারপ্রসঙ্গে কথং শ্রীরাধাস্বরূপবর্ণনমিত্যত্রাহ 'যাহা' ইতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকতা এব শ্রীচৈতন্যরূপং অতস্তয়োঃ বিবরণেন শ্রীচৈতন্য-মহিমকথনং স্যাদিতি তদ্বর্ণ্যতে ইত্যর্থঃ। ৫৯। নন্থ 'সেই দুই এক এবে' ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকীভূতং শ্রীচৈতন্যরূপং তত্র ভিন্নরূপয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ ভিন্নরূপত্বে কথমেকত্বং সম্পদ্যতে ইতি চেৎ তত্র শ্রীরাধাতত্ত্বনিরূপণেন তদেকতায়াং হেতুং বদন্ 'রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'রাধিকা' ইতি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়বিকারত্বং ইতি স্বরূপশক্তিত্বমিতি চ শ্রীরাধিকায়াঃ তত্ত্বং হ্লাদিনী ইতি নাম 'হ্লাদিনীর সার প্রেম' ইত্যাদি পদ্যে প্রণয়বিকারস্যার্থং করিষ্যতি। স্বরূপশক্তিরিতি তয়োরেকত্বে হেতুঃ। অয়ং ভাবঃ স্বরূপাদাবির্ভূতা যদ্বা স্বরূপাদভিন্না যা শক্তিঃ সা স্বরূপশক্তিঃ স্বরূপাভিন্নতয়া শক্তিশক্তিমতোরভেদেনৈব তয়োরেকত্বং ভবেৎ। ৬০। সংক্ষেপাৎ অগ্রত এব হ্লাদিনীস্বরূপমাহ 'হ্লাদিনী' ইতি। শ্রীকৃষ্ণং শৃঙ্গাররসানন্দমনুভাবয়তি শৃঙ্গাররসানন্দেন তমাহ্লাদয়তীতি হ্লাদিনীত্যর্থঃ। ভক্তান্ হ্লাদিন্যা পুষ্ণাতি শ্রীকৃষ্ণো নিজভক্তাহ্লাদং হ্লাদিন্যা বর্দ্ধয়তীতি হ্লাদিনীত্যর্থঃ। ৬১-৬২। স্বরূপশক্তেঃ স্বরূপমাহ 'সচ্চিদানন্দ' ইতি দ্বাভ্যাং। চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপশক্তিঃ অয়মর্থঃ সৎ চিৎ আনন্দ ইতি ত্রিভিঃ পূর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্য সদ্ভাগেন সন্ধিনী চিদ্ভাগেন সম্বিৎ আনন্দভাগেন হ্লাদিনীতি রূপত্রয়ং ধত্তে যা চিচ্ছক্তিঃ সা স্বরূপশক্তিঃ। অত্র চোত্তরোত্তরগুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিদ্হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। অথবা আনন্দাংশস্যৈব প্রাধান্যাদগ্রতস্তদুক্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

—এই দুই রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ'॥ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিততনু।

৫৯-৬০। কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ। 'মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।' শ্রীরাধা স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনীশক্তি। এই হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধা কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন এবং ভক্তগণকেও কৃষ্ণসেবা দিয়া সুখী করেন।

প্রশ্ন—বিকার মানে কি?

উত্তর—বিকার অর্থে রূপান্তর। যেমন স্বর্ণের বিকার—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অলঙ্কার। দুধের বিকার—দধি বা ছানা।

বিকার—ঘনীভূত অবস্থা। যেমন—দুগ্ধের ঘনীভূত অবস্থা—ছানা ও দধি, তদ্রূপ হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেমসার—ভাব, ভাবের পরমকাষ্ঠা—মহাভাব।

৬১-৬২। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিও সচ্চিদানন্দরূপিণী। সেই চিচ্ছক্তি সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিৎ-অংশে পূর্ণ-জ্ঞানদায়িনী সম্বিৎ-শক্তি এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী। সৎ, চিৎ ও আনন্দ=সচ্চিদানন্দ।

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥৬৫॥

(ভাঃ ৪।৩।২৩)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥৬৬॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেব প্রকাশিত হন। সেই অধোক্ষজ বস্তুকে আমি হৃদয়ে সতত চিন্তা করি।

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥৬৭॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥৬৮॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬৪। হ্লাদিনীসারকথনে কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্য স্বরূপং বক্ষ্যতি 'হ্লাদিনীর সার প্রেম' ইত্যাদিনা। তত্র তাবদুপোদ্‌ঘাতত্বেন সন্ধিন্যাদেঃ সারমাহ 'সন্ধিনীর' ইতি। ত্রৈত্বীকৃতমায়িকসত্ত্বাতিরিক্তং কেবলং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বং। যদ্বা 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং' ইত্যস্য টীকায়াং শ্রীস্বামিপাদেন যদুক্তং 'স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন জাড্যাংশেনাপি রহিতং' তৎ শুদ্ধসত্ত্বং। 'ভগবানের' ইতি ভগবৎ-সত্তায়াঃ যত্র বিশ্রাম ইত্যর্থঃ। ৬৭। সন্ধিনীসারমুক্ত্বা সম্বিৎসারমাহ 'কৃষ্ণে' ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্তা ইতি তথা ব্রহ্মজ্ঞানাদিকং তৎপরিবারঃ তদ্ভগবত্তা-জ্ঞানান্তর্গতং ন তু ততো ভিন্নমিতি চ যৎ জ্ঞানং তৎ সম্বিৎসারঃ। অয়মর্থঃ শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং-ভগবান্ ইতি তথা ব্রহ্ম আদিপদেন পরমাত্মা ভগবাংশ্চ এতে স্বয়ং-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গকান্ত্যংশস্বরূপা ইতি চ যৎ জ্ঞানং তৎ সম্বিৎসারঃ। ৬৮। হ্লাদিনীসারকথনে 'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার' ইত্যনেন শ্রীরাধাতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিত্বমুক্তমধুনা তৎস্বরূপমাহ 'হ্লাদিনীর' ইতি রূপান্তরেণ প্রেম্নঃ পরাবস্থ এব মহাভাব অতঃ মহাভাবস্বরূপত্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিত্বং। তত্র প্রেমা যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ 'সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥' ভাবঃ যথা তত্রৈব 'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥' মহাভাবঃ যথা তত্রৈব 'মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ॥' নন্বু 'স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥' ইত্যুজ্জ্বলবাক্যেন রতেঃ পরাকাষ্ঠায়াঃ প্রেমত্বে কুতো হ্লাদিনীসারঃ প্রেমা উচ্যতে। হ্লাদিনীবৃত্তিবিশেষা রতিঃ তথাহি রতিশ্চেতোরঞ্জকতা সুখভোগানুকূল্যকৃৎ; ইতি তল্লক্ষণং সুখভোগানুকরত্বেনৈব তদ্রতিপ্রতীতিঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৪। সন্ধিনীশক্তির সারাংশই শুদ্ধসত্ত্ব। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ভগবান্ শ্রীহরির আবির্ভাব বা প্রকাশ হয়।

৬৫। কৃষ্ণের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা প্রভৃতি সবই শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি বা প্রকাশ।

৬৭। সম্বিৎ-ক্রিয়ার নাম জ্ঞান। কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্—এই জ্ঞানই সম্বিতের সার। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ ও অংশস্বরূপ বলিয়া সেই সেই জ্ঞানও তদন্তর্ভুক্ত, তাহা হইতে ভিন্ন নহে। কৃষ্ণজ্ঞান

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইলে ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌জ্ঞান আনুষঙ্গিক-ভাবে আপনা হইতেই উদিত হয়।

৬৮। হ্লাদিনীর সার হ'লো প্রেম। প্রেমের সার হ'লো ভাব। ভাবের পরাকাষ্ঠা হ'লো মহাভাব। শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী সেই মহাভাব-স্বরূপা এবং সর্ব্বগুণখনি বলিয়া কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৭০॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—চন্দ্রাবলী ও রাধিকার মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। কারণ তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপীর নাই।

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥৭১॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭২॥

অনুবাদ—আনন্দচিন্ময়রসদ্বারা প্রতিভাবিত গোপীগণের সহিত অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ যে গোবিন্দ গোলোকে নিত্যকাল বাস করেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥৭৩॥

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৭৪॥

ব্রজাঙ্গনা-গণ হন কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥৭৫॥

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥৭৬॥

লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬৯। মহাভাবস্বরূপত্বং শ্রীরাধায়াঃ তত্ত্বমুক্তং তস্যাঃ সর্ব্ব-প্রাধান্যমপি 'সর্ব্ব' ইত্যাদিভিরুচ্যতে ইত্যপি জ্ঞেয়ং। সর্ব্বগুণখনিত্বেন শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণিঃ অতএব ঠাকুরাণী ইতি চ তস্যা একং তত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ং। ৭০। তয়োঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোরুভয়োরপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা রূপমাধুর্য্যশ্রীকৃষ্ণপ্রণয়াদিভিরধিকা যতঃ ইয়ং রাধিকা মহাভাবস্বরূপা গুণৈঃ দয়াদাক্ষিণ্যাদিভিরতিবরীয়সী অতিপ্রধানা। অয়মর্থঃ সর্ব্বাভ্য এব গোপীভ্যঃ চন্দ্রাবলী বরীয়সী রাধা তু তস্যাঃ অপি বরীয়স্তেন অতিবরীয়সী ইতি। ৭১। কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্যার্থান্তরমাহ **'কৃষ্ণপ্রেম'** ইতি। 'প্রেম' মধুরনাম্না প্রেম্না ভাবিতং জাতমিত্যর্থঃ। অনেন কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্যার্থোঽপি কৃতঃ। 'সহায়' সহকারিণী ভবতীতি শেষঃ। নিজশক্তিঃ স্বরূপশক্তিঃ নিজশক্তিত্বেন শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ায়াং সহকারিণী ভবতি। শক্তিসহায়েনৈব কার্য্যস্য নিষ্পন্নত্বাদিত্যর্থঃ। অনেন স্বরূপশক্তেরর্থঃ জ্ঞেয়ঃ হ্লাদিন্যাঃ অর্থস্তু পৃথক্ ন কৃতঃ 'হ্লাদিনী করায়' ইত্যর্থে নৈবেষ্টসিদ্ধেঃ। ৭২। কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ ইতি। ৭৩। 'হ্লাদিনী করায়' ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণং শৃঙ্গাররসানন্দমনুভাবয়তি তথা 'কৃষ্ণপ্রেম' ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ায়াং সহকারিণী ভবতীতি তত্র তাবৎ যদ্‌যদ্রূপেণ তত্তৎ করোতীতি বক্তুমেতৎ প্রকরণমারভ্যতে 'কৃষ্ণেরে' ইতি। ৭৪। তত্র তাবৎ ক্রীড়া-সহায়মাহ 'কৃষ্ণকান্তা' ইত্যাদি 'লীলার সহায় লাগি' ইত্যন্তং। ৭৫। 'কান্তাগণ-সার' লক্ষ্মীমহিষীগণেভ্যঃ অধিকমিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭১। ভাবিত অর্থে জাত। কৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সবই চিন্ময়, সবই অপ্রাকৃত, সবই প্রেমোদ্ভূত। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি বা পূর্ণশক্তি এবং কৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৪-৭৫। লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজগোপীগণ সকলেই ভগবানের পত্নী বা কান্তা। তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপী-গণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা হইতেই অন্যান্য কান্তাগণের প্রকাশ হইয়াছে।

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশস্বরূপ ॥৭৮॥

আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥৭৯॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ ॥৮০॥

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥৮১॥

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥৮২॥

(বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৮৩॥

অনুবাদ—পরদেবতা শ্রীরাধিকা দেবী, কৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মী-ময়ী, সর্ব্বকান্তি, কৃষ্ণসম্মোহিনী বলিয়া পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা।

'দেবী' কহি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতিনগরী ॥৮৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৬। অংশিনীত্বাৎ শ্রীরাধায়াঃ সকাশাৎ লক্ষ্ম্যাদিগণানাং বিস্তার ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারদৃষ্টান্তেন আহ 'অবতারী' ইতি। অবতারাণামংশী শ্রীকৃষ্ণঃ, অতস্তস্মাদ্ যথাংশাবতার স্তথা লক্ষ্ম্যাদীনামংশিনী শ্রীরাধা, অতস্তস্যা এব অংশানাং তেষাং লক্ষ্ম্যাদিগণানাং বিস্তারো ভবতীতি শেষঃ। মূলশক্তিত্বাৎ তস্যা এব তেষাং বিস্তার ইতি ভাবঃ। ৭৮। লক্ষ্মীগণস্য তত্ত্বমাহ 'লক্ষ্মীগণ' ইতি। বৈভব-বিলাসরূপেণ অংশরূপ ইত্যর্থঃ। সাক্ষাদংশত্বাৎ বৈভবত্বং অন্যাকারত্বাৎ বিলাসত্বং। মহিষীগণস্য তত্ত্বমাহ 'মহিষীগণ' ইতি। অংশত্বাদ্বৈভবত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রীড়াসম্পদত্বাৎ প্রকাশত্বং, প্রকাশত্বেঽপি বৈভবরূপত্বাৎ দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ভেদো মন্তব্যঃ। ৭৯। ব্রজাঙ্গনাগণস্য তত্ত্বমাহ 'আকার' ইতি। ব্রজাঙ্গনাগণঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কায়ব্যূহরূপঃ স তু আকারাদিভেদেনাভূৎ। নন্বু আকারাদিভেদে কথং কায়ব্যূহত্বমিত্যত্রাহ 'রসের কারণ' ইতি। শৃঙ্গাররসস্য প্রকারভেদার্থং তত্তদ্ভেদো ন তু তত্ত্বতঃ, অতঃ আকারাদিভেদে সত্যপি তৎকায়ব্যূহত্বমিত্যর্থঃ। ৮০। ব্রজাঙ্গনাত্মকবহুকান্তাভবনে কারণমাহ 'বহু' ইতি। শৃঙ্গাররস-পুষ্ট্যর্থং বহুকান্তাত্বমিত্যর্থঃ। তথা 'ক্রীড়ার সহায় যৈছে' ইত্যেতদুপসংহরতি 'লীলার' ইতি। শ্রীরাধা লক্ষ্ম্যাদিত্রিবিধগণেন শ্রীকৃষ্ণলীলাসহায়তাং করোতীত্যর্থঃ। ৮১। 'কৃষ্ণেরে করায় যৈছে' ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণং যদ্রূপেণ রসমাস্বাদয়তীতি যদুক্তং তদেবাহ 'তার মধ্যে' ইতি। 'তার মধ্যে' বহু প্রকাশমধ্যে ব্রজে তু কায়ব্যূহপ্রকাশানাং ব্রজাঙ্গনানাং স্বপক্ষ-বিপক্ষ-তটস্থপক্ষ-ভেদেন যো রসভেদস্তেন তৈঃ প্রকাশৈঃ সহ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণং রাসাদিলীলারসমাস্বাদয়তি। অন্যত্র স্বাংশ-লক্ষ্ম্যাদিরূপেণ শ্রীকৃষ্ণাংশবিষ্ণ্বাদীনাং ক্রীড়াসহায়ং করোতি, ব্রজে তু কায়ব্যূহপ্রকাশৈঃ সহ স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা স্বয়ংরূপং শ্রীকৃষ্ণং বহুতরপ্রকারেণ রসমাস্বাদয়তীত্যর্থঃ। ৮২। সুখবোধায় 'কৃষ্ণেরে করায় যৈছে' ইত্যাদি বাক্যানাং সারার্থমাহ 'গোবিন্দানন্দিনী'তি। রসাস্বাদয়িত্রীত্বেন ক্রীড়াসহায়ত্বেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বসুখকর্ত্রীত্বাৎ রাধা গোবিন্দানন্দিনী ইত্যাদি। ৮৩। শ্লোকেঽস্মিন্ রাধিকা ইতি বিশেষ্যং—দেবীত্যাদি সপ্তপদাদি বিশেষণানি, প্রোক্তা ইতি ক্রিয়াপদং। ব্যাখ্যাস্য গ্রন্থকৃৎপাদেনৈব বিস্তারেণ কৃতাস্তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৬। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী ভগবান্, শ্রীরাধাও তদ্রূপ অংশিনী কান্তা বা মুখ্য কান্তা। অন্য কান্তাগণ সকলেই শ্রীরাধার অংশ বা প্রকাশ।

৭৮-৭৯। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষী-গণ শ্রীরাধার বৈভবপ্রকাশস্বরূপ। আর ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপ।

৮০। বহুকান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না বলিয়া শ্রীরাধা বহুকান্তা-রূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করেন।

৮২। শ্রীরাধারাণী হ'লেন গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দ-মোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥৮৫॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥৮৬॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে ॥৮৭॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৮৮॥
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

অনুবাদ—হে সহচরি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই (শ্রীরাধা) শ্রীহরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা ॥৮৯॥
সর্ব্বলক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহোঁ হন অধিষ্ঠান ॥৯০॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥৯১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮৪। শ্লোকার্থমাহ 'অস্যার্থঃ' ইতি 'জগৎমোহন' ইত্যন্তং। তত্র 'দেবী' ইত্যস্যার্থমাহ 'দেবী কহি' ইতি। অত্র পক্ষে দেবী-শব্দঃ দ্যোতমানাপরঃ দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবী পরমসুন্দরীত্যর্থঃ। দিব্যজিগীষেচ্ছাপণে দ্যুতৌ ক্রীড়াগত্যোরিতি কবিকল্পদ্রুমঃ। অন্যা অপি পরমসুন্দর্য্যঃ সন্তীত্যরুচেঃ দেবীশব্দস্যার্থান্তরমাহ 'কিম্বা' ইতি। অস্মিন্ পক্ষে দীব্যতি ক্রীড়ত্যস্যামিতি দেবী শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধায়াং ক্রীড়তি তথা তৎকায়ব্যূহব্রজাঙ্গনাগণে ক্রীড়তীতি সা তদ্বসতিনগরী-ত্যর্থঃ। ৮৫। 'কৃষ্ণময়ী' তস্যার্থমাহ 'কৃষ্ণময়ীতি'। অত্র পক্ষে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। বহিঃ কৃষ্ণ এতৎ বিশদয়তি 'যাঁহা যাঁহা' ইতি। যদ্ যৎ পশ্যতি তত্র তত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণং ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফুরণং ভবতীতি ভাবঃ। ৮৬। সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফুরণমন্যেষাং কেষাঞ্চিদপি ভবতীত্যরুচেঃ কৃষ্ণময়ীত্যস্যার্থান্তরমাহ 'কিম্বা' ইতি। অত্র পক্ষে স্বরূপার্থে ময়ট্। প্রেমরসময়স্বরূপস্য কৃষ্ণস্য শক্তিঃ প্রেমরসময়স্বরূপা ইতি কৃষ্ণময়ীত্যর্থঃ কৃষ্ণাদভিন্না ইতি ভাবঃ। ৮৭। 'রাধিকা' ইত্যস্যার্থমাহ 'কৃষ্ণবাঞ্ছা' ইতি। রাধয়তি কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণং আরাধয়তীতি রাধা। 'প্রোক্তা' ইত্যস্যার্থমাহ 'অতএব' ইতি। ৮৯। 'পরদেবতা' ইত্যস্যার্থমাহ 'অতএব' ইতি। কৃষ্ণময়ীত্বাত্তদ্বদেব সর্ব্বপূজ্যা ইতি পরমদেবতা পরদেবতা। তদেব বিশদয়তি 'সর্ব্বপালিকা' ইতি সর্ব্বপালকত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বজগৎপিতৃত্বাৎ কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা সর্ব্বপালিকাত্বেন সর্ব্বজগতঃ মাতা ইত্যর্থঃ মাতৃবৎ সর্ব্বপূজ্যা পরদেবতেতি ভাবঃ। ৯০। 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী' ইত্যস্যার্থমাহ 'সর্ব্বলক্ষ্মী' ইতি। অত্র পক্ষে লক্ষ্মীশব্দ বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীপরঃ। পূর্ব্বে 'লক্ষ্মীগণ তাঁর' ইতি পদ্যে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৪। শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব বা পরমেশ্বর। সেবাবিগ্রহ শ্রীরাধা সেই দেবের ক্রীড়ার বসতিনগরী, বিহারস্থলী বা পত্নী বলিয়া দেবী। শ্রীরাধা পরম-সৌন্দর্য্যবতী বা পরমা সুন্দরী বলিয়াও তাঁহাকে দেবী বলা হয়।

৮৫। যাঁহার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণস্মৃতি হয়, তিনিই কৃষ্ণময়ী।

৮৭। রাধয়তি আরাধয়তি যা সা রাধা। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ আরাধনা সম্যগ্‌ভাবে করেন বলিয়া তাঁহার নাম—রাধিকা। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণের সম্যক্ আরাধনা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুখবিধান করিবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই।

৮৮। অনয়া—রাধয়া।

৮৯। সর্ব্বপূজ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্না বলিয়া শ্রীরাধারাণীও সর্ব্বপূজ্যা ও পরমদেবতা। সর্ব্বপালকত্ব-হেতু শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্ব-জগৎ-পিতা, কৃষ্ণাভিন্ন-স্বরূপা শ্রীরাধাও তদ্রূপ সর্ব্বপালিকাত্ব-হেতু সর্ব্ব-জগন্মাতা।

৯০। সমস্ত লক্ষ্মীগণের অংশিনী বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বলক্ষ্মী বলা হয়।

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥৯২॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥৯৩॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥৯৪॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥৯৫॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥৯৬॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥৯৭॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥৯৮॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি' ॥৯৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥১০০॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥১০১॥
অবতরি' প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥১০২॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥১০৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯১। মহিষ্যাদীনামপ্যধিষ্ঠাত্র্যাং কেবলং লক্ষ্মীগণাধিষ্ঠাত্রীত্বমুক্তমিত্যরুচেঃ 'সর্ব্বলক্ষ্মী' ইত্যস্যার্থমাহ 'কিম্বা' ইতি। এতৎপক্ষে লক্ষ্মীশব্দঃ সম্পত্তিপরঃ। অধিষ্ঠাত্রীত্বাৎ ঐশ্বর্য্যাদীনাং শক্তীনাং প্রবরেত্যর্থঃ। ৯২। 'সর্ব্বকান্তি' ইত্যস্যার্থমাহ 'সর্ব্ব' ইতি। অত্র কান্তি-শব্দ শোভাপরঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যশোভাস্তত্র বসন্তি সৌন্দর্য্য-শোভাধিষ্ঠাত্রী বা কান্তি-মতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'সর্ব্ব' ইতি সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণানাং শোভাঃ যতো ভবন্তীতি সা সর্ব্বকান্তিঃ। ৯৩-৯৪। শোভাকান্তি-দ্যুতিচ্ছবীত্যেষামেকার্থবাচকত্বাৎ 'দেবী কহি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী' ইত্যনেনৈব কান্তি-শব্দার্থোঽভূৎ তেনৈব চ লক্ষ্মীগণানামপি তদর্থসিদ্ধিঃ তদংশত্বাৎ। পুনস্তৎকথনে পুনরুক্তিঃ স্যাদিত্যরুচেঃ 'সর্ব্বকান্তি' ইত্যস্যার্থান্তরমাহ 'কিম্বা' ইতি দ্বাভ্যাং। অত্র পক্ষে কান্তিশব্দঃ ইচ্ছাপরঃ তথা সতি সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছাঃ যস্যাং সা তথা। ৯৫। সংমোহিনী ইত্যস্যার্থমাহ 'জগত' ইতি। 'পরা' ইত্যস্যার্থমাহ 'অতএব' ইতি। কৃষ্ণমোহিনীত্বাদেব। ৯৬। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিরিত্যস্যার্থপ্রসঙ্গে 'দেবী কৃষ্ণময়ী' ইত্যস্যার্থং কৃত্বা 'অস্মাদেকাত্মানৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'রাধা' ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ৯৮। 'অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ' ইত্যস্যার্থমাহ 'লীলা' ইত্যর্দ্ধকেন। ৯৯-১০০। 'চৈতন্যাখ্য'-মিতি শ্লোকার্দ্ধস্যার্থমাহ 'প্রেমভক্তি' ইতি সার্দ্ধেন। চৈতন্যনামরূপং স্বরূপমিত্যর্থ ইতি। ১০১। ষষ্ঠ শ্লোকের 'শ্রীরাধায়াঃ' ইত্যস্য। ১০২-১০৩। আভাসমেবাহ 'অবতরি' ইতি দ্বাভ্যাং। 'মুখ্যবীজ' মুখ্য-কারণং। নিজকার্য্য-ত্বেনৈব তৎ কারণস্য মুখ্যত্বমিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৫। শ্রীকৃষ্ণ জগৎমোহন আর শ্রীরাধা জগন্মোহনমোহিনী। এইজন্য তিনি সমস্তের পরা ঠাকুরাণী।

৯৬। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্ আর শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি;

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এইজন্য রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। 'শক্তিশক্তি-মতোরভেদঃ'—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥১০৪॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥১০৫॥
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥১০৬॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময়-বাদ ॥১০৭॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবাবেশে প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥১০৮॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥১০৯॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥১১০॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥১১১॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥১১২॥
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লৈয়া সখাবল ॥১১৩॥
রাধিকাদি লৈয়া কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥১১৪॥
কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সকল।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥১১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা— ১০৪। মুখ্য-কারণমেবাহ 'অতিগূঢ়' ইতি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশঃ ইত্যাদি ত্রিবিধো হেতুঃ কারণং। ননু অতিগূঢ়ত্বে সতি গ্রন্থকৃতা তৎ কথং জ্ঞাতমিত্যত্রাহ 'দামোদর' ইতি। দামোদরস্বরূপেণ প্রচারিতত্বাৎ তৎ জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। ১০৫। তেনৈব বা তৎকথং জ্ঞাতমিত্যত্রাহ 'স্বরূপ' ইতি। প্রভোঃ শ্রীচৈতন্যস্য অত্যন্তরঙ্গত্বেন প্রভোর্বক্ষ্যমানপ্রসঙ্গজ্ঞানাৎ তৎসমীপে শ্রীচৈতন্যেন নিজভাবস্য ব্যক্তীকৃতত্বাৎ তেন তৎ জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। এতদপি তৎত্রিবিধ-কারণস্যাতিগূঢ়ত্বে কারণং জ্ঞেয়ং। প্রসঙ্গেনৈব প্রভোর্মনোভাবং জ্ঞাত্বা স্বরূপেণ প্রচারিতত্বাৎ। ১০৬-১০৮। তৎ প্রসঙ্গ-মেবাহ 'রাধিকার' ইত্যাদি 'রাত্রে বিলপেন' ইত্যন্তং। ১০৯-১১০। 'রাত্রে' ইতি 'যবে' ইতি পদ্যদ্বয়বাক্যেন স্বরূপস্য চৈতন্যান্তরঙ্গত্বে কারণমপ্যুক্তং। অন্তরঙ্গতয়ৈব শ্রীচৈতন্যেন নিজভাবো ব্যক্তীকৃতঃ তথা তয়ৈব চ স্বরূপেণাপি তদ্ভাবং জ্ঞাত্বা তদনুগতগীতাদিসুখপ্রদানঞ্চ ইতি। ১১২। শ্রীচৈতন্যাবতারে ত্রিবিধো মুখ্যহেতুরস্তীতি প্রতিপাদিতং তত্র কিন্তাবৎ স ত্রিবিধো হেতুরিত্যত্র ব্রজলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য যদ্বাঞ্ছাত্রয়পূরণং নাসীৎ তদর্থং তস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বেন তত্রিবিধবাঞ্ছৈব তত্র ত্রিবিধহেতুরিতি বদন্নাহ 'পূর্ব্বে' ইত্যাদি 'এই বাঞ্ছা মূল কারণ' ইত্যন্তং। উজ্জ্বলে কৈশোরস্যাতিশ্রেষ্ঠত্বাদতিমর্ম্ম ইতি বিশেষণং দত্তং। কৌমারাদের্লক্ষণং তথা কৈশোরস্য শ্রেষ্ঠত্বং যথা বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডং কৈশোরমিতি তত্ত্রিধা। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ॥ আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং। ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥ পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ। শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ ইতি (ভঃ রঃ সিঃ)। ১১৩। নিত্যকিশোরত্বেন বাৎসল্যে আবেশ ইত্যুক্তং পৌগণ্ডেঽপি তৎ জ্ঞেয়ং। ১১৪-১১৫। 'রাধিকাদি' ইতি। অত্র কৈশোরস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রস্তুতত্বাচ্চ কৌমারাদেঃ সকাশাদধিকপদেনৈতৎ বর্ণিতং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১২। ব্রজে কৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ড বয়স অপেক্ষা কৈশোরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গাররস।

১১৩। কৃষ্ণ নিত্যকিশোর বলিয়া কৈশোরেই তাঁহার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নিত্যস্থিতি। এইজন্য বাৎসল্যে আবেশের কথা বলিয়াছেন। পৌগণ্ডেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

সখাবল অর্থে সখা-সমূহ।

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥১১৬॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণমধ্যস্থিত হইয়া বিহার করতঃ কৈশোর-বয়সকে সফল করিয়াছেন।

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১১৭॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—প্রগল্‌ভতা সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলা-সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা লজ্জিতা শ্রীরাধিকার স্তনযুগলে চিত্রকেলিভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ কৃষ্ণ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক কুঞ্জে বিহার করতঃ কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন।

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্য বিশেষতস্তদাত্র ॥১১৮॥
(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—হে সখি! যদি হরি ও মধুরনয়নী রাধিকা ব্রজে প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ বিফল হইত।

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ ॥১১৯॥

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত-পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥১২০॥

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥১২১॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥১২২॥

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥১২৩॥

রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥১২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১১৬। ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অহিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতং। ১১৮। হরিরিতি। ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ ব্যর্থোঽভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তেনাধুনা বিশ্বং কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতি ভাবঃ। ১১৯-১২০। 'রসের সদন' শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ১২১-১২২। 'প্রথমবাঞ্ছা' শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বেতি বাঞ্ছায়াং কারণমিতি শেষঃ। তত্র তদ্বিচিত্রমহিমা এব কারণমিত্যভিব্যঞ্জয়ন্নাহ 'কৃষ্ণ কহে' ইত্যাদি। 'রসনিধান পূর্ণানন্দ চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব' ইত্যনেন মামুন্মত্তীকরণমসম্ভবমপি শ্রীরাধাপ্রেম তথা করোতীতি একস্তৎপ্রেম-বিচিত্রমহিমা ইতি ভাবঃ। অনেন রাধায়াঃ প্রেম ইতি বিশেষকথনে কারণমপ্যুক্তং। যতঃ তৎপ্রেম্নি এব বিচিত্রমহিমা অতস্তত্রৈবেচ্ছা জাতা ইতি জ্ঞেয়ং। ১২৩। কেন উন্মত্তীকরোতীত্যাহঃ ন জানে ইত্যাহ 'না জানি' ইতি। ১২৪। তদেবাহ 'রাধিকার' ইতি। নানা নৃত্যেন নর্ত্তয়তীত্যেবোন্মত্তীকরণং। 'নানা নৃত্যে' ইত্যত্র অয়মাশয়ঃ সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বসুখ-পরিপূর্ণঃ সত্যস্বরূপো নিত্যজ্ঞানাদিময়োঽপ্যহং কদাচিৎ জরতীভয়াৎ রাধাপ্রাঙ্গণকোণে নিহ্নুত্য তিষ্ঠামি, কদাচিৎ রাধাসঙ্গসুখাশয়া তদাগমনপন্থানং পশ্যামি, কদাচিৎ তদর্থং ছদ্মবেশী ভবামি, কদাচিৎ লতায়াং তদ্‌ভ্রান্তো ভবামীত্যাদিকং তৎপ্রেমৈব কারয়তীতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৫। কৃষ্ণ রাসাদিলীলা করিয়া কৈশোরবয়স, কাম ও জগৎ-সৃষ্টি—এই তিনটিকে সফল করিলেন। পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক তাহার প্রমাণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৯। রসের সদন—রসের আশ্রয়।

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
ত্বং তন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥১২৫॥

(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? রাধে, কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি। কৃষ্ণ কোথায়? কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড-কাননে)। তিনি কি করিতেছেন? নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন। নৃত্যশিক্ষার গুরু কে? তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া বাজিকরের ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥১২৬॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥১২৭॥
রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥১২৮॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥১২৯॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য, বক্র ব্যবহার ॥১৩০॥

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥১৩১॥

(দানকেলিকৌমুদী)

অনুবাদ—রাধিকার অনুরাগ বিভু হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবশূন্য, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতি-বিশিষ্ট; কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এইরূপ অনুরাগ জয়যুক্ত হউক।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥১৩২॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১৩৩॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নেও আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥১৩৪॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥১৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১২৬। কিঞ্চ 'নিজপ্রেম' ইতি নিজে ময়ি বিষয়ে শ্রীরাধায়াঃ যৎ-প্রেম ইতি শেষঃ। অত্র শ্রীরাধাপ্রেমাস্বাদস্তু তদ্ভাবভাবিতান্তঃকরণেনৈব কৃতঃ। অত্র কোটীগুণাস্বাদনং তৎপ্রেম্নি একো বিচিত্রমহিমা ইতি ভাবঃ। ১২৭। কিঞ্চ 'আমি' ইতি। তত্র উভয়প্রেমাস্বাদ এব বিরুদ্ধধর্ম্মঃ। অথবা রসনিধানাদিময়পুরুষস্য উন্মত্তীভবনং তথা তদুন্মত্তীকরণং কথং সম্ভাব্যতে ইত্যাশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ 'আমি' ইতি। অয়ম্ভাব পরমেশ্বরত্বাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বেনাহমুন্মত্তী-ভবামি তথা নিজস্বাভাব্যাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বেন রাধাপ্রেম মামুন্মত্তীকরোতি। অত্র বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বং তৎপ্রেম্নি একো বিচিত্রমহিমা। ১২৮-১৩০। বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বমাহ 'রাধাপ্রেম' ইতি ত্রিভিরিতি। ১৩২-১৩৫। শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদনেচ্ছায়াং কারণভূতং তদ্বিচিত্রমহিমানমুক্ত্বা তদাস্বাদয়িতুং স্বস্য তদ্ভাবগ্রহণে কারণমাহ 'সেই প্রেমের' ইত্যাদি। তৎপ্রেম্নঃ শ্রীরাধাশ্রয়ত্বাদেব তদ্ভাবং বিনা তদাস্বাদনং ন ভবেৎ ইত্যেতদেব তদ্ভাবগ্রহণে কারণমিতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৬। কৃষ্ণ রাধাকে প্রীতি করিয়া যে সুখ পান, রাধা কৃষ্ণকে প্রীতি করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ সুখ পাইয়া থাকেন। ১৩৩। কৃষ্ণই বিষয় বা সেব্য, আর ভক্ত আশ্রয় বা সেবক। কৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করিয়া যে সুখ পান, ভক্ত তাঁহার সেবা করিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখলাভ করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥১৩৬॥
এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥১৩৭॥
অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥১৩৮॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥১৩৯॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥১৪০॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥১৪১॥
মোর মাধুর্য্য, রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি'।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥১৪২॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥১৪৩॥
দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥১৪৪॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥১৪৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৩৭। শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারমুখ্যহেতুভূতায়াঃ প্রথমবাঞ্ছায়াঃ কারণমুক্ত্বা তদ্দ্বিতীয়বাঞ্ছা 'অনয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ' ইত্যস্যাঃ কারণং বদন্ শ্রীপাদ গ্রন্থকৃদাহ 'এই এক' ইতি। 'লোভের প্রকার' লোভোৎপত্তৌ কারণমিত্যর্থঃ। ১৩৮-১৩৯। শ্রীকৃষ্ণমধুরিম্নঃ শ্রীরাধাকৃতাস্বাদনে যা বিচিত্রতা সৈব শ্রীকৃষ্ণস্য তদিচ্ছায়াং কারণমিতি তদ্বিচিত্রতাং শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুবাদেন বর্ণয়তি 'অদ্ভুত' ইতি দ্বাভ্যাং। অত্র অদ্ভুতানন্তাদিত্বাৎ মন্মাধুরিম্নঃ সকলমাস্বাদনমসম্ভবমপি শ্রীরাধিকা নিজপ্রেম্না তস্য সকলমাস্বাদয়তীত্যেতদত্র মহতী বিচিত্রতা ইতি ভাবঃ। ১৪০-১৪১। নন্বু তন্মাধুরিমণি সকলমাস্বাদিতে তত্র তস্যা অপ্রীতিরুৎপদ্যতে বিতৃষ্ণাপাতাৎ, তেন চ 'রাধাপ্রেম বিভু যার' ইত্যাদি বাক্যানামানর্থক্যং প্রসজ্যেত ইতি চেত্তত্রাহ 'যদ্যপী'তি দ্বাভ্যাং। সদাবর্দ্ধনশীলস্য শ্রীরাধাপ্রেম্নোঽগ্রে মৎসৌন্দর্য্যস্য নিত্যনবনবত্বেন ভাসমানত্বাৎ ন তত্র তদাশঙ্কা ইতি ভাবঃ। ১৪২। নন্বু যচ্চোক্তং 'আস্বাদে সকলি' ইত্যেতৎ কথং সঙ্গচ্ছতে ন হি অনন্তস্য বস্তুনঃ সকলগ্রহণং ক্বচিদপি দৃশ্যতে, সতি বা তস্মিন্ ন তস্য আনন্ত্যং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ 'মোর' ইত্যাদি। শ্রীরাধাপ্রেম-মৎসৌন্দর্য্যয়োরানন্ত্যসমানধর্ম্মত্বেন ন তত্র তদাশঙ্কা আনন্ত্যেনৈব আনন্ত্যগ্রহণাদিতি ভাবঃ। ১৪৩। নন্বু প্রত্যক্ষীভূতো ভবন্মাধুরিমা সর্ব্বেষামেব সমানমাস্বাদ্যো ভবেৎ প্রত্যক্ষত্বাৎ. তথা চোক্তং প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে. তদা কথং 'রাধিকা একলি' ইত্যুক্তমিতি চেত্তত্রাহ 'আমার' ইতি। মন্নিত্যমাধুর্য্যস্য নিত্যনবনবত্বেঽপি যস্য যাবান্ প্রেমা স তাবদেব মন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়তীত্যর্থঃ। অয়মন্তাবঃ ন হি বস্তু-সদ্ভাব এব তদ্‌গ্রহণে কারণং কিন্তু তত্র ইন্দ্রিয়াণাং শক্তিঃ। সা চ কার্য্যৈকসমধিগম্যা যথাকার্য্যং কল্প্যতে। অতঃ যস্য যাবদিন্দ্রিয়শক্তিঃ স তাবদেব বস্তু গৃহ্লাতি ন তু সর্ব্বে সমানমিন্দ্রিয়শক্তেরসমত্বাদিতি যথা, তথৈব প্রত্যক্ষীভূতস্য মন্মাধুর্য্যস্য সদ্ভাবো ন তদাস্বাদনে কারণং কিন্তু প্রেমৈব, তত্তু মন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবকার্য্যৈকগম্যং যথাকার্য্যং কল্প্যতে। অতঃ যস্য যাবান্ প্রেমা স তাবন্ মন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়তি ন তু সর্ব্বে সমানং। তথা সতি মন্মাধুর্য্যসমগ্রাস্বাদনকার্য্যসমধিগম্যসমগ্রেণ প্রেম্না একা শ্রীরাধিকা মন্মাধুর্য্যং সমগ্রমাস্বাদয়তি, অন্যে তু ন তদ্বদাস্বাদয়িতুং শক্নুবন্তি তদ্বৎ প্রেমাভাবাৎ। নন্বু যদি কশ্চিৎ তদ্বদ্ভবেৎ তদা তস্য তদ্বত্তদাস্বাদনং ভবেদিতি ন বাচ্যং; যতঃ যথাহমেক এব স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ মত্তুল্য স্তথা একা এব স্বরূপশক্তিঃ শ্রীরাধিকা, ন তু তত্তুল্যোঽন্যঃ কশ্চিৎ ভবেৎ, যস্তদ্বন্মাধুর্য্যং সমগ্রমাস্বাদয়েৎ। এতেনাপি শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যস্য প্রেমৈকস্বাদ্যত্বমুক্তং প্রেমানুরূপস্বাদ্যত্বেন কথিতত্বাদিতি। ১৪৪-১৪৫। শ্রীরাধিকাস্বাদ্য-স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদনেচ্ছায়াং কারণমুক্ত্বা তদ্ভাবগ্রহণেনৈব তদাস্বাদনং ভবেদিত্যেতদেব তস্য তদ্ভাবগ্রহণে কারণমিত্যাহ 'দর্পণ' ইতি দ্বাভ্যাং। শ্রীরাধিকাপ্রেমৈব মৎসৌন্দর্য্য-সমগ্রাস্বাদনোপায়ভূতঃ, অতঃ 'রাধিকা-স্বরূপ হইতে' শ্রীরাধাপ্রেমভাবং গ্রহীতুমিত্যর্থ ইতি।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৪৬॥

(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহাকে আমি লুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥১৪৭॥
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥১৪৮॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥১৪৯॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥১৫০॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ—কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥১৫১॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫২॥

(ভাঃ ১০।৩১।১৫)

অনুবাদ—গোপীগণ কহিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটিল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া আমাদের ক্ষণকালও একযুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া মনে করি।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥১৫৩॥

(ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

অনুবাদ—যাঁহারা বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই গোপীগণ দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র-ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥১৫৪॥

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥১৫৫॥

(ভাঃ ১০।২১।৭)

অনুবাদ—গোপীগণ কহিলেন—হে সখীগণ, গাভীগণসহ বয়স্যগণবেষ্টিত হইয়া রাম-কৃষ্ণ যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্ত জনের প্রতি কটাক্ষকারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৫৬॥

(ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

অনুবাদ—মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন—অহো! গোপীগণ কি তপস্যাই না করিয়াছেন! তাই শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্ল্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্দ্ধ, লাবণ্য-সাররূপ এই শ্রীকৃষ্ণবদনামৃত তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৪৬। অয়মহমপি নির্ব্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধোঽহমপি ইতি। ১৪৭। দর্পণাদৌ স্বমাধুর্য্যং দৃষ্ট্বা তদাস্বাদিতুং স্বস্য কথং লোভোৎপত্তিরিত্যত্র তন্মাধুর্য্যস্বভাব এব তদুৎপাদয়তীতি তৎকার্য্যং শ্রীপাদ গ্রন্থকৃদাহ 'কৃষ্ণমাধুর্য্য' ইত্যাদি 'কৃষ্ণের মাধুরী' ইত্যন্তং। ১৫২। ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ যুগতুল্যো ভবতি।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥১৫৭॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণের উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥১৫৮॥
এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥১৫৯॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥১৬০॥
যেবা কেহ অন্যে জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্মী যাতে ॥১৬১॥

গোপীগণের প্রেমের অধিরূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥১৬২॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥১৬৩॥
(গৌতমীয়তন্ত্র)

অনুবাদ—ব্রজগোপীগণের প্রেমকেই কাম বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।

কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন-লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৬৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৫৭-১৫৮। 'কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক' ইত্যেতদুপসংহরতি 'অপূর্ব্ব' ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ১৫৯। শ্রীচৈতন্যাবতার-মুখ্যহেতুভূতায়াঃ দ্বিতীয়বাঞ্ছায়াঃ কারণমুক্ত্বা তৃতীয়বাঞ্ছা 'সৌখ্যঞ্চাস্যাঃ মদনুভবতঃ কীদৃশং বা' ইত্যস্যাঃ কারণং বদন্নাহ 'তৃতীয়' ইতি। যেন হেতুনা তত্র বাঞ্ছা জাতা তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ। ১৬০-১৬১। 'এই রসের' উক্ত তৃতীয়হেতুভূতস্য রসস্য। 'সিদ্ধান্ত' বক্ষ্যমান 'গোপীগণের প্রেম' ইত্যাদ্যুক্তসিদ্ধান্তং। অত্র শ্রীস্বরূপাৎ প্রাপ্তত্বেন তস্য গ্রন্থকৃৎপাদাকল্পিতত্বমুক্তং। ১৬২। নিজকামপূর্ণতা এব সুখোৎপত্তৌ হেতুঃ, কিন্তু তদ্বিনৈব শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুভবসুখং জায়তে ইত্যেব তত্র বিচিত্রতা, কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তেঃ। সৈব তৃতীয়বাঞ্ছোৎপত্তেঃ কারণমিত্যতঃ শ্রীরাধায়াঃ তত্র কামাভাবং সুখং কৈমুত্যেন দর্শয়িতুং সাধারণগোপীনাং যৎ কামবিনাভূতং সুখং বর্ণয়িতব্যং তত্তু প্রেমস্বভাবাৎ স্বয়মেব জায়তে, ন তু কামাৎ ইত্যাশয়েনাহ 'গোপীগণের' ইত্যাদি। মহাভাবস্যৈব দ্বিধাখ্যা রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ। মহাভাবস্তু অনুরাগ এব নিঃসীমবৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ সূর্য্য ইব সম্বন্ধিজনমাত্র এব স্বভাবসম্পর্কে যদা ভবতি, তদা মহাভাবঃ। তত্র রূঢ়ঃ। উদ্দীপ্তাদিসাত্ত্বিকভাবা যত্র স রূঢ়ঃ মহাভাবঃ। কৃষ্ণস্য সংযোগবিয়োগসুখদুঃখং যত্র ভবতি সোঽধিরূঢ় মহাভাবঃ।

নন্বু প্রেম্ন ইচ্ছার্থত্বেন কামার্থবাচকত্বাৎ প্রেমা কাম এব ভবতু, ন তু অধিরূঢ়ভাবো নাম ইতি চেৎ, তত্রাহ 'বিশুদ্ধ' ইতি। অয়মর্থঃ, কামপ্রেম্নোরিচ্ছৈকার্থত্বেঽপি প্রেমা বিশুদ্ধো নির্ম্মলঃ স্বসুখবাঞ্ছাবিহীন ইত্যর্থঃ। কামস্তু ন তথা স্বসুখবাঞ্ছাবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমা অধিরূঢ়ভাবো নাম ন তু কামঃ। এতৎ প্রকরণস্যায়মভিপ্রায়ঃ, গোপীনাং প্রেমৈব শ্রীকৃষ্ণে বিরাজতে, ন জাতু কামঃ। তথাপি তাসাং তত্র সুখং জায়তে, শ্রীরাধায়াস্তু সুতরাং। ইত্যতঃ তৎসুখাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছা জাতা। ১৬৪। বিভিন্নলক্ষণেন প্রেমকাময়োর্বিভিন্নত্বং প্রতিপাদয়তি 'কাম প্রেম' ইতি। কামপ্রেম্নোরেকার্থত্বেঽপি বক্ষ্যমানস্বরূপতটস্থবিভিন্নলক্ষণেন লৌহকাঞ্চনবৎ প্রেমা স্বরূপতঃ ন কামো ভবেদিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬২। গোপীগণের প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, তাহাতে কামের গন্ধমাত্রও নাই।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৪। লৌহ আর স্বর্ণ যেমন সম্পূর্ণ পৃথক্, কাম এবং প্রেমও তদ্রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥১৬৫॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমে ত' প্রবল ॥১৬৬॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥১৬৭॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥১৬৮॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥১৬৯॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥১৭০॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥১৭১॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥১৭২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৬৫। যচ্চোক্তং কামপ্রেম্নোঃ বিভিন্নলক্ষণং, তদেবাহ 'আত্মেন্দ্রিয়' ইতি। নিজসুখসাধনেচ্ছা কামঃ কৃষ্ণসুখসাধনেচ্ছাময়ঃ প্রেম ইতি তয়োর্বিভিন্নলক্ষণং। ১৬৬। তদেব বিশদয়তি 'কামের' ইতি। অত্র কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যং প্রেম্নঃ স্বরূপলক্ষণমিতি জ্ঞেয়ং। ১৬৭-১৬৯। প্রেম্নঃ শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যং সহেতুকং দর্শয়তি 'বেদধর্ম্ম' ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। বেদধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং পরিত্যজ্য যতঃ শ্রীকৃষ্ণং ভজতি অতস্তস্য তৎসুখতাৎপর্য্যং। ন হি স্বসুখতাৎপর্য্যে কস্যচিদপি দেহ-সুখাত্মসুখত্যাগো ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র বেদধর্ম্মাদিত্যাগঃ প্রেম্নঃ তটস্থলক্ষণং জ্ঞেয়ং। লোকেঽপি তৎ দৃশ্যতে ইতি চেৎ ন হীত্যাহ 'কৃষ্ণের' ইতি। লোকে হি স্বসুখার্থমেব সর্ব্বং ত্যজেৎ ন তু অন্যসুখার্থং। অত্র কৃষ্ণসুখার্থং ন তু স্বসুখার্থমতঃ লোকে নৈতদ্দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। ১৭০। অধিরূঢ়ভাবত্বেন গোপীপ্রেম্নঃ কামগন্ধবিহীনত্বং সহেতুকমুক্ত্বা দৃঢ়ানুরাগত্বেন তদাহ 'ইহাকে' ইত্যাদি। শুভ্রত্বেন বস্ত্রে যথা অন্যচ্ছিদ্রং ন বিদ্যতে তথা দৃঢ়ানুরাগত্বেন প্রেম্নি ন কাম ইত্যর্থঃ। ১৭১। অতএব প্রেম্নি এব দৃঢ়ানুরাগঃ ন তু কামে ইত্যস্মাদেব ইত্যর্থঃ। ১৭২। 'অতএব' বহ্বন্তরত্বাদেব। নন্বু কামগন্ধাভাবে কথং কৃষ্ণং ভজতি তৎসুখার্থমেব ইত্যাহ 'কৃষ্ণ' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৫-১৬৬। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা অর্থাৎ স্বসুখবাঞ্ছাই কাম। নিজ সুখই কামের তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রেমে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যেরই প্রাবল্য।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা অর্থে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখসাধনেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম নহে, কৃষ্ণপ্রীতিই প্রেম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রেম নাম ধারণ করে।

এখানে প্রীতি অর্থে তর্পণ। (শব্দসার)

১৬৭ ১৭১। কাম অজ্ঞান-অন্ধকারময়, কিন্তু প্রেম ভগবজ্-জ্ঞানালোকময় নির্ম্মল সূর্য্য-সদৃশ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণভক্ত ব্রজগোপীগণ নিষ্কাম বলিয়া লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ, ধৈর্য্য, লজ্জা, দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ এবং নিজ পরিজন—এ সব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসুখার্থ প্রীতির সহিত কৃষ্ণের ভজন করিয়াছেন। দৃঢ় কৃষ্ণানুরাগের ইহাই লক্ষণ। এই গোপীপ্রেমে স্বসুখবাঞ্ছারূপ কামের লেশমাত্রও নাই। কারণ স্বসুখ-তাৎপর্য্য থাকিলে কেহই দেহসুখ ও আত্মসুখ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বসুখবাঞ্ছা নাই বলিয়া গোপীগণ নিজ সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া কৃষ্ণসুখের জন্যই যাবতীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৭৩॥

(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

অনুবাদ—গোপীগণ কহিলেন—হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি। সেই চরণদ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্ম-পাষাণাদি দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনস্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥১৭৪॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥১৭৫॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥১৭৬॥

(ভাঃ ১০।৩২।২১)

অনুবাদ—হে গোপীগণ! আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধব সকল পরিত্যাগ করিয়াছ; তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুরাগ হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ! তোমাদের প্রিয়-সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥১৭৭॥

(গীতায়)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১৭৮॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥১৭৯॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥১৮০॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

অনুবাদ—হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত ॥১৮১॥
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-সাধন ॥১৮২॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥১৮৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৭৪-১৭৫। 'বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম' ইত্যাদি বাক্যং সম্ভাবয়ন্নাহ 'আত্মসুখ' ইতি দ্বাভ্যাং। আত্মসুখদুঃখ-বিচারাভাবাৎ তৎসম্ভবেদিত্যর্থঃ। ১৭৭-১৭৮। 'অতএব গোপীগণে' ইত্যুক্তবাক্যং শ্রীকৃষ্ণবাক্যেন দ্রঢ়য়িতুমাহ 'কৃষ্ণের' ইতি দ্বাভ্যাং। যো যদভিলাষেণ ভজতি, শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদভিলাষানুরূপফলপ্রদাতৃত্বেন তং ভজতি ইতি তৎপ্রতিজ্ঞা। সা তু গোপিকাভজনে মিথ্যাভূৎ। শ্রীকৃষ্ণসুখৈকহেতোঃ তদ্ভজনস্য কামগন্ধবিহীনত্বেন তস্য তৎফলপ্রদাতৃত্বাভাবাৎ। অতঃ গোপীগণে কামগন্ধো নাস্তি শ্রীকৃষ্ণসুখহেতুরেব তাসাং তৎসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। ১৮১। স্বসুখকামাভাবেঽপি গোপিকাভিঃ মার্জ্জনভূষণাদিনা যা নিজদেহপ্রীতিঃ ক্রিয়তে সাপি কৃষ্ণসুখার্থং। ১৮২-১৮৩। তদেবাহ 'এই দেহ' ইতি দ্বাভ্যাং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৭৮। আঃ ৪। ২০ দ্রষ্টব্য।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥১৮৪॥
(আদিপুরাণ)

অনুবাদ—যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজ শরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ! সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহ নাই।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥১৮৫॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥১৮৬॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৮৭॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥১৮৮॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান ॥১৮৯॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥১৯০॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥১৯১॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥১৯২॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥১৯৩॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥১৯৪॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥১৯৫॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥১৯৬
(স্তবমালায়)

অনুবাদ—বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্ত-নটনশীল-ভঙ্গী দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপীগণের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৯৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮৫। 'কাম প্রেম দোঁহাকার' ইত্যাদি লক্ষণেন গোপীপ্রেম্নঃ কামাভাবত্বমুক্ত্বা সুখবাঞ্ছাভাবেঽপি যৎ সুখং জায়তে ইতি প্রেমস্বভাবতস্তদ্ বর্ণনেন তস্য তদভাবং পুনঃ বর্ণয়তি 'আর এক' ইত্যাদি 'এই হেতু গোপীপ্রেমে' ইত্যন্তং। ১৮৬। 'বুদ্ধির গোচর নহে' ইত্যেতদেব দর্শয়তি 'গোপিকা' ইতি। সুখবাঞ্ছাভাবেঽপি যৎ কোটিগুণসুখোৎপত্তিরিত্যতস্তস্য বুদ্ধ্যগোচরত্বং। 'সুখবাঞ্ছা নাহি' ইত্যাদি এব প্রেম্নঃ স্বভাবঃ। ১৮৭-১৮৮। তৎসুখং প্রদর্শয়তি 'গোপিকার' ইতি। ১৮৯। গোপিকানাং নিজসুখানুরোধাভাবেঽপি শ্রীকৃষ্ণসুখমেব তাসাং সুখে পরিণমতি, শ্রীকৃষ্ণসুখমেব তাসাং সুখং ভবেদিতি বিরোধসমাধানমিতি ভাবঃ। ১৯০-১৯৩। শ্রীকৃষ্ণসুখেন গোপীনাং সুখং যদ্রূপেণ জায়তে তদাহ 'গোপিকা' ইত্যাদি। মদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণস্য সুখং জাতমেতদ্দর্শনেন তাসাং সুখং জায়ত ইত্যর্থঃ। ১৯৪-১৯৫। নন্বু তদপি সুখং গোপীনাং স্বসুখায় ভবতু, তথা সতি তত্র কামদোষ আপতেদিতি চেত্তত্র শ্রীকৃষ্ণসুখত্বে গোপিকাসুখত্বং তৎসুখত্বেন শ্রীকৃষ্ণসুখত্বমিত্যনেন গোপিকাসুখং শ্রীকৃষ্ণসুখবৃদ্ধ্যর্থং ন তু স্বার্থমতস্তত্র ন কামদোষপতনাবকাশ ইত্যাহ 'কিন্তু' ইত্যাদি। ১৯৭। প্রেমস্বভাবাদেব শ্রীকৃষ্ণসুখেন স্বসুখং জায়তে, অতো ন তত্র স্বসুখবাঞ্ছাবকাশ ইতি তৎস্বভাবজাতসুখবর্ণনেন পুনরপি গোপীপ্রেম্নঃ কামাভাবত্বং দর্শয়িতুমাহ 'আর এক' ইতি।

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥১৯৮॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥১৯৯॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়ের সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥২০০॥
নিজ-প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ-সেবা বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥২০১॥

অঙ্গস্তন্তারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ-জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধা জানিয়া দারুক আদর করিলেন না।

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥২০৩॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—পদ্মলোচনী শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শনের বাধক নেত্রজল-বর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন।

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥২০৪॥

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥২০৫॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥২০৬॥

অনুবাদ—আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা।

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২০৭॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১৩)

অনুবাদ—সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৯৮। 'গোপীপ্রেমে' ইত্যাদিকং প্রেমস্বভাবাদেব ভবতীত্যর্থঃ। ২০০। নন্থ অন্যস্যানন্দেন কথং অন্যস্যানন্দ ইতি চেত্তত্র প্রেমস্বভাব এব কারণমিত্যাহ 'নিরুপাধি' ইতি। প্রেমস্বভাবেনৈব তদ্ভবেদিত্যর্থঃ। ২০১। 'তাঁহা নাহী'তিবাক্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ 'নিজ' ইতি। শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধকত্বেন নিজানন্দে ভক্তানাং ক্রোধো জায়তে, শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধে নিজসুখাভাবাত্তৎসুখং ত্যজন্তীত্যর্থঃ। অতস্তাসাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তি। ন হি স্বসুখাভিলাষী কশ্চিৎ স্বসুখং ত্যজতীতি দৃশ্যতে। ২০৪। 'তাঁহা নাহি নিজ সুখ' ইত্যেতৎ বাক্যং প্রতিপাদয়িতুং অথবা গোপিকানাং স্বসুখবাঞ্ছাভাবং কৈমুতিক-ন্যায়েন দর্শয়িতুং অন্যশুদ্ধভক্তানাং তদভাবং দর্শয়তি 'আর' ইতি দ্বাভ্যাং। ভগবল্লোকস্বাভাব্যেন ভক্তানাং সালোক্যাদিকং অস্তি, কিন্তু স্বসুখার্থং তে তন্ন গৃহ্ণন্তি, শ্রীকৃষ্ণসেবার্থং গৃহ্ণন্তি। যতঃ স্বসুখার্থং তন্ন গৃহ্ণন্তি অতস্তেষাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তীত্যর্থঃ। কৈমুতিকন্যায়প্রদর্শনং 'কামগন্ধহীন' ইতি পরপদ্যে ভাবি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৯-২০১। প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, তাহাতেই প্রীতির আশ্রয় গোপীগণের আনন্দ। এই আনন্দের মধ্যে গোপীর নিজ সুখ-বাঞ্ছার কোন কথা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নাই। নিরুপাধিক প্রেমের ইহাই রীতি বা বৈশিষ্ট্য। এইজন্য শুদ্ধভক্তগণ নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসুখের বাধা হইলে সেই আনন্দকে অনাদর করিয়া থাকেন।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

অনুবাদ—আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন স্বর্গাদিভোগ তাঁহারা কেন ইচ্ছা করিবেন?

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥২০৯॥
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥২১০॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত॥২১১॥

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥

অনুবাদ—গোপীগণ আমার সর্ব্বস্ব। কারণ তাঁহারা আমার সহচরী, গুরুজনের ন্যায় স্নেহশীলা, শিষ্যের ন্যায় সেবারতা, উপভোগযোগ্যা, অকৃত্রিম বান্ধব এবং অতি-প্রিয় কান্তা।

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥
(আদিপুরাণ)

অনুবাদ—আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহই জানেন না।

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥২১৪॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥২১৫॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২০৯। কামগন্ধহীন ইতি। গোপীনাং প্রেম স্বভাবতঃ এব কামগন্ধহীনং অথবা তৎ স্বাভাবিকং ন তু সাধনসাধিতং। এতৎপদ্যস্য পূর্ব্বপদ্যেনান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ, শুদ্ধভক্তানাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তীতি পূর্ব্বপদ্যে উক্তং, তত্র সাধনবলেন সিদ্ধানাং সাধনসাধিতপ্রেমবতাং তেষাং ভক্তানাং যদি স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তি, তদা সিদ্ধানাং কামগন্ধবিহীন-স্বাভাবিকনিত্যপ্রেমবতীনাং তন্নাস্তীতি কিমুচ্যতে যত স্তা স্তেভ্যোঽধিকাঃ। ২১০। নন্বু অন্যভক্তেভ্যো গোপীনাং কথমাধিক্যমিতি চেত্তত্র সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতোক্তদিশা অন্যেভ্যঃ ভক্তেভ্যঃ গোপিকানামাধিক্যং দর্শয়তি 'কৃষ্ণের' ইতি দ্বাভ্যাং। শ্রীকৃষ্ণসহায়াদিভির্গুণৈরন্যেভ্য স্তাসামাধিক্যমিত্যর্থঃ। ২১৪। গোপীনাং প্রেম্নঃ কামগন্ধবিহীনত্বং প্রতিপাদ্য শ্রীরাধায়া স্তৎ প্রতিপাদয়তি 'সেই' ইতি। তাসু কামগন্ধহীনস্বাভাবিকপ্রেমবতীষু গোপীষু মধ্যে রাধিকা উত্তমা। যতঃ রূপাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবপ্রকারৈঃ সা তাভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽধিকা তাভ্যোঽধিকরূপাদিমতীত্যর্থঃ। অত্র রূপাদীনামুত্তরোত্তরাধিক্যং জ্ঞেয়ং। অয়মর্থঃ প্রেমবতীনাং গোপীনাং প্রেম যদি কামগন্ধবিহীনং, তদা শ্রীরাধায়াস্তৎ সুতরাং, যতঃ প্রেমাদিভিঃ সা তাভ্যোঽধিকা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০৪-২০৯। শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ব্যতীত স্বসুখার্থ সালোক্যাদি মুক্তি দিলেও গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভক্তশিরোমণি ব্রজগোপীগণের নির্মল, উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

স্বাভাবিক প্রেম যে কামগন্ধহীন, তাহা সহজেই অনুমেয়।
২১৪। এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥২১৬॥
(আদিপুরাণ)

অনুবাদ—বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে থাকায় ত্রৈলোক্য-মধ্যে পৃথিবী ধন্য হইয়াছে। বৃন্দাবনে আবার গোপীগণ ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা'-নাম্নী গোপী বর্ত্তমান।

রাধাসহ ক্রীড়া-রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥২১৭॥

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥২১৮॥

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥২১৯॥
(শ্রীগীতগোবিন্দে)

অনুবাদ—কংসারি কৃষ্ণ সম্যক্-সার-রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

সেই রাধাভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥২২০॥

সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥২২১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥২২২॥

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥২২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২১৭-২১৮। রূপাদিভিঃ রাধিকায়াঃ গোপীভ্যঃ যদাধিক্যমুক্তং তদেব দর্শয়তি 'রাধাসহ' ইতি দ্বাভ্যাং। সামর্থ্যাৎ কৃষ্ণস্য রাধয়া সহ মধুরলীলাসুখবৃদ্ধ্যর্থং অন্যস্য ব্যঞ্জনবৎ গোপীগণঃ কর্ত্তৃ তদ্রসস্য উপকরণং উপকারং সাহায্যং করোতীতি শেষঃ তৎসুখবৃদ্ধেঃ হেতুর্ভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু দেহস্য প্রাণবৎ শ্রীরাধৈব শ্রীকৃষ্ণসুখস্যৈকহেতুঃ। ন তু তাং বিনা তৎগোপীগণঃ প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়ানীব কৃষ্ণস্য সুখহেতুঃ। এতদেব তস্যাস্তাভ্য আধিক্যমিত্যর্থঃ। ২২০-২২১। ষষ্ঠশ্লোকস্যাভাসং বর্ণয়িত্বা তদুপসংহরন্নাহ, অথবা 'তদ্ভাবাদ্যাঃ সমজনি' ইত্যস্যাভাসমাহ 'সেই রাধার' ইতি দ্বাভ্যাং। 'সেই' সর্ব্বাধিকায়াঃ। শ্রীরাধিকা এব সর্ব্বাধিকা, তেন তৎপ্রেমাদিকমপি সর্ব্বাধিকমিতি তদ্ভাবমঙ্গীকৃত্য অথবা 'সেই' ইতি তস্মাদ্ধেতোঃ প্রেমাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বগোপীগণেভ্যঃ রাধিকা যতোঽধিকা, ততস্তদ্ভাবমঙ্গীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীচৈতন্যরূপেণাবতীর্ণঃ। অত্রায়ং ক্রমো জ্ঞেয়ঃ, শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা, তথা তদাস্বাদ্যনিজাদ্ভুতমধুরিমা, তথা নিজানুভবেন তস্যাঃ সুখঞ্চ, এতত্রয়াণাং পূর্ব্ববর্ণিতবিচিত্রতাহেতোঃ তৎপ্রেমাদিত্রয়াস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছা জাতা। ততস্তৎপূরণার্থং রাধাভাবমঙ্গীকৃত্য স শ্রীচৈতন্যাবতীর্ণঃ। তথা যুগধর্ম্মাদিকং প্রচারিতবান্। কিন্তু 'সেই ভাবে' ইতি রাধাভাবেন নিজবাঞ্ছাত্রয়পূরণাৎ তদ্বাঞ্ছাত্রয়মেব শ্রীচৈতন্যাবতারে মূলকারণং। ২২২-২২৩। সুখবোধায়ৈতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ং সংক্ষেপেনৈবাহ, অথবা নামপ্রেমপ্রদানং শ্রীচৈতন্যাবতারে কারণমিতি তৃতীয়ে উক্তমত্র তু রাধাপ্রেমাদ্যাস্বাদনবাঞ্ছাত্রয়মিত্যেতৎ সমাদধৎ আহ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইতি দ্বাভ্যাং। সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসময়মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণ এব ব্রজেন্দ্রকুমারঃ ন তু কৃষ্ণশব্দেনান্যো কশ্চিদন্তীত্যর্থঃ স ব্রজেন্দ্রকুমার এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুঃ। 'সেই রস' শৃঙ্গাররসশেষমিতি শেষঃ। তমাস্বাদয়িতুমবতীর্ণঃ শৃঙ্গাররসমূর্ত্তিত্বেনৈব তমাস্বাদয়িতুমবতীর্ণ ইত্যর্থঃ। তৎসঙ্গেন সর্ব্বান্ রসান্ নামপ্রেমাদীন্ প্রচারিতবান্। অয়ন্তাবঃ শৃঙ্গাররসশেষং শ্রীরাধাপ্রেমাদীন্ স্বাদয়িতুমবতীর্ণত্বেন তদ্বাঞ্ছাত্রয়ং শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং। নামপ্রেমপ্রদানন্তু আনুষঙ্গত্বেন গৌণকারণমিত্যুভয়সমাধানং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১৭-২১৮। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন। এইজন্য শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য গোপীগণ কেহই কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারে না। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখবিধানে পরমসমর্থা। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব; অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

রাধা সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রসোপকরণ অর্থাৎ সাহায্যকারী মাত্র।

২২২। সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসময়-মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, ন তু বসুদেব-নন্দন বাসুদেব।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥২২৪॥
(শ্রীগীতগোবিন্দে)

অনুবাদ—হে সখি! অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর, কোমল করচরণাদিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করিয়া শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥২২৫॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥২২৬॥
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥২২৭॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥২২৮॥

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন, করিয়ে প্রকাশ ॥২২৯॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ॥
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
দ্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥২৩০॥
(শ্রীস্বরূপগোস্বামী-কড়চায়)

অনুবাদ—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥২৩১॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥২৩২॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ ॥২৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২২৫-২২৬। বাঞ্ছাত্রয়পূরণমেব শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং, নামপ্রেমপ্রদানন্তু গৌণমেতৎ বিজ্ঞানুভবেন প্রমাণয়ন্নাহ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইতি। শ্রীচৈতন্যদাসা এব তৎ জানন্তীত্যর্থঃ। ২২৭-২২৮। শ্রীচৈতন্যপার্ষদাত্মনুগ্রহেনৈব পূর্ব্ববর্ণিত আভাসঃ জ্ঞাত ইতি তান্ প্রণমন্ তদ্বর্ণনং শেষয়তি 'অদ্বৈত' ইতি ত্রিভিঃ। ২২৯। 'ষষ্ঠ শ্লোকের' ইতি ষষ্ঠশ্লোকস্য 'শ্রীরাধায়া' ইত্যস্যায়মাভাস উক্তঃ। অধুনা তস্য মূলং শ্রীচৈতন্যাবতারাদিকারণং অর্থং প্রকাশং কৃত্বা শৃণু। আভাসবর্ণনামধ্যে তস্য শ্লোকস্যার্থ উক্তঃ শ্রোতৃবর্গঃ স্বয়মেব তং প্রকাশং কৃত্বা শৃণু ইত্যর্থঃ। ২৩১। 'এসব সিদ্ধান্ত' ষষ্ঠশ্লোকস্য বক্ষ্যমাণসিদ্ধান্তঃ। ২৩২। নন্থ কথং কিঞ্চিন্নিগূঢ়কথনমিত্যত্রাহ 'বুঝিবে' ইতি। রসিকভক্তানাং তদ্বোধার্থং মূঢ়ানাং অভক্তানাঞ্চ তন্নিষেধার্থং তস্য কিঞ্চিন্নিগূঢ়কথনং। ২৩৩। রসিকভক্তস্য লক্ষণং বদন্ তস্য তদ্বোধে হেতুমাহ 'হৃদয়ে' ইতি। চৈতন্যনিত্যানন্দং যো হৃদয়ে ধরতি চৈতন্যনিত্যানন্দং ভজতীত্যর্থঃ স এব রসিকভক্তঃ। তথা তদ্ধারণপ্রভাবহেতুনৈব তস্য তদ্বোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩২-২৩৫। যিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে হৃদয়ে ভজন করেন, সেই রসিকভক্তই এসব সিদ্ধান্ত শুনিয়া ও আলোচনা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিয়া আনন্দ পাইবেন। কিন্তু অভক্তগণ ইহা বুঝিতে পারিবে না। বল্লভ অর্থে প্রিয়।

এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥২৩৪॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥২৩৫॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥২৩৬॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, সবার হউক্ চমৎকার ॥২৩৭॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-স্বরূপ সবে কহে মোরে ॥২৩৮॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন ॥২৩৯॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥২৪০॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥২৪১॥
কোটিকাম-জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সমতা নাহি যার ॥২৪২॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন ॥২৪৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৩৪-২৩৫। নন্বভক্তানাং কথং তত্র নিষেধ ইত্যত্রাহ 'এসব' ইতি। আম্রমুকুলরসঃ কোকিলানামেব প্রিয়ঃ ন তু উষ্ট্রাণাং; তদ্বৎ বক্ষ্যমাণঃ সিদ্ধান্তোঽপি রসিকভক্তানামেব প্রিয়ঃ ন ত্বভক্তানামিতি তত্র তন্নিষেধঃ। অত্রেদমপি জ্ঞেয়ং, পণ্ডিতবাদভয়েন ন তন্নিষেধঃ, অপি তু তত্র সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধভাবনয়া অপরাধোৎপত্তেঃ অভক্তানাং মহদমঙ্গলং স্যাদতস্তন্নিষেধঃ, ন তু বাদভয়েন; যতো গ্রন্থকৃৎপাদসুপাণ্ডিত্যে গ্রন্থোঽয়ং প্রমাণং দদাতি। ২৩৬-২৩৭। সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ন-ভক্তানামপ্রবেশেন ভবতঃ কথমানন্দ ইতি চেত্তত্র যদর্থং ভয়ং, তদভাবেনৈবানন্দ ইত্যাহ 'যে লাগি' ইতি। অভক্তানামত্র প্রবেশ এব ভয়ং, তদভাবেন আনন্দ ইত্যর্থঃ। ২৩৮। ষষ্ঠশ্লোকস্য সিদ্ধান্তমাহ 'কৃষ্ণের' ইত্যাদিভিঃ। তত্ত্বজ্ঞাঃ মাং পূর্ণানন্দস্বরূপং বদন্তি। তথা চোক্তং দশমে বসুদেবস্তবে 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ' টীকা চ, কেবলশ্চাসাবনুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বরূপং যস্য স ইত্যেষা। ২৩৯। 'আমা হৈতে' ইতি। মদানন্দাংশেনৈব ত্রিভুবনমানন্দী ভবতি। তথা হি শ্রুতিঃ 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি'। অতঃ কো মামানন্দয়েৎ যতোঽহমেবানন্দস্বরূপঃ তথা মত্ত এব ত্রিভুবনানন্দঃ। ২৪০-২৪১। 'শত শত গুণ' অসংখ্যাঃ গুণাঃ। 'তাহা' তে গুণাঃ। শ্রীরাধায়াং যে মদধিক-শতশতগুণাঃ সন্তি তৈরেব সা মামানন্দয়িতুং সমর্থা ইত্যনুভবামীত্যর্থঃ। ২৪২। উক্তানুভবে হেতুং দর্শয়তি 'কোটি' ইতি। 'আমার' মম শ্রীকৃষ্ণস্য। 'অসমোর্দ্ধ' ইতি ন বিদ্যতে সমোর্দ্ধো যস্য এবম্ভূতং মাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং যস্যা স্তস্যাঃ রাধায়াঃ সম ইত্যর্থঃ। 'মাধুর্য্য' ইত্যত্র 'মাধুর্য্যা' আকারান্তত্বং মন্তব্যং, যদ্বা ভাষায়াং ন তন্নিয়মঃ। অয়মর্থঃ, শ্রীরাধা অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যা যতঃ যস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সমতা অধিকতা চ নাস্তি। অত্র 'কোটিকাম' ইত্যনেন স্বীয়রূপস্য কথঞ্চিৎ সমতা অস্তি, কিন্তু অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যত্বেন শ্রীরাধারূপস্য সা নাস্তি ইতি তস্যাঃ মদধিকমাধুর্য্যত্বাৎ তদনুভবামি। লোকে হি গুণাধিকাদেব আনন্দং লভেদিতি ভাবঃ। 'তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ' ইতি পরপদ্যোক্ত-নিজরসস্য অপূর্ব্বতাং প্রতিপাদয়িতুমত্র স্বস্মাৎ শ্রীরাধোৎকর্ষতাবর্ণনমিতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৯-২৪১। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমা হইতে ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। সুতরাং জগতের লোক আমাকে আর কি আনন্দ দিবে? আমা অপেক্ষা যাহার গুণ বেশী আছে, সেই ব্যক্তিই আমাকে আনন্দ দিতে পারে। আমা হইতে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অধিক গুণবান্ লোক এ জগতে কেহ নাই। একমাত্র শ্রীরাধাতেই আমা অপেক্ষা শত শত গুণ বেশী আছে। এইজন্য একমাত্র শ্রীরাধাই আমাকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ, ইহা আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি।

মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥২৪৪॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত, ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥২৪৫॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস ॥
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥২৪৬॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥২৪৭॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥২৪৮॥

এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥২৪৯॥
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥২৫০॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥২৫১॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥২৫২॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥২৫৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৪৩-২৪৭। 'কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে' ইত্যাদ্যুক্তবাক্যেন এতদুক্তং ভবতি, শ্রীকৃষ্ণ এব জগদানন্দৈকহেতুঃ, তস্যানন্দৈকহেতুঃ শ্রীরাধা। ইত্যেতৎ বিশদরূপেণ দর্শয়তি 'মোর' ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। অত্রেয়ং পরিপাটী, প্রথমার্দ্ধপদ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপাদিপঞ্চভির্বিষয়ৈঃ জগতাং চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়ানন্দবর্ণনং। অপরার্দ্ধে শ্রীরাধায়াঃ রূপাদিপঞ্চভির্বিষয়ৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়ানন্দবর্ণনং। তত্র রূপাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দমাহ 'মোর' ইতি। মম রূপেণ ত্রিভুবনচক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দঃ, রাধারূপেণ চ মম চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দঃ। এবং শব্দগন্ধরসস্পর্শৈঃ চতুর্ভির্বিষয়ৈঃ কর্ণনাসাজিহ্বাত্বচাং চতুর্ণামিন্দ্রিয়াণামানন্দবর্ণনং ক্রমেণ পরপরপদ্যচতুষ্টয়ে দ্রষ্টব্যং। ২৪৮। 'মোর রূপে' ইত্যাদিবাক্যমুপসংহরতি 'এইমত' ইতি। 'মোর রূপে' ইত্যাদিপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ। 'রূপগুণ' রূপাদিপঞ্চবিষয়াঃ ইতি। ২৪৯। শ্রীরাধায়াঃ রূপাদিপঞ্চগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়সুখমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণরূপাদিপঞ্চগুণৈঃ শ্রীরাধায়াঃ চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়সুখং স্বসুখাদাধিক্যেন বক্তুমাহ 'এইমত অনুভব' ইতি। 'এইমত' উক্ত প্রকারেণ। মম রূপাদিকং জগতাং সুখৈকহেতুঃ, মম তু সুখৈকহেতুঃ শ্রীরাধারূপাদিকমিত্যর্থঃ। কিন্তু তদ্বিচারে কৃতে তৎসর্ব্বং বিপরীতং। শ্রীরাধারূপাদিভিঃ মম যৎ চক্ষুরাদিসুখং তস্মাদধিকং মম রূপাদিভিঃ শ্রীরাধাচক্ষুরাদিসুখমিত্যর্থঃ। 'আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ' ইতি পরপদ্যোক্তস্য শ্রীরাধাসুখস্য অপূর্ব্বতাং দর্শয়িতুং অত্র তদ্বর্ণনং। ২৫০। তদেব বিশদয়ন্নাদৌ শ্রীকৃষ্ণরূপাৎ শ্রীরাধায়াঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়সুখমাহ 'রাধার' ইতি। অত্র স্বস্বসুখাদধিকং শ্রীরাধাসুখমিতি দর্শয়িতুং 'রাধার দর্শনে' ইত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তপদ্যার্দ্ধমনুস্মৃতং। এবং অর্থসঙ্গত্যর্থং 'পরস্পর বেণুগীতে' ইত্যাদি চতুরানন্দে পূর্ব্বোক্তং 'রাধার বচনে মোর' ইত্যাদি পরপরচতুঃপদ্যার্দ্ধমনুস্মর্ত্তব্যং। অত্রায়মর্থঃ, শ্রীরাধারূপদর্শনে মম কেবলং নয়নসুখং, মম রূপদর্শনে তু সুখেন শ্রীরাধায়ারজ্ঞানমিতি স্বস্মাদধিকসুখত্বেন তদ্বিপরীতং এবং পরত্রাপি জ্ঞেয়ং। ২৫১-২৫২। শ্রীকৃষ্ণশব্দগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ কর্ণেন্দ্রিয়সুখমাহ 'পরস্পর' ইতি। অত্রাপি 'রাধার বচনে মোর' ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাৎ বচনশব্দেন মম শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রস্যৈব হরণং। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুশব্দ এবমেবমিতি পরস্পরং কৈশ্চিৎ গীতে কথিতে সতি বা তচ্ছব্দেঽনুকৃতে সতি, 'মোর ভ্রমে' তত্র মদীয়বেণুশব্দবোধেন শ্রীরাধায়াঃ চেতনহরণং ভবতি। ন জানে মম সাক্ষাৎশব্দশ্রবণে তস্যাঃ কিং ভবেদিতি ভাবঃ। তমেব হরণং দর্শয়তি 'মোর' ইতি দ্বাভ্যাং। তমালালিঙ্গনাদিকেনৈব চেতনহরণং লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলমালিঙ্গনং তত্রাপি মদালিঙ্গনসুখমনুভবতি অতঃ 'সেই সুখে' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৪৫। ঘ্রাণ—নাসিকা। (শব্দসার)।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫১। রাধার মধুর বচনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ)

তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥২৫৪॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥২৫৫॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাসরি ॥২৫৬॥

দোঁহার যে সম-রস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥২৫৭॥
অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥২৫৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৫৩। শ্রীকৃষ্ণগন্ধগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ নাসিকেন্দ্রিয়সুখমাহ 'অনুকূল' ইতি। অত্র 'মোর চিত্ত, ঘ্রাণ হরে' ইতি। পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ। শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাদঙ্গগন্ধঃ মম কেবলং চিত্ত-ঘ্রাণ হরতি, সর্ব্বদৈব তদ্‌গন্ধমিচ্ছামীত্যর্থঃ। কিন্তু দূরাৎ অনুকূলবাতপ্রাপ্তোঽপি মদ্‌গন্ধঃ তস্যাঃ চিত্তঘ্রাণং হরতি, তথা তদ্‌গন্ধানন্দেন সা অন্ধীভবতি বহির্জ্ঞানবিহীনা ভবতীত্যর্থঃ। তেন চ মন্নিকটং গন্তুমিচ্ছতি। ন জানে মম সাক্ষাদ্‌গন্ধেন বা তস্যাঃ কিং ভবেদিতি ভাবঃ। ২৫৪। শ্রীকৃষ্ণরসগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ রসনেন্দ্রিয়সুখমাহ 'তাম্বূল' ইতি। অত্র 'রাধার অধররসে' ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ, শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাদধররসঃ মাং কেবলং বশীকরোতি তত্রাসক্তো ভবামীত্যর্থঃ। কিন্তু শ্রীরাধা মম চর্ব্বিততাম্বূলমাত্রাস্বাদনেন সুখসমুদ্রে মগ্নীভূত্বা অন্যৎ রসাদিকং কিমপি ন জানাতি। ন জানে মম সাক্ষাদধররসেন বা তস্যাঃ কিং ভবেদিতি ভাবঃ। ২৫৫। শ্রীকৃষ্ণস্পর্শগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ ত্বগিন্দ্রিয়সুখমাহ 'আমার' ইতি। অত্র 'রাধা-অঙ্গস্পর্শে আমা' ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ. শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শেন কেবলমহং সুশীতলো ভবামি। কিন্তু মমাঙ্গস্পর্শেন শ্রীরাধায়াঃ অনন্তানন্দো ভবতীত্যর্থঃ। ২৫৬। 'আমার দর্শনে রাধা' ইত্যাদি পদ্যেন মদীয়রূপাদিপঞ্চগুণেভ্যঃ শ্রীরাধায়াঃ চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়াণাং যৎ মৎসুখাদধিকং সুখং ভবতি তৎকথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণিতং। কিন্তু সম্ভোগে যৎ মৎসুখাদধিকং তস্যাঃ সুখং ভবতি তদ্ বর্ণয়িতুং ন শক্নোমীত্যাশয়েনাহ 'লীলা' ইতি। 'লীলা অন্তে'—সম্ভোগান্তে। সম্ভোগরসসুখজনিতাশ্চর্য্যং তদঙ্গমাধুর্য্যং দৃষ্টৈব সুখেনাহমাত্মবিস্মৃতি র্ভবামি। আত্মবিস্মৃতিত্বেনৈব তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়িতুং যদি ন শক্নোমি, তদা তৎকারণভূতং সম্ভোগরসসুখং কথং বর্ণয়ামীতি ভাবঃ। অত্র বর্ণনাশক্যত্বেন তথা মৎসুখস্য তৎসুখজনকত্বেন চ সম্ভোগেঽপি মৎসুখাদধিকং তস্যাঃ সুখং জ্ঞেয়ং। ২৫৭। উক্তবাক্যং দ্রঢ়য়িতুমাহ 'দোঁহার' ইতি। অয়মর্থঃ সম্ভোগরসসুখং নায়কনায়িকয়োরুভয়োঃ সমানমিতি ভরতমুনিনা উক্তং, তৎ কথং স্বসুখাদধিকং শ্রীরাধায়াঃ তৎসুখমুচ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ 'আমার' ইতি। ব্রজসম্ভোগরসসুখানভিজ্ঞেনৈব ভরতেন তথোক্তমিত্যর্থঃ। লৌকিকসম্ভোগরসসুখং নায়কনায়িকয়োঃ সমানং ন তু ব্রজরসসুখমিত্যবিদুষা ভরতেন তথোক্তমিতি ভাবঃ। ২৫৮। উক্ত ব্রজরসসুখং দর্শয়তি 'অন্যোন্য' ইতি। শ্রীরাধিকাহঞ্চ ইত্যন্যোন্যয়োঃ সঙ্গমেঽহং যৎ রসসুখং প্রাপ্নোমি তস্মাচ্ছতগুণমধিকং যথাযথং তজ্জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আকৃষ্ট হয়, কিন্তু পরস্পর বংশ-ঘর্ষণে যে শব্দ হয়, তাহাকে আমার বংশীধ্বনি মনে করিয়া রাধা আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। যদ্বা কৃষ্ণের 'বেণু-নাদমাধুর্য্য' এই প্রকার—এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিলে কিম্বা কেহ কৃষ্ণের বেণুনাদের অনুকরণ করিলে 'কৃষ্ণই বংশীধ্বনি করিতেছেন' এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধা আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সুতরাং কৃষ্ণের সাক্ষাৎ কথা শ্রবণে শ্রীরাধার যে কি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

২৫৭-২৫৮। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন — ভরত-মুনির মতে এ জগতের নায়ক ও নায়িকা উভয়ের সম্ভোগ-রস-সুখ সমান। কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না। কারণ ব্রজের নায়ক হইতে নায়িকা অধিক সুখ পায়। শ্রীরাধার সঙ্গ দ্বারা আমি যে সুখ পাই, শ্রীরাধিকা তাহা হইতেও শতগুণ অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥২৫৯॥

(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—হে কল্যাণি ! অমৃতমাধুরীপরিমলবিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি-তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার তনু—এতাদৃশ রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ আনন্দ লাভ করিতেছে।

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতি হৃষ্যত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটান্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥২৬০॥

(শ্রীরূপগোস্বামীর উক্তি)

অনুবাদ—কংসারি-শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়নযুগল, কৃষ্ণস্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্য-শ্রবণে উৎকণ্ঠিত শ্রুতি, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, কৃষ্ণের অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্ল-মুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্যনাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি-বিকারসমূহে বিহ্বল অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল।

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥২৬১॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥২৬২॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥২৬৩॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥২৬৪॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণদ্বারে ॥২৬৫॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২৬৬॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥২৬৭॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥২৬৮॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥২৬৯॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥২৭০॥
পিতামাতা, গুরুগণে আগে অবতারি'।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥২৭১॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥২৭২॥
এই ত' ষষ্ঠশ্লোকের করিলু ব্যাখ্যান।
শ্রীস্বরূপ-গোসাঞি-পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥২৭৩॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥২৭৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৬১। 'তাতে' 'রাধার দর্শনে মোর' ইত্যাদি বাক্যেন। ২৬২। 'যে জাতীয় সুখ' 'আমার দর্শনে' ইত্যাদি বাক্যোক্তসুখং। ২৭১। 'অবতারি' ইত্যনেন পিত্রাদীনাং নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতং। ২৭২। 'শচীগর্ভশুদ্ধ' পবিত্রগর্ভঃ ন তু লোকবৎ ক্লেদাদিপূর্ণঃ, চিন্ময় ইত্যর্থঃ। অথবা 'গর্ভ' অভ্যন্তরং মন ইত্যর্থঃ। শ্রীশচ্যাঃ পবিত্রে মনস্যেব শ্রীকৃষ্ণ আবির্বভূব ইতি ভাবঃ। ২৭৪। শ্রীরাধাভাবেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্যৈবেষ্টসিদ্ধাবপি তৎকান্তিগ্রহণকথনন্তু 'রুচং স্বামাবব্রে' ইতি শ্রীস্বরূপাভিপ্রায়েণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২৬৬। বিজাতীয়—বিষয়জাতীয়।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥২৭৫॥
(স্তবমালায়)

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্ ॥২৭৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৭৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যাবতার-মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২৭৫। আ ৪।৫২ দ্রষ্টব্য।

আদিলীলা—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥

অনুবাদ—অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বন্দনা করি। অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার কৃপায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

এই ছয় শ্লোকে কহিল চৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥৩॥
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥৪॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৫॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম হন শ্রীনিত্যানন্দ ॥৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। বন্দে ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে কীদৃশং? ঈশ্বরং ঈশনাদীশনং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারকং; অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকারণীয়ং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যস্য তং। যস্য নিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া তস্য নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তত্ত্বং অজ্ঞেন শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নেনাপি ময়া নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে। ৩। পূর্ব্ববর্ণিতশ্রীচৈতন্যতত্ত্বমনুসৃত্য শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং বর্ণয়িতুমাহ 'এই' ইতি। 'এই ছয় শ্লোকে' এভিঃ প্রথমপরিচ্ছেদোক্তৈঃ 'বন্দে গুরূন্' ইত্যাদি ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈঃ। 'সপ্তম শ্লোকে' তত্রোক্তেন 'সঙ্কর্ষণঃ' ইতি শ্লোকেন। ৪-৬। তত্র তাবৎ বিস্তরেণ বর্ণনীয়ং শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং সুখবোধায়াদৌ সংক্ষেপেনৈবাহ 'সর্ব্ব' ইতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বাবতারী স্বয়ং-ভগবান্ ইতি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং। শ্রীবলদেবস্তু তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব দ্বিতীয়দেহঃ ইতি শ্রীবলদেবতত্ত্বং জ্ঞেয়ং। কিং রূপঃ সঃ দ্বিতীয়দেহঃ ইত্যত্রাহ 'আদ্য' ইতি। প্রথমকায়ব্যূহ সঃ দ্বিতীয়দেহঃ। কিমর্থং স দেহঃ। শ্রীকৃষ্ণলীলাসাহায্যমেব তস্য কারণং ইত্যাহ কৃষ্ণ ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাসাহায্যকার্য্যার্থং স দেহ ইতি ভাবঃ। অত্র 'কৃষ্ণলীলার সহায়' ইতি লীলামাত্রত্বেন শ্রীচৈতন্যলীলাসাহায্যমেব নিত্যানন্দরূপে কার্য্যং ইতি জ্ঞেয়ং। যতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব শ্রীচৈতন্যলীলা সঃ শ্রীবলদেব এব শ্রীনিত্যানন্দঃ। অত্রেদমুক্তং ভবতি, শ্রীচৈতন্যরূপাবতীর্ণস্য তস্য সর্ব্বাবতারিণঃ স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য এতচ্চৈতন্যলীলাসাহায্যার্থং তৎদ্বিতীয়দেহরূপঃ শ্রীবলদেবঃ শ্রীনিত্যানন্দ ইতি তত্ত্বং। অত্র একস্বরূপত্বং গুরুত্বেন মর্য্যাদাপরমেব কিম্বা যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপক ইত্যত্র তদেকাত্মলক্ষণে তস্য ভেদেন রূপেণ ইতি ব্যাখ্যানে ভেদস্যৈব প্রতীতেঃ 'একই স্বরূপ' ইত্যনেনাপি ভেদ-প্রতীতিঃ স্বেনাপি বিলাসেন নির্ণীতত্বাৎ।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়)

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার আশ্রয় হউন।

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৮॥

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥৯॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥১০॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥১১॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥১২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮। পূর্ব্বোক্তং শ্রীবলদেবতত্ত্বং বিস্তরেণ বর্ণয়ন্ উক্তশ্লোকস্যার্থমাহ শ্রীবলরাম ইতি। শ্রীবলরামঃ মূলসঙ্কর্ষণরূপেণ তথা সঙ্কর্ষণাদিপঞ্চরূপেণ শ্রীকৃষ্ণং সেবতে। শ্রীকৃষ্ণসেবা এব তেষাং সঙ্কর্ষণাদীনাং কার্য্যং তদর্থং তে তত্তৎরূপা ইতি ভাবঃ। ৯। তেষাং সেবাকার্য্যস্য পার্থক্যত্বাদাদৌ শ্রীবলরামরূপস্য তৎকার্য্যমাহ 'আপনে' ইতি। তেষু মূলসঙ্কর্ষণাদিরূপেষু 'আপনে' নিজরূপেণ মূলসঙ্কর্ষণরূপেণ শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎ সেবতে ইত্যর্থঃ। তথা সঙ্কর্ষণাদিচতুর্ষু রূপেষু 'গোলোক-বৈকুণ্ঠ সৃজে' ইতি মধ্যবিংশপরিচ্ছেদোক্তবাক্যাৎ সঙ্কর্ষণরূপেণ গোলোকাদিপ্রকাশসেবাকার্য্যং তথা কারণতোয়শায্যাদিভিস্ত্রিভিঃ রূপৈঃ জগৎসৃষ্ট্যাদিসেবাকার্য্যং করোতি। এতেষাং তত্ত্বকথনপরপরশ্লোকে তত্তৎকার্য্যং সবিশেষং ব্যক্তং ভাবি তত্র তত্র দ্রষ্টব্যং। ১০। নন্বু সৃষ্ট্যাদিকার্য্যং কথং তৎসেবা ভবতি, ইত্যত্র আহ 'সৃষ্ট্যাদিক' ইতি। আজ্ঞাপালনং নাম সেবা তত্র শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া কৃতং সৃষ্ট্যাদিকং তৎসেবা ভবতীত্যর্থঃ। পঞ্চমস্য শেষরূপস্য সেবামাহ 'শেষরূপ' ইতি শেষরূপেণ অনন্তরূপেণ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদুকাদিবিবিধসেবনং করোতি। ১১। 'সর্ব্ব' ইতি। যো বলরামঃ সর্ব্বরূপে মূলসঙ্কর্ষণাদিভিঃ ষড়্ভিঃ রূপৈঃ শ্রীকৃষ্ণং সেবতে, স এব শ্রীনিত্যানন্দ ইতি শ্লোকার্থ ইতি। ১২। সঙ্কর্ষণাদয়ঃ শ্রীবলদেবস্য অংশকলা ইতি প্রথমোক্ত-সপ্তমশ্লোকে উক্তং। তত্র কে তে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ইতি তেষাং তত্ত্বজ্ঞানমপেক্ষিতং, অতঃ ক্রমিকতয়া তৎকথয়িতুমাহ 'সপ্তম' ইতি। তেষাং যৎ তত্ত্বকথনং তদেব সপ্তমশ্লোকার্থঃ। তমেব মায়াতীতে ইত্যাদি বক্ষ্যমাণৈঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ কথয়ামি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪-৬। সর্ব্ব-অবতারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। শ্রীবলরাম তাঁহার দ্বিতীয় দেহ, আত্ম-কায়ব্যূহ এবং কৃষ্ণ-লীলার সহায়ক। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ এবং শ্রীবলরাম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলায় সাহায্য করিবার জন্য একচক্রায় শ্রীনিত্যা-নন্দ-রূপে আবির্ভূত।

৮-১১। ব্রজে গোপ-অভিমানী শ্রীবলরাম—মূল-সঙ্কর্ষণ। তিনি বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত মহা-সঙ্কর্ষণ-রূপে প্রকাশিত। শ্রীবলদেব প্রভু মহা-সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ-রূপে স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায়তা করিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা করেন এবং মহা-সঙ্কর্ষণ-রূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি-প্রকাশরূপ সেবাকার্য্য করিয়া কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী-রূপে কৃষ্ণাজ্ঞায় জগৎ-সৃষ্ট্যাদি সেবা-কার্য্য করিয়া থাকেন। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য কৃষ্ণের আজ্ঞা-পালন বলিয়া তাহাও কৃষ্ণ-সেবা। এতদ্ব্যতীত তিনি শেষ-নামক অনন্তদেব-রূপে দশদেহে কৃষ্ণের ছত্র-পাদুকাদি বিবিধ সেবাও করেন। শ্রীবলরাম এইভাবে নানারূপে সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন।

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৩॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামী-কড়চায়)

অনুবাদ—মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে আমি প্রপন্ন হই।

প্রকৃতির পার পরব্যোম-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি-গুণবান্ ॥১৪॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম। ॥১৫॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক-খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥১৬॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৪-১৫। তত্র প্রথমপরিচ্ছেদ-সপ্তমশ্লোকোক্ত-সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ববর্ণনাময়স্যোক্তশ্লোকস্যার্থং বদতি। তত্র প্রথমার্দ্ধার্থমাহ 'প্রকৃতির' ইত্যাদিভিঃ। অত্র সঙ্কর্ষণধাম কথয়িতুং শ্রীকৃষ্ণধামাদিবর্ণনমিতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪-১৬। প্রকৃতির অতীত পরব্যোম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় বিভুত্বাদি-গুণযুক্ত। সেই পরব্যোমে সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু বৈকুণ্ঠাদি-ধাম বিরাজমান। সেই সব ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের অবতারগণ বাস করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণলোকই সর্ব্বোত্তম। সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল নামে অভিহিত।

১৭। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল—এই তিন ধামের মধ্যে গোকুলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোকুলই ব্রজধাম বা মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন। বৃন্দাবনাংশ গোলোক ঐশ্বর্য্যময় ধাম। মথুরা অপেক্ষা দ্বারকার ঐশ্বর্য্য বেশী এবং দ্বারকা অপেক্ষা গোলোকের ঐশ্বর্য্য আরও অধিক। গোলোক-নাথ শ্রীকৃষ্ণ দেবলীল। কিন্তু বৃন্দাবনে নরলীলারই চমৎকারিতা।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা ও গোলোক—এই চারিটী ধাম। তন্মধ্যে ব্রজ বা বৃন্দাবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূতনা সুবৈশ্বর্য্যময় গোলোকে ধাত্রী-তুল্য গতি লাভ করিয়াছিল, ন তু মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিক্‌স্থিত চতুরস্র-স্থল চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র শ্বেতদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু চতুষ্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল বৃন্দাবন নামে খ্যাত; কেবল বহির্মণ্ডল শ্বেতদ্বীপ বলিয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জানিতে হইবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভাগবতামৃত-কণাগ্রন্থে ১২-১৩ অনুচ্ছেদে জানাইয়াছেন, কৃষ্ণস্য বাসস্থানানি পূর্ব্ব-পূর্ব্বমুখ্যানি চত্বারি—ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলোকে চ। কৃষ্ণোঽপি সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবার-সহিতঃ পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়লীলত্বাৎ পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যা-দৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদন-তারতম্যমুত্তরোত্তরেষু মাধুর্য্যহ্রাসতারতম্যা-দৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশতারতম্যম্।

যস্যা জলে কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি মহাবিষ্ণুরোমকূপগতানি, তস্যা বিরজায়া পরিখাভূতায়া উপরি মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ। তস্যোর্দ্ধভাগে গোলোকঃ। তত্র গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ সপরিবারো বর্ত্ততে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৩০৩)—যেষান্তু বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণয়ো র্মাধুর্য্যাস্বাদনে অভিলাষঃ, অথচ ন্যাসমুদ্রাদি-বৈধীমার্গানুসারেণ ভজনং, তেষাং ন রুক্মিণী-কান্তস্য প্রাপ্তিস্তত্রাভিলাষাভাবাৎ, ন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ রাগমার্গেণ ভজনাভাবাৎ। তস্মাত্তেষাং বিধি-মার্গেণ ভজনকার্য্যস্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানস্য প্রাধান্যং যত্র, তথাভূতস্য

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম ॥১৮॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায় ॥১৯॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥২০॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮। শ্রীগোকুলং বর্ণয়ন্ তত্রৈব স্বয়ং-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাস ইতি বর্ণয়তি 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি 'গোপগোপী' ইত্যন্তেন। অত্র অন্তর্ভূতপরমালৌকিকত্বেন লৌকিকত্বেন চ কেবলেন পরমালৌকিকত্বেন সদা পৃথক্তয়া শ্রীব্রজগোলোকতয়া বৈলক্ষণ্যং জ্ঞেয়ং। যথা চিন্তামণ্যাদীনাং গোলোকে অনুবাদত্বং শ্রীব্রজে বিধেয়ত্বং। তথা চোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমাঃ ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ। অস্যার্থঃ শ্রিয়োঽনুবাদরূপাঃ কান্তা বিধেয়রূপাঃ পরমপুরুষোঽনুবাদরূপঃ কান্তো বিধেয়রূপঃ কল্পতরবোঽনুবাদরূপাঃ চিন্তামণিগণময়ীতি চিন্তামণিগণস্বরূপং ভূমির্বিধেয়রূপা। ১৯। ব্রহ্মাণ্ডে ইতি। অপ্রাকৃতস্য তস্য শ্রীগোকুলস্য প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশঃ প্রাকট্যং শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়ৈব। যদৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে প্রকটেচ্ছা ভবতি তদৈব তস্য তত্র প্রকাশঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। নন্থ ব্যাপকস্য তস্য শ্রীগোকুলস্য ব্যাপ্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশাসম্ভবাৎ সঃ প্রকাশঃ কিমংশাদিনা ন হীত্যাহ 'একই' ইতি। প্রকাশাপ্রকাশে তস্য শ্রীগোকুলস্য একস্বরূপত্বাৎ ভিন্নকায়ত্বাভাবাচ্চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তস্য পূর্ণপ্রকাশ এব ন তু অংশাদিনা শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশবদিত্যর্থঃ। ২০-২১। তদা কথং তদপি চিন্তামণিভূম্যাদিকং ন দৃশ্যতে তত্রেন্দ্রিয়শক্ত্যভাবাদিত্যাহ 'চর্ম্মচক্ষে' ইতি। ভক্তিশক্তিবিহীনেন প্রাকৃতেন চক্ষুষা তন্ন দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। 'প্রেমনেত্রে' ভক্তিশক্তিমতা অপ্রাকৃতেন চক্ষুষা তৎ দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। 'গোপ' ইতি। তত্রৈব শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যং বিলসতীত্যর্থঃ। স্বয়ংরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্যায়মেব ধাম ইতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৃন্দাবনস্যাংশে গোলোকে রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ, ন তু শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ে বৃন্দাবনে।

যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু সম্যগ্‌রূপে রাগমার্গে ভজনের পরিবর্ত্তে বিধিমার্গানুসারে ভজন করিতেছেন, অথচ দ্বারকানাথের সেবা-অভিলাষ নাই, তাঁহারা বৃন্দাবনাংশ গোলোকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা পাইবেন, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে মাধুর্য্যসেবা পাইবেন না।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—(ভাঃ ১০।৬।৩৮)—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরে গোলোকে ধাত্রী-সারূপ্যং পূতনা প্রাপ।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত-গ্রন্থে ২৭৭ সংখ্যায় জানাইয়াছেন—

যত্তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্।

গোকুলের অন্তর্গত গোলোক ঐশ্বর্য্যময় ধাম বলিয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গোলোককে গোকুল-বৈভব বলা হয়।

লঘুভাগবতামৃত ২৭৭ সংখ্যায় শ্বেতদ্বীপ সম্বন্ধে শ্রীবলদেব-প্রভুকৃত সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—মায়াগন্ধ-অস্পর্শাৎ শ্বেতং, সর্ব্বোর্দ্ধত্বাৎ দ্বীপং, ন তু ক্ষীরসিন্ধুমধ্যস্থ অনিরুদ্ধদেবস্থান-মিত্যর্থঃ।

মায়াগন্ধস্পর্শশূন্য বলিয়া শ্বেত এবং সর্ব্বোর্দ্ধ বলিয়া দ্বীপ। গোকুলের অন্তর্গত এই শ্বেতদ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রমধ্যস্থ অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর স্থান শ্বেতদ্বীপ নহে।

১৯-২১। সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড়-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজিত থাকেন। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ভৌমব্রজেও ভূমি—চিন্তামণি, বন—কল্পবৃক্ষময়। তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, ভক্তিহীন প্রাকৃত-চক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হয়।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২২

(ব্রহ্মসংহিতায়)

অনুবাদ—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা শোভিত, চিন্তামণি দ্বারা নির্ম্মিত স্থানে গোসমূহ-পালনকারী, শতসহস্র ব্রজ-লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সাদরে সেবিত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মথুরা-দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া ।
নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈয়া ॥২৩॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ননিরুদ্ধ ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥২৪॥

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় ।
নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥২৫॥
পরব্যোম মধ্যে করি' স্বরূপপ্রকাশ ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥২৬॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥২৭॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-মৈশ্বর্য্যময় ।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥২৮॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম ।
তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এক কর্ম্ম ॥২৯॥
সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার ।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৩। 'নিজরূপ প্রকাশিয়া' নিজরূপস্য নিজদ্বিভুজস্বরূপবিগ্রহস্য প্রকাশরূপেণ ইত্যর্থঃ। ২৫। কিমর্থং ত্রিষু স্থানেষু বিলসতি ইত্যতস্তস্য কার্য্যমাহ 'এই তিন' ইতি। 'লীলাময়' ইতি শ্রীকৃষ্ণবিশেষণং। ত্রিবিধলীলার্থমেব গোকুলাদিষু ত্রিষু লোকেষু ক্রীড়তি তথা তত্তল্লীলা এব তস্য কার্য্যং ন তু অন্যৎ সৃষ্ট্যাদিকং কেবললীলাময়ত্বাদিত্যর্থঃ তত্তল্লীলার্থমেব ত্রিষু স্থানেষু বিলসতীতি ভাবঃ। ২৬। কেবললীলাময়স্বরূপমুক্ত্বা মুক্তিপ্রদ-শ্রীনারায়ণরূপং বক্তুমাহ 'পরব্যোম' ইত্যাদি। স্বরূপস্য নিজরূপস্য প্রকাশঃ শ্রীনারায়ণরূপঃ। ২৭। স্বরূপ-নারায়ণরূপয়োঃ স্বরূপমাহ 'স্বরূপ' ইতি। দ্বিভুজ এব শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপদেহঃ। 'সেই তনু' স এব দ্বিভুজদেহঃ নারায়ণরূপেণ চতুর্ভুজঃ। দ্বিভুজস্বরূপস্বয়ংরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চতুর্ভুজরূপ এব শ্রীনারায়ণরূপ ইত্যর্থঃ। ২৮। শ্রীনারায়ণরূপং বর্ণয়তি 'শঙ্খ' ইতি। অত্র বিশিষ্টার্থে ময়ট্ শঙ্খাদিবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। ২৯-৩০। কিমর্থং সঃ শ্রীনারায়ণরূপ ইত্যত আহ 'যদ্যপী'তি। 'করে এক কর্ম্ম' এতৎ বক্ষ্যমাণং কর্ম্ম করোতি। তদেবাহ 'সালোক্য' ইতি। ক্রীড়ামাত্রং তথা সালোক্যাদিচতুর্ব্বিধ-মুক্তিপ্রদানং ইতি তস্য কার্য্যদ্বয়ং এতদর্থং সঃ শ্রীনারায়ণরূপ ইতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩-২৪। মথুরা-দ্বারকায় কৃষ্ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই আদিচতুর্ব্যূহ-রূপে প্রকাশিত হইয়া নানা-ভাবে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্যান্য চতু-র্ব্যূহের অংশী, বিশুদ্ধ ও চিন্ময়।

২৫। লীলাময় কৃষ্ণ এই তিন ধামে ভক্তগণকে লইয়া কেবল লীলাই করেন, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তিনি স্বয়ং করেন না।

২৬-২৮। নন্দনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ। এই কৃষ্ণই

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপে বিলাস করেন।

২৯-৩০। কেবল ক্রীড়া-মাত্র কৃষ্ণের ধর্ম্ম হইলেও তিনি জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-রূপে জীবনিস্তার-রূপ একটি লীলা করেন। নারায়ণ চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া সেবাও দেন।

ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা' সবার স্থিতি ॥৩১॥

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥৩২॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥৩৩॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥৩৪॥

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥৩৫॥

(ভাঃ ৭।১।৩০)

অনুবাদ—কেহ কেহ ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ বশতঃ কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া যথাযোগ্য গতি লাভ করিয়াছেন।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-জুষোঃ ॥৩৬॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎ-শত্রু ও ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিদিগের সমফলপ্রাপ্তির কথা আছে, সে-সকল কিরণ-স্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচারস্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ এবং ভগবৎ-শত্রুগণ বিলাসশূন্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩৭॥

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩১। সাযুজ্যমুক্তিং কথং ন দদাতি তত্রাহ 'ব্রহ্ম' ইতি। 'মুক্তের' মুক্ত্যধিকারিণামিতি শেষঃ, 'তাঁহা' তত্র শ্রীনারায়ণনিকটে গতি র্গমনং ন ভবতি। যতঃ 'বৈকুণ্ঠবাহিরে' পরব্যোমবহিরেব তেষাং স্থিতির্ভবতি। ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্ত্যধিকারিণাং পরব্যোমবহিরেব সাযুজ্যমুক্তির্ভবতি অতস্তাং ন দদাতি, তস্য তদানাপেক্ষাভাবাদিতি ভাবঃ। বৈকুণ্ঠ-বহিরিত্যনেনৈতন্মুক্তেরন্যমুক্তিভ্যঃ নিকৃষ্টত্বমপ্যুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। ৩২-৩৩। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্ত্যধিকারিণাং কথং বৈকুণ্ঠবহিঃস্থিতিঃ? বৈকুণ্ঠবহিঃস্থে ব্রহ্মতত্ত্বে তৎসাযুজ্যমুক্ত্যধিকারিণাং লয়ো ভবতি ইত্যতস্তেষাং তদ্‌বৈকুণ্ঠবহিরেব স্থিতিরিতি দর্শয়িতুং ব্রহ্মতত্ত্বকথনপূর্ব্বকং তেষাং তল্লয়মাহ 'বৈকুণ্ঠ' ইত্যাদি 'তাহা পায় লয়' ইত্যন্তং। 'বৈকুণ্ঠবাহিরে' পরব্যোমবহিঃ। 'প্রকৃতির পার' চিন্ময়ং। নন্বু বৈকুণ্ঠোঽপি চিন্ময় এব তদা তত্র কো বিশেষঃ যৎ তদ্বহিঃ সিদ্ধলোকনাম চিন্ময়ং জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মিত্যত্রাহ 'চিৎস্বরূপ' ইতি। তজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডলং চিৎস্বরূপমপি তত্র চিচ্ছক্তিবিলাসঃ কশ্চিদবয়বো নাস্তি, চিৎস্বরূপবৈকুণ্ঠে তু সোঽস্তীতি তয়োর্বিশেষঃ ইতি ভাবঃ। ৩৪-৩৭। তং বিশেষং বিশদয়িতুং সদৃষ্টান্তমাহ 'সূর্য্যের' ইতি দ্বাভ্যাং। 'বাহিরে' সূর্য্যলোকাৎ বহিঃ। 'ভিতরে' সূর্য্যলোকমধ্যে। সবিশেষ-জ্যোতির্ম্ময়সূর্য্যলোকাৎ বহির্যথা নির্ব্বিশেষজ্যোতির্ম্মণ্ডলং, তথা সবিশেষ-চিন্ময়-পরব্যোম্নঃ বহিঃ নির্ব্বিশেষ-চিন্ময়-জ্যোতির্ম্মণ্ডলমিত্যর্থঃ। ৩৮। উপসংহরতি নির্ব্বিশেষ ইতি। অত্রেদং উক্তং ভবতি পরব্যোম-বহিঃস্থ-নির্ব্বিশেষ-চিৎস্বরূপং যৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-জ্যোতির্ম্মণ্ডলং তৎ ব্রহ্মতত্ত্বং। তত্রৈব তৎসাযুজ্যমুক্ত্যধিকারিণাং লয়ো ভবতি ইত্যতঃ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্ত্যধিকারিণাং বৈকুণ্ঠবহিঃস্থিতিরিতি 'বৈকুণ্ঠবাহিরে হয়' এতৎপূর্ব্ববাক্যেন সম্বন্ধঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১। ব্রহ্মসাযুজ্যকামী নির্ব্বিশেষবাদিগণ মুক্ত হইলেও বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থান করেন।

৩২-৩৮। বৈকুণ্ঠের বাহিরে কৃষ্ণের পরম-উজ্জ্বল অঙ্গপ্রভা-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

রূপ একটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে। তাহাকে সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক বলে। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ব্রহ্মধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তি-গত বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥৩৯॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অনুবাদ—মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন নির্ব্বিশেষবাদী-জ্ঞানিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট অসুরগণ বাস করেন।

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥৪০॥

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥৪১॥

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ ॥৪২॥

চিচ্ছক্তিবিলাস এক-শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥৪৩॥

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥৪৪॥

জীব-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥৪৫॥

যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥৪৬॥

সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥৪৭॥

তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সে-ই নিত্যানন্দ-রাম ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪০। প্রাসঙ্গিকং ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্ত্বা পুনঃ প্রকৃতমনুসরতি 'সেই' ইতি। 'সেই' যস্য বহিঃ ব্রহ্মতত্ত্বং তত্র। 'নারায়ণের' 'নারায়ণরূপে করেন' ইত্যুক্তস্য শ্রীনারায়ণস্য। ৪২। 'মায়াতীতে' এতৎপ্রথমার্দ্ধস্যার্থং কৃত্বা অপরার্দ্ধস্য 'রূপং যস্য' ইত্যস্যার্থমাহ 'তাঁহা যে' ইত্যাদি। 'তাঁহা' তত্র দ্বিতীয়চতুর্ব্যূহমধ্যে ইত্যর্থঃ। সঙ্কর্ষণনামানঃ শেষাদয়ঃ সন্তি অয়ন্তু মহাসঙ্কর্ষণঃ। শ্রীবলরামস্যাংশঃ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ইতি তত্তত্ত্বমুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। কিমর্থং স মহাসঙ্কর্ষণ ইত্যতঃ তস্য কার্য্যমাহ 'চিচ্ছক্তি' ইতি। চিচ্ছক্তেরাশ্রয়স্তথা কারণস্য কারণমিতি কার্য্যদ্বয়ং এতৎ কার্য্যার্থং স মহাসঙ্কর্ষণ ইতি ভাবঃ। ৪৩-৪৫। তত্র চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি 'চিচ্ছক্তি' ইতি ত্রিভিঃ। বৈকুণ্ঠাদীনি প্রকাশয়তি তথা সর্ব্বান্ জীবান্ প্রাদুর্ভাবয়তি ইত্যর্থঃ। ৪৬। চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়মেকং কার্য্যং প্রপঞ্চ্য দ্বিতীয়ং কারণস্য কারণং ইতি কার্য্যং প্রপঞ্চয়তি 'যাঁহা' ইতি। যতো বিশ্বোৎপত্তি-প্রলয়ৌ ভবতঃ তস্য পুরুষস্য কারণার্ণবশায়িনঃ সমাশ্রয়ঃ কারণং সঙ্কর্ষণঃ। বিশ্বোৎপত্ত্যাদিকারণং পুরুষঃ তস্যাপি কারণং সঙ্কর্ষণ ইতি স কারণস্য কারণমিত্যর্থঃ। বিশ্বোৎপত্ত্যাদ্যর্থং সঙ্কর্ষণঃ তং পুরুষমংশেন প্রকাশয়তীতি ভাবঃ। এতত্তু নবমশ্লোকব্যাখ্যাপদ্যে সবিস্তরব্যক্তমস্তি তত্র দ্রষ্টব্যং। ৪৭-৪৮। 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ অষ্টমশ্লোকার্থ-মুপসংহরন্নাহ 'সর্ব্বাশ্রয়' ইতি। সর্ব্বাশ্রয়াদিমান্ সঙ্কর্ষণঃ যস্য শ্রীবলরামস্যাংশঃ স এব নিত্যানন্দ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতা-রহিত জ্যোতির্ম্ময় মাত্র কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথ, অশ্ব প্রভৃতি অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ কিন্তু পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস আছে।

৪০-৪৫। দ্বারকায় যে আদি-চতুর্ব্যূহ, তাঁহারই দ্বিতীয়-প্রকাশ—পরব্যোমে। এই চতুর্ব্যূহের নাম দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ, ইহাও চিন্ময় এবং বিশুদ্ধ। বলরাম বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহান্তর্গত মহাসঙ্কর্ষণ। তিনি তথায় শুদ্ধসত্ত্ব-নামে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-বিলাস, যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। পুরুষাবতারগণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ এবং মহাসঙ্কর্ষণ সেই পুরুষাবতারগণেরও কারণ অর্থাৎ অংশী। মহাসঙ্কর্ষণ জগৎ-কারণ কারণার্ণবশায়ীর আশ্রয় বা কারণ বলিয়া তাঁহাকে কারণের কারণ বলা হয়। এই মহাসঙ্কর্ষণই তটস্থশক্তি-সম্ভূত জীবসমূহের আশ্রয়।

৪৬-৪৮। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশী মহাসঙ্কর্ষণ—

অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৪৯॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৫০॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামী-কড়চায়)

অনুবাদ—যিনি মায়ার অধীশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়, সেই প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব-নাম ॥৫১॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥৫২॥

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৫৩॥

চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥৫৪॥

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৫৫॥

মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ ॥৫৬॥

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫১-৫২। প্রথমপরিচ্ছেদসপ্তমশ্লোকোক্ত-কারণতোয়শায়িতত্ত্ব-বর্ণনাময়স্যোক্তশ্লোকস্যার্থং বদতি, তত্র 'কারণাম্ভোধিমধ্যে' ইত্যস্যার্থমাহ 'বৈকুণ্ঠ' ইতি চতুর্ভিঃ। 'জ্যোতির্ম্ময় ধাম' নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম, 'কারণার্ণব নাম' কারণনামা সমুদ্রঃ। তথা চোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে 'প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী'। ৫৩-৫৪। কারণার্ণবস্থ তত্ত্বং বর্ণয়তি 'বৈকুণ্ঠের' ইতি। বৈকুণ্ঠস্থ পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চভূতানাং চিন্ময়ত্বেন জড়পঞ্চভূতানাঞ্চ তত্র বৈকুণ্ঠে জন্মাভাবেন সুতরাং তৎকারণার্ণবজলং চিন্ময়ং তজ্জলস্থ বৈকুণ্ঠগতচিন্ময়পঞ্চভূতৈকতমত্বাদিত্যর্থঃ। অথ নিরুক্ত্যা তস্য কারণনামত্বং প্রতিপাদয়তি 'পরম' ইতি। যস্য অর্ণবস্য এককণা গঙ্গা অতঃ সঃ পরমকারণং। সকলভুবনপবিত্রকারণভূতানাং গঙ্গাদিতীর্থানাং কারণমিতি তস্য তন্নামত্বমিতি ভাবঃ। ৫৫। নবমশ্লোকোক্ত 'শেতে সাক্ষাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেইত' ইতি। 'সেই সঙ্কর্ষণ' অষ্টমশ্লোকোক্তসঙ্কর্ষণঃ। ৫৬-৫৭। কিমর্থং সঃ সঙ্কর্ষণ একাংশেন তত্র শেতে ইতি তদংশস্য কার্য্যমাহ 'মহৎ' ইতি। স তাবৎ সঙ্কর্ষণাংশ আদ্যাবতারপুরুষরূপেণ মায়াং দৃষ্ট্বা জগৎ সৃজতি, এতত্তদংশস্য কার্য্যং, এতদর্থং সোঽংশ ইতি ভাবঃ। 'করে মায়ায় ঈক্ষণ' ইতি যদুক্তং তত্র সা মায়া কুত্র তিষ্ঠতীত্যপেক্ষায়াং তস্যাঃ স্থিতিমাহ 'মায়া' ইতি। কারণাব্ধিবহিরেব তস্যাঃ স্থিতিঃ যতঃ কারণেত্যাদি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চিন্ময়, বিশুদ্ধসত্ত্ব; তিনি নিত্যানন্দ-রামের অংশ।
৫১-৫২। বৈকুণ্ঠের বাহিরে—জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তাহার বাহিরে—কারণ-সমুদ্র। তাহা অপার ও অনন্ত।
৫৩। বৈকুণ্ঠে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি সবই চিন্ময়। সেখানে মায়িক-বস্তু কিছু নাই।
৫৪। পতিতপাবনী গঙ্গা কারণ-সমুদ্রের এক কণা। সকল-ভুবনপবিত্রকারণভূত গঙ্গাদি-তীর্থের কারণ বলিয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চিন্ময়-জলপূর্ণ কারণসমুদ্রকে পরম-কারণ বলা হয়।
৫৫-৫৬। মহাসঙ্কর্ষণ কারণ-সমুদ্রে এক অংশে কারণার্ণব-শায়ীরূপে শয়ন করিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণার্ণবশায়ীই জগৎ-কারণ ও আদ্য-অবতার অর্থাৎ আদি-পুরুষাবতার।
৫৭। কারণাব্ধির বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদীক্ষণ

সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান, প্রকৃতি ॥৫৮॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥৫৯॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥৬০॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥৬১॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু— নারায়ণ ॥৬২॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥৬৩॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৮। স এব সঙ্কর্ষণাংশঃ পুরুষঃ জগতঃ কারণমিত্যুক্তং. তত্র তাবৎ সাঙ্খ্যমতং নিরাকর্ত্তুং তদুত্থাপয়তি 'সেইত' ইতি। জগত-উপাদাননিমিত্তরূপেণ দ্বিবিধং তত্র 'জগতের' ইত্যনেন জগত-উপাদানমিত্যেকবিধমবস্থানমত্রোক্তং। জগতঃ নিমিত্তমিত্যপরবিধমবস্থানঞ্চ 'মায়া-অংশে কহি' ইতি বক্ষমানপদ্যে বক্ষ্যতে। জগত-উপাদাননিমিত্তং প্রকৃতিরিতি সাঙ্খ্যমতং। তথা চোক্তং হি কপিলেন 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ' প্রকৃতের্মহানিত্যাদি। ৫৯। সাঙ্খ্যমতং প্রদর্শ্য তন্নিরাকরোতি 'জগৎ' ইতি। ন তাবৎ সাঙ্খ্যকল্পিতা অচেতনা প্রকৃতিঃ জগতঃ কারণমুপাদানং যতঃ সা জড়রূপা। অয়মর্থঃ 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইতি। 'স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা' ইতি। 'স ইমান্ লোকানসৃজত' ইত্যাদি শ্রুতিষু জগৎকারণস্য ঈক্ষণপূর্ব্বকং জগৎসৃষ্টিঃ শ্রূয়তে। ঈক্ষিতৃত্বন্তু চেতনস্যৈব, ন তু জড়স্য. অতঃ জড়রূপা প্রকৃতিঃ ন জগত-উপাদানং। ৬০। নন্থ 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন প্রকৃতেঃ কারণত্বং লভ্যতে ইতি চেৎ সত্যং কিন্তু তদপি গৌণং ন তু সাঙ্খ্যোক্তং মূলমিত্যাহ 'শক্তি' ইতি সার্দ্ধেকেন। পুরুষরূপেণ ঈক্ষণরূপয়া কৃপয়া জগজ্জনয়িত্রীং শক্তিং প্রকৃত্যৈ শ্রীকৃষ্ণো দদাতি তয়ৈব সা প্রজাঃ সৃজতি ইতি সা গৌণকারণং, ন তু মূলং যথা অগ্নিরিতি। অয়ন্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণেন অধিষ্ঠাত্রা প্রকৃতিঃ প্রজাঃ জনয়তি, ন তু স্বশক্ত্যা ইতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং। তথা চোক্তং শ্রীগীতোপনিষদি 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং' ইতি। ৬১। 'অতএব' ইতি শ্রীকৃষ্ণশক্ত্যৈব প্রকৃতের্কারণত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব জগতঃ মূলকারণং। 'প্রকৃতি' ইতি অজাগলস্তনাংসপিণ্ডস্য দুগ্ধাভাবেঽপি যথা তত্র স্তনশব্দোপচারঃ, তথা প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বাভাবেঽপি তত্র কারণ-শব্দোপচার ইত্যর্থঃ। ৬২-৬৩। মায়ায়াঃ দ্বিবিধাবস্থানমধ্যে যৎ জগদুপাদানত্বং তৎ নিরাকৃত্য অপরং জগন্নিমিত্তত্বং নিরাকরোতি 'মায়া' ইতি ত্রিভিঃ। 'মায়া-অংশে' জীবমায়াংশ ইত্যর্থঃ। নারায়ণঃ প্রথমপুরুষঃ কর্ত্তাহেতু নিমিত্তকারণং। যথা 'ঘটের' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মায়ামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে।

৫৮। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি—জগতের উপাদান-রূপ প্রধান এবং জগতের নিমিত্তরূপ মায়া।

৫৯-৬৪। প্রকৃতি বস্তুতঃ জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তি-সঞ্চারিত প্রকৃতি সেই শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ-কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে যেরূপ জারণ-শক্তি দেয় তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব। মায়াংশে অর্থাৎ মায়ার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রকৃতি-অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ। ঘট-নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার—ইহারা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ-কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত কারণ এবং মায়া চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় প্রকৃতিরূপ নিমিত্ত-কারণ মূল নিমিত্তকারণ নারায়ণের সহায়রূপে কার্য্য করে। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥৬৪॥

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥৬৫॥

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৬৬॥

অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥৬৭॥

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥৬৮॥

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥৬৯॥

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥৭০॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭১॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিশ্বাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ক্বাহং তমো মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাহবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥৭২॥

(ভাঃ ১০।১৪।১১)

অনুবাদ—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায় আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে যাঁহার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে এতাদৃশ যে তুমি, তোমার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছুই নয়।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬৪। জগৎকর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎকার্য্যে মায়া সাহায্যং করোতি ইতি তস্যাঃ নিমিত্তত্বমস্তি, কিন্তু ন সা মূলনিমিত্তমিতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং। ৬৫। 'মহৎস্রষ্টা পুরুষ' ইত্যেতৎপদ্যে পুরুষস্য যৎ জগৎকারণত্বমুক্তং, তত্র সাঙ্খ্যমতং নিরাকৃত্য তদেব পদ্যং প্রপঞ্চয়তি, বা নবমশ্লোকোক্ত 'মায়াভর্ত্তা' ইত্যস্যার্থং প্রপঞ্চয়ন্ পুরুষস্যৈব কারণত্বং প্রতিপাদয়তি 'দূর' ইত্যাদিভিঃ। 'মায়াতে অবধান' মায়ামীক্ষতে। 'তাতে' কালক্ষোভিতগুণায়াং মায়ায়াং। তথা হি তৃতীয়ে 'দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং' ইতি। ৬৬। 'এক অঙ্গাভাসে' চিদাভাসজীবরূপেণ মায়ায়াং মিলতি জীবেন সহ মায়াং মেলয়তীত্যর্থঃ। ততো মায়ায়াঃ সকাশাৎ ব্রহ্মাণ্ডজন্ম। নন্থ তদপি তস্যা এব তৎকারণত্বমায়াতং, তথা সতি সাঙ্খ্যমতং কথং নিরাকৃতমুচ্যতে, ন তাবৎ মায়ায়াঃ কারণত্বং নিরাকৃতং অপি তু মূলকারণত্বমেব। অত্র তু পুরুষাধীনং তৎকারণত্বং জ্ঞেয়মিতি সর্ব্বমনবদ্যং। ৬৭। সৃষ্টিপ্রকারমুক্ত্বা স্থিতিপ্রকারমাহ 'অগণ্য' ইতি। 'ততরূপে' তত্তদণ্ডান্তর্যামিরূপেণ স্থিতিং করোতীত্যর্থঃ। ৬৮-৭০। লয়প্রকারমাহ 'পুরুষ' ইতি। 'পুরুষনাসাতে' ইত্যাদি বাক্যেন নবমশ্লোকোক্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গ ইত্যস্যাপ্যর্থ উক্ত ইতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৫। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন তাহাতে তৎকিরণকণারূপে অনন্ত জীব মায়া-মধ্যে নিবিষ্ট হয়।

৬৬। পুরুষ স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন না কিন্তু এক অঙ্গাভাসে অর্থাৎ চিদাভাস-জীবরূপে মায়ার সহিত মিলিত হন—বিভিন্নাংশ চিৎকণ জীবকে মায়ার সহিত মিলিত করান।

৭০। ত্রসরেণু—তিনটী পরমাণুতে এক ত্রসরেণু।

অংশের অংশ যেই, কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥৭৩॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥৭৭॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ-নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ, বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥৭৬॥

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৭৭॥

(সাত্বততন্ত্র)

অনুবাদ—বিষ্ণুর তিনটী রূপ—(প্রথম) মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, (দ্বিতীয়) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্যামী, (তৃতীয়) ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি-জীবের অন্তর্যামী, নিয়ামক ও পরমাত্মা। এই তিনটী তত্ত্ব জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥৭৮॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৭৯॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥৮০॥
সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি অবতার-নাম ॥৮১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৩-৭৪। 'যস্যৈক' ইত্যত্রোক্তকলাশব্দস্যার্থমাহ 'অংশের' ইতি। তত্রৈব যৎ বিষ্ণোর্গোবিন্দকলা-বিশেষত্বমুক্তং তদেব দর্শয়তি 'গোবিন্দের' ইতি সার্দ্ধেকেন। বলদেবস্য গোবিন্দপ্রতিমূর্ত্তিত্বেন তয়োরভেদাৎ সঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণুঃ গোবিন্দস্য কলাবিশেষ ইত্যুক্তং এতদেব মহাবিষ্ণুতত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ং। ৭৫। নবমশ্লোকোক্ত 'যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'যাঁহাকে ত' ইত্যাদি 'সেই ত পুরুষ যাঁর' ইত্যন্তং। 'মহাপুরুষ' প্রথমপুরুষঃ। 'অবতারী' সর্ব্বাবতারাণামংশী। 'সর্ব্বজিষ্ণু' সর্ব্বকর্ত্তা। ৭৬। 'যাঁহাকে ত' ইত্যত্র মহাবিষ্ণোঃ যৎ প্রথমপুরুষত্বমুক্তং তৎপ্রতিপাদয়তি 'গর্ভোদ' ইতি। দ্বিতীয়-তৃতীয়-পুরুষৌ গর্ভোদক্ষীরোদশায়িনৌ মহাবিষ্ণোরংশৌ অতঃ সঃ প্রথমপুরুষ ইত্যর্থঃ। ৭৮। 'যাঁহাকে ত' ইত্যত্র মহাবিষ্ণোঃ যৎ অবতারিত্বমুক্তং তদেব বিবৃণোতি 'যদ্যপি' ইতি। শ্রীকৃষ্ণকলাবিশেষত্বেন মহাবিষ্ণোরবতারিত্বাভাবেঽপি মৎস্যাদ্যবতারয়তি নিজাংশেন ইতি শেষঃ। অতঃ সোঽবতারীত্যর্থঃ। ৮০। 'যাঁহাকে ত' ইত্যত্র মহাবিষ্ণো র্যৎ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমুক্তং তদেব প্রতিপাদয়তি 'সেইত' ইতি। স এব মহাবিষ্ণুঃ সৃষ্ট্যাদিকং তথা জগৎপালনার্থং লীলাবতার-গুণাবতারযুগমন্বন্তরাদিনানাবতার-ইত্যাদিকং সর্ব্বং করোতীতি সঃ সর্ব্বকর্ত্তা ইত্যর্থঃ। ৮১। অবতারস্য লক্ষণ-মাহ 'সৃষ্ট্যাদি' ইতি। সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তং স্বধামতঃ যোঽংশ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভবতি তদংশস্য নাম অবতারঃ। স্বধামতঃ প্রপঞ্চেঽবতরতীত্যবতার ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৩-৭৬। কৃষ্ণের প্রতি-মূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয়দেহ বলরামের অংশ—বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণ। মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ—কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। তিনি অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে কলা বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শায়ী পুরুষদ্বয় সর্ব্বজিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ।

৭৯। আদি ২।৬৭।

৮০। পুরুষ—প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥৮২॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৮৩॥

(ভাঃ ২।৬।৪২)

অনুবাদ—কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥৮৪॥

(ভাঃ ১।৩।১)

অনুবাদ—ভগবান্ লোকসৃষ্টিমানসে মহদাদি দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥৮৫॥
প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥৮৬॥

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৮৭॥

এইমত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয় ॥৮৮॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে ॥৮৯॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥৯০॥
সেই ত' পুরুষ যাঁর অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥৯১॥
এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৯২॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯৩॥

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী-কড়চা)

অনুবাদ—যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম অর্থাৎ জন্মস্থান ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮২। নন্বু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবানাং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্বং তথা দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং নানাবতারকর্তৃত্বং তথা ব্রহ্মাদীনাং প্রপঞ্চাবতারত্বং প্রসিদ্ধং ন তু মহাবিষ্ণোঃ, তদা সর্ব্বকর্তৃত্বপ্রতিপাদনায় কথং তস্য তৎকর্তৃত্বাদিকমুক্তমিতি চেত্তত্রাহ 'আদ্য' ইতি। 'আদ্য অবতার' প্রথমাবতার ইত্যনেন মহাবিষ্ণোরবতারবত্ত্বং। সর্ব্বেষামবতারাণাং বীজং কারণমিতি তস্য নানাবতারকর্তৃত্বং। সর্ব্বেষাং জগতাং আশ্রয়াঃ যে দ্বিতীয়পুরুষাদয়স্তেষাং ধাম আশ্রয়ঃ ব্রহ্মাদিকারণানামপি কারণমিত্যর্থঃ, অনেন তস্য সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং সিদ্ধং। দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং সর্ব্বেষাং কারণত্বেন সর্ব্বং করোতীতি সঃ মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকর্ত্তা ইতি ভাবঃ। ৮৫-৮৬। কিঞ্চ 'যদ্যপি' ইতি। প্রকৃত্যা সহাধারাধেয়সম্বন্ধে সত্যপি ন তস্য প্রকৃতিস্পর্শ ইত্যর্থঃ। ৮৮। 'এই' ইতি। প্রকৃতিস্থস্যাপীশ্বরস্য তৎস্পর্শরাহিত্যং, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তং তথা শ্রীগীতায়ামপীত্যর্থঃ। ন তাবদেতদপূর্ব্বমুচ্যতে ইতি ভাবঃ। নন্বু ভবতু নাম তন্নাপূর্ব্বং কিন্তু তর্কেণ তৎ কথং গম্যতে ইতি চেত্তত্তু ন তর্কগম্যমিত্যাহ 'সর্ব্বদা' ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ তর্কবিষয়ীভূতমেব বস্তু তর্কগম্যং ন তু তদবিষয়ং, ঈশ্বরতত্ত্বস্য অতর্ক্যত্বান্ন তৎ তর্কগম্যং। ৮৯-৯০। গীতায়াং যদুচ্যতে তদর্থমাহ 'আমি ত' ইতি। তথা হি গীতায়াং 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥' ৯১। 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ নবমশ্লোকার্থমুপসংহরতি 'সেইত' ইতি। 'সেইত পুরুষ' 'যাঁহাকে ত কলা কহি তেহোঁ মহাবিষ্ণু' ইত্যাদ্যুক্ত-মহিমা-বিশিষ্টো মহাবিষ্ণুঃ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৮৭। আ ২।৫৫ দ্রষ্টব্য।

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হৈয়া ॥৯৪॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥৯৫॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥৯৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন।
আয়াম, বিস্তার দুই হয় এক সম ॥৯৭॥
জলে ভরি' অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ ॥৯৮॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥৯৯॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥১০০॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥১০১॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥১০২॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥১০৩॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত-বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥১০৪॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥১০৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯৪। দশমশ্লোকোক্ত 'শ্রীল গর্ভোদশায়ী' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেইত' ইত্যাদ্যষ্টভিঃ। 'সেইত পুরুষ' স এব মহাবিষ্ণু। ১০১। অথ তস্য কার্য্যমাহ 'সর্ব্ব' ইতি। ব্রহ্মাদিগুণাবতারাণাং বীজং অতঃ জগতঃ কারণম্। এতত্তৎকার্য্যমপ্যুক্তং। ১০২। 'যন্নাভ্যব্জং' ইত্যস্যার্থমাহ 'তাঁর' ইতি। 'লোকস্রষ্টুঃ সৃতিকাধাম ধাতুঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেই' ইতি। ১০৩। 'লোকসঙ্ঘাতনালং' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেই' ইতি। 'সর্ব্বাবতারবীজ' ইত্যুক্তং বিবৃণোতি 'তেঁহো' ইতি দ্বয়েন। ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাবতারাণাং বীজমিত্যর্থঃ। তত্র যদা যোগ্যজীবাভাবঃ তদৈব সঃ স্বয়ং ব্রহ্মা ভবতি ইত্যর্থঃ। এতেন 'জগতকারণ' ইত্যুক্তং বিবৃতং। ১০৪। গুণাবতারত্বেন কথিতস্যাপি বিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিবৎ ন সগুণত্বমিত্যাহ 'গুণাতীত' ইতি। গুণাতীতত্বেন বিষ্ণো র্ন গুণস্পর্শঃ। অয়ন্তাবঃ সত্ত্বগুণপ্রেরকত্বেনৈব তস্য সগুণত্বমুচ্যতে ন তু ব্রহ্মাদিবৎ স্বরূপত স্তস্য সগুণত্বং গুণাতীতত্বাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৭। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি তাহা পঞ্চাশকোটি-যোজন। যোজন—চারিক্রোশ। আয়াম—দৈর্ঘ্য। বিস্তার—প্রস্থ।

৯৮। চৌদ্দভুবন—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী নিম্ন-লোক বা পাতাল।

১০২। জন্মসদ্ম—জন্মস্থান।

১০৩। গর্ভোদশায়ী-বিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মা প্রকাশিত হন। এই ব্রহ্মা জীবতত্ত্ব। দ্বিতীয়-পুরুষাবতার এই ব্রহ্মাকে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সৃষ্টিশক্তি দিয়া সৃষ্টিকার্য্য করান; কিন্তু যখন যোগ্যজীব থাকে না, তখন এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। এইজন্য তখন সেই ব্রহ্মা সাক্ষাৎ বিষ্ণুই। এজন্য ব্রহ্মা ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী-ভেদে দ্বিবিধ।

১০৪। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। এই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু গুণাতীত বা মায়াতীত বলিয়া সত্ত্বগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

লঘুভাগবতামৃত বলেন—

বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ।

বিষ্ণু সত্ত্বগণকে স্পর্শ করেন না কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী, জগত-কারণ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট কল্পন ॥১০৬॥
হেন নারায়ণ—যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥১০৭॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥১০৮॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০৯॥

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী-কড়চায়)

অনুবাদ—যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পালনকর্ত্তা, সেই ক্ষীরোদশয়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশের অংশ এবং পৃথ্বীধারী অনন্তদেব যাঁহার কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে আমি আশ্রয় করি।

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥১১০॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥১১১॥
সকল জীবের তিঁহো হ'য়ে অন্তর্যামী।
জগত-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥১১২॥
যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥১১৩॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥১১৪॥
তবে অবতরি' করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥১১৫॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥১১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১০৬-১০৭। 'যস্যাংশাংশ' তথা 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ দশমশ্লোকার্থমুপসংহরতি 'সৃষ্টি' ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। 'যাঁর অঙ্গ' ইতি যস্য চরণাদ্যংশৈঃ পাতালাদিলোকঃ কল্পাতে। নারায়ণো গর্ভোদকশায়ী ইতি। ১১০। একাদশশ্লোকোক্ত 'দুগ্ধাব্ধিশায়ী' ইত্যস্যার্থমাহ 'নারায়ণ' ইতি। ১১২। 'পরাত্মাখিলানাং' ইত্যস্যার্থমাহ 'সকল' ইতি। 'পোষ্টা' ইত্যস্যার্থমাহ 'জগত' ইতি। 'বিষ্ণুঃ' ইত্যস্যার্থমাহ 'জগতের' ইতি। ১১৩-১১৫। 'জগৎ-পালক' ইত্যুক্তং শ্লোকোক্তপোষ্টাশব্দার্থং বিবৃণ্বন্ তস্য কার্য্যমাহ 'যুগ' ইতি ত্রিভিঃ। 'যুগ-মন্বন্তরে' প্রতিযুগং প্রতিমন্বন্তরং। 'তবে অবতরি' তদা যুগমন্বন্তরাবতাররূপেণ অবতীর্য্য। 'তাঁর' তে তে যুগমন্বন্তরাবতারাঃ। তৈ স্তৈরবতারৈ র্জগৎপালনং তৎকার্য্যমিত্যর্থঃ। ১১৬। 'যস্যাংশাংশাংশঃ' তথা 'তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ শ্লোকার্থমুপসংহরতি 'সেই' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎ পালন করেন।
১০৬। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী ও জগৎ-কারণ। তাঁহারই অংশকে বিরাট্ কল্পনা করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ অর্থে ব্রহ্মা।
১০৭। নারায়ণ—গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু।
১১০। সপ্ত সমুদ্র—লবণ-সমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধি-সমুদ্র,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ঘৃত-সমুদ্র, ইক্ষুরস-সমুদ্র, মদ্য-সমুদ্র, স্বাদুজলসমুদ্র।
১১১-১১৩। ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত। প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণু তথায় বাস করেন। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্ম-বিনাশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন।

সেই বিষ্ণু শেষ রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥১১৭॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥১১৮॥
পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥১১৯॥
সেই ত' অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥১২০॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান ॥১২১॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥১২২॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥১২৩॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥১২৪॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥১২৫॥

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১২৬॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥১২৭॥
অবতার অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে ॥১২৮॥
কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥১২৯॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥১৩০॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥১৩১॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥১৩২॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব অবতার-লীলা সবারে দেখায় ॥১৩৩॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেইভাবে কহে—মুঞি চৈতন্যের দাস ॥১৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১১৭। একাদশশ্লোক-প্রথমার্দ্ধস্যার্থং কৃত্বা পরার্দ্ধস্যার্থমাহ তত্র 'ক্ষৌণীভর্ত্তা' ইত্যস্যার্থমাহ 'সেই' ইতি। 'সেই বিষ্ণু' ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়পুরুষঃ বিষ্ণুঃ। শেষরূপস্য কার্য্যং ধরণীধারণমিতি জ্ঞেয়ং। ১১৮-১১৯। অনন্তত্বং দর্শয়তি 'সহস্র' ইতি দ্বয়েন। ১২০। ভক্তাবতারত্বমাহ 'সেই ত' ইতি। 'শেষ ভক্ত-অবতার' শেষস্য ভগবদংশস্য ভক্তরূপেণ অবতারঃ। ১২১। 'ভক্ত-অবতার' ইত্যুক্তং বিবৃণোতি 'সহস্র' ইতি দ্বয়েন। ১২৩-১২৪। 'ঈশ্বরের সেবা বিনা' ইত্যুক্তং বিবৃণোতি 'ছত্র' ইতি। ১২৫। শ্লোকার্থমুপসংহরন্ 'যৎকলা সোঽপ্যনন্ত স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং' ইত্যস্যার্থমাহ সেই ত' ইতি। ১২৬। তত্র পরমতং খণ্ডয়তি 'এ সব' ইতি। ১৩৩। সর্ব্বাবতারাণাং স্বান্তর্গতত্বেন তেষাং লীলাং দর্শয়তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৭-১২৪। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু হইতেই শেষদেব অর্থাৎ অনন্তদেবের প্রকাশ। সহস্রফণাধারী অনন্তদেব এই পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ভক্ত-অবতার, ঈশ্বরসেবাই তাঁহার কার্য্য। সনকাদি মুনিগণ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। তিনি ছত্র-পাদুকাদি দশ দেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এই শেষদেব জীবতত্ত্ব ও আবেশাবতার।

আরাম অর্থে বাগান।

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥১৩৫॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন ॥১৩৬॥
আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥১৩৭॥

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥১৩৮॥
(ভাঃ ১০।১১।৪০)

অনুবাদ—রাম-কৃষ্ণ প্রাকৃত-ব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে কখন যুদ্ধ করেন, আবার কখনও হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করতঃ তাহাদের শব্দ করেন।

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥১৩৯॥
(ভাঃ ১০।১৫।১৪)

অনুবাদ—কখনও বা ক্রীড়া-পরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥১৪০
(ভাঃ ১০।১৩।৩৭)

অনুবাদ—এই মায়া কি? দৈবী, মানুষী, কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোন প্রকার মায়াই সমর্থ হয় না।

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥১৪১॥
(ভাঃ ১০।৬৮।৩৭)

অনুবাদ—লোকপালসকল সমস্ত তীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজঃ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য?

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥১৪২॥
এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥১৪৩॥
গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য্য ॥১৪৪॥
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ-কার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥১৪৫॥
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥১৪৬॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥১৪৭॥
আচার্য্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি' যেঁহো তারিল ভুবন ॥১৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৩৬। উক্ত গুর্ব্বাদিভাবত্রয়ং দর্শয়তি বৃষ ইতি। 'বৃষ হঞা' কম্বলাবরণাদিভিঃ বৃষসদৃশো ভূত্বেত্যর্থঃ। ১৪২-১৪৪। নন্থ 'কভু গুরু' ইতি পদ্যে শ্রীনিত্যানন্দস্য যৎ শ্রীচৈতন্যগুরুত্বমুক্তং তেন সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীচৈতন্যস্য ঈশ্বরত্বদোষহানিঃ স্যাৎ, শ্রীনিত্যানন্দস্য গুরুত্বেন শ্রীচৈতন্যস্য তদ্ভৃত্যত্বাদিতি চেত্তত্র সদৃষ্টান্তমাহ 'একলা' ইতি সার্দ্ধেন। একস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বেশ্বরত্বেন অপরে শ্রীবলদেবাদয়ঃ সর্ব্বে স্বরূপত এব তদ্ভৃত্যাঃ। তত্র যং যং শ্রীকৃষ্ণঃ কারয়তি স তথা করোতি, এতেন যথা শ্রীকৃষ্ণস্য ন ঈশ্বরত্বহানিদোষঃ, তদ্বদত্রাপি শ্রীচৈতন্যস্য সর্ব্বেশ্বরত্বেন অপরে শ্রীনিত্যানন্দাদয়ঃ সর্ব্বে স্বরূপতঃ তদ্ভৃত্যাঃ, অতএব শ্রীনিত্যানন্দস্য স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যভৃত্যত্বেন ন তদ্দোষঃ। উক্তং হি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুপাদেন 'মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ' ইতি। ১৪৫। নন্থ প্রেমপ্রদানাদ্যর্থমবতীর্ণস্য শ্রীচৈতন্যস্য অপরৈঃ পার্ষদৈঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ 'সবে' ইতি। তল্লীলাসাহায্যার্থং পার্ষদাবতারপ্রয়োজনমিত্যর্থঃ।

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥১৪৯॥
রামের চরিত্র সব—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥১৫০॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥১৫১॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥১৫২॥
রাম-লক্ষ্মণ – কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥১৫৩॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥১৫৪॥

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৫৫॥

(ব্রহ্মসংহিতায়)

অনুবাদ—যে পরমপুরুষ কলাস্বরূপে রামাদিমূর্ত্তিতে জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যিনি স্বয়ংও কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥১৫৬॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র—সে কৃপা তাঁহার ॥১৫৭॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥১৫৮॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥১৫৯॥
উল্লাসের বশে লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥১৬০॥
অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥১৬১॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥১৬২॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥১৬৩॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥১৬৪॥
যে নয়নে দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥১৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৭৯-১৫৬। নন্থ শ্রীলক্ষ্মণরূপানুসারেণাসৌ শ্রীনিত্যানন্দঃ শ্রীচৈতন্যকনিষ্ঠতামেবার্হতি ন তু জ্যেষ্ঠত্বং, তথা কথম্বা ভৃত্যস্য তস্য গুরুত্বং তত্রাহ 'নিত্যানন্দ' ইত্যাদি 'শ্রীচৈতন্য' ইত্যন্তং। অয়ম্ভাবঃ শ্রীলক্ষ্মণরূপেণ শ্রীরামং স্বৈরং সুখমুররীকর্ত্তুং নায়ং শক্নুয়াদিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখং কর্ত্তুমিচ্ছয়া জ্যেষ্ঠত্বেন শ্রীবলদেবোঽবতীর্ণঃ। তত্র শ্রীচৈতন্য এব সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, শ্রীনিত্যানন্দ এব সঃ বলদেব ইতি জ্যেষ্ঠত্বমেতেনৈব গুরুত্বং। ১৫৭। নিত্যানন্দতত্ত্বমুপসংহরতি 'নিত্যানন্দ' ইতি। নিত্যানন্দকৃপয়ৈব তন্মহিম্নঃ কিঞ্চিন্মাত্রং বর্ণিতমিত্যর্থঃ। ১৫৮-১৬০। 'সে কৃপা তাঁহার' ইত্যুক্তমতস্তস্য কৃপাং বর্ণয়ন্নাহ 'আর এক' ইতি। ১৬১। কৃপায়াং হেতুঃ পাত্রসাদ্‌গুণ্যমিত্যত্র শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসাভাসবন্তং ভ্রাতরং প্রতি ভৎর্সনগুণং তৎকৃপাকারণং ইত্যাদৌ সহেতুকং তদ্দর্শয়তি 'অবধূত' ইত্যাদি 'এই ত কহিল' ইত্যন্তেন। ১৬৩-১৬৫। 'মহাপ্রেমময়' ইত্যুক্তস্য লক্ষণং দর্শয়তি 'যে নয়নে' ইতি ত্রিভিঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৩। কৃষ্ণের অংশ—রামচন্দ্র আর বলরামের অংশ—লক্ষ্মণ।

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥১৬৬॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥১৬৭॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা-কার্য্য ॥১৬৮॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥১৬৯॥
এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥১৭০॥
এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥১৭১॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥১৭২॥
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥১৭৩॥
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥১৭৪॥
দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥১৭৫॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥১৭৬॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি—এই মত ভণ্ড ॥১৭৭॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥১৭৮॥
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥১৭৯॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥১৮০॥
নৈহাটি-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥১৮১॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥১৮২॥
উঠ, উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥১৮৩॥
শ্যামচিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥১৮৪॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥১৮৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮০। কৃপায়াং হেতুমুক্ত্বা কৃপাং বর্ণয়তি 'ভাইকে' ইতি যাবৎ পরিচ্ছেদসমাপ্তিঃ। ১৮৪। রূপং বর্ণয়তি 'শ্যামল' ইতি। গ্রন্থকৃদ্‌গুরুত্বেন স্বস্য শ্রীকৃষ্ণাদভিন্নরূপেণ শ্যামলত্বং দর্শিতং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। কদম্ব—সমূহ।

১৮৪। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে শ্যামবর্ণ-মূর্ত্তিতে স্বপ্নে দর্শন দান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরবর্ণ। শ্রীবলদেব প্রভু শ্বেতবর্ণ। এইজন্য কোন ভক্ত ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইলে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বহস্তে মস্তকোপরি ছত্র লইয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বপ্নে শ্যামবর্ণে আবির্ভূত হইয়া সেই ভক্তকে জানান যে—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভগবান্ যে কোন রূপে বা যে কোন বর্ণে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায়-জানাইয়াছেন—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকারের শ্রীগুরুদেব। গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্ন; এইজন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্যাম-চিক্কণ-মূর্ত্তিতে গ্রন্থকারকে দর্শন দিয়াছিলেন।

সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥১৮৬॥
চন্দন লেপিত অঙ্গে তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥১৮৭॥
কোটিচন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥১৮৮॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥১৮৯॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥১৯০॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে ॥১৯১॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল, চামর ঢুলায় ॥১৯২॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥১৯৩॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥১৯৪॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥১৯৫॥
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥১৯৬॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে ॥১৯৭॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥১৯৮॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥১৯৯॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥২০০॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥২০১॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥২০২॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥২০৩॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥২০৪॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥২০৫॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥২০৬॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥২০৭॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম কিছু না করে বিচার ॥২০৮॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার ॥২০৯॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥২১০॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥২১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৬। হাতসান—হস্তস্পর্শ।

২০৫-২০৭। ইহা গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি, কারণ গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌর কৃষ্ণের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, শ্রীরাধারাণীর অন্তরঙ্গ নিজজন, শ্রীরূপ-রঘুনাথের নিত্যসঙ্গী ও কৃষ্ণলীলায় শ্রীকস্তূরী মঞ্জরী গোপী।

২১১। শ্রীমদনগোপালই শ্রীমদনমোহন।

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥২১২॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥২১৩॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মাননমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২২৪॥

(ভাঃ ১০।৩২।২)

অনুবাদ—পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদন-মোহন কৃষ্ণ সহসা গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥২১৫॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥২১৬॥
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥২১৭॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥২১৮॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥২১৯॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥২২০॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥২২১॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥২২২॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন ॥২২৩॥

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥২২৪॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুবাদ—হে সখে, যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা শোভান্বিত ত্রিভঙ্গসুন্দর গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। কারণ শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥২২৫॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥২২৬॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥২২৭॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল ॥২২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২১২। উক্ত শ্রীমদনগোপালং বর্ণয়তি 'বৃন্দাবন' ইত্যাদি। প্রতিমূর্ত্তিত্বেঽপি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমারত্বেন তস্য রাসবিলাসিত্বং। ২১৭। 'শ্রীমদনগোপাল' ইত্যত্রোক্তং শ্রীমদনগোপালং বর্ণয়িত্বা তত্রোক্তং শ্রীগোবিন্দং বর্ণয়িতুমাহ 'মো অধমে' ইতি। ২১৮-২১৯। তমেব বর্ণয়তি 'বৃন্দাবনে' ইত্যাদি। ২২৫। এতদ্গোবিন্দপ্রতিমূর্ত্তেরুক্তবর্ণনং সম্ভাবয়িতুং তস্য শ্রীনন্দনন্দনত্বং বদতি 'সাক্ষাৎ' ইতি দ্বাভ্যাং। স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনত্বেন তস্য তৎ সম্ভবেৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২৫। ভগবদ্বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবানই। 'প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।' এই শ্রীবিগ্রহকে যাহারা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রতিমা বা শিলা মনে করে, তাহাদের অপরাধ ও নরক হয়।

যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥২২৯॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তাঁর পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভুনিত্যানন্দ-দয়া ॥২৩০॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র, এই তার কৈল বিবরণ ॥২৩১॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥২৩২॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥২৩৩॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্রবদন অন্ত নাহি পায় যাঁর ॥২৩৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৩১। 'বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়' ইত্যত্রোক্তসর্ব্বলভ্য ইতি সূত্ররূপস্য শ্রীনিত্যানন্দবচনস্য বিবরণং 'যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়' ইত্যাদি বাক্যে কৃতং। শ্রীরূপসনাতনাদ্যাশ্রয়লাভ এব প্রভূক্তসর্ব্বলভ্যশব্দস্যার্থ ইতি ভাবঃ। ২৩২। তত্র অন্যার্থং নিরাসয়িতুমাহ 'সে সব' ইতি। শ্রীবৃন্দাবনমাগত্য ময়া যদ্‌যৎ লব্ধং অতিদুর্ল্লভং তত্তৎ প্রভোরভিপ্রায়ং বিনা ন ভবেৎ অতঃ প্রভূক্তসর্ব্বলভ্যশব্দস্য স এবার্থ ইত্যর্থঃ। ২৩৪। শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বমুপসংহরতি 'নিত্যানন্দ' ইতি। নিত্যানন্দগুণমহিম্নোঽশেষত্বেন কিঞ্চিৎ বর্ণিতমিতি ভাবঃ।

আদিলীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥৩॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥৪॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥৫॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়)

অনুবাদ—যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত, ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে আচার্য্য বলে। সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। বন্দে তমিতি। তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে নমস্কারং কুর্ব্বেঽহমিতি শেষঃ। কথম্ভূতং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং চেষ্টিতং আচরণং যস্য তং। যস্য শ্রীমদদ্বৈতস্য প্রসাদাৎ প্রসন্নত্বাৎ অজ্ঞোঽপি শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নোঽপি তৎ শ্রীমদদ্বৈতস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপয়েৎ বিনির্ণয়েৎ।

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥৬॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য ।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥৭॥
যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায় ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥৮॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥৯॥
সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ ।
শরীর-বিশেষ তাঁর, নাহিক বিচ্ছেদ ॥১০॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥১১॥

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম ।
মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যাঁর নাম ॥১২॥
কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥১৩॥
মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত, উপাদান ।
মায়া—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—প্রধান ॥১৪॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া ।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত, 'উপাদান' লৈয়া ॥১৫॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হন নারায়ণ ॥১৬॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬-৭। 'মহাবিষ্ণু' রিতি পদ্যস্যার্থমাহ 'অদ্বৈত' ইতি দ্বাভ্যাং। ৮-৯। উক্তমেবার্থং বিশদয়তি 'যে পুরুষ' ইত্যাদি 'অংশ না কহিয়া' ইত্যন্তং। ১০-১৫। যে পুরুষ' ইত্যাদি পদ্যেন পুরুষো মহাবিষ্ণুঃ মায়য়া সৃষ্টিস্থিতী করোতি অদ্বৈতস্তু তত্র সাহায্যং করোতি ইতি যদুক্তং তদেব বিবৃণোতি 'মায়া যৈছে' ইতি চতুর্ভিঃ। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যর্থং পুরুষঃ ঈক্ষণেনৈব গুণত্রয়সাম্যাং মায়াং ক্ষোভয়তি অদ্বৈতস্তু ক্ষোভিতয়া তয়া মায়য়া ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতীত্যর্থঃ। পুরুষলক্ষণং যথা সংক্ষেপভাগবতামৃতে—'পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ' ইতি। টীকা চ. তস্মিন্ প্রধানে ঈক্ষং ঈক্ষণং আদিকৃতিঃ প্রথমক্রিয়া যস্য মহাবিষ্ণোঃ। নানাবতারো যস্মাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬-৭ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু কারণার্ণবশায়ী-মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

৮-১১। প্রথম-পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু মায়া-দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও পালন করেন এবং অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার সহায়তা করেন।

১২। অদ্বৈতাচার্য্য জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহার কৃপাতেই জগতের মঙ্গল হয়। তিনি মঙ্গলগুণধাম অর্থাৎ তিনি সকল মঙ্গলের আকর। তাঁহার নাম, গুণ, লীলা সবই মঙ্গলময়।

গৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপুর প্রভু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন—'অদ্বৈতো যঃ সদাশিবঃ'। ইহা দ্বারা জানা যায় যে—শ্রীঅদ্বৈতে সদাশিবও আছেন।

শিব অর্থে মঙ্গল। সদাশিব—বিষ্ণুতত্ত্ব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪-১৬। মায়া বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত-কারণ ও গৌণ উপাদান-কারণ। আর কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু জগতের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং তাঁহার প্রকাশ অদ্বৈতাচার্য্য মুখ্য উপাদান-কারণ।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ক্ষুভিতা করেন—এইরূপে তিনি সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইলেন। আর অদ্বৈতাচার্য্য সেই ক্ষুভিতা প্রকৃতিকে উপাদানত্ব প্রদান করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগী করেন বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য জগতের মুখ্য উপাদান-কারণ হইলেন।

১৭। নিমিত্ত-কারণ-রূপে মহাবিষ্ণু মায়ার প্রতি ঈক্ষণ (দৃষ্টি) করেন। উপাদান-কারণরূপে অদ্বৈতাচার্য্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন।

যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥১৮॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে ॥১৯॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥২০॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ—অদ্বৈত।
অঙ্গ-শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥২১॥
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।
ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয় ॥২৩॥
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥২৪॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অদ্বৈত তাঁর নাম ॥২৫॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥২৬॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥২৭॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হৈল আচার্য্য ॥২৮॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য ॥২৯॥
কমল-নয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ, অংশ।
কমলাক্ষ বলি' ধরে নাম অবতংস ॥৩০॥
ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥৩১॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ সকলি আশ্চর্য্য ॥৩২॥
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥৩৩॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥৩৪॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২১। 'মুখ্য অঙ্গ' মুখ্যাংশঃ শরীরবিশেষ ইত্যর্থঃ। ২৩। ব্রহ্মাণ্ডস্থৌ অদ্বৈতস্য মায়াসম্বন্ধরাহিত্যমাহ 'ঈশ্বরের' ইতি। চিদানন্দময়ত্বেন ন তস্য তত্র মায়াসম্বন্ধঃ। ২৫। প্রথমশ্লোকস্যার্থমুক্ত্বা দ্বিতীয়স্য 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ ইত্যস্যার্থমাহ 'মহাবিষ্ণুর' ইতি। ২৬। 'আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ 'পূর্ব্বে' ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ৩০। নামপ্রসঙ্গেনৈব অদ্বৈতস্য নামান্তরমাহ 'কমল' ইতি। ৩১-৩২। নন্বু মহাবিষ্ণোর্কমলনয়ননাম কথং তদংশস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য ইতি চেত্তত্রাহ 'ঈশ্বরের' ইতি দ্বাভ্যং। ঈশ্বরপারিষদানাং যদি তৎসারূপ্যলাভঃ তদা শ্রীঅদ্বৈতস্য তন্নামলাভে কা বার্ত্তা যতঃ স তস্য প্রধানাংশঃ তথা তস্য তত্ত্বাদয়শ্চ আশ্চর্য্যাঃ ইত্যর্থঃ। ৩৩-৩৪। অথ তস্য গুণমহিমানং বর্ণয়তি 'যাঁহার' ইতি ত্রিভিঃ। ৩৫। 'ভক্তাবতারং' ইত্যস্যার্থং বদন্ তত্রাদৌ শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তত্বং প্রতিপাদয়তি 'আচার্য্য' ইত্যাদি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০। মহাবিষ্ণুর এক স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য উপাদান-রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আবার গর্ভোদশায়ীরূপ এক মূর্ত্তিতে মহাবিষ্ণু প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা।

২১। মুখ্য অঙ্গ—মুখ্য অংশ অর্থাৎ শরীর-বিশেষ।
নারায়ণের—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২। আঃ ২।৩০ দ্রষ্টব্য।

২৩। ঈশ্বরের অঙ্গ বা অংশ সবই চিন্ময়, আনন্দময়, অপ্রাকৃত ও মায়াতীত।

৩০। অবতংস—শ্রেষ্ঠ।

আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৬॥
প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥৩৭॥
এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার ॥৩৮॥
মাধবেন্দ্রপুরীর ইঁহো শিষ্য, এই জ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥৩৯॥
লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥৪০॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান ॥৪১॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও—জীবে উপদেশ করে ॥৪২॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥৪৩॥

মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥৪৪॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥৪৫॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদ আর শুক, সনাতন ॥৪৬॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল ॥৪৭॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥৪৮॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥৪৯॥
এইমত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস ॥৫০॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান ॥৫১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩৯-৪০। মাধবেন্দ্রপুরীশিষ্যজ্ঞানেনৈব সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীচৈতন্যঃ অদ্বৈতং গুরুং মন্যতে তথা লৌকিকলীলায়াং গুরুমর্য্যাদাস্থাপনার্থমেব স্তুত্যাদিনা অদ্বৈতস্য চরণবন্দনং করোতি ন তু তত্ত্বদৃষ্ট্যা ইতি ভাবঃ। ৪১-৪২। শ্রীকৃষ্ণশ্রীচৈতন্যয়োরেকত্ববিবক্ষয়া ক্বচিৎ কৃষ্ণঃ ক্বচিৎ চৈতন্য ইত্যুক্তং নচেৎ 'তাঁর দাস অভিমান' তথা 'কৃষ্ণদাস' ইতি বাক্যদ্বয়ং ন সম্ভবেৎ। ৪৪। দাসভাবে আনন্দাধিক্যমেব ঈশ্বরস্যাপি শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তাবতারত্বে কারণমেতদপ্যত্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ং। ৫১। 'চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য' ইত্যাদিনা যদুক্তং তদেব শ্রীঅদ্বৈতবাক্যেন দ্রঢ়য়তি 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'চৈতন্যের দাস মুঞি' ইত্যনেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ্য অঙ্গ।
৩৭। উপাঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ।

শ্রীচৈতন্যদেবের হস্ত, মুখ, নেত্র প্রভৃতি শ্রীঅঙ্গ চক্রাদি-অস্ত্র-তুল্য।

মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া বহু বহির্ম্মুখ লোকের বহির্ম্মুখতা ও আসুরিকভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

৪৩। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তি যে আনন্দ পান, তাহার কোটিগুণ আনন্দ একত্র করিলেও কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আনন্দসিন্ধুর এক কণারও সমান হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্ত শ্রীধ্রুব ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥
(হরিভক্তিসুধোদয়)

হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে।

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥৫২॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥৫৩॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥৫৪॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥৫৫॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥৫৬॥
শুন, উদ্ধব! সত্য, কৃষ্ণ—আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥৫৭॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥৫৮॥

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৫৯॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতি নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬০॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৬-৬৭)

অনুবাদ—নন্দ কহিলেন—হে উদ্ধব! আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করুক, আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন, কেবল-সখ্যময় ॥৬১॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥৬২॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥৬৩॥

(ভাঃ ১০।১৫।১৭)

অনুবাদ—কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ-সখ্যভাবে পাখা দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৬৪॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥৬৫॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

(ভাঃ ১০।৩১।৬)

অনুবাদ—হে ব্রজদুঃখনাশক! হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরম-নায়ক! হে নিজ-জন-সন্দেহ-দূরকারী মন্দহাস্য-ময়! হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫২। নন্বু গুরুবর্গস্য তব কথং দাসাভিমান ইত্যত্রাহ 'কৃষ্ণ' ইতি। কৃষ্ণপ্রেম্ন অপূর্ব্বস্বভাবেনৈব স ভবেদিত্যর্থঃ। 'সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ' ইত্যনেন কৃষ্ণদাসা এব চৈতন্যদাসা ইতি বক্তুমেতৎ পদ্যমুক্তং। ৫৪। 'গুরু সম লঘু' ইত্যত্রোক্তস্য গুরো র্কৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণং দর্শয়তি 'অন্যের' ইতি। ৬১। 'গুরু সম লঘু' ইত্যত্রোক্তস্য গুরোর্কৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণং দর্শয়িত্বা তত্রোক্তস্য সমস্য তদ্ দর্শয়তি 'শ্রীদামাদি' ইতি। ৬৪-৬৫। 'গুরু সম লঘু' ইত্যত্রোক্তস্য লঘোর্কৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণং দর্শয়তি 'কৃষ্ণের' ইত্যাদিভিঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫২। গুরু—নন্দ-যশোদাদি। সম—সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখা। লঘু—রক্তক-পত্রকাদি ভৃত্যবর্গ।

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥৬৭॥

(ভাঃ ১০।৪৭।২১)

অনুবাদ—সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্য-পুত্র মথুরা-নগরে অবস্থান করিতেছেন। হে উদ্ধব! পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত শ্রীহস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?

তাঁ-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥৬৮॥
তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥৬৯॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥৭০॥

(ভাঃ ১০।৩০।৩৯)

অনুবাদ—হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর।

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥৭১॥

তপশ্চরন্ত্যামাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥

(ভাঃ ১০।৮৩।১১)

অনুবাদ—কৃষ্ণমহিষী কালিন্দী দ্রৌপদীকে বলিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী।

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥৭৩॥

(ভাঃ ১০।৮৩।৩৯)

অনুবাদ—কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার উক্তি—আমরা বহু তপস্যা-দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহ-দাসীত্ব লাভ করিয়াছি।

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥৭৪॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥৭৫॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥৭৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব-অবতংস ॥৭৭॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস ॥৭৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥৭৯॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥৮০॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥৮১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৪-৭৫। ব্রজপরিকর-পুরপরিকরৈক্যেনাত্র শ্রীবলদেবস্য শ্রীকৃষ্ণদাসত্বমুদাহৃতং। ৭৬। 'আছে কোন্ জনা' ইত্যস্য দিঙ্মাত্রং দর্শয়তি 'সহস্র' ইত্যাদিনা। ৭৯-৮০। 'কৃষ্ণপ্রেমের' ইত্যুক্তবাক্যমুপসংহরতি 'পিতা' ইতি। অতএব 'এক' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৭। সদাশিব—শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইঁহার নিত্যস্থিতি। ইনি নির্গুণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

রুদ্র বা শিব সদাশিবের অংশ এবং সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিব জগতের সংহারকর্ত্তা। স্বাংশ শিব বা সদা-

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ— চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥৮২॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥৮৩॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥৮৪॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈয়া সুস্থির ॥৮৫॥

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥৮৬॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥৮৭॥
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥৮৮॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥৮৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৮২। 'তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান' ইত্যেতদ্বাক্যং প্রতিপাদয়িতুং সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণদাসত্বমুক্ত্বা শ্রীচৈতন্যদাসত্বমাহ 'সেই' ইতি। শ্রীনন্দাদয়ঃ সর্ব্বে যস্য দাসাঃ স এব শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীচৈতন্যঃ, অতঃ শ্রীকৃষ্ণদাসা এব সর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদাসা ইত্যর্থঃ। ৮৩। তত্র 'কেহ' ইতি। তথা চোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥' অস্যার্থঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ, সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্রঃ। এষাং মধ্যে অজ্ঞাত্বা যে ন ভজন্তি, যে চ জ্ঞাত্বাপ্যবজানন্তি তে স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ অধঃ পতন্তি। তত্রাজ্ঞানিনাং সংসারস্যানিবৃত্তিরেবাধঃপাতঃ। অবজানতান্তু মহানরকে পাত ইতি বিবেকঃ। আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাৎ তস্মাৎ অভক্তা গুরুদ্রোহিণ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরং নিয়ন্তারং। স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ স্বধর্ম্মস্থা অপি অভক্তাস্ততো ভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ। ৮৬। নন্থ মহাবিষ্ণুপ্রকাশরূপস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য কথং দাসাভিমানঃ, ন হি ঈশ্বরস্য তথা সম্ভবতি ইতি চেত্তত্র তস্য দাসাভিমানে কারণমাহ 'ভক্ত' ইতি। অংশিগুণাঃ অংশেঽপি সম্ভবন্তীতি অংশীনি শ্রীবলদেবাদৌ দাসাভিমানসদ্ভাবেন তদংশস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য ঈশ্বরত্বেঽপি দাসাভিমান ইত্যর্থঃ। ৮৭। তদেব বিশদয়ন্নাহ 'তাঁর' ইত্যাদি 'পৃথিবী' ইত্যন্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শিব—ঈশ্বরকোটী বা বিষ্ণুতত্ত্ব কিন্তু সংহারকর্ত্তা রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। সদাশিব—শিব বা রুদ্রের অংশী।

৮৩। শাস্ত্র বলেন—'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু।' কিন্তু যারা এই শাস্ত্রবাক্য স্বীকার করে না, তাহাদের সংসার-দুঃখ অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যাহারা নিজজন্মদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না, তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

এই অধঃপতন কিরূপ? অজ্ঞ ও বিজ্ঞের অধঃপতন একরূপ নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা-বশতঃ হরিভজন করে না বলিয়া তাহাদের জন্মমৃত্যু-রূপ সংসার হইতে মুক্তি হয় না, দেহান্তে তাহাদের পুনর্জন্ম হয়। আর যাহারা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জানিয়া-শুনিয়াও হরিভজন না করিয়া ভগবানকে অবজ্ঞা করে, সেই অপরাধে তাহাদিগকে ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

৮৬। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তবে তাঁহার দাসাভিমান কেন? তদুত্তর এই যে—অংশীর গুণ অংশে থাকিবেই। অংশী শ্রীবলদেবের দাসাভিমান বা ভক্ত-অভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার অংশ অদ্বৈতাচার্য্যের দাসাভিমান হওয়া স্বাভাবিক।

৮৯। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার বা অংশ। তাঁহার হৃদয়েও ভক্তভাব আছে।

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥৯০॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত—মনে ভাবে নিরন্তর ॥৯১॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥৯২॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৯৩॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥৯৪॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সবার ॥৯৫॥
অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥৯৬॥
জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥৯৭॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥৯৮॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে ॥৯৯॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১০০॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

অনুবাদ—হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥১০১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯২। জল ইতি। 'কায়াতে' শিরসি অথবা কায়েন প্রণামাদিনেত্যর্থঃ। অদ্বৈতস্যৈব ভক্তত্বকথন-বিশেষোদ্দেশ্যত্বেন তস্যৈবাত্র ভক্তিকার্য্যং সেবনং দর্শিতং। ৯৩। পৃথিবী ইতি। শ্রীবলদেবাদিবৎ শেষসঙ্কর্ষণো ভক্ত ইত্যর্থঃ। ৯৪। শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তত্বং প্রতিপাদ্য 'ভক্তাবতারং' ইত্যস্যার্থমাহ 'এই সব' ইত্যাদি। এতে শ্রীবলদেবাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারাঃ ভক্ত্যাচরণেন ভক্তাবতারাঃ। ভক্ত্যাচরণাৎ ভক্তাবতার ইত্যর্থঃ। ৯৫। ভক্তে সতি প্রভুত্বহান্যা তেষাং বলদেবাদীনাং লঘুত্বমাপতিতং। যতস্তে শ্রীকৃষ্ণসমা, ইত্যেতন্নিবারয়ন্নাহ 'ভক্ত' ইতি। সর্ব্বোপরি ভক্তাবতারপদমতঃ ভক্তানামপি শ্রীকৃষ্ণসমানানাং তেষাং ন প্রভুত্বহানিঃ ন লঘুত্বঞ্চ। ৯৬-৯৯। 'ভক্ত-অভিমান মূল' ইত্যত্র শ্রীবলদেবস্য যো ভক্তাভিমান উক্ত তত্র কারণং বদন্ ভক্তাবতারপদস্য সর্ব্বোপরিত্বে কারণং বদতি অতএব ইতি চতুর্ভিঃ। কনিষ্ঠত্বমেব ভক্তাভিমানে কারণং। তথা 'কৃষ্ণের' ইতি 'আত্মা হৈতে' ইতি 'আত্মা' ইতি এতৎ ত্রিবিধমেব তৎসর্ব্বোপরিত্বে কারণং এতৎ কারণত্রৈবিধ্যাৎ সর্ব্বোপরি ভক্তাবতারপদমিত্যর্থঃ। ১০১। 'কৃষ্ণের সমতা হৈতে' ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণসাম্যাৎ ভক্তভাবপদস্য যদাধিক্যমুক্তং তত্র হেতুমাহ 'কৃষ্ণসাম্যে' ইতি। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যচর্ব্বণমেব তত্র হেতুরিতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯০। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাবিষ্ণুর প্রকাশ বা অভিন্ন-মূর্ত্তি। তাই তিনি ঈশ্বর হইয়াও কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় ব্যস্ত।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০১। কৃষ্ণসাম্য অর্থাৎ ঈশ্বর-অভিমান অপেক্ষা ভক্ত-ভাবই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর-অভিমানে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন হয় না, ভক্তভাবেই তাহা সম্ভব।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই—বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥১০২॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥১০৩॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥১০৪॥
অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥১০৫॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥১০৬॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥১০৭॥
নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥১০৮॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥১০৯॥
মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তাঁহি অদ্বৈতে গণন ॥১১০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে হৈল চৈতন্যাবতার ॥১১১॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১১২॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১১৩॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥১১৪॥
তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র-অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি—এ বড় অপরাধ ॥১১৫॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য. নিত্যানন্দ আর্য্য ॥১১৬॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥১১৭॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১০৩-১০৪। বিজ্ঞানুভবং দর্শয়তি 'ভক্তভাব' ইতি। শ্রীবলদেবাদয়ঃ ভক্তভাবমঙ্গীকৃত্য 'কৃষ্ণের' ইত্যাদি। তত্র তন্মাধুর্য্যচর্ব্বণমপি তেষাং ভক্তভাবে একং কারণং জ্ঞেয়ং। ১০৫-১০৬। অপি চ 'অন্যের' ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মপি ভক্তভাবেনৈব স্বমাধুর্য্যমাস্বাদিতবান্ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বে চতুর্থোক্ত 'এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন' ইত্যাদৌ। ১০৯। 'এই সব হয় যত কৃষ্ণের অবতার' ইত্যাদিনা শ্রীবলদেবাদীনাং যৎ ভক্তাবতারত্বমুক্তং তদেবোপসংহরতি 'অবতার' ইতি। ভক্ত-ভাবমধিকৃত্য অবতীর্ণ ইতি ভক্তাবতারঃ। ১১০। নন্থ শ্রীবলদেবাদীনাং তেষাং সর্ব্বেষাং ভক্তাবতারত্বে 'ভক্তাবতারং' ইত্যনেন 'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং' ইত্যনেন চ কথং একস্যৈব শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তাবতারত্বমুক্তং তত্রাহ 'মূল' ইতি। অয়মাশয়ঃ ভক্তভাবমঙ্গীকৃত্য ভক্তরূপেণাবতীর্ণা ইতি তে ভক্তাবতারাঃ। ভক্তস্য বলদেবাংশাংশস্য মহাবিষ্ণোরবতারত্বেন তস্যৈব ভক্তাবতারত্বমুক্তং ইতি। ১১১। 'ঈশং' ইত্যস্যার্থমাহ 'অদ্বৈত' ইতি। অপারমহিমত্বং ঈশত্বং। মহিমানমাহ 'যাঁহার' ইতি। ১১৩। দৈন্যবশাদাহ 'অদ্বৈত' ইত্যাদি 'জয় জয়' ইত্যন্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৩-১০৬। শ্রীবলরামাদি ঈশ্বর হইয়াও কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন এবং দাস্যসুখে মত্ত হইয়া আত্মহারা হন। অন্য ত দূরের কথা, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জন্য ভক্তভাব গ্রহণ করেন। কারণ ভক্তভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না।

১০৯। সকল অবতারেরই ভক্তভাবে অধিকার। ভক্তভাব অপেক্ষা এত অধিক সুখ আর কিছুতে নাই।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥১॥

অনুবাদ—অকিঞ্চনের একমাত্র গতি, দীন-হীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি-বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥২॥

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥৩॥

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥৪॥

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥৫॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥৬॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামী কড়চায়)

অনুবাদ—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করি।

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥৭॥

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ, সব তাঁর পরিকর ॥৮॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥৯॥

একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥১০॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥১১॥

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥১২॥

ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য-গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥১৩॥

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩। 'পূর্ব্বে' ইতি পঞ্চানামেবাবতারত্বাৎ তেষামত্র বিচারঃ। ৪-৫। বিচারমাহ 'পঞ্চ' ইতি দ্বাভ্যাং। সঙ্কীর্ত্তনরসমাস্বাদয়িতুং একস্যৈব তত্ত্ববস্তুনঃ পরতত্ত্বরূপেণাবতার ইত্যেব পঞ্চানাং বিচার ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রীচৈতন্যযুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। ৭-৮। 'পঞ্চতত্ত্ব' ইত্যুক্তপদ্যদ্বয়ং বিস্তারয়ন্ 'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ' ইত্যস্যার্থমাহ। 'স্বয়ং-ভগবান্' ইত্যাদি 'ইথে' ইত্যন্তং। ১০। 'শুদ্ধ কলেবর' ঈশতাভাবময়কলেবরং। ১২। 'স্বরূপকং' ইত্যস্যার্থমাহ 'ভক্ত' ইতি। ১৩। 'ভক্তাবতারং ইত্যস্যার্থমাহ 'ভক্ত' ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনরস আস্বাদন করিবার জন্য পঞ্চতত্ত্ব-রূপে বিশ্বে অবতীর্ণ। পঞ্চতত্ত্ব একই বস্তু অর্থাৎ পরস্পর অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে।

৭-১০। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, রাসবিহারী ও গোপীনাথ। ইনি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অদ্বিতীয় বস্তু বা অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। এই কৃষ্ণই বিশেষ কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গদেবরূপে নিজপরিকরগণকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইয়াও লীলারস আস্বাদনার্থ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে ভক্তরূপ বলা হয়।

১২-১৪। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমান্-তত্ত্ব হইয়াও সেবা-

এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি ॥১৫॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ত-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥১৬॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি' গণন যাঁহার ॥১৭॥
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার ॥১৮॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥১৯॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥২০॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥২১॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহা-মত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায় যৈছে মদমত্ত ॥২২॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥২৩॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥২৪॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায় ॥২৫॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥২৬॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥২৭॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৪-১৫। শ্রীচৈতন্যাদিতত্ত্বত্রয়াণাং ভক্তত্বেঽপি তত্র বিশেষমাহ 'এই' ইতি। একঃ শ্রীচৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ শ্রীনিত্যানন্দঃ শ্রীঅদ্বৈতশ্চ প্রভুঃ। তথা 'দুই' ইতি। ইত্যাদ্যত্র বিশেষঃ। ১৬। 'ভক্তাখ্যং' ইত্যস্যার্থমাহ 'শ্রীনিবাস' ইতি। ১৭। 'ভক্তশক্তিকং' ইত্যস্যার্থমাহ 'গদাধর' ইতি। ১৮। কথং তত্তত্ত্বানামবতার ইতি তেষাং কার্য্যমাহ 'যাঁ-সবা' ইতি যাবৎপরিচ্ছেদসমাপ্তিঃ। প্রেমরসাস্বাদনার্থং তেষামবতার ইত্যেতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিগ্রহ বলিয়া ভক্তস্বরূপ নামে অভিহিত হন। ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতার্য্যপ্রভু ভগবদ্দাসাভিমানে মত্ত বলিয়া তাঁহাকে ভক্ত-অবতার বলা হয়। এই তিন জনই প্রভু-তত্ত্ব বা শক্তিমান্ তত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—মহাপ্রভু, আর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এই দুইজন—প্রভু। এই প্রভুদ্বয় মহাপ্রভুর সেবায় সতত ব্যস্ত।

১৫। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই তিনজন সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব; আর বাকী দুই জন ভক্ততত্ত্ব বা আরাধক-তত্ত্ব।

১৬-১৭। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শুদ্ধভক্ত মধ্যে পরিগণিত। আর শ্রীগদাধরপণ্ডিত ও শ্রীস্বরূপদামোদরাদি মহাপ্রভুর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অন্তরঙ্গ-ভক্ত বা শক্তি-তত্ত্ব। ইঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপী ও মধুর-রসের ভক্ত।

২৭। ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কাল-প্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধন দ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতল-বারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম-সম্ভাবনা রহিল না। (প্রভুপাদ)

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥২৯॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুইতে নারিল ॥৩০॥
তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলু যতন ॥৩১॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥৩২॥
এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥৩৩॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥৩৪॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥৩৫॥
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥৩৬॥
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥৩৭॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥৩৮॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥৩৯॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥৪০॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ, করে সংকীর্ত্তন ॥৪১॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফিরে ভাবুকের সনে ॥৪২॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥৪৩॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥৪৪॥
কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥৪৫॥
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥৪৬॥
সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥৪৭॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥৪৮॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥৪৯॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥৫০॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥৫১॥
ইহা শুনি' রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥৫২॥
আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগো, দেহ' প্রসন্ন হইয়া ॥৫৩॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈলু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥৫৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯। শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ—মায়াবাদী।

যাহারা ভগবানের সহিত ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণকে সমান মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পদ্মপুরাণ বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥৫৫॥
প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥৫৬॥
সে বিপ্র জানেন, প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥৫৭॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥৫৮॥
সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলা সেই স্থানে ॥৫৯॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যভাস ॥৬০॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥৬১॥
প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥৬২॥
ইহাঁ আইস, ইহাঁ আইস, শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥৬৩॥
প্রভু কহে, আমি হই হীন-সম্প্রদায়।
তোমা-সবার সভায় বসিতে না যুয়ায় ॥৬৪॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥৬৫॥
পুছিল, তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥৬৬॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥৬৭॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥৬৮॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥৬৯॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥৭০॥
প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥৭১॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা—এই মন্ত্র সার ॥৭২॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥৭৩॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥৭৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭১-৭২। প্রকাশানন্দকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ 'প্রভু কহে' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভাবেনৈব তত্তৎ করোমীত্যভিপ্রায়ঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৩। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসারমুক্তি হয় এবং কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২৮৪ সংখ্যায়) কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনাম সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—নন্বু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ, শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চা-হিতশক্তিবিশেষাঃ, শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতি-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরম-পুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥৭৫॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৭৬॥
(বৃহৎ নারদীয়পুরাণ)

অনুবাদ—কলিতে হরিনাম বই আর গতি নাই, কলৌ হরিনামকীর্ত্তনই একমাত্র গতি বা উপায়। গতি অর্থে আশ্রয়, পন্থা বা সাধন।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥৭৭॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই যৈছে মদমত্ত ৭৮॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥৭৯॥
পাগল হইলাম আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥৮০॥

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥৮১॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥৮২॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥৮৩॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥৮৪॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥৮৫॥
কৃষ্ণনামের ফল—প্রেমা, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥৮৬॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥৮৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৭৬। হরের্নামেতি। হরের্নামেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েনান্বয়স্তদেবাহ। কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভি র্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভি র্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং শ্রীহরিকীর্ত্তনাৎ। হসন্ রোদন্ গায়ন্ নৃত্যন্ হরিং প্রাপ্নোতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যদি বল—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামানুগত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তি-বিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপন্ন করে। ভগবানের নামসমূহই নিরপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্তদানে সমর্থ; তাহা হইলে মন্ত্র অপেক্ষা যে নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সেই নামকীর্ত্তনকারীর পক্ষে মন্ত্র-দীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—যদিও নাম-গ্রহণকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সেই সেই কদর্য্য স্বভাব ও চিত্ত-চাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের 'ম' কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন' কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও 'নামাষ্টকে' 'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে স্তব করিয়াছেন। (প্রভুপাদ)

৮৩। যাঁহারা হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম হইয়া থাকে।

৮৪-৮৬। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিপ্রকার

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥৮৮॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥৮৯॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাষায় ॥৯০॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥৯১॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥৯২॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥৯৩॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪০)

অনুবাদ—কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ হইয়া অর্থাৎ প্রেম লাভ করিয়া দ্রবচিত্ত হন এবং উন্মত্তের ন্যায় লোক-বাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান, কখনও নৃত্য করেন।

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥৯৫॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি, নাহি আমি আপন -ইচ্ছায় ॥৯৬॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥৯৭॥

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥৯৮॥
(হরিভক্তি-সুধোদয়)

অনুবাদ—হে জগদ্‌গুরো, আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিত্যানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছি বলিয়া ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে।

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥৯৯॥
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥১০০॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥১০১॥
এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥১০২॥
ইহা শুনি' বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥১০৩॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥১০৪॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥১০৫॥
প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥১০৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯৫-৯৬। 'সন্ন্যাসী হইয়া কর' ইতি সন্ন্যাসীপ্রশ্নস্যোত্তরমুপসংহরতি 'এই তাঁর' ইতি দ্বয়েন। ৯৭। 'সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী' ইত্যাদ্যুক্তস্য ধ্যানবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ 'কৃষ্ণনামে' ইতি। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দস্যাল্পত্বাৎ ধ্যানং ব্রহ্মচিন্তাং ন করোমীতি ভাবঃ। ১০৬। ব্যাসঃ শ্রীনারায়ণাবতারঃ। তথা চোক্তং প্রথমে—জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পুরুষার্থ। আর কৃষ্ণপ্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ। প্রেমানন্দের একবিন্দুর সহিত মোক্ষাদি আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কৃষ্ণনামের প্রকৃত ফল

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নয়, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের মুখ্য ফল।

৯৭। কৃষ্ণনামানন্দসিন্ধুর নিকট মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ খাতোদকতুল্য অর্থাৎ অতিঅল্প বা তুচ্ছ।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥১০৭॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥১০৮॥
গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥১০৯॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১১০॥
ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥১১১॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার ॥১১২॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥১১৩॥
তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥১১৪॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥১১৫॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥১১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১০৯। সর্ব্বনাশকস্য শাঙ্করভাষ্যস্য শ্রবণভিয়া তৎসূত্রং ন শ্রূয়তে ইতি 'বেদান্ত না শুন'। এতৎপ্রশ্নস্যোত্তরং। ১১১। 'গৌণ অর্থ কৈল' ইতি যদুক্তং তদেব বিশদয়ন্ তৎসূত্রস্য মুখ্যার্থকথনেন শাঙ্কর-গৌণার্থং খণ্ডয়তি 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি 'এইমত প্রতিসূত্রে' ইত্যন্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬। বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র ঈশ্বরের বাক্য। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ শ্রীব্যাস-রূপে ইহা রচনা করিয়াছেন।

১০৭। ঈশ্বরের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারে না। এই বাস্তবসত্যবস্তু অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ডনীয়।

১০৮। সূত্র—ব্রহ্মসূত্র।

১০৯-১১০। অসুরমোহনপর শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। ইহাতে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ নাই। কারণ ইনি ঈশ্বর-আজ্ঞা পাইয়া অসুর-মোহনার্থ শাস্ত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-রূপিণা ॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥"

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শিব-পুরাণে ভগবান্ শ্রীহরি শিবজীকে বলিয়াছেন—

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ॥

১১১-১১২। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবান্। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও অসমোর্দ্ধ বস্তু। তাঁহার বিভূতি, দেহ, ধাম ও ভক্ত সবই সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞায় ভগবানের চিদ্-বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন।

১১৫। বিষ্ণু-বিগ্রহকে প্রাকৃত বা জড় বলিয়া মনে করা অপরাধ। ইহা অপেক্ষা বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না। যাহারা ভগবদ্-বিগ্রহকে কাঠ-পাথর মনে করে তাহাদের নরক হয়।

পদ্মপুরাণ বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী র্যস্য বৈ নারকী সঃ ॥

১১৬। ঈশ্বর সূর্য্য-সদৃশ, জীব তাঁর কিরণ-কণ-তুল্য।

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥১১৭॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১১৮॥
(গীতা)

অনুবাদ—মায়া-শক্তি হইতে পৃথক্ আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই চিচ্ছক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি (যাহা মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা অর্থাৎ ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে); অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞা-রূপা শক্তির নাম মায়াশক্তি।

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি' পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥১২০॥

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥১২১॥

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপনা যে করি ॥১২২॥

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥১২৩॥

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥১২৪॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥১২৫॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥১২৬॥

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময় ॥১২৭॥

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম ॥১২৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৭। শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান্-তত্ত্ব। কিন্তু জীব—তটস্থশক্তি বা অণুশক্তি, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

১২০। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে অণু-চৈতন্য জীবের সহিত বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

১২১-১২২। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ পরিণামবাদ স্বীকৃত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ না মানিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

১২৩। দেহকে আত্মা বা জীব মনে করা বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি।

১২৪-১২৭। ভগবান্ শ্রীহরি অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। ভগবানের পক্ষে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র বা অসম্ভব নহে। ভগবান্ যেরূপে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অনেকে বলেন—প্রাকৃত-জগতে চিন্তামণি বলিয়া একটি নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

১২৮। 'ওঁ' বা 'প্রণব'ই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। শব্দব্রহ্ম প্রণব ভগবানেরই একটি নাম।

শাস্ত্র বলেন—

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের এক দেশ ॥১২৯॥
'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥১৩০॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥১৩১॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি ॥১৩২॥
এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥১৩৩॥
এইমতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥১৩৪॥
সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥১৩৫॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ—ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥১৩৬॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগাল প্রভু সূত্রসকল ॥১৩৭॥
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥১৩৮॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥১৩৯॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৪০॥
ভগবান্- প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্যের সহায় ॥১৪১॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয়-নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥১৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৩৮। বৃহদিতি তথা চোক্তং বিষ্ণুপুরাণে তন্ত্রে চ 'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।' 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।' ইতি। বৃহত্ত্বাৎ অতিশয়বস্তুত্বাৎ, বৃংহণত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ, আততত্বাৎ স্বরূপবিস্তারকত্বাৎ, মাতৃত্বাৎ জগদ্‌যোনিরূপত্বাৎ। ১৩৯। 'স্বরূপ' ইতি। তথা হি সংক্ষেপভাগবতামৃতে 'যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈঃ হেয়সংযুক্তৈ র্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ইতি। অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতায়ুতৈঃ। বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তকং। ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভোপমং।'

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৯-১৩২। 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য; সুতরাং প্রণব বই আর কোনটিই মহাবাক্য হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাদৃশ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব-ব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থ-সকলে লক্ষণা যোজনা করা স্বতঃসিদ্ধ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

১৩৯-১৪০। বেদে মায়াতীত সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরিই একমাত্র সম্বন্ধ। তাঁহার চিৎ-শক্তি না মানিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা উচিত নয়। কারণ তিনি চিৎ-শক্তি-বিশিষ্ট অপ্রাকৃত সবিশেষ-বস্তু।

১৪১-১৪২। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। সাধনভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়। এইজন্য বেদ সাধন-ভক্তিকে অভিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥১৪৩॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥১৪৪॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥১৪৫॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥১৪৬॥
এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥১৪৭॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ—পূর্ব্বে যে কৈলু নিন্দন ॥১৪৮॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥১৪৯॥
এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥১৫০॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥১৫১॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥১৫২॥
চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র আর সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥১৫৩॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥১৫৪॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥১৫৫॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥১৫৬॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥১৫৭॥
স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥১৫৮॥
বাহু তুলি' প্রভু বলে—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥১৫৯॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥১৬০॥
রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥১৬১॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিলাম ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥১৬২॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥১৬৩॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥১৬৪॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥১৬৫॥
আপনে দক্ষিণ-দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥১৬৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৩। কৃষ্ণে অনুরাগ হইলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুতে কাহারও অনুরাগ থাকে না।

১৪৪। পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমই মহাধন। এই প্রেম লাভ হইলে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন হয়।

১৪৫। ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হন। প্রেমিক ভক্তগণও কৃষ্ণের অপার স্নেহ-কৃপায় মুগ্ধ হইয়া সেবামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন।

১৬৩। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চতত্ত্ব-রূপে কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া জগদ্‌বাসীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥১৬৭॥
এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥১৬৮॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—তিন জন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥১৬৯॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥১৭০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৭১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণংনাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৪-১৬৭। কৃষ্ণপ্রেম প্রদান পূর্ব্বক ভারতের সকলকে নিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তরপশ্চিমদেশে মাথুর-মণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতন দ্বারা, গৌড় বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা এবং স্বয়ং দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। (প্রভুপাদ)

আদিলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥১॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় মূর্খ আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ-লিখনরূপ নৃত্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমদয়াল নিত্যানন্দ ॥২॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥৩॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥৪॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥৫॥
এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥৬॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥৭॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥৮॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৬। কোলাহলেন ভেকস্য সর্পাহ্বানবৎ বৃথাবিদ্যাপাঠেন মৃত্যুমাহ্বয়তীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭। যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে মানে না, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না। এইজন্য তাহাদের মঙ্গলও হয় না।

৮-৯। দ্বাপরযুগে জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ বেদমন্ত্রে বিষ্ণু-পূজা করিয়াও যুগাবতার কৃষ্ণকে না মানায় যেমন অসুর-মধ্যে পরিগণিত, তদ্রূপ যাহারা কলিযুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে মানে না বা তাঁহার অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারা অসুর বলিয়া অভিহিত।

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥১০॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥১১॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'র অসুরে গণন ॥১২॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥১৩॥
যদি বা তার্কিক কহে, তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥১৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥১৫॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥১৬॥
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥১৭॥
(তন্ত্রবচন)

অনুবাদ—ভক্তিসাহচর্য্যে জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা মুক্তি হয় এবং যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি লাভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি (রতি) লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্য, দাস্য, সম্বন্ধজ্ঞান এবং তৎপ্রতি নিষ্ঠা থাকিলে হরিভক্তি সহজেই লাভ হয়, নতুবা নহে।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১০। 'দৈত্য তারে জানি' এতদেব সহেতুকমাহ 'মোরে' ইতি ত্রিভিঃ। ১২। কৃপয়া সন্ন্যাসী ভূত্বা যো জীবং নিস্তারিতবান্ তাদৃশপরমোপকারকস্য শ্রীচৈতন্যস্যাভজনাদসুরঃ যতঃ স হি পরমোপকারিণং বিষ্ণুং ন ভজতি। ১৩। অতএব তদভজনেঽসুরত্বাদেব। কুতর্কঃ তদ্বিরোধী তর্কঃ। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচরণাশ্রিতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণং ভজ তেনৈব তদ্ভজনং স্যাদিত্যর্থঃ। ১৪-১৫। তর্কেনৈব শ্রীচৈতন্যভজনং প্রতিপাদয়ন্নাহ 'যদি বা' ইতি। শ্রীচৈতন্যদয়া-বিচারেণৈব তদ্ভজনং সিধ্যেদিত্যর্থঃ। ১৬। দয়ায়াঃ স্বরূপং বক্তুমশক্যত্বেন তৎকার্য্যং বিচারয়তি 'বহু' ইত্যাদি 'চৈতন্য-নিত্যানন্দে' ইত্যন্তং। বহু জন্ম ইতি প্রেম্নঃ দুর্ল্লভত্বমুক্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০-১৩। যিনি জগন্মঙ্গলার্থ কৃপা পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই কৃপাময় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন যিনি করেন না, তিনি জাগতিক দৃষ্টিতে সর্ব্বোত্তম হইলেও অসুর বা অভক্ত-পদ-বাচ্য। অতএব নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জন-মাত্রেরই কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।

১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে যে অপরিসীম দয়া করিয়াছেন, সেরূপ দয়া কোন অবতার বা অবতারী কৃষ্ণের মধ্যেও দেখা যায় না। তাঁহার সেই অপার দয়ার কথা বিচার করিলে সজ্জনগণ অবশ্যই বিস্মিত ও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

চমৎকার অর্থে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। (শব্দসার)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরম-দয়ালু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে অনাদর করিয়া বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও সেই অপরাধের ফলে কেহই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে না।

১৭। **শ্রীজীবটীকা (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)**—

হরিভক্তি-শব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায়স্তদ্ভাব এব উচ্যতে। সাধন-শব্দেন হরিসম্বন্ধিসাধনমেব উচ্যতে তৎ-সম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগাৎ। সাধনসাহস্রৈরপি সুদুর্লভা ইতি উক্তিস্তু সাক্ষাদ্ তদ্-ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। সু-শব্দাচ্চ ভীতস্য কস্যাপি তত্র ভাবভক্তৌ প্রবৃত্তি র্ন স্যাৎ।

অহৈতুকী অপ্রতিহতা নিষ্কামা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ভাব-ভক্তি হয় না। এজন্য ইহা সুদুর্লভ।

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥১৯॥

(ভাঃ ৫।৬।১৮)

অনুবাদ—নারদ কহিলেন—হে বৎস যুধিষ্ঠির ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ও যদুদের কখন পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয়, নিয়ামক, কখন বা কিঙ্করও হন। কামী কপটী লোকদিগকে মুকুন্দ ভুক্তি-মুক্তি দান করেন; কারণ নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরকে তিনি প্রেম-ভক্তি দেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত, অন্যের কা কথা ॥২০॥
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর, প্রেম নিগূঢ়ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥২১॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥২২॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥২৩॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥২৪॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫॥

(ভাঃ ২।৩।২৪)

অনুবাদ—হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় অপরাধ দ্বারা পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছে জানিতে হইবে।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮। 'কৃষ্ণ যদি' ইতি বাক্যেন পূর্ব্বস্মাৎ অপি প্রেম্ন অতিদুর্ল্লভত্বমুক্তম্। ২০। 'হেন প্রেম' সুদুর্ল্লভং প্রেম। প্রেমপ্রাপ্ত্যুপায়মুপদিষ্টমিত্যর্থঃ। ২৪। অপরমপি দয়াকার্য্যমাহ 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮। যে সব ব্যক্তি শুদ্ধভক্তির পরিবর্ত্তে ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই বিদায় দেন। তবে অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক তাহার কামনা দূর করিয়া শুদ্ধভক্তি দিয়া থাকেন।

১৯। ভাঃ ৫।৬।১৮ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—

অন্যেভ্যো ভজদ্ভ্যোঽপি ভক্তিযোগং ভাবভক্তিমপি প্রায়ো ন দদাতি, কিন্তু ততোঽপ্যতিনিকৃষ্টাং মুক্তিমেব। অত্র কর্হিচিদপীত্যনুক্তের্মুক্তিমনিচ্ছদ্ভ্যঃ শুদ্ধভক্তেভ্যস্তু ভক্তিমেব দদাতীত্যর্থো লভ্যতে।

পতিঃ—পালকঃ। গুরুঃ—উপদেষ্টা। দৈবম্—উপাস্যঃ। প্রিয়ঃ—প্রীতিকৃৎ। কুলপতিঃ—নিয়ন্তা।

শ্রীজীবটীকা (ভঃ রঃ সিঃ)—কর্হিচিৎ ন দদাতি ইত্যুক্তে-র্কর্হিচিৎ দদাতি ইতি আয়াতি। অতএব কর্হিচিদপি ইতি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নোক্তং। সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে যাবৎ গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবৎ ন দদাতি।

২০। পরম-করুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাহাকে-তাহাকে, এমন কি, মহাপাপী জগাই-মাধাইকে পর্য্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক এই সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন।

২৪। **দশবিধ নামাপরাধ**

১। সতাং নিন্দা—বৈষ্ণব-নিন্দাদি নামাপরাধ। (পদ্মপুরাণ)

শ্রীনাম-পরায়ণ গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে শ্রীনাম অপ্রসন্ন হন বলিয়া তচ্চরণে অপরাধ হয়। কারণ যে সব নামৈক-জীবন ভক্ত-সাধু শ্রীনামের মাহাত্ম্য বিশ্বে প্রচার করেন, ভক্তবন্ধু শ্রীনাম সেই সব ভক্তের নিন্দা একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না।

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥২৭॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥২৮॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥২৯॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥৩০॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥৩১॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥৩২॥
ওহে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥৩৩॥

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥৩৪॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥৩৫॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥৩৬॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ৩৭
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥৩৮॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ।৩৯।
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥৪০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈষ্ণবনিন্দা-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলেন—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥

যে সব মূঢ়ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত গুরু-বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃপুরুষ সহ নরকে গমন করিয়া থাকে।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে, পতনানি ষট্ ॥

বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে, বৈষ্ণবের বিদ্বেষ বা অনাদর করিলে, বৈষ্ণবকে প্রণাম না করিলে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত না হইলে এবং বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে জীবের অপরাধ হইয়া থাকে।

হন্তি—প্রহরতি। (শ্রীসনাতনটীকা)

গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা করা দূরের কথা, গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিলেও অপরাধ হয়। শাস্ত্র বলেন—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥
(ভাঃ ১০।৭৪।৪০)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভগবানের ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যদি কেহ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তবে তাহার অপরাধ ও অধঃপতন অনিবার্য্য।

২। শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণ-নামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।

মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম, বিগ্রহ, গুণ, লীলা ও পরিকর প্রভৃতিকে শ্রীহরি হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে নামাপরাধ হয়। (জৈবধর্ম্ম)

৩। গুরোরবজ্ঞা—

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, গুরুর আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করা এবং গুরুসেবা না করা—গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ নামাপরাধ।

৪। শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং—বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগ শাস্ত্রসমূহের নিন্দা করা নামাপরাধ।

৫। নাম্নি অর্থবাদঃ—স্তুতিমাত্রমিদমিতি মননম্।

হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অতিস্তুতি মনে করা নামাপরাধ।

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥৪১॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ হৈল ত্রিভুবন ॥৪২॥
অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥৪৩॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥৪৪॥

সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥৪৫॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥৪৬॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥৪৭॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪৪-৪৮। সত্যপি চৈতন্যমঙ্গলে কথং এতদ্‌গ্রন্থপ্রণয়নমিত্যত্রাহ 'বৃন্দাবন' ইত্যাদি। তদ্‌বর্ণিত-শ্রীচৈতন্যলীলাবশেষপূরণায় এষ প্রণীত ইত্যেতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥
(কাত্যায়ন-সংহিতা)

যে ব্যক্তি হরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তির নরক হইয়া থাকে।

৬। নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু) ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কিছু নাই—এরূপ কল্পনা করা নামাপরাধ।

৭। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ। (ঐ)

হরিনাম করিলে পাপ নষ্ট হয়—শাস্ত্রে একথা শুনিয়া যদি কেহ নামবলে পাপ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তবে তাহাও নামাপরাধ।

৮। অন্যশুভকর্ম্মভি র্নামসাম্যমননম্। (ঐ)

ধর্ম্ম, ব্রত, দান, যজ্ঞ ও দেবপূজা প্রভৃতি অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনাম করাকে সমান মনে করিলে নামাপরাধ হয়।

৯। অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশঃ। (ঐ)

অশ্রদ্ধালু, বিমুখ ও শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হরিনাম করার উপদেশ প্রদান করিলে নামাপরাধ হয়।

১০। নামমাহাত্ম্যশ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ। (ঐ)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীনামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনামে প্রীতি না করা ও শ্রীনামাশ্রয় না করা নামাপরাধ।

প্রশ্ন—নামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
(পদ্মপুরাণ)

অর্থকরাণি—সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদকানি। (শ্রীসনাতনটীকা) নামাপরাধী ব্যক্তি যদি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করে, তাহা হইলে সে যাবতীয় পাপ ও অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কামনাপূর্ত্তি, মুক্তি, ভক্তি, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সবই লাভ করিয়া থাকে।

এই দশটি অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণনাম কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণনামে প্রকৃত সাত্ত্বিক-বিকারাদি হয় না।

২৬-২৮। এক কৃষ্ণনামের ফলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং প্রেমের কারণ সাধনভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। গুরুকৃপায় একটি কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হইলে অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি এবং শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥৪৯॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহা-যোগপীঠ তাহাঁ রত্ন-সিংহাসন ॥৫০॥
তা'তে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব-নাম সাক্ষাৎ মদন ॥৫১॥
রাজ-সেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার ॥৫২॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥৫৩॥
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥৫৪॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥৫৫॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত ॥৫৬॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥৫৭॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৫৮॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণ-সহিত দেবতা-বর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার এই সব মহদ্‌গুণ থাকা সম্ভব নয়।

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥৫৯॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস ॥৬০॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥৬১॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥৬২॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥৬৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভবক্ষয় ও ভবনাশ এক নহে। নামাভাসে ভবক্ষয় অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তি বা সংসার হইতে মুক্তি হয়, আর প্রেম হইলে ভবনাশ অর্থাৎ মায়ামুক্তি, বিমুক্তি বা স্বরূপ-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ হয়'। (চৈঃ চঃ)

৩১। যদি কেহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় শীঘ্রই তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ সকল দূর হয় এবং গুর্ব্বানুগত্যে তাঁহাদের নাম করিতে করিতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

অনর্থযুক্তাবস্থায় শুদ্ধ কৃষ্ণনাম হয় না। কৃষ্ণনামে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অপরাধের বিচার আছে; কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দ-নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপটে ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তৎকৃপায় শীঘ্রই তাঁহার অনর্থ দূর হয়।

৩২। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত-জনগণের উপর, কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থ-যুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় ও ভজন ব্যতীত কেহই সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায় না। (প্রভুপাদ)

৩৪-৩৮। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের অবতার শ্রীবৃন্দাবন-

কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥৬৪॥
তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥৬৫॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই ॥৬৬॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥৬৭॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥৬৮॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥৬৯॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ॥৭০॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥৭১॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥৭২॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে ॥৭৩॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥৭৪॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥৭৫॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥৭৬॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিলু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥৭৭॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥৭৮॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥৭৯॥
কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সমাতন ॥৮০॥
বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥৮১॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥৮২॥
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥৮৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥৮৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৮৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা। এই গ্রন্থের নাম প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছিল। এই শ্রীচৈতন্যভাগবত আদরের সহিত শ্রবণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয়, ভগবান্ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার দয়া ও মাহাত্ম্য জানিবার সৌভাগ্য হয়, ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান হয় এবং ভগবানে ভক্তিও হইয়া থাকে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪১। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবী—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননী।

শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী—অম্বিকা, তাঁহার ভগ্নী—'কিলিম্বিকা'। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনারায়ণী দেবী।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র পার হইতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু যাঁহার স্মরণ ॥৩॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥৪॥
এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ।
জানি বা না জানি করি আপন-শোধন ॥৫॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥৬॥

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই প্রেমকল্পতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

প্রভু কহে, আমি বিশ্বম্ভর-নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥৭॥
এত চিন্তি' লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥৮॥
শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥৯॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥১০॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥১১॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥১২॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥১৩॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥১৪॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥১৫॥
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিকে অষ্ট মূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥১৬॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥১৭॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥১৮॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥১৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের গুরু। ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব।

১১। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রিয়তম শিষ্য। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব গয়ায় ইঁহার নিকট দশাক্ষর-মন্ত্র গ্রহণ করিবার লীলা প্রকাশ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিয়াছিলেন।

১৩। শ্রীপরমানন্দপুরী ত্রিহুত-দেশীয় বিপ্র, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। ইনি দ্বারকার পার্ষদ উদ্ধবের অবতার।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কাটোয়ায় শ্রীকেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা করেন। কেশব ভারতী পূর্ব্বে সান্দীপনি মুনি ছিলেন।

মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগে ত' করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥২০॥
বৃক্ষের উপরে হৈল এই দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥২১॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥২২॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥২৩॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥২৪॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥২৫॥
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥২৬॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥২৭॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥২৮॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥২৯॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে ॥৩০॥
মালাকার কহে—শুন, বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥৩১॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥৩২॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥৩৩॥
একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥৩৪॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥৩৫॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলু সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥৩৬॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥৩৭॥
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥৩৮॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥৩৯॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥৪০॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥৪১॥

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥৪২॥
(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

অনুবাদ—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল বিধান করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪৩॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—প্রাণীদিগের যাহাতে পরম-উপকার হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক কায়, মন ও বাক্যদ্বারা আচরণ করিবেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪১। ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিজে কৃষ্ণভজন করতঃ বহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করাই জীবনের সার্থকতা। ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া ও প্রকৃত পরোপকার।

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন ॥৪৪॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাম এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥৪৫॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৪৬॥
(ভাঃ ১০।২২।৩৩)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন—অহো, ইহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইহাদের জন্ম সফল। ইহাদের নিকট হইতে প্রার্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করে।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥৪৭॥
যে যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥৪৮॥
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥৪৯॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার।
দেখি' আনন্দিত হৈয়া হাসে মালাকার ॥৫০॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥৫১॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥৫২॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি' মাতোয়াল।
সেহ ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥৫৩॥
এই ত' কহিলু প্রেমফল-বিতরণ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা—দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীগৌরভক্তগণকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে আশ্রয় করিলে ভাগ্যহীন ব্যক্তিও গৌরভক্তি লাভ করে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম-বিবরণ ॥৩॥
চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥৪॥
যত যত মহান্ত করিব সবার গণন।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥৫॥
অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥৬॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥৭॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফল-দাতা শাখা-রূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই—দুই শাখা জগতে বিদিত ॥৮॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥৯॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥১০॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥১১॥
আচার্য্যরত্ন-নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥১২॥
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥১৩॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কাঁদিলা আপনি ॥১৪॥
বড় শাখা—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥১৫॥
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য, তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা ॥১৬॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥১৭॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥১৮॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ' চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥১৯॥
প্রভু বলেন—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা ॥২০॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥২১॥
প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুরে লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥২২॥
দুই জনে খট্‌মটি লাগয়ে কন্দল।
তাঁর প্রীতির কথা আগে কহিব সকল ॥২৩॥
রাঘব-পণ্ডিত—প্রভুর খাদ্য-অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক—মকরধ্বজ কর ॥২৪॥
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮। শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীনারদমুনির অবতার। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীরামপণ্ডিত—নারদপ্রিয় শ্রীপর্ব্বত-মুনি।

শ্রীবাস-পত্নী শ্রীমালিনীদেবী—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদায়িনী ধাত্রী অম্বিকা।

১৪। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—শ্রীবৃষভানুরাজার অবতার। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য।

১৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—কৃষ্ণলীলায় ব্রজলক্ষ্মী বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা। ইনি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা গদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা॥ সাদ্য-গৌরপ্রেম-লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।

প্রেমস্বরূপিণী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাদেবীই কলিকালে গৌরপ্রিয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে ব্রজলক্ষ্মী বলিয়াছেন। বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দরবল্লভা ব্রজলক্ষ্মী শ্রীরাধারাণী, তিনিই কলিকালে গৌরপ্রিয়লক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

১৭। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু। ইঁহার শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এবং তৎ-শিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী।

২১। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত—শ্রীসত্যভামার অবতার।

২৪-২৫। শ্রীরাঘব পণ্ডিত—ব্রজের ধনিষ্ঠা গোপী এবং তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী ব্রজলীলায় গুণমালা সখী।

সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপ্ত করিয়া ॥২৬॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার ॥২৭॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥২৮॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ॥২৯॥
চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩০॥
দামোদরপণ্ডিত-শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥৩১॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ॥৩২॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
'প্রভু-পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥৩৩॥
সদাশিব পণ্ডিত, যাঁর প্রভুপদে আশ।
পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥৩৪॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা নৃসিংহানন্দ করি' ॥৩৫॥
নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥৩৬॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥৩৭॥
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্ ॥৩৮॥
নন্দন-আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥৩৯॥
শ্রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥৪০॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥৪১॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লৈয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥৪২॥
হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥৪৩॥
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য-গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥৪৪॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥৪৫॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥৪৬॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥৪৭॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥৪৮॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত-শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যাঁর ॥৪৯॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব-ভরণ ॥৫০॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥৫১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১-৩৩। শ্রীদামোদর পণ্ডিত ব্রজলীলায় শৈব্যা গোপী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ব্রজের শ্রীভদ্রা।

৪৯। শ্রীমুরারিগুপ্ত রাম-ভক্ত হনূমানের অবতার। ইনি বৈদ্য-কুলোদ্ভূত।

৫০। আত্মবৃত্তি—জাতীয় ব্যবসা অর্থাৎ কবিরাজী চিকিৎসা।

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥৫২॥
শ্রীগদাধর দাস-শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥৫৩॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥৫৪॥
প্রতিবর্ষে প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥৫৫॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিনস্বরূপে।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব'-রূপে ॥৫৬॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে ভক্তের আনন্দ অশেষ।
নকুলব্রহ্মচারী-দেহে প্রভুর আবেশ ॥৫৭॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥৫৮॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥৫৯॥
আস্বাদিল এ সব রস সেন শিবানন্দ।
বিস্তারি' কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥৬০॥
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি সব চৈতন্য-কিঙ্কর ॥৬১॥
চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥৬২॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দসম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥৬৩॥
প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহা-ভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া এক শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥৬৪॥
শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥৬৫॥
রত্নবাহু বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥৬৬॥
খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥৬৭॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥৬৮॥
প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥৬৯॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈলা বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥৭০॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥৭১॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥৭২॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥৭৩॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥৭৪॥
গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥৭৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৩। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেমন শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গ-শোভা। ব্রজে ইঁহার নাম—চন্দ্রকান্তি। বলদেবপ্রিয়া পূর্ণানন্দাও ইঁহাতে আছেন। এজন্য তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ—ব্রজের মধুর-রসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যাদি-রসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সখ্যভাবময় গোপাল নহেন, তিনি মধুররস-রসিক ছিলেন। (প্রভুপাদ)

৫৪। শ্রীশিবানন্দ সেন ব্রজলীলায় বীরা দূতী।

৬৭। গৌরভক্ত শ্রীধর ব্রজের কুসুমাসব সখা।

৭০। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত উভয়েই দ্বাপর যুগে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ-পত্নী ছিলেন।

৭৫। শ্রীগরুড় পণ্ডিত—গরুড়ের অবতার।

গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস ॥৭৬॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥৭৭॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥৭৮॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥৭৯॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥৮০॥
বাণীনাথ বসু-আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য, চৈতন্য-প্রাণধন ॥৮১॥
প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥৮২॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ পায় ॥৮৩॥
অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ-সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥৮৪॥
তাঁর মধ্যে শ্রীরূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম, শ্রীজীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥৮৫॥
মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম-দেশ সব আচ্ছাদিল ॥৮৬॥
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥৮৭॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥৮৮॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥৮৯॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার ॥৯০॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য শ্রীরঘুনাথদাস।
সর্ব্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥৯১॥
প্রভু সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥৯২॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥৯৩॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥৯৪॥
এই ত' নিশ্চয় করি' আইলা বৃন্দাবনে।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥৯৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৮। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ সরকার ঠাকুর ব্রজলীলায় বৃন্দা গোপী। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ব্রজের মধুমতী সখী। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচন-দাস ঠাকুর ইঁহার শিষ্য। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীমুকুন্দ-ঠাকুরের পুত্র। ইনি চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন।

৮৪। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী।

৮৫। শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী ব্রজের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিলাসমঞ্জরী। ইনি রামভক্ত অনুপমের পুত্র। তাঁহার পিতার পূর্ব্ব নাম—শ্রীবল্লভ এবং মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—অনুপম। গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্ম করায় ইঁহাদের মল্লিক উপাধি। ইঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কর্ণাট-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

৯১। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজলীলায় রতিমঞ্জরী। ইঁহার অপর নাম তুলসীমঞ্জরী। (শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি)।

৯২। গুপ্তসেবা—অন্তরঙ্গসেবা।

৯৪। ভৃগুপাত করিয়া—পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া।

তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥৯৬॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥৯৭॥
অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥৯৮॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম!
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥৯৯॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥১০০॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥১০১॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥১০২॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥১০৩॥
ইহা-সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥১০৪॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥১০৫॥
শঙ্করারণ্য—আচার্য্য-বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র উপশাখা লেখা ॥১০৬॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥১০৭॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥১০৮॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত-শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥১০৯॥
শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥১১০॥
সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥১১১॥
পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥১১২॥
রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥১১৩॥
জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥১১৪॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥১১৫॥
রামদাস অভিরাম সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলস ঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে কৈলা বাঁশী ॥১১৬॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥১১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৫। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী কৃষ্ণলীলায় শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী। কেহ কেহ ইঁহাকে গুণমঞ্জরী বলেন। (গৌরগণোদ্দেশ)

ইনি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের পুত্র।

১১৩। শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীর রচয়িতা ও ব্রজলীলায় শ্বেতমঞ্জরী (গৌরগণোদ্দেশ ১৯৫ ও ২০২, আ ১২।৫৮ অনুভাষ্য)। বরাহনগর ইঁহার শ্রীপাট।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ঠাকুর শ্রীসারঙ্গদাস ব্রজলীলায় সান্দীপনি মুনির কন্যা নান্দীমুখী।

১১৬। শ্রীরামদাস অর্থাৎ শ্রীঅভিরাম দাস ঠাকুর ব্রজের শ্রীদাম সখা।

যে বংশ বা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে কোন ভারী বস্তু বন্ধন করিয়া উভয়পার্শ্বে ধারণ পূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হয় তাহাকে সাঙ্গ বলে। ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ—৩২ জন বহন করে এরূপ কাষ্ঠ।

শ্রীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥১১৮॥
ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥১১৯॥
মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই।
পতিতপাবন-নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥১২০॥
গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥১২১॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানা-রঙ্গে ॥১২২॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন ॥১২৩॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে যত ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্মী দুইজন ॥১২৪॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥১২৫॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথদাস ॥১২৬॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন ॥১২৭॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥১২৮॥
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥১২৯॥
বড়শাখা এক—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥১৩০॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥১৩১॥
আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ১৩২॥
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥১৩৩॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥১৩৪॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ ॥১৩৫॥
ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি ॥১৩৬॥
মাধবী দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥১৩৭॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥১৩৮॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥১৩৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশৎ-জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥ (গৌঃ গঃ দীঃ)

১২৫। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীললিতা সখী।

১৩০। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার। ইঁহার নাম—বাসুদেব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩১। পুরীধামবাসী শ্রীকাশী মিশ্র রাজগুরু। ইনি দ্বাপর যুগে মথুরায় কুব্জা ছিলেন।

শ্রীভবানন্দ রায় দ্বাপর-যুগে পাণ্ডুরাজ বলিয়া পরিচিত। পঞ্চপুত্রের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দ ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৩৩। শ্রীরামানন্দ রায় বিশাখা সখীর অবতার। ইঁহাতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও আছেন।

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥১৪০॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥১৪১॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥১৪২॥
রামাই-নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥১৪৩॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥১৪৪॥
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণ গমন ॥১৪৫॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥১৪৬॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥১৪৭॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য আর রঘু, নীলাম্বর ॥১৪৮॥
সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥১৪৯॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥১৫০॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥১৫১॥
বারাণসী-মধ্যে প্রভু-ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥১৫২॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥১৫৩॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥১৫৪॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥১৫৫॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৬॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥১৫৭॥
তাঁর স্থানে শ্রীরূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥১৫৮॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥১৫৯॥
একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥১৬০॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥১৬১॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
'সহস্রবদন' যার দিতে নারে সীমা ॥১৬২॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্রবদন' ॥১৬৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম দশম-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৩। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ব্রজলীলায় রাগ-মঞ্জরী।
ইনি শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥১॥

অনুবাদ—প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দ-পাদপদ্মের ভৃঙ্গসকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কয়েকটি মুখ্য ভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥২॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥৩॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুম ॥৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥৫॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥৬॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥৭॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥৮॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥৯॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥১০॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥১১॥
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥১২॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥১৩॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥১৪॥
অতএব দুই গণে দুঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষেরও এই বিবরণ ॥১৫॥
রামদাস মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে কৈল বাঁশী ॥১৬॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৭॥
শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥১৮॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১৯॥
মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪। তস্য নিত্যানন্দস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ। ৫। শ্রীচৈতন্যবৃক্ষস্য শ্রীনিত্যানন্দো গুরুতরঃ স্কন্ধঃ ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য। শ্রীবসুধাদেবী ইঁহার জননী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ইনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
১৬। আদি ১০।১১৬ দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥২১॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥২২॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥২৩॥
কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥২৪॥
সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥২৫॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥২৬॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥২৭॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥২৮॥
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥২৯॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন ॥৩০॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৩১॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥৩২॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥৩৩॥
বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥৩৪॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥৩৫॥
রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥৩৬॥
কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥৩৭॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২১। গণান্তঃপাতিতা তু সেবকত্বেন প্রেমাস্পদত্বেনাপি ভবতি। তত্র রামদাসাভিধাভিরামস্য শ্রীচৈতন্য-গণান্তঃপাতিতা তু প্রেমাস্পদত্বেন। সেবকত্বেনৈতদ্‌গণান্তঃপাতিত্বে প্রযোজকমাহ 'নিত্যানন্দের গণ যত' ইত্যাদি। এতেন গদাধরদাসস্য সেবকত্বেনৈতদ্‌গণান্তঃপাতিতেতি মন্তব্যং ব্রজসখত্বাভাবাদিতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর ব্রজের সুদাম সখা।

২৪। শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ব্রজের মহাবল সখা। মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

২৫। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল—শ্রীবসুধা-জাহ্নবা দেবীর পিতা। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীবসুধা দেবী ও শ্রীজাহ্নবা দেবী দ্বাপর-যুগে শ্রীবলদেব-পত্নী শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী দেবী। (গৌরগণোদ্দেশ ৬৫ অনুভাষ্য)

২৬। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের সুবল সখা। ইনি শ্রীসূর্য্য-দাস সরখেলের ভ্রাতা। অম্বিকা-কালনায় ইঁহার শ্রীপাট।

২৯। পরমেশ্বর দাস—ব্রজের অর্জ্জুন সখা। ইনি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈদ্যকুলোদ্ভূত।

৩১। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ব্রজের বসুদাম সখা।

৩২। মহেশ পণ্ডিত ব্রজের মহাবাহু সখা।

৩৩। পুরুষোত্তম পণ্ডিত ব্রজের স্তোককৃষ্ণ সখা।

৩৭। কালা-কৃষ্ণদাস ব্রজের লবঙ্গ সখা। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ (চৈঃ চঃ মধ্য ৭।৩৯ পয়ারের অনুভাষ্যে) বলিয়াছেন—দক্ষিণ-গমনকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী কালা-কৃষ্ণদাস এবং নিত্যসিদ্ধ ব্রজসখা নিত্যানন্দৈকপ্রাণ এই কালা-কৃষ্ণদাস উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি।

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥৩৯॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥৪০॥
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥৪১॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী ॥৪২॥
বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥৪৩॥
নিত্যানন্দভৃত্য—পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥৪৪॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥৪৫॥
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥৪৬॥
হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥৪৭॥
নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর।
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥৪৮॥
শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥৪৯॥
বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥৫০॥
কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥৫১॥
পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥৫২॥
নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥৫৩॥
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্য-মঙ্গল যেঁহো করিলা রচন ॥৫৪॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস ॥৫৫॥
সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই ॥৫৬॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাম কত জন ॥৫৭॥
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥৫৮॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥৫৯॥
সংক্ষেপে কহিলাম এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন ॥৬০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৮। পুরুষোত্তম দাস বা নাগর-পুরুষোত্তম ব্রজের দাম-সখা। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভূত।

৪১। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ব্রজের সুবাহু সখা। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ইঁহার শ্রীপাট।

৪৪। শ্রীজীব পণ্ডিত—নিত্যানন্দ-পিতা হাড়াই পণ্ডিতের বাল্যবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্যের মধ্যমপুত্র। ইনি ব্রজের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ইন্দিরা।

৫৩। মীনকেতন রামদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ-ভক্ত।

৫৪। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর— (গৌঃ গঃ ১০৯)—বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যঙ্গভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগত জন দুই প্রকার অর্থাৎ সারগ্রাহী ও অসারবাহী। তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥২॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈত-প্রভুর শাখাস্বরূপ গণ-সকলকে নমস্কার করি।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য-গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল তার লেখা নাঞি ॥৪॥
চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥৫॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥৬॥
সেই জল স্কন্ধ করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥৭॥
প্রথমে ত' একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥৮॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥৯॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার ॥১০॥
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥১১॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্না সহিতে।
পশ্চাতে পাত্না উড়ায় সংস্কার করিতে ॥১২॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ ॥১৩॥
চৈতন্য-গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥১৪॥
জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥১৫॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥১৬॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥১৭॥
কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥১৮॥
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁর চরিত্র শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥১৯॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেম-সুখে ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২। শ্রীচৈতন্যেতি। শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষদ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ ভক্তগণান্ সমূহান্ নুমঃ নমস্করোমীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩। শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। তিনি ব্রজলীলায় অচ্যুতা-নাম্নী গোপী। কেহ তাঁহাকে কার্ত্তিকও বলেন।

অদ্বৈত প্রভুর ছয়টি পুত্রের মধ্যে অচ্যুতানন্দ,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল—এই তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্ত ছিলেন। আর বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—এই তিন জন গৌরবিমুখ বলিয়া অবৈষ্ণব।

নানা-ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরি বলে আনন্দিত মন ॥২১॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিৎ ॥২২॥
দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লৈয়া।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥২৩॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন।
দুঃখী হৈয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন ॥২৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ, গোপাল—বল বল 'হরি' 'হরি' ॥২৫॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি'।
আনন্দিত হৈয়া সবে করে হরিধ্বনি ॥২৬॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র 'স্বরূপ' শাখা 'জগদীশ' নাম ॥২৭॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস-নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার সব তাঁহার গোচর ॥২৮॥
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥২৯॥
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥৩০॥
সে পত্রীতে লেখা আছে—এই ত' লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥৩১॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন ॥৩২॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥৩৩॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥৩৪॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥৩৫॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে ॥৩৬॥
দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হরষিত ॥৩৭॥
বিশ্বাসেরে কহে—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥৩৮॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলু অনুমান ॥৩৯॥
মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥৪০॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥৪১॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড-প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ॥৪২॥
এত কহি' আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥৪৩॥
প্রভুকে কহেন—তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥৪৪॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈলু অপরাধ ॥৪৫॥
এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥৪৬॥
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥৪৭॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥৪৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৪। দৈবত ঈশ্বর—বস্তুতঃ ঈশ্বর।

প্রভু কহে—বাউলিয়া ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর ॥৪৯॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥৫০॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥৫১॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥৫২॥
এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥৫৩॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥৫৪॥
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥৫৫॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥৫৬॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥৫৭॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥৫৮॥
নন্দিনী আর কামদেব, চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালিদাস ॥৫৯॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥৬০॥
যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥৬১॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥৬২॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥৬৩॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত ॥৬৪॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥৬৫॥
মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা, ফুল-ফল হয় ॥৬৬॥
ইহার মধ্যে পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥৬৭॥
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥৬৮॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥৬৯॥
চৈতন্য-রহিত দেহ— শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥৭০॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥৭১॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥৭২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫০-৫১। বিষয়ীর অন্ন বা দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হয়। চিত্ত মলিন হইলে কৃষ্ণ-স্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়।

৫৬। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৭। শ্রীবাসুদেব দত্ত—কৃষ্ণলীলায় ব্রজের মধুব্রত গায়ক।

৭০-৭১। যাহারা গৌরাঙ্গবিমুখ, তাহারা চৈতন্যরহিত শুষ্ককাষ্ঠ-সদৃশ, জীবন্মৃত ও যমদণ্ড্য। চৈতন্য-বিমুখ গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীমাত্রেই পাষণ্ডী ও নারকী।

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত ॥৭৩॥
সেই সেই—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥৭৪॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ-প্রায় চৈতন্য জীবন যাঁহার ॥৭৫॥
এই ত' কহিলাম আচার্য্য-গোসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥৭৬॥
শাখার উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি' দিগ্‌দরশন ॥৭৭॥
শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥৭৮॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥৭৯॥
অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥৮০॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥৮১॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৮২॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর শ্রীউদ্ধব দাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥৮৩॥
শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥৮৪॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥৮৫॥
অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল-বৈষ্ণব ॥৮৬॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী ॥৮৭॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলাম পণ্ডিতের গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥৮৮॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৮৯॥
এই তিন স্কন্ধের কৈলু শাখার গণন।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥৯০॥
যাঁ-সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৯১॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্য-মালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥৯২॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥৯৩॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি' চাখি এক কণ ॥৯৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত-স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮১। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী—ব্রজের প্রেমমঞ্জরী। ইনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রিয় সুহৃৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৩। কাষ্ঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে শ্রীজগন্নাথদাসের নিবাস ছিল।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধম জনও তল্লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥২॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥৩॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥৪॥
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥৫॥
এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥৬॥
প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥৮॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥৯॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥১০॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥১১॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥১২॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসাল সকলে ॥১৩॥

গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদি লীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষলীলার দুই নাম ॥১৪॥
আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥১৫॥
প্রভুর শেষ-লীলা শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি' গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥১৬॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥১৭॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥১৮॥

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥১৯॥

অনুবাদ—সেই সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ফাল্গুনপূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥২০॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥২১॥
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥২২॥
বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥২৩॥
অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥২৪॥
গৌরহরি বলি' তারে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি ॥২৫॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥২৬॥

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন ॥২৭॥
পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥২৮॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীতি হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥২৯॥
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥৩০॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥৩১॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥৩২॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥৩৩॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈলা নীলাচলে বাস ॥৩৪॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥৩৫॥
সেতুবন্ধ আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥৩৬॥
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা'-নাম ॥৩৭॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥৩৮॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥৩৯॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে, প্রলাপ-বচন ॥৪০॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥৪১॥
বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪২। শ্রীবিদ্যাপতি—মিথিলাবাসী জনৈক বৈষ্ণব-কবি। মহাপ্রভুর প্রকটকালের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কাল। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং শুদ্ধভক্ত। ইঁহার রচিত কৃষ্ণগীতসমূহ মহাপ্রভু আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন।

শ্রীজয়দেব—মহাকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী ভগবানের পরম-ভক্ত ছিলেন। ইনি বীরভূম জেলায় অজয়-নদীর তটে কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলী) নামক গ্রামে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীভোজদেব ঠাকুর এবং মাতার নাম—শ্রীবামাদেবী। ইঁহার পত্নীর নাম—শ্রীপদ্মাবতী দেবী। ইনি শ্রীগীত-গোবিন্দ-গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীরাধামাধবই শ্রীজয়দেবের আরাধ্যদেবতা। ইনি নবদ্বীপ-নগরে অনেক দিন বাস করেন এবং শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মহাপ্রভু ইঁহার রচিত গ্রন্থ সানন্দে আস্বাদন করিতেন।

তাঁহার তিরোভাব-স্মরণার্থে কেন্দুলী-গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তিতে (মকর-সংক্রান্তি) প্রতি বৎসর বিরাট্ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় লক্ষলোকের সমাগম হয়। এই মেলাকে জয়দেবের মেলা বলে। এ দেশের লোক 'কেন্দুলী যাইব' না বলিয়া 'জয়দেব যাইব' বলিয়া থাকে। তথাকার জয়দেব-ষ্টেটে একজন লক্ষপতি মহান্তও আছেন। সেখানে জয়দেবের জন্মস্থান ও লীলাস্থান আছে। সেই স্থান অজয়নদীর তটে বলিয়া তাহা সংরক্ষণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই পরম-পবিত্র লীলাস্থান ভগবৎ-কৃপায় আমি তিনবার দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

শ্রীচণ্ডীদাস—শ্রীচণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরগ্রামে বিপ্রকুলে চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম পাদাব-

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন-বাঞ্ছিত ॥৪৩॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥৪৪॥
সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥৪৫॥
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥৪৬॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥৪৭॥
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥৪৮॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥৪৯॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥৫০॥
আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্ না যায় লিখন ॥৫১॥
কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥৫২॥
আগে অবতারিল যে যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥৫৩॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥৫৪॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥৫৫॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ-প্রধান ॥৫৬॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর ॥৫৭॥
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥৫৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত ছিলেন। মদীয় ইষ্টদেব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

শ্রীচণ্ডীদাস শুদ্ধভক্ত বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন। সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor এর চিত্তবৃত্তি। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে কদর্য্য ব্যাপার কিছু নাই। চণ্ডীদাস প্রেমিক ভক্ত। স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। জড়ভোগবাদীগণ তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া নরকগামী হইতেছে। আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিক-গণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

অপ্রাকৃত দেহে মধুররসের সেবক—জড়ভোগী পুরুষা-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে; উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভু-অভিমান বা প্রভুত্ব-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপত্যে বা চণ্ডী-দাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্ব্বক নিজেদের ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না।

৫৬। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পিতা শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ-পিতামহ পর্জ্জন্য গোপ।

জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে সদ্‌গুণ-সাগর ॥৫৯॥
তাঁর পত্নী শচী-নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥৬০॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥৬১॥
অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৬২॥
প্রভুর আবির্ভাবপূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥৬৩॥
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥৬৪॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥৬৫॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসংকীর্ত্তন ॥৬৬॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি' পাইল দুঃখ ॥৬৭॥
লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥৬৮॥
কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥৬৯॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥৭০॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৭১॥
জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি' জন্মি' মরে ॥৭২॥
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥৭৩॥
তবে পুত্র জনমিল বিশ্বরূপ-নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ বলদেব-ধাম ॥৭৪॥
বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহ বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥৭৫॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥৭৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬০। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণলীলায় সুমুখ গোপ। ইঁহাতে গর্গমুনিও আছেন। ইনি শচীদেবীর পিতা।

৬১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঢ় দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীহাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম—শ্রীপদ্মাবতী দেবী। একচক্রা মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বীরচন্দ্রপুর একচক্রার সংলগ্ন গ্রাম। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম বীরচন্দ্রপুর হইয়াছে। বীরচন্দ্রপুরে শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণবিগ্রহ বঙ্কিমরায় বা বাঁকা-রায় আছেন।

একচক্রায় শ্রীমন্দিরে শ্রীরাঘব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান 'গর্ভাবাস' নামে অভিহিত হয়।

একচক্রায় গর্ভাবাসের সন্নিকটে পঞ্চপাণ্ডবের স্মৃতি-সূচক পাণ্ডবতলা অদ্যাপি বিরাজিত আছে। অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে থাকাকালে ভীমসেন বক-রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন।

৭৪-৭৫। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি বৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত মহাসঙ্কর্ষণের অবতার। বিবাহের পূর্ব্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে তিনি বোম্বাই-দেশে শোলাপুর জেলার অন্তর্গত পাণ্ডরপুরে অপ্রকট হন।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥৭৭॥
(ভাঃ ১০।১৫।৩৫)

অনুবাদ—যাঁহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রের তন্তু-ব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয় সেই অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়।

অতএব প্রভু তাঁরে বলে ষড় ভাই।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥৭৮॥
পুত্র পাঞা দম্পতি হৈল আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥৭৯॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৮০॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে—দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥৮১॥
যাহাঁ তাহাঁ সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥৮২॥
শচী কহে—মুঞি দেখো আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি যেন করে ॥৮৩॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥৮৪॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥৮৫॥
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হৈয়া।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥৮৬॥

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥৮৭॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥৮৮॥
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥৮৮॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥৯০॥
অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥৯১॥
এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥৯২॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥৯৩॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥৯৪॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥৯৫॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥৯৬॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥৯৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮০-৯১। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচী দেবীর নিত্যসিদ্ধত্ব-হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধ-সত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম—বসুদেব; বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত হন।

জড়েন্দ্রিয়তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন ও শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎসেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোক—'ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'।

শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা—মন আবিবেশ—মনস্যাবির্বভূব; জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধঃ।

(প্রভুপাদ)

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥৯৮॥

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥৯৯॥

দেখি' উপরাগ হাসি' শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥১০০॥

জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥১০১॥

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গা-জলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥১০২॥

এই মত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥১০৩॥

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥১০৪॥

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দর্শন ॥১০৫॥

অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥১০৬॥

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥১০৭॥

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥১০৮॥

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥১০৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৯। নিজালয়—শান্তিপুরের বাটীতে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন।

১০০। উপরাগ—গ্রহণ।

১০৫। সাবিত্রী—ব্রহ্মার পত্নী; গৌরী—শিব-পত্নী; শচী—ইন্দ্রপত্নী; রম্ভা—স্বর্গ-নর্ত্তকী; অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ-পত্নী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬। গন্ধর্ব্ব—স্বর্গের গায়ক। চারণ—দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ, স্তুতিপাঠকাঃ।

১০৭। সম্ভালিতে—বুঝিতে।

১০৮। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর আচার্য্য। শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিত।

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥১১০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥১১১॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥১১২॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥১১৩॥
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥১১৪॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥১১৫॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥১১৬॥
দুর্ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥১১৭॥
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥১১৮॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥১১৯॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥১২০॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি—এই তারিবে সংসারে ॥১২১॥
ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥১২২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৪। গোরোচনা—গোমস্তক-লব্ধ উজ্জ্বল-পীতদ্রব্য।
কুঙ্কুম—কাশ্মীর-দেশজ গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বস্ত্র-গুপ্ত দোলা—কাপড় দ্বারা আবৃত ডুলি।
চেড়ি—দাসী।

পাইয়া মনুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১২৩॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥১২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জন্মমহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১২৩। অমৃতধুনী—অমৃতনদী।

—0—

আদিলীলা—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥১॥
(হরিভক্তিবিলাস)

অনুবাদ—যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সহজ হইয়া পড়ে এবং বিস্মৃত হইলে সহজ বস্তুও দুষ্কর হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥৩॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥৪॥
বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥৫॥

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি, সেই বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইলেও তাহা ঈশচেষ্টামিশ্র।

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥৬॥
গৃহে দুই জন দেখি' লঘুপদ-চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥৭॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥৮॥
মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে ॥৯॥
সেই ক্ষণে জাগি' নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥১০॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি' মিশ্রে বোলাইল ॥১১॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥১২॥
চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥১৩॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥১৪॥
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥১৫॥
(সামুদ্রকে)

অনুবাদ—নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু—এই পাঁচটী দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটী রক্ত; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টী উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটী হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষ—এই তিনটী বিস্তীর্ণ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৬। উত্তান—চিৎ হইয়া শয়ন।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোকে করিবে তারণ ॥১৬॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥১৭॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল, করিব নাম-করণ ॥১৮॥
সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার এই ত' কারণ ॥১৯॥
শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥২০॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥২১॥
ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে হাসে গৌরধাম ॥২২॥
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥২৩॥
একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি' দিয়া বলে—খাও ত' বসিয়া ॥২৪॥
এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥২৫॥
দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' হায়, হায়।
মাটি কাড়ি' লৈয়া বলে, মাটি কেনে খায় ॥২৬॥
কাঁদিয়া বলেন শিশু—কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥২৭॥
খই-সন্দেশ-অন্ন সব—মাটির বিকার।
এহো মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥২৮॥
মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি'।
অবিচারে দেহ' দোষ, কি বলিতে পারি ॥২৯॥
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥৩০॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥৩১॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি' যায় পানি ॥৩২॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেন ইহা মাতা, না শিখালে মোরে ॥৩৩॥
এবে সে জানিলাম আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥৩৪॥
এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥৩৫॥
এইমতে নানা-ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥৩৬॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥৩৭॥
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥৩৮॥
ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥৩৯॥
শিশুগণ লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে।
চুরি করি' দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥৪০॥
শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥৪১॥
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥৪২॥
শুনি' ক্রুদ্ধ হৈয়া প্রভু ঘর-ভিতর যাইয়া।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥৪৩॥
তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ-দোষ ॥৪৪॥
প্রভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥৪৫॥

নারীগণ কহে—নারিকেল দেহ আনি'।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥৪৬॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥৪৭॥
কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহাঁ দেবতা পূজিতে ॥৪৮॥
গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বলিলা ॥৪৯॥
কন্যারে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥৫০॥
আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান—সন্দেশ, চাল, কলা ॥৫১॥
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥৫২॥
আমা সবারে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ, না কর অন্যায় ॥৫৩॥
প্রভু কহে—তোমা সবাকে দিলাম এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥৫৪॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু মতিমান্ ॥৫৫॥
বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥৫৬॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥৫৭॥
যদি নৈবেদ্য না দেহ' হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি সতিনী ॥৫৮॥
ইহা শুনি' তা-সবার মনে হইল ভয়।
কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥৫৯॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥৬০॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥৬১॥
একদিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি' গঙ্গাস্নান ॥৬২॥
তাঁরে দেখি' প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥৬৩॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্য-ভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয় ॥৬৪॥
দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥৬৫॥
প্রভু কহে—আমা পূজ, আমি—মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥৬৬॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥৬৭॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল ॥৬৮॥

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥৬৯॥

(ভাঃ ১০।২২।২৫)

অনুবাদ—হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬২। শ্রীবল্লভাচার্য্য—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ৪৪ শ্লোক—"পুরাসীৎ জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সন্মতঃ॥" শ্রীগৌরহরি প্রথমে ইঁহারই কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী—গৌঃ গঃ ৪৫ শ্লোক—শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মী-নাম্নী চ তৎসুতা।

এইমত লীলা দুঁহে করি' গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥৭০॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্ব্ব জন।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥৭১॥
একদিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥৭২॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥৭৩॥
শচী আসি' কহে—কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥৭৪॥
ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥৭৫॥
কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥৭৬॥
শচী বলে—যাহ, পুত্র! বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥৭৭॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্‌ঝন্।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥৭৮॥
মিশ্র কহে— এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥৭৯॥
শচী কহে—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥৮০॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি ॥৮১॥
মিশ্র বলে—যাহা হউক্, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্—এইমাত্র চাই ॥৮২॥
একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্ম শিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া ॥৮৩॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—আসি' এক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥৮৪॥
মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর—পুত্র করি' মান' ॥৮৫॥
মিশ্র কহে— দেব, সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক্, এবে আমার তনয় ॥৮৬॥
পুত্রেরে লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥৮৭॥
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেব-শ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥৮৮॥
মিশ্র কহে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রকে শিক্ষণ ॥৮৯॥
এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥৯০॥
এত শুনি' দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥৯১॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥৯২॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়িল আনন্দ ॥৯৩॥
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥৯৪॥
বাল্যলীলা-সূত্র এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥৯৫॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥৯৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণ করিবামাত্র কুমনা পুরুষও সুমনা হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥৩॥

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত।

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥৫॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥৬॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈলা বিস্তারিত বর্ণন ॥৭॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা, মোরে দেহ এক দান ॥৮॥
মাতা বলে—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥৯॥
শচী কহে—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥১০॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি' বিবাহ দিতে কৈল মন ॥১১॥
বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি' পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥১২॥
শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥১৩॥
ভাল হৈল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল, মাতৃকুল—দুই উদ্ধারিল ॥১৪॥
আমি ত' করিব তোমা' দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥১৫॥
একদিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥১৬॥
আস্তে-ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥১৭॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
'সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা ॥১৮॥
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥১৯॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥২০॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে ॥২১॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥২২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। মহাপ্রভু প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬। পঞ্জী-টীকা—ব্যাকরণের 'পঞ্জী-টীকা' নামে একটি প্রসিদ্ধ টীকা ছিল, মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

কতদিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥২৩॥
বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥২৪॥
কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥২৫॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥২৭॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥২৭॥

(উদ্বাহ-তত্ত্ব-বচন)

অনুবাদ—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলা হয়। গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে।

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥২৮॥
পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইল ॥২৯॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈলা শচীর নন্দন ॥৩০॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র প্রকাশ ॥৩১॥
পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥৩২॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥৩৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা—ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপা-সুধা-নদী বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥৩॥

অনুবাদ—গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, দিগ্বিজয়ী-জয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোর শ্রীচৈতন্য-দেব জয়যুক্ত হউন।

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ।
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥৪॥
শত শত শিষ্য-সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি' সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥৫॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥৬॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥৭॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহাঁ যায়, তাহাঁ লওয়ায় নাম-সংকীর্ত্তন ॥৮॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি' লাগিলা পড়িতে ॥৯॥
সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥১০॥

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥১১॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে, শুনহ তপন।
নিমাঞিপণ্ডিত-পাশে করহ গমন ॥১২॥
তেঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো, নাহিক সংশয় ॥১৩॥
স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥১৪॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নাম-সংকীর্ত্তন কর— উপদেশ কৈল ॥১৫॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥১৬॥
তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥১৭॥
প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী ॥১৮॥
এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা-হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥১৯॥
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥২০॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥২১॥
অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী।
দেশেতে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥২২॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লৈয়া ধন-জন।
তত্ত্ব কহি' কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥২৩॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥২৪॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিলা প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥২৫॥
বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥২৬॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি' নমস্কার।
যা শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥২৭॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥২৮॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥২৯॥
বসাইল তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥৩০॥
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত—তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥৩১॥
ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ।
শুনিলু ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥৩২॥
প্রভু কহে, ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥৩৩॥
কাহাঁ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাহাঁ আমি সবে শিশু— পড়ুয়া নবীন ॥৩৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সাধ্য ও সাধন।

১৯। নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" ॥ —এই কৃষ্ণনাম দিয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১। প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মী-দেবীকে দংশন করিলে তিনি পরলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকরূপ স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২৫। দিগ্বিজয়ী— কাশ্মীর-দেশীয় কেশব নামক পণ্ডিত।

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥৩৫॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা!
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥৩৬॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥৩৭॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিংবা সরস্বতী ॥৩৮॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ-মুখে।
শুনি' সব লোক তবে পায় বড় সুখে ॥৩৯॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥৪০॥

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥৪১॥

(দিগ্বিজয়ী-বাক্য)

অনুবাদ—এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুর-নরগণদ্বারা পূজিত হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুত গুণবতী, ভবানীভর্ত্তা মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি কহিল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥৪২॥
ঝঞ্ঝাবাতপ্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥৪৩॥
প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি—কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥৪৪॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥৪৫॥
বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার-গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥৪৬॥
প্রভু কহেন—কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৭॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥৪৮॥
তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিল সেই বেদসার ॥৪৯॥
বৈয়াকরণ তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥৫০॥
প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥৫১॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥৫২॥
কবি কহে—কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন—কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥৫৩॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার ॥৫৪॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম, পুনরাত্ত দোষ তিন ॥৫৫॥
গঙ্গার মহত্ত্ব—শ্লোকে মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ—পাছে অবিধেয় ॥৫৬॥
বিধেয় আগে কহি' পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাধ ॥৫৭॥

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৫৮॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী—ইহাঁ দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥৫৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬। ঘটী একে—এক ঘটিকার মধ্যে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৭। করিল সৎকার—সম্মান করিলেন।

দ্বিতীয় শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥৬০॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আগে, শুন সাবধান ॥৬১॥
ভবানীভর্ত্তুঃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতি-কৃৎ নাম এই মহাদোষ ॥৬২॥
ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলা দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি' ॥৬৩॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতি-কৃৎ-শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥৬৪॥
ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়ভর্ত্তা-জ্ঞান ॥৬৫॥
বিভবতি ক্রিয়ায় বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুতগুণা—এই পুনরাত্ত দূষণ ॥৬৬॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি, এই দোষভগ্ন-ক্রম ॥৬৭॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥৬৮॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥৬৯॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥৭০॥

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥৭১॥

(ভরতমুনিবাক্য)

অনুবাদ—সুন্দর দেহে শ্বেতকুষ্ঠ হইলে যেরূপ বিশ্রী হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ হয়।

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥৭২॥
শব্দালঙ্কার তিনপাদ আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী শব্দে পুনরুক্তবদাভাস ॥৭৩॥
প্রথম-চরণে পঞ্চ ত-কারের পাঁতি।
তৃতীয় -চরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥৭৪॥
চতুর্থ-চরণে চারি ভ-কার-প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥৭৫॥
শ্রী-শব্দে, লক্ষ্মী-শব্দে—এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত-প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত ॥৭৬॥
শ্রীযুত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে শব্দালঙ্কার-ভেদ ॥৭৭॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—বিরোধাভাস ॥৭৮॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ ॥৭৯॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা-চমৎকৃতি ॥৮০॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥৮১॥

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥৮২॥

অনুবাদ—জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্মলাভ করিয়াছেন।

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—অনুমান-অলঙ্কার ॥৮৩॥
স্থূল এই পঞ্চদোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥৮৪॥
প্রতিভা, কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।
অবিচার-কবিত্বে অবশ্য দোষ বাধে ॥৮৫॥
বিচারি কৈলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥৮৬॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা—স্তম্ভিত ॥৮৭॥

কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁপর ॥৮৮॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি—সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৯॥
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥৯০॥
এত ভাবি' কহে—শুন, নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাম বিস্মিত ॥৯১॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥৯২॥
ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে করি' ভঙ্গী ॥৯৩॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যাহা বলায়, সেই বলি বাণী ॥৯৪॥
ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয় ॥৯৫॥
আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥৯৬॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥৯৭॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সবা নিষেধি' প্রভু কবিকে কহিল ॥৯৮॥
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥৯৯॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার।
তোমা-সম কবি কোথাও নাহি দেখি আর ॥১০০॥
ভবভূতি, জয়দেব আর কালিদাস।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥১০১॥
দোষ-গুণ-বিচার এই অল্প করি' মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহা সে বাখানি ॥১০২॥
শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥১০৩॥
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥১০৪॥
এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥১০৫॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥১০৬॥
প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥১০৭॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥১০৮॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ ॥১০৯॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥১১০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০১। কালিদাস—বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মেঘদূত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত মহাকাব্য ও নাটকাদি আছে।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রসাদে যবনগণও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ-নাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বতন্ত্র অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥৩॥

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥৪॥

অনুবাদ—বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম-দানদ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥৫॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥৬॥
বায়ুব্যাধিছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥৭॥
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥৮॥
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥৯॥
শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥১০॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি' প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ॥১১॥
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্‌ভুজ-দর্শন ॥১২॥
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥১৩॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥১৪॥
তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥১৬॥
তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০। একদিবস প্রেমাবিষ্ট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা কৃপা পূর্ব্বক আমাকে দেখান। এজন্য মহাপ্রভু দয়া করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

১১। এক দিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্ত মিলিয়া মহাপ্রভুর অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্ত সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। যাঁহার যে অভিলাষ, প্রভু তাঁহাকে সেইরূপ বর দান করিলেন।

১৬। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আষাঢ়ী গুরু-পূর্ণিমায় শ্রীব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির আয়োজন করাইলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে ষড়্‌ভুজ-রূপে দেখিয়াছিলেন।

১৭। রাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥১৮॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥১৯॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥২০॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥২১॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥২২॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥২৩॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি নিবারণ ॥২৪॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥২৫॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥২৬॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে ॥২৭॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥২৮॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥২৯॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥৩০॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩১॥

অনুবাদ—তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সদা হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধবাহু করি' কহো, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥৩২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণ-বলরাম গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের সহিত নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে শচীদেবী নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন শচীদেবী দেখিলেন—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন, তদ্দর্শনে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

১৯। একদিন মহাপ্রভু 'শূকর! শূকর'! বলিতে বলিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরে মুরারিগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করতঃ জলপূর্ণ একটী পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবী-উত্তোলনের ন্যায় দন্তদ্বারা উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোন দিন মহাপ্রভু মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া নৃত্যও করিয়াছিলেন।

২১। আ ৭।৭৬ দ্রষ্টব্য।

২২। কলিকালে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। এই কৃষ্ণনাম-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সংকীর্ত্তন দ্বারাই জগতের লোক সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণকে লাভ করতঃ চিরসুখী হইতে পারিবে।

২৩-২৫। জীবের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আনিবার জন্য 'হরের্নাম' তিনবার বলা হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য পুনরায় 'এব' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

হরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, দান, যজ্ঞ, ব্রত, শুভকর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্য এবং লোকের দৃঢ়তা-বর্দ্ধনের জন্য আবার 'কেবল' শব্দের প্রয়োগ।

ভগবানের এত কৃপা-সত্ত্বেও যদি কেহ এই শাস্ত্রবাক্য না মানে এবং হরিনাম না করে অথবা মঙ্গলের পথ কল্পনা করিয়া অন্য কিছু করে তাহা হইলে তাহার নিত্যমঙ্গল ত দূরের কথা, সংসার হইতে মুক্তিও হইবে না। এইজন্য শাস্ত্র এখানে তিনবার 'নাস্ত্যেব' শব্দ বলিয়াছেন।

প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥৩৩॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥৩৪॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥৩৫॥
কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥৩৬॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল-চাপাল।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল ॥৩৭॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লঞা।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা ॥৩৮॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥৩৯॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥৪০॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥৪১॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥৪২॥
তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥৪৩॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥৪৪॥
তিন দিন রহি' সেই গোপাল-চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥৪৫॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥৪৬॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥৪৭॥
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥৪৮॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥৪৯॥
এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন ॥৫০॥
আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥৫১॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥৫২॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥৫৩॥
এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥৫৪॥
সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥৫৫॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥৫৬॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥৫৭॥
তবে তোমার হবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥৫৮॥
তবে বিপ্র আসি' লৈল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন ॥৫৯॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥৬০॥
ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিয়া ॥৬১॥
শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥৬২॥

সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥৬৩॥
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হৈয়া শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥৬৪॥
মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥৬৫॥
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥৬৬॥
ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল অবজ্ঞান ॥৬৭॥
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥৬৮॥
মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তাঁর রামদাস নাম ॥৬৯॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥৭০॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥৭১॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥৭২॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল, ইহার না দেখিহ মুখ ॥৭৩॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥৭৪॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তিরস ॥৭৫॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৭৬॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব, আমার প্রতি অচলা ভক্তিই আমাকে বশ করিতে পারে; অষ্টাঙ্গ-যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমাকে কেহ লাভ করিতে পারে না।

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥৭৭॥

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥৭৮॥

(ভাঃ ১০।৮১।১৬)

অনুবাদ—কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়াও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥৭৯॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
ততক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥৮০॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিতে ॥৮১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭২। অর্থবাদ—হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাকে অতিস্তুতি বলিয়া মনে করা।

৭৫। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা কেহ ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ একমাত্র প্রেম-ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৬। ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি। (চক্রবর্ত্তী-টীকা)।

৭৮। ব্রহ্মবন্ধু—ব্রাহ্মণাধম।

৭৯-৮৬। কোন দিবস মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত নগর-কীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া তথাকার কোন ভক্তের অঙ্গনে এক

শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥৮২॥
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি অষ্ঠি-বল্কল।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥৮৩॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥৮৪॥
অষ্ঠি-বল্কল নাহি, অমৃত-রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥৮৫॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল, প্রভুর উল্লাস ॥৮৬॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥৮৭॥
এইমত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥৮৮॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥৮৯॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বিষ্ণুসহস্রনাম পড়, শুনিতে মন হৈল ॥৯০॥
পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥৯১॥
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥৯২॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি' ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥৯৩॥
লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥৯৪॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায়, মোর হয় অপরাধ ॥৯৫॥
শ্রীবাস বলেন—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥৯৬॥
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥৯৭॥
এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥৯৮॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বুরু বাজায় ॥৯৯॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি' নৃত্য কৈলা বহুক্ষণ ॥১০০॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি' নৃত্য লাগিলা করিতে ॥১০১॥
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥১০২॥
আর দিনে জ্যোতিষী এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥১০৩॥
কে আছিলু আমি পূর্ব্বজন্মে, কহ গণি'।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥১০৪॥
গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড—সবার আশ্রয় ॥১০৫॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর।
দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁপর ॥১০৬॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥১০৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আম্রবীজ রোপণ করিলে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ ও ফল হইয়া আম্রমহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি আমঘাটা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-রেল-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

লাইনে আমঘাটা নামক একটী ষ্টেশনও হইয়াছে।
৯৬। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম গ্রহণ করিলে জীবের কোটী-অপরাধ নষ্ট হয়।

পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগৎ-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥১০৮॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥১০৯॥
প্রভু হাসি' কৈলা—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা ॥১১০॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলাম আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥১১১॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে, আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি' ফাঁপর হইলাম ॥১১২॥
সেই রূপে এই রূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি' এই মায়ায় তোমার ॥১১৩॥
যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিল, কৈল পুরস্কার ॥১১৪॥
এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥১১৫॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥১১৬॥
জল পান করিয়া নাচে হৈয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥১১৭॥
মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥১১৮॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মিলি' নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥১১৯॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥১২০॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥১২১॥
হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥১২২॥
মৃদঙ্গ-করতাল সংকীর্ত্তন-মহাধ্বনি।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥১২৩॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি' সব কৈল নিবেদন ॥১২৪॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥১২৫॥
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি ॥১২৬॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছো ঘরে ॥১২৭॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥১২৮॥
এত বলি' কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥১২৯॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাই' করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥১৩০॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥১৩১॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥১৩২॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥১৩৩॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি' মোরে মানা করে ॥১৩৪॥
এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥১৩৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১১। গো-সেবা করিলে পুণ্য হয়; আমি (মহাপ্রভু) রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভীর সেবা করিয়া যে পুণ্যার্জ্জন

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিয়াছিলাম, তৎফলে আমি এবার ব্রাহ্মণ হইয়াছি।

১১২। সর্ব্বজ্ঞ—জ্যোতিষী বা গণক।

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥১৩৬॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি' বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৩৭॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন চৈতন্য-কৃপাবলে ॥১৩৮॥
এইমত কীর্ত্তন করি' নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীদ্বারে গেলা ॥১৩৯॥
তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥১৪০॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥১৪১॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর-পুষ্পবন।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥১৪২॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥১৪৩॥
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥১৪৪॥
প্রভু বলেন—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি' লুকাইলা—এ-ধর্ম্ম কেমত ॥১৪৫॥
কাজী কহে—তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥১৪৬॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাম।
ভাগ্য মোর, তুমি-হেন অতিথি পাইলাম ॥১৪৭॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥১৪৮॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥১৪৯॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥১৫০॥
এইমত দুঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৫১॥
প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥১৫২॥
প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥১৫৩॥
পিতা-মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥১৫৪॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব কোরাণ ॥১৫৫॥
সেই শাস্ত্রে কহে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥১৫৬॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥১৫৭॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥১৫৮॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥১৫৯॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥১৬০॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥১৬১॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥১৬২॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥১৬৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬১। জরদ্গব—বৃদ্ধ গরু।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥১৬৪॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

অনুবাদ—অশ্বমেধ, গোমেধ, কর্ম্ম-সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি—কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তোমরা জীয়াইতে নার—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥১৬৫॥
গো-অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥১৬৬॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥১৬৭॥
শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥১৬৮॥
তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয় ॥১৬৯॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥১৭০॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥১৭১॥
আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥১৭২॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥১৭৩॥
তুমি কাজী—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥১৭৪॥
কাজী বলে—সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥১৭৫॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥১৭৬॥
প্রভু বলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥১৭৭॥
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥১৭৮॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা-ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জয়ে বিস্তর ॥১৭৯॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥১৮০॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে ॥১৮১॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥১৮২॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥১৮৩॥
সে-দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি' না করিনু প্রাণঘাত ।১৮৪॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি' যবন নাশিমু ॥১৮৫॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥১৮৬॥
এত বলি কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥১৮৭॥
কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পিয়াদা আইল ॥১৮৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৯। নরদেহ, সিংহমুখ—শ্রীনৃসিংহদেব ; ইনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিদ্বেষীকে বিনাশ করেন।

আসি' কহে—গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥১৮৯॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥১৯০॥
তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জিয়া ঘরে রহো ত' বসিয়া ॥১৯১॥
তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥১৯২॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥১৯৩॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, গড়ি যায় ধূলি ॥১৯৪॥
'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥১৯৫॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
হিন্দু হরি বলে, তার স্বভাব জানিল ॥১৯৬॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥১৯৭॥
ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস ॥১৯৮॥
কেহ হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি'।
জানি কারো ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥১৯৯॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি'।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে—কি উপায় করি ॥২০০॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, শুন—আমি ত' এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সেদিন হইতে ॥২০১॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি, কি মহৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥২০২॥
এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥২০৩॥
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥২০৪॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য যোগ্য আচরণ ॥২০৫॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥২০৬॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥২০৭॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কাঁদে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥২০৮॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥২০৯॥
নিমাই নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি' ॥২১০॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥২১১॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥২১২॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥২১৩॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে!
সবে ঘরে যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥২১৪॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥২১৫॥
এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজিরে ছুঁইয়া ॥২১৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১১। নীচ বাড়বাড়—অনেক নীচজাতি লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতেছে।

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥২১৭॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥২১৮॥
এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী ॥২১৯॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি ॥২২০॥
প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তনবাধ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥২২১॥
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে ॥২২২॥
শুনি প্রভু 'হরি' বলি' উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরি-ধ্বনি ॥২২৩॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লসিত মন ॥২২৪॥
কাজীরে বিদায় দিলা শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥২২৫॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥২২৬॥
এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥২২৭॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥২২৮॥
মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥২২৯॥
তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥২৩০॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥২৩১॥
দেখিনু দেখিনু বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥২৩২॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশী ত' মাগিল।
শ্রীবাস কহে, বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥২৩৩॥
শুনি' প্রভু বল বল বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥২৩৪॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥২৩৫॥
তবে বল বল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥২৩৬॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥২৩৭॥
তাহি মধ্যে ছয়ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥২৩৮॥
বল বল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস-বিলাস ॥২৩৯॥
কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥২৪০॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা ॥২৪১॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥২৪২॥
একদিন মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥২৪৩॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥২৪৪॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥২৪৫॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে-রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥২৪৬॥

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হৈয়া ॥২৪৭॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥২৪৮॥
কৃষ্ণনাম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥২৪৯॥
শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥২৫০॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥২৫১॥
প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥২৫২॥
পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥২৫৩॥
শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মিলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥২৫৪॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই ॥২৫৫॥
পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥২৫৬॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥২৫৭॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥২৫৮॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি' চিন্তেন তা-সবার অব্যাহতি ॥২৫৯॥
যত অধ্যাপক, আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দক, দুর্জ্জন ॥২৬০॥
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥২৬১॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥২৬২॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥২৬৩॥
মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥২৬৪॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥২৬৫॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥২৬৬॥
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥২৬৭॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥২৬৮॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥২৬৯॥
তুমি ত' ঈশ্বর বট—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার মোচন ॥২৭০॥
ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী।
যে করাহ, সে করিব—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥২৭১॥
এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা ॥২৭২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৪৭। লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেন গোপী নাম জপ করিতেন, তাহা আধ্যক্ষিকগণ বুঝিতে পারেন না। আশ্রয়বিগ্রহের নামকীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণনাম হয় না—আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে পারে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভুর এই লীলা। 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা ॥'

(প্রভুপাদ)

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥২৭৩॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥২৭৪॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥২৭৫॥
স্বমাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী-করিয়াছে ভালমতে ॥২৭৬॥
গোপী-ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥২৭৭॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্য না জানয় ॥২৭৮॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥২৭৯॥
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥২৮০॥

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥২৮১॥
(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং কৃষ্ণপ্রিয়া পরকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীদিগের ভাবক্রীড়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে?

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা সঙ্কেত করি' রাধা-সনে ॥২৮২॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট ॥২৮৩॥
দূর হৈতে দেখি' তাঁরে বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জ-ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৮৪॥
গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল, ভয়ে হৈলা বিবশ ॥২৮৫॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥২৮৬॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ-মূর্ত্তি।
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি ॥২৮৭॥
নমো নারায়ণ, দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ', মোর ঘুচাহ বিষাদ ॥২৮৮॥
এত বলি নমস্করি' গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥২৮৯॥
রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥২৯০॥
লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈলা কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥২৯১॥
রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥২৯২॥

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ-
র্দৃষ্টঃ গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুণাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥২৯৩॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—রাসারম্ভে কুঞ্জে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিত-ভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে, ইনি আমাদের প্রেম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমনমাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৭৫। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিপ্রকার ভক্তভাব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৮৫। সাধ্বস—ভয়, ত্রাস, সম্ভ্রম।

সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা ॥২৯৪॥
সেই নন্দসুত—ইহঁ চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ ভাই ॥২৯৫॥
বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥২৯৬॥
প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥২৯৭॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার ॥২৯৮॥
সখ্য, দাস্য—দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥২৯৯॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥৩০০॥
পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হয় তাঁর বশ ॥৩০১॥
তিহঁ শ্যাম—বংশীমুখ, গোপবিলাসী।
ইহঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥৩০২॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥৩০৩॥
সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥৩০৪॥
ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥৩০৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯৪। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—কৃষ্ণলীলায় সাক্ষাৎ শ্রীনন্দমহারাজ এবং তাঁহার জননী শ্রীশচীদেবী—ব্রজেশ্বরী মা যশোদা।

২৯৫। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেবরূপে অবতীর্ণ। আর ব্রজের মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত।

২৯৬-৩০৭। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহারা ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারিপ্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব, আর একজন দুই প্রকার ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্ত্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারি প্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুররতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ শ্রীচৈতন্যের সখ্যরসাশ্রিত সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ-ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের অন্তরঙ্গ-ভক্তগণ কৃষ্ণলীলায় ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয়সেবকসূত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলায় সেই সকল গোপী বিষয়বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটি অচিৎ-শক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্য চিচ্ছক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরমবিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা—জড়বুদ্ধির সুদুর্গম।

"ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ চিত্র ব্যবহার ॥৩০৬॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥৩০৭॥

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥৩০৮॥
(মহাভারতে)

অনুবাদ—প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহা অচিন্ত্য। তর্ক প্রাকৃত বলিয়া সেই তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব-সকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥৩০৯॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥৩১০॥

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥৩১১॥
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥৩১২॥
তাতে আদি-লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈলু মঙ্গলাচরণ ॥৩১৩॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং-ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩১৪॥
তেঁহো ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ॥৩১৫॥
তঁহি মধ্যে প্রেমদান—বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥৩১৬॥
চতুর্থে কহিলু জন্মের মূল কারণ।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥৩১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব ও অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্যই পুরুষ-দেহ-প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের বিচার আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমের চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক ন্যায়-অন্যায়-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নাম-প্রেম-প্রচার-মুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক। নাম-ভজনকারিগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা নাহি মানে যে-ই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (Mundane Logic) আশ্রয় করিয়া ইহাকে জড় factএর inference-এ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

"অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব-শব্দটির দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। শ্যামের পরিবর্ত্তে গৌর, বংশীমুখ এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, গোপবিলাসীর পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়ত্যাগে অসমর্থ। গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যাত্মিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহে এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।"

৩০৬-৩০৭। মহাপ্রভুর লীলা-বিলাসাদি সবই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত। তাঁহার ভাব বিচিত্র, তাঁহার কারুণ্য ও বাৎসল্যাদি গুণ বিচিত্র, তাঁহার লীলাদিও বিচিত্র। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা ইহা বুঝা যায় না। তাঁহার কৃপাতেই এ সব বোধগম্য হয়। যে সব দুর্ভাগা তর্ক দ্বারা ইহা জানিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করে, তাহারা কুম্ভীপাক নামক নরকে গমন করিয়া থাকে।

পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥৩১৮॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥৩১৯॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি' যৈছে কৈলা প্রেমদান ॥৩২০॥
অষ্টমে চৈতন্যলীলা-বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥৩২১॥
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈলা বৃক্ষ আরোপণ ॥৩২২॥
দশমেতে মূল-স্কন্ধের শাখাদি-গণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ ॥৩২৩॥
একাদশে নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখার বর্ণন ॥৩২৪॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥৩২৫॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলার সঙ্ক্ষেপে কথন ॥৩২৬॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলা কহিলু বিশেষ ॥৩২৭॥

এই সপ্তদশ প্রকার আদি-লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ, তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥৩২৮॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চরসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিলু কিছু না কৈলু বিস্তৃত ॥৩২৯॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥৩৩০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥৩৩১
যে যেই অংশ কহে, যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৩৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস-গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥৩৩৩॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥৩৩৪॥
শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীব-চরণ ॥৩৩৫॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যৌবনলীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

ইতি—আদিলীলা সমাপ্তা।

——ঃ)(ঃ——

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—):::(—

মধ্যলীলা

—):::(—

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥১॥

অনুবাদ—অজ্ঞজনও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥৩॥

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৪॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥৫॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥৬॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥৭॥

পূর্ব্বে কহিলু আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥৮॥

অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈলু।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলু ॥৯॥

এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥১০॥

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥১১॥

সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব ॥১২॥

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করো তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥১৩॥

ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥১৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২। আ ১।৮৪ দ্রষ্টব্য।

৩। আ ১।১৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪। আ ১।১৬ দ্রষ্টব্য।

৫। আ ১।১৭ দ্রষ্টব্য।

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহাঁ যে করিলা লীলা—আদি-লীলা নাম ॥১৫॥
চব্বিশবৎসর-শেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥১৬॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহাঁ যেই লীলা, তার শেষলীলা নাম ॥১৭॥
শেষলীলার মধ্য, অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥১৮॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥১৯॥
তাঁহা যেই লীলা, তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা—অন্ত্যলীলা অভিধান ॥২০॥
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়ে বিস্তার ॥২১॥
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি ॥২২॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥২৩॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥২৪॥
সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥২৫॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যে ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার ॥২৬॥
চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥২৭॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥২৮॥
চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য-নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥২৯॥
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন, নিন্দক সবারে নিস্তারিল ॥৩০॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥৩১॥
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥৩২॥
নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার ॥৩৩॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার ॥৩৪॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী আর দশম-চরিত ॥৩৫॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করে গণন ॥৩৬॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥৩৭॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব ॥৩৮॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাছন্দ আর পদ্যাবলী ॥৩৯॥
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন ॥৪০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৫। ভাগবতামৃত—টীকা সহ বৃহদ্ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দশম-চরিত—লীলাস্তব নামক গ্রন্থ।
৩৭। এখানে গ্রন্থ বলিতে পুস্তক নহে পরন্তু শ্লোকসংখ্যা।
৩৯। বহু স্তবাবলী—স্তবমালা-গ্রন্থ।

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করে গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥৪১॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥৪২॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত তা'তে লিখিয়াছেন সার ॥৪৩॥
গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥৪৪॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥৪৫॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥৪৬॥
রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ রহিলা চারিমাস।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥৪৭॥
বিদায়-সময় প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥৪৮॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥৪৯॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈলা গতাগতি।
অন্যোন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥৫০॥
তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥৫১॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ॥৫২॥
যেকালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥৫৩॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥৫৪॥
সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥ ৫৫॥
এই ধুয়া-গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥৫৬॥
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥৫৭॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৫৮॥

(কাব্যপ্রকাশে)

অনুবাদ—যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন আমার পতি হইয়াছেন, সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে, কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে, সুরতব্যাপার-লীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥৫৯॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিলা তথাই ॥৬০॥
শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঁজিয়া ॥৬১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৩। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ—ইঁহার অপর নাম ষট্‌সন্দর্ভ। তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ—এই ছয়টি।

শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥৬২॥
হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যান তিন জন ॥৬৩॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥৬৪॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥৬৫॥
দৈবে আসি' প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥৬৬॥
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপগোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥৬৭॥
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥৬৮॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে? ৬৯॥
এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥৭০॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥৭১॥
স্বরূপ কহে—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥৭২॥
প্রভু কহে—তারে আমি সন্তুষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলু সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥৭৩॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥৭৪॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥৭৫॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৭৬॥

(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—হে সহচরি, আমার অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে; তথাপি কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥৭৭॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥৭৮॥
রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাহাঁ গোপ-বেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥৭৯॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৮০॥

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥৮১॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিত জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে ॥৮২॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিয়া।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া ॥৮৩॥

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সদ্গীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥৮৪॥

(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা-রস-গন্ধ-বিস্তারী বন-সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত, মাধুরীদ্বারা পরিবৃত এবং ব্রজভাবে মুগ্ধচিত্ত গোপীগণ কর্তৃক পরিসেবিত যে বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছেন, তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তথায় বিহার কর।

এইমত মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥৮৫॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥৮৬॥
রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে ॥৮৭॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলার বিধান করিল ॥৮৮॥
সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈলা যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥৮৯॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥৯০॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥৯১॥
প্রেমেতে বিহ্বল, বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥৯২॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লৈয়া গেলা যমুনা বলিয়া ॥৯৩॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ, রাত্রে সংকীর্ত্তন ॥৯৪॥
মাতা ভক্তগণের তাহাঁ করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি' কৈলা নীলাদ্রিগমন ॥৯৫॥
পথে নানা লীলা, সব দেব-দরশন।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ॥৯৬॥
ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষি-গোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥৯৭॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে ॥৯৮॥
সার্ব্বভৌম লৈয়া গেলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন ॥৯৯॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥১০০॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥১০১॥
তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন ॥১০২॥
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে, গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥১০৩॥
গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥১০৪॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥১০৫॥
তবে ত' পাষণ্ডীগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥১০৬॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥১০৭॥
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥১০৮॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥১০৯॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে ॥১১০॥

চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥১১১॥
তবে ভট্টথারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম-প্রচার ॥১১২॥
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥১১৩॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥১১৪॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥১১৫॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর-দরশন ॥১১৬॥
তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ তাহাতে লিখন ॥১১৭॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥১১৮॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥১১৯॥
ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
দুই পুস্তক লৈয়া আইলা উত্তম জানিয়া ॥১২০॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মিলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥১২১॥
অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥১২২॥
ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিলা।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইলা ॥১২৩॥
নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥১২৪॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥১২৫॥
সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥১২৬॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥১২৭॥
রাজ-আজ্ঞা লৈয়া তেঁহো আইলা কত দিনে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দসনে ॥১২৮॥
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥১২৯॥
দামোদরস্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥১৩০॥
গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥১৩১॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥১৩২॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লৈয়া কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥১৩৩॥
সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥১৩৪॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥১৩৫॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥১৩৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েক দিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর বলে।

সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক্ ষাঠী ॥১৩৭॥
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥১৩৮॥
আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥১৩৯॥
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্দ্ধান ॥১৪০॥
পথে সার্ব্বভৌমসহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥১৪১॥
প্রভুরে মিলিলা সব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥১৪২॥
সবা লৈয়া কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥১৪৩॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥১৪৪॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি।
হেরা-পঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥১৪৫॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইল ॥১৪৬॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিলা বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লৈয়া করে কীর্ত্তন সদাই ॥১৪৭॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥১৪৮॥
পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥১৪৯॥
আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক-সংঘট্ট হইলা ॥১৫০॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥১৫১॥
কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥১৫২॥
কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥১৫৩॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিলা কৃষ্ণপ্রেমে ॥১৫৪॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥১৫৫॥
কুলিয়া-নগর হৈতে পথ রত্নে বাঁধাইল।
নির্ব্বন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥১৫৬॥
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥১৫৭॥
রত্নবাঁধা ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষী-কোলাহল সুধা-সম জল ॥১৫৮॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লৈয়া।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত লৈল বাঁধিয়া ॥১৫৯॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বাঁধিতে।
পথ বাঁধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥১৬০॥
নিশ্চয় করিয়া কহে, শুন ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥১৬১॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলু নিশ্চয় করিয়া ॥১৬২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৪। উপবন—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচা-বাড়ী যায়, তাহার নাম বড়দাঁড়; তাহার দুইপার্শ্বে যে সকল উদ্যান, তাহা উপবন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥১৬৩॥
যাহাঁ যায় প্রভু, তাহাঁ কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥১৬৪॥
যাহাঁ যাহাঁ প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে-মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে ॥১৬৫॥
ঐছে চলি' আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥১৬৬॥
তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥১৬৭॥
গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হৈয়া ॥১৬৮॥
বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥১৬৯॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাহাঁ উঁহার মন ॥১৭০॥
কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥১৭১॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আসে দুই চারি জন ॥১৭২॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥১৭৩॥
রাজারে প্রবোধি' কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাঞা।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাঞা ॥১৭৪॥
দবিরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে ॥১৭৫॥
যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া ॥১৭৬॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥১৭৭॥
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম ॥১৭৮॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥১৭৯॥
রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয় ॥১৮০॥
এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবিরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥১৮১॥
ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥১৮২॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥১৮৩॥
তাঁরা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥১৮৪॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বাঁধি' পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৮৫॥
দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥১৮৬॥
উঠি' দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি'।
দৈন্য করি' স্তুতি করে কর যোড় করি' ॥১৮৭॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয় ॥১৮৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। রামকেলি-গ্রাম—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রাম-কেলিগ্রাম। তথায় শ্রীরূপসনাতনের তৎকালীন বাসস্থান ছিল।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৫। দবিরখাস—শ্রীরূপ প্রভুর তৎকালীন যবনরাজ-প্রদত্ত নাম।

১৮৪। সাকর মল্লিক—শ্রীসনাতন প্রভুর তৎকালে রাজ-প্রদত্ত নাম।

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥১৮৯॥
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে, কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

পতিত-পাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমা-বই জগতে পতিত নাহি আর ॥১৯১॥
জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহাঁ উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥১৯২॥
ব্রাহ্মণজাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥১৯৩॥
সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥১৯৪॥
তোমার নাম লৈয়া তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তা'র মুক্তির কারণ ॥১৯৫॥
জগাই-মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥১৯৬॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥১৯৭॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥১৯৮॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন কেহ নাহি তোমা বিনে ॥১৯৯॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ-বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥২০০॥
সত্য এক বাত কহো শুন, দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥২০১॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥২০২॥
ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ২০৩ ॥
(স্তোত্ররত্ন)

অনুবাদ—আপনার নিকট আমি আজ একটি প্রার্থনা করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়, পরন্তু পরমার্থপরিপূর্ণ; তাহা এই যে, যদি আমা প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে হে নাথ, আপনার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥২০৪॥
বামন হৈয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥২০৫॥
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ॥২০৬॥
(স্তোত্ররত্ন)

অনুবাদ—আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা নিষ্কাম হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর হইয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৯। নীচজাতি—ইহা শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি। কারণ তাঁহারা পবিত্র কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত।

১৯০। আমার ন্যায় পাপী এবং অপরাধী আর কেহ নাই। হে পুরুষোত্তম! কি আর বলিব? 'আমার দোষ ক্ষমা কর'—তোমার চরণে এইরূপ প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পরিহার অর্থে নিজ দোষক্ষমার্থ শ্রীচরণে নিবেদন বা প্রার্থনা-জ্ঞাপন।

টীকা—পরিহারেঽপি ত্বৎসমক্ষে নিবেদনেঽপি মে লজ্জা ভবেৎ।

১৯৩। কূর্পর—ভৃত্য।

শুনি' মহাপ্রভু কহে—শুন, দবির-খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥২০৭॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥২০৮॥
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥২০৯॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিলু বারে বারে ॥২১০॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥২১১॥
অনুবাদ—পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তঃকরণে নবনব-কান্ত-সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে থাকে।
গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥২১২॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥২১৩॥
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥২১৪॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥২১৫॥
এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে ॥২১৬॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥২১৭॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥২১৮॥
নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥২১৯॥
সবার চরণে ধরি' পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে—ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥২২০॥
সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥২২১॥
ইহাঁ হৈতে চল, প্রভু, ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥২২২॥
তথাপি যবন-জাতি, না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥২২৩॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥২২৪॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥২২৫॥
এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হইল মন ॥২২৬॥
প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা'।
দেখিলা সকল তাহাঁ কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥২২৭॥
সেই রাত্রে তাহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, কহিল সনাতন ॥২২৮॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে ॥২২৯॥
একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে এক জন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥২৩০॥
এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি'।
নীলাচলে যাব বলি' চলিলা গৌরহরি ॥২৩১॥
এইমত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥২৩২॥
শচীদেবী আইলে তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার ॥২৩৩॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥২৩৪॥
দুইজনা সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥২৩৫॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥২৩৬॥
দিন কত রহি' তাহাঁ চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥২৩৭॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥২৩৮॥
দিন চারি কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥২৩৯॥
লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈলা তাঁরে মথুরার বাহির ॥২৪০॥
গঙ্গাতীর-পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি' তথাই মিলিলা ॥২৪১॥
দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥২৪২॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥২৪৩॥
কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥২৪৪॥
মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥২৪৫॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥২৪৬॥
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস ॥২৪৭॥
মধ্যলীলার কৈলু এই সূত্রবিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥২৪৮॥
বৃন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাহাঁ বাস, কাহাঁ নাহি গেলা ॥২৪৯॥
প্রতিবর্ষ আইসেন তাহাঁ গৌড়ের ভক্তগণ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥২৫০॥
নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন-বিলাস।
আ-চণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥২৫১॥
পণ্ডিত-গোসাঞি কৈলা নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥২৫২॥
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ-দামোদর ॥২৫৩॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি ॥২৫৪॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি—যত দাস ॥২৫৫॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁ-সবা লৈয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥২৫৬॥
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥২৫৭॥
তবে রূপ গোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥২৫৮॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্য-দণ্ড ॥২৫৯॥
তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ ॥২৬০॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥২৬১॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥২৬২॥
তবে ত' বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥২৬৩॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥২৬৪॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥২৬৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৯। দ্বাদশ কানন—কাম্যবন, তালবন, বহুলাবন,

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্দ্ধেক রাখিল ॥২৬৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥২৬৭॥
মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে।
প্রভুরে দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥২৬৮॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥২৬৯॥
শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি' কি কর কীর্ত্তন ॥২৭০॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥২৭১॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥২৭২॥
জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥২৭৩॥
বহুদূর হৈতে আইনু হৈয়া বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥২৭৪॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥২৭৫॥
বাহু তুলি' বলে প্রভু—বল 'হরি' 'হরি'।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥২৭৬॥
প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥২৭৭॥
স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হৈয়া কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥২৭৮॥
কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত।
ইহা-সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥২৭৯॥
সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥২৮০॥
প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি' কর মোরে কতেক লাঞ্ছনা ॥২৮১॥
এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হইল কাম ॥২৮২॥
রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাহাঁই করিলা ॥২৮৩॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥২৮৪॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥২৮৫॥
এই ত' কহিল কিছু লীলার সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥২৮৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মধুবন, বৃন্দাবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খদিরবন,
লোহবন, কুমুদবন ও গোকুল-মহাবন।

—):::(—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥১॥

অনুবাদ—প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥৩॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥৪॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥৫॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥৬॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥৭॥
তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥৮॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' গোবর্দ্ধন-ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥৯॥
উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাহাঁ যাই' নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥১০॥
কাহাঁ নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥১১॥
হস্তপদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে ॥১২॥
হস্ত, পদ, শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়, কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥১৩॥
এইমত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥১৪॥
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥১৬॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥১৭॥

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥১৮॥

(জগন্নাথবল্লভনাটক)

অনুবাদ—শ্রীমতী বলিতেছেন—আমাদের কৃষ্ণ প্রেমদত্ত-আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে! মদনের ত' কথাই নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা, তাহা সে বুঝিল না! কাহাকেই বা বলিব, কেহই অন্যের দুঃখ বুঝে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয়; যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ-স্থায়ী! হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাতঃ, আমাদের কি গতি হইবে?

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী-বধে সাবধান ॥১৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১। বিচ্ছেদে—পরিচ্ছেদে। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

২। চটকপর্ব্বত—শ্রীপুরীধামে যে বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে চটকপর্ব্বত বলে। টোটা-গোপীনাথের নিকটে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এবং গুণ্ডিচা-মন্দির ও সমুদ্রের মাঝখানে চটকপর্ব্বত আছে। অনেক সময় গোবর্দ্ধন-ভ্রমে মহাপ্রভু তথায় চলিয়া যাইতেন।

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি' কৈলু প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥২০॥

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বাঁধি' মোরে
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥২১॥

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয়ে জীবন ॥২২॥

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাহাঁ লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥২৩॥

কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥২৪॥

শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য বহ না বিচারি'।
নারীর যৌবনধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই-চারি ॥২৫॥

অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥২৬॥

এতেক বিলাপ করি' বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘারিয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥
(গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে; এখন সেই সকল পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠ-ভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব?

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥২৯॥

সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥৩০॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে ॥৩১॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥৩২॥

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥৩৩॥

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২৯। ধাম—আশ্রয়।

তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি ॥৩৪॥

করি' এত বিলপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥৩৫॥

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥৩৬॥

(জগন্নাথবল্লভ নাটক)

অনুবাদ—দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত আনন্দে আত্মহারা হওয়ায় আমাকে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহু রত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরি।
আনন্দ আর মদন, হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি' ॥৩৭॥

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥৩৮॥

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে—আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ? ৩৯।

শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥৪০॥

পুনঃ কহে, হায় হায়, শুন স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।
শুনি' করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥৪১॥

কই অবরহিঅং পেক্খং ণ হি হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥৪২॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥৪৩॥

এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক-মন হঞা।
আপন-হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥৪৪॥

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥৪৫॥

(শ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—হে সখি! কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি ভায়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৯। আগে দেখে দুই জন—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ।

৪৪। লাজবীজ খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া।

তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥৪৬॥

যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি সে চাঁদ-মুখ,
যদ্যপি নাহিক আলম্বন।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটেরে করিয়ে ধারণ ॥৪৭॥

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥৪৮॥

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥৪৯॥

এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥৫০॥

এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥৫১॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥৫২॥

(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—হে সুন্দরি! নন্দনন্দনসম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র মধুর প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নবজাত সর্প-বিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার তাহার সঙ্কোচনকারী পরম-সুখ প্রদান করে।

যে-কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥৫৩॥

গরুড়ের সন্নিধানে রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥৫৪॥

তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি' মাটীর উপরে বসি'
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা-হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥৫৫॥

কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন।
কাহাঁ সে রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্যগীত-হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥৫৬॥

উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥৫৭॥

অমুন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেস্ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রিসকল আমি কিরূপে যাপন করিব?

তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটান।

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ' দরশন ॥৫৯॥

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পুড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥৬০॥

তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥৬১॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—হে বংশীবিলাসী কৃষ্ণ, তোমার বিচিত্র শৈশব-মাধুর্য্য ও আমার চাপল্য তুমি জান ও আমি জানি, আর কেহ জানে না। এমতাবস্থায় বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য আমি কি করি বল?

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥৬২॥

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য, চাপল, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥৬৩॥

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজ-যুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥৬৪॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥৬৫॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে?

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান, গর্ব্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥৬৬॥

তুমি দেব—ক্রীড়া-রত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈস মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥৬৭॥

ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
তাহাঁ কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥৬৮॥

তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ-বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥৬৯॥

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৩। সন্ধি—মিলন। শাবল্য—ঔৎসুক্য, দৈন্য, চাপল্য প্রভৃতি ভাবের সংঘর্ষ বা যুদ্ধকে শাবল্য বলে। চপল—চাপল্য। অমর্ষ—অসহিষ্ণুতা।

৬৬। সোল্লুণ্ঠ—পরিহাসযুক্ত।

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ-বিলাস ॥৭০॥

মোর বাক্য নিন্দা মানি' কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ' দরশন ॥৭১॥

স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥৭২॥

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।

কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥৭৩॥

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো-নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥৭৪॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—হে সখি! সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বস্বরূপ, মূর্ত্তিমান মাধুর্য্যস্বরূপ, মনোনয়নের আনন্দপ্রদ, বেণী-উন্মোচনকারী, মৎপ্রাণবল্লভ নন্দনন্দনই যে আমার দর্শন-পথে উদিত হইলেন!

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।

কিবা মনো নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥৭৫॥

গুরু নানা-ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥৭৬॥

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ ॥৭৭॥

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।

গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥৭৮॥

লীলাশুক মর্ত্ত্য জন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।

তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥৭৯॥

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥৮০॥

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।

নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥৮১॥

এই গুপ্তভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৭। রায়ের নাটক—জগন্নাথবল্লভ-নাটক।

৭৮। পুরীর—শ্রীপরমানন্দপুরীর। মুখ্যরস—মধুর-রস।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৯। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর। ইনি শিহ্লন মিশ্র নামক দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ। ইনি রাজা ছিলেন।

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥৮২॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥৮৩॥
চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহাঁ কিছু যে শুনিলু, তাহাঁ ইহাঁ বিস্তারিলু,
ভক্তগণে দিলু এই ভেটে ॥৮৪॥
যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥৮৫॥
নাহি কাহাঁ সবিরোধ, নাহি কাহাঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহাঁ হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥৮৬॥
যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥৮৭॥
ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥৮৮॥
শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলু কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥৮৯॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি—এ বড় বিস্ময় ॥৯০॥
এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি' কিছু করিলু বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥৯১॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিচার ॥৯২॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি, নাহি মোর দোষ ॥৯৩॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥৯৪॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞা-ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা-সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

—:—

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীমিয়ত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥১॥

অনুবাদ—সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও তন্ময় হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ-মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥৩॥
সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ় দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥৪॥
এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥৫॥

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥৬॥
(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

অনুবাদ—অবন্তীদেশীয় ব্রাহ্মণ কহিলেন—প্রাচীন মহাজনের আচরিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা দ্বারা এই দুরন্তপার সংসার-সমুদ্র আমি উত্তীর্ণ হইব।

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥৭॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥৮॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥৯॥
এত বলি' চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি-দিন ॥১০॥
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥১১॥
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ শোক ॥১২॥
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥১৩॥
শুনি' তা-সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি' ॥১৪॥
তা-সবার স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥১৫॥
গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥১৬॥
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥১৭॥
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন, শিশুগণ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥১৮॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥১৯॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥২০॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লৈয়া তীরে ॥২১॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী-সহ লৈয়া আইস সব ভক্তগণ ॥২২॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১। ন্যাস—সন্ন্যাস।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬। করিয়া প্রবন্ধ—মিষ্ট কথায় ভালভাবে বুঝাইয়া।

প্রভু কহে—শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে, তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥২৪॥
প্রভু কহে, কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন, কর এই যমুনা দরশন ॥২৫॥
এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥২৬॥
অহো ভাগ্য, যমুনার পাইলু দরশন।
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥২৭॥

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

এত বলি' নমস্করি' কৈলা গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥২৯॥
হেনকালে আচার্য্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লৈয়া ॥৩০॥
আগে আচার্য্য আসি' রহিলা নমস্কার করি'।
আচার্য্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥৩১॥
তুমি ত' আচার্য্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥৩২॥
আচার্য্য কহে—তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥৩৩॥
প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥৩৪॥
আচার্য্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥৩৫॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হৈয়া একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥৩৬॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাহাঁ কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥৩৭॥
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥৩৮॥
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছো পাক।
শুখারুখা ব্যঞ্জন কৈলু, সূপ আর শাক ॥৩৯॥
এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥৪০॥
প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥৪১॥
তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি'।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥৪২॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥৪৩॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥৪৪॥
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥৪৫॥
চই-মরিচ-শুক্ত দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥৪৬॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥৪৭॥
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥৪৮॥
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥৪৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৩। বত্তিশা-আঠিয়া-কলার—বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে, এমত আঠিয়া-কলাগাছের। আঙ্গটিয়া অর্থাৎ অখণ্ড-কলাপাতে।

৪৯। লোকে—জগতে।

মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥৫০॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥৫১॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া ॥৫২॥
সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখে ত' ধরিয়া ॥৫৩॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লকলকী।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥৫৪॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-দধি, সন্দেশ, কহিতে না পারি ॥৫৫॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥৫৬॥
তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥৫৭॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥৫৮॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥৫৯॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করুন গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥৬০॥
মুকুন্দ, হরিদাসে তবে প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥৬১॥
মুকুন্দ বলে, মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুই প্রসাদ পাব তুমি যাহ ঘরে ॥৬২॥
হরিদাস বলে, মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন ॥৬৩॥

দুই প্রভু লৈয়া আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥৬৪॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরো তাঁহার চরণ ॥৬৫॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥৬৬॥
প্রভু বলে, বৈস তুমি করিতে ভোজন।
আচার্য্য কহে, আমি করিব পরিবেশন ॥৬৭॥
কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ' ব্যঞ্জন-ভাত ॥৬৮॥
আচার্য্য কহে, বৈস দোঁহে পিণ্ডার উপরে।
এক বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥৬৯॥
প্রভু কহে, সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥৭০॥
আচার্য্য কহে, ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥৭১॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী।
প্রভু কহে, এত অন্ন খাইতে না পারি ॥৭২॥
আচার্য্য বলে, অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর ॥৭৩॥
প্রভু বলে, এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥৭৪॥
আচার্য্য বলে, নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একেবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥৭৫॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥৭৬॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু করহ ভোজন ॥৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬২। কৃত্য নাহি সরে—কর্ত্তব্যকার্য্য বাকী আছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৬। লেখায়—অনুপাতে।

এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥৭৮॥
নিত্যানন্দ কহে, কৈলু তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥৭৯॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥৮০॥
আচার্য্য কহে, তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥৮১॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥৮২॥
নিত্যানন্দ বলে, যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥৮৩॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥৮৪॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥৮৫॥
তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥৮৬॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন, তাহা খাঞা উঠ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥৮৭॥
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥৮৮॥
সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥৮৯॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন, আর কত করিব ভোজন ॥৯০॥
আচার্য্য কহে, যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥৯১॥
নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুরে করাইল ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥৯২॥
নিত্যানন্দ কহে, আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥৯৩॥
এত বলি' একগ্রাস অন্ন হাতে লৈয়া।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হৈয়া ॥৯৪॥
ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥৯৫॥
অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥৯৬॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥৯৭॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥৯৮॥
নিত্যানন্দ বলে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুঠা কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥৯৯॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥১০০॥
আচার্য্য কহে, না করিব সন্ন্যাসী-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥১০১॥
এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥১০২॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস।
তুলসীমঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥১০৩॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥১০৪॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হৈয়া প্রভু বলেন বচন ॥১০৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৬। মান—চারসেরা কাঠাকে মান বলে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০১। স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম।

বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥১০৬॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥১০৭॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥১০৮॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হৈয়া।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥১০৯॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥১১০॥
আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥১১১॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥১১২॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈয়া ॥১১৩॥
কি কহিব রে সখি! (আজুক) আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥১১৪॥
এই পদ গাইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥১১৫॥
ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥১১৬॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বাঁধিয়া ॥১১৭॥
এত বলি' আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন ॥১১৮॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা, প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥১১৯॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥১২০॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥১২১॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥১২২॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ-বচন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥১২৩॥
হাহা প্রাণপ্রিয়সখি, কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥১২৪॥
রাত্রি দিনে পুড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ উড়ি' যাই ॥১২৫॥
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥১২৬॥
নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব্ব, দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥১২৭॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥১২৮॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥১২৯॥
'বল' 'বল' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥১৩০॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিয়া ॥১৩১॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥১৩২॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥১৩৩॥
তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া ॥১৩৪॥
আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥১৩৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১১৪। ওর—সীমা; এই পদটী বিদ্যাপতির রচিত।

এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥১৩৬॥
প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লইয়া ॥১৩৭॥
নদীয়া-নগরের লোক স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ।
সব লোক আইল, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥১৩৮॥
প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সংকীর্ত্তন।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥১৩৯॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কাঁদিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া ॥১৪০॥
দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥১৪১॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥১৪২॥
কাঁদিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাঞি।
বিশ্বরূপ-সম না করিহ নিঠুরাই ॥১৪৩॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥১৪৪॥
কাঁদিয়া বলেন প্রভু, শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥১৪৫॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥১৪৬॥
জানি' বা না জানি' যদি করিলু সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥১৪৭॥
তুমি যাহা কহ, আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই ত করিব ॥১৪৮॥
এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥১৪৯॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥১৫০॥
একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥১৫১॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥১৫২॥
শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥১৫৩॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥১৫৪॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥১৫৫॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি' 'হরি'।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥১৫৬॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা -গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥১৫৭॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥১৫৮॥
আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয়, অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥১৫৯॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু করেন ভোজন ॥১৬০॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥১৬১॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয়।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদগদ, প্রলয় ॥১৬২॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥১৬৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৫। আই—আর্য্যা, শচীমাতা।

চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর।
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥১৬৪॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ' নারায়ণ ॥১৬৫॥
যেকালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥১৬৬॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥১৬৭॥
শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥১৬৮॥
শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥১৬৯॥
তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥১৭০॥
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগো দান ॥১৭১॥
শুনি' সব ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥১৭২॥
মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥১৭৩॥
তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥১৭৪॥
যদ্যপি সহসা আমি ক'রেছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥১৭৫॥
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥১৭৬॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লৈয়া ॥১৭৭॥
কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥১৭৮॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥১৭৯॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥১৮০॥
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥১৮১॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥১৮২॥
নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥১৮৩॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥১৮৪॥
আপনার দুঃখ-সুখ তাহাঁ নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥১৮৫॥
শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥১৮৬॥
প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥১৮৭॥
নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥১৮৮॥
তুমি-সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগো—মোরে দেহ তুমি-সব ॥১৮৯॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥১৯০॥
আজ্ঞা দেহ' নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥১৯১॥
এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥১৯২॥
সবা বিদায় দিয়া চলিতে হইল মন।
হরিদাস কাঁদি' কহে করুণ বচন ॥১৯৩॥

নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥১৯৪॥
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥১৯৫॥
প্রভু কহে, কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥১৯৬॥
তোমা লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥১৯৭॥
তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিয়া ॥১৯৮॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন ॥১৯৯॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা-মহোৎসব ॥২০০॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥২০১॥
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥২০২॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥২০৩॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥২০৪॥
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে'।
রহিলা কতকদিন মহা-কুতূহলে ॥২০৫॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥২০৬॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥২০৭॥
কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥২০৮॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥২০৯॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু-সনে।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥২১০॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥২১১॥
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কাঁদিতে কাঁদিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥২১২॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি' যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত্ ॥২১৩॥
জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥২১৪॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ॥২১৫॥
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥২১৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥২১৭॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥২১৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজন-বিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

—):.(—

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরচোরা নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
নীলাদ্রিগমন, জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥৩॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥৪॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥৫॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥৭॥
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা-কথঞ্চিৎ করি' সে-লীলা কথন ॥৮॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার ॥৯॥

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুতূহলে ॥১০॥
ভিক্ষা লাগি' একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥১১॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥১২॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥১৩॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥১৪॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন।
বহু নৃত্যগীত কৈল লৈয়া ভক্তগণ ॥১৫॥
প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥১৬॥
নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাহাঁ প্রভু করিলা বঞ্চন ॥১৭॥
মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥১৮॥
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥১৯॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥২০॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি-গোবর্দ্ধন ॥২১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২। দানী—ঘাটের মাঝি।
১৩-১৪। রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটে (৫ মাইল পশ্চিমে) রেমুণানামে গ্রাম আছে। তথায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ আছেন।
১৭। বঞ্চন—যাপন।
২০। মাধবপুরী—মাধবেন্দ্রপুরী।

প্রেমে মত্ত, নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥২২॥
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি'।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥২৩॥
গোপ-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লৈয়া।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥২৪॥
পুরী! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥২৫॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাঁহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥২৬॥
পুরী কহে, কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥২৭॥
বালক কহে, গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥২৮॥
কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥২৯॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥৩০॥
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব ॥৩১॥
এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥৩২॥
দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥৩৩॥
বসি' নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল, বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥৩৪॥
স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লৈয়া গেল হাতেতে ধরিয়া ॥৩৫॥
কুঞ্জ দেখাঞা কহে, আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥৩৬॥
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে
পর্ব্বত-উপরি লৈয়া রাখ ভালমতে ॥৩৭॥
এক মঠ করি' তাহাঁ করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥৩৮॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥৩৯॥
তোমার প্রেমবশে করি' সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥৪০॥
শ্রীগোপাল নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহাঁ অধিকারী ॥৪১॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥৪২॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল হইল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে ॥৪৩॥
এত বলি' সেই বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥৪৪॥
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি, নারিনু চিনিতে।
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥৪৫॥
ক্ষণেক রোদন করি' মন কৈল স্থির।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥৪৬॥
প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥৪৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩। শৈল—গোবর্দ্ধনশৈল।
২৬। ভোক-শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।
৩৩। বাট—পথ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৭। কাঢ়—বাহির কর।
৪১। বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ইঁহার প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥৪৮॥
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ, নারি প্রবেশিতে ॥৪৯॥
শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥৫০॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥৫১॥
আবরণ দূর করি' করিল বিদিতে।
মহা-ভারি ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥৫২॥
মহা মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া।
পর্ব্বত-উপরি গেলা পুরী ঠাকুর লৈয়া ॥৫৩॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥৫৪॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লৈয়া।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া ॥৫৫॥
নবশতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত ॥৫৬॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥৫৭॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥৫৮॥
তুলসী, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥৫৯॥
অঙ্গমলা দূর করি' করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥৬০॥
পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া ॥৬১॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খগন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন ॥৬২॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি' বস্ত্র পরাইল।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥৬৩॥
ধূপ, দীপ দিয়া নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥৬৪॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া তাম্বূল নিবেদিল ॥৬৫॥
আরাত্রিক করি' কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্ম-সমর্পণ ॥৬৬॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল, পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥৬৭॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল, প্রাতে চড়িল রন্ধন ॥৬৮॥
দশ বিপ্র অন্ন রাঁধি' করে এক স্তূপ।
জনা-পাঁচ রাঁধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥৬৯॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥৭০॥
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥৭১॥
নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রাঁধি' রাঁধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥৭২॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হইল।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥৭৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬১। পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময়। পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬২। শঙ্খ-গন্ধোদক—শঙ্খোদক অর্থাৎ শঙ্খে রাখা জল; গন্ধোদক অর্থাৎ পুষ্প-চন্দন দ্বারা গন্ধজল।

তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি ॥৭৪॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥৭৫॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥৭৬॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥৭৭॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥৭৮॥
একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥৭৯॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয়।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥৮০॥
শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥৮১॥
তৃণ-টাটি দিয়া চারি দিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥৮২॥
পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥৮৩॥
সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥৮৪॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥৮৫॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥৮৬॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥৮৭॥
পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥৮৮॥
গোপাল প্রকট হৈল—দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ-গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥৮৯॥
একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হৈয়া ॥৯০॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥৯১॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লৈয়া একগ্রামের আইল লোকগণ ॥৯২॥
অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥৯৩॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥৯৪॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ-পিরীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥৯৫॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥৯৬॥
আশ-পাশ-ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥৯৭॥
গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লৈয়া লোক লাগিল আসিতে ॥৯৮॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥৯৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৪। মাঠা—ঘোল। শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ—এই পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিখরিণী প্রস্তুত করে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মথনি—নবনীত।

৮০। বিড়ক—পানের বিড়ে। সঞ্চয়—সংগ্রহ।

৯১। গব্য—দুগ্ধ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য, বাড়িল ভাণ্ডার ॥১০০॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥১০১॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥১০২॥
গৌড় হইতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোসাঞি রাখিলা তারে করিয়া যতন ॥১০৩॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল।
রাজ-সেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥১০৪॥
এইমত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥১০৫॥
গোপাল কহে, পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ, তবে সে যুড়ায় ॥১০৬॥
মলয়জ আন, যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥১০৭॥
স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞির হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥১০৮॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥১০৯॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥১১০॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥১১১॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া হৈল বিহ্বল-মন ॥১১২॥
নৃত্য গীত করি' জগমোহনে বসিলা।
'কি কি ভোগ লাগে?' ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে ॥১১৪॥
যৈছে ইহা ভোগ লাগে, সকলই পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥১১৫॥
এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥১১৬॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি-নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥১১৭॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥১১৮॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥১১৯॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥১২০॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥১২১॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা, কিছু না কহিল আর ॥১২২॥
অযাচিত-বৃত্তি পুরী— বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥১২৩॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥১২৪॥
গ্রামের শূন্যহাটে বসি' করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥১২৫॥
নিজ কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥১২৬॥
উঠহ পূজারী, কর দ্বার-বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥১২৭॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥১২৮॥
মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ' লৈয়া ॥১২৯॥

স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিল বিচার।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥১৩০॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইল বাহির ॥১৩১॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লৈয়া।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিয়া ॥১৩২॥
ক্ষীর লহ এই, যাঁর নাম মাধবপুরী।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥১৩৩॥
ক্ষীর লৈয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥১৩৪॥
এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥১৩৫॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥১৩৬॥
প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ হয় যথোচিত ॥১৩৭॥
এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥১৩৮॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্বাসে বাঁধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥১৩৯॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত-কথন ॥১৪০॥
ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল, লোক সব শুনি'।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥১৪১॥
সেই ভয়ে রাত্রি-শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি' ॥১৪২॥
চলি' চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥১৪৩॥
প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥১৪৪॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল, লোকে হইল খ্যাতি।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥১৪৫॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥১৪৬॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া ॥১৪৭॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল, পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হৈল বন্ধন ॥১৪৮॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল সব গোপাল-বৃত্তান্ত ॥১৪৯॥
গোপাল চন্দন মাগে, শুনি' ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥১৫০॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥১৫১॥
এক বিপ্র, এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥১৫২॥
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥১৫৩॥
চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥১৫৪॥
গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥১৫৫॥
পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥১৫৬॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥১৫৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৩। ঘাটী—ঘাটওয়াল, যাহারা পথের শুল্ক আদায় করে। দানী—যাহারা পারের পয়সা লয়।

গোপাল আসিয়া কহে—শুনহ, মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥১৫৮॥
কর্পূর-সহিত ঘষি' এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥১৫৯॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইহাঁকে চন্দন দিলে আমার তাপ-ক্ষয় ॥১৬০॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ' আমার বচনে ॥১৬১॥
এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিল।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥১৬২॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল—এই কর্পূর-চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥১৬৩॥
ইহাঁকে চন্দন দিলে গোপাল হইবেন শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥১৬৪॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥১৬৫॥
পুরী কহে—এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ, দিব যে বেতন ॥১৬৬॥
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥১৬৭॥
প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥১৬৮॥
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥১৬৯॥
শ্রীমুখে মাধব-পুরীর অমৃত-চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥১৭০॥
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥১৭১॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥১৭২॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগৎ তারিলা ॥১৭৩॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥১৭৪॥
কর্পূর-চন্দন তাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥১৭৫॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে, ইহা জানিয়া গোপাল ॥১৭৬॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥১৭৭॥
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম, চিত্তে লাগে চমৎকার ॥১৭৮॥
পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥১৭৯॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিয়া ॥১৮০॥
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন-ভার বহি' লৈয়া যায় ॥১৮১॥
মণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥১৮২॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥১৮৩॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ, জগাতি অপার।
কেমত চন্দন নিব, নাহি এ বিচার ॥১৮৪॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটিদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড়, চন্দন লৈয়া যাইতে ॥১৮৫॥
প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥১৮৬॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥১৮৭॥

বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥১৮৮॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥১৮৯॥
এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেও আমা সবার নাহি অধিকার ॥১৯০॥
এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ ক'রেছে আলোক ॥১৯১॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥১৯২॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥১৯৩॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥১৯৪॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥১৯৫॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥১৯৬॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥১৯৭॥
(পদ্যাবলীতে)

অনুবাদ—হে দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন করি কি?

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমেতে বিবশ হৈয়া পড়িলা ভূমিতে ॥১৯৮॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥১৯৯॥
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি' ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় ॥২০০॥
'অয়ি দীন,' 'অয়ি দীন' বলে বারবার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥২০১॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥২০২॥
এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥২০৩॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥২০৪॥
ঠাকুরের শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥২০৫॥
ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥২০৬॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥২০৭॥
গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ-ভক্ষণ ॥২০৮॥
নাম-সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা।
মঙ্গল আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥২০৯॥
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন।
গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ॥২১০॥
এই ত' আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥২১১॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥২১২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থ-পরিচ্ছেদঃ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥১॥

অনুবাদ—যে ব্রহ্মণ্যদেব কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত-চেষ্ট সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥৩॥
নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥৪॥
কটকে আইলা সাক্ষী-গোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥৫॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হৈয়া কৈল গোপাল-স্তবন ॥৬॥
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥৭॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষী-গোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥৮॥
সাক্ষী-গোপালের কথা শুনি' লোকমুখে।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥৯॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥১০॥
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ সকল করিয়া।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হৈয়া ॥১৪॥
বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥১২॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহাদেবালয়।
সে-মন্দিরে গোপালের মহা-সেবা হয় ॥১৩॥
কেশীতীর্থ, কালীয়হ্রদাদিতে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি' তাহাঁ করিলা বিশ্রাম ॥১৪॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দুঁহার মন নিল হরি'।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই-চারি ॥১৫॥
দুই বিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায় ॥১৬॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥১৭॥
বিপ্র বলে—তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হৈয়া মোরে তীর্থ করাইলা ॥১৮॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥১৯॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥২০॥
ছোটবিপ্র কহে—শুন, বিপ্র-মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥২১॥
মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥২২॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২। দ্বাদশবন—মধ্য ১।২৩৯ দ্রষ্টব্য।

২৩-২৪। ছোট বিপ্র বড় বিপ্রকে বলিলেন—কৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য আমি কৃষ্ণভক্ত আপনার সেবা-যত্ন

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিতেছি। ভক্ত-ব্রাহ্মণের সেবা করিলে কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়।

ভক্তগণ ভগবানের সুখের জন্যই সকল কার্য্য করিয়া

ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য় ॥২৪॥
বড়বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয় ॥২৫॥
ছোটবিপ্র বলে—তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥২৬॥
তা-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥২৭॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥২৮॥
বড়বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥২৯॥
তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥৩০॥
ছোটবিপ্র কহে—যদি কন্যা দিতে আছে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥৩১॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥৩২॥
ছোটবিপ্র বলে—ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥৩৩॥
এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥৩৪॥
দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে।
কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥৩৫॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলু, কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥৩৬॥
একদিন নিজ-লোক একত্র করিল।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥৩৭॥
শুনি' সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥৩৮॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস ॥৩৯॥
বিপ্র বলে—তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক্, সে হউক্, আমি দিব কন্যাদান ॥৪০॥
জ্ঞাতি-লোক কহে—মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব ॥৪১॥
বিপ্র বলে—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ হয় ॥৪২॥
পুত্র বলে—প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥৪৩॥
নাহি কহি, না কহিও—এ মিথ্যা-বচন।
সবে কহিবে, মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥৪৪॥
তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥৪৫॥
এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্ত-ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥৪৬॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥৪৭॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥৪৮॥
আসিয়া পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি'।
বিনয় করিয়া কহে কর-দুই যুড়ি' ॥৪৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

থাকেন। এজন্য ভক্তের সব কার্য্যই ইষ্টদেবের সুখপ্রদ হয় এবং তৎফলে ভক্তগণের হৃদয়ও উল্লসিত হইয়া থাকে।
৩৪। ভক্তগণ গুরুবুদ্ধিতেই অপরের সেবা করেন। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভগবৎ-সেবকবুদ্ধিতে অন্যের সেবা করিলে ভগবান্

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রসন্ন হন।
৪২। ন্যায়—সত্য বা যথার্থ।
৪৫। ন্যায়—তর্ক।

তুমি মোরে কন্যা দিতে ক'রেছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥৫০॥
এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি'।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥৫৯॥
অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চন্দ্রে যেন চাহ ত' ধরিতে ॥৫২॥
ঠেঙ্গা দেখি' সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥৫৩॥
সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥৫৪॥
ইঁহো মোরে কন্যা দিতে ক'রেছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥৫৫॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥৫৬॥
বিপ্র কহে—শুন, লোক, মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥৫৭॥
এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাইয়া।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া ॥৫৮॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি' এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥৫৯॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥৬০॥
সব ধন লৈয়া কহে, চোরে লইল ধন।
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন ॥৬১॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতা কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥৬২॥
এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে—ধনলোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥৬৩॥
তবে ছোটবিপ্র কহে—শুন, মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥৬৪॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥৬৫॥
তবে মুঞি নিষেধিনু—শুন, দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥৬৬॥
কাহাঁ তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম-কুলীন।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥৬৭॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥৬৮॥
তবে আমি কহিলাঙ্গম—শুন, মহামতি।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥৬৯॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥৭০॥
কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥৭১॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥৭২॥
তবে ইঁহো গোপালের আগেতে কহিল।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥৭৩॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিলাম তাঁর পদে প্রণত হৈয়া ॥৭৪॥
যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥৭৫॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি' মানে ত্রিভুবন ॥৭৬॥
তবে বড় বিপ্র কহে—এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৬। এখানে মহাজন অর্থে ভগবান্।

তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে—এই ভাল বাত্ হয় ॥৭৮॥
বড়বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥৭৯॥
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥৮০॥
ছোটবিপ্র বলে—পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি টলে এসব বচন ॥৮১॥
তবে সব লোক মিলি' পত্র ত' লিখিল।
দুঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল ॥৮২॥
তবে ছোটবিপ্র কহে—শুন, সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্, ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥৮৩॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥৮৪॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥৮৫॥
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, ঈশ্বর দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥৮৬॥
তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥৮৭॥
ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হৈয়া সদয় ॥৮৮॥
কন্যা পাব—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ॥৮৯॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ' দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥৯০॥
কৃষ্ণ কহে—বিপ্র, তুমি যাহ স্ব-ভবনে।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥৯১॥
আবির্ভাব হৈয়া আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥৯২॥
বিপ্র বলে—যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥৯৩॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব্ব লোক মানে ॥৯৪॥
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি'।
বিপ্র বলে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী ॥৯৫॥
প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥৯৬॥
হাসিয়া গোপাল কহে—শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥৯৭॥
উলটিয়া আমা তুমি না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥৯৮॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥৯৯॥
একসের অন্ন রাঁধি' করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥১০০॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥১০১॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥১০২॥
এইমতে চলি' বিপ্র নিজ-দেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥১০৩॥
এবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইব ভবন।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥১০৪॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥১০৫॥
এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপাল-দেব তথায় রহিল ॥১০৬॥
ব্রাহ্মণেরে কহে—তুমি যাহ নিজ-ঘর।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥১০৭॥

তবে সেই বিপ্র যাই' নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥১০৮॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ॥১০৯॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিয়া আইলা, শুনিয়া বিস্মিত ॥১১০॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হৈয়া।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১১১॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥১১২॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
তুমি-দুই—জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥১১৩॥
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাম দুঁহে মাগ' বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥১১৪॥
যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্ব লোকে জানে ॥১১৫॥
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥১১৬॥
সে-দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিয়া ॥১১৭॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥১১৮॥
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥১১৯॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেব-নাম।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥১২০॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন।
মাণিক্য-সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥১২১॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে—চল মোর রাজ্য ॥১২২॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥১২৩॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥১২৪॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥১২৫॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥১২৬॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥১২৭॥
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥১২৮॥
বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি'।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি ॥১২৯॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥১৩০॥
স্বপ্ন দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজাসহ মুক্তা লৈয়া মন্দিরে আইল ॥১৩১॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥১৩২॥
সেই হইতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি' সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥১৩৩॥
নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥১৩৪॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দুঁহে একমূর্ত্তি ॥১৩৫॥
উজ্জ্বল মূরতি দুঁহে প্রকাণ্ড-শরীর।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥১৩৬॥
মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে চন্দ্রবদন ॥১৩৭॥

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥১৩৮॥
এইমত মহারঙ্গে সে-রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥১৩৯॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥১৪০॥
কমলপুরে আসি' ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥১৪১॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥১৪২॥
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥১৪৩॥
জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥১৪৪॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥১৪৫॥
হাসে, কাঁদে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন ॥১৪৬॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাহাঁ আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥১৪৭॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—দেহ' মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে—দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥১৪৮॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমা-সহ সেই দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥১৪৯॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ॥১৫০॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড ॥১৫১॥
শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥১৫২॥
নীলাচলে আনি' মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥১৫৩॥
তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে ॥১৫৪॥
মুকুন্দ দত্ত কহে—প্রভু, তুমি যাহ আগে।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥১৫৫॥
এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥১৫৬॥
ইঁহো কেন দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥১৫৭॥
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই—পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥১৫৮॥
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ—বক্তা, যার শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥১৫৯॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥১৬০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষিগোপাল-চরিত-বর্ণনং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৪২। কপোতেশ্বর—শিবলিঙ্গ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্ ।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভুমা ভক্তিভুমানমাচরৎ ॥১॥

অনুবাদ—যে পরমপুরুষ কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥৩॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥৪॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥৫॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥৬॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল ।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥৭॥
শিষ্য পড়িছা-দ্বারা প্রভুকে নিল বহাইয়া ।
ঘরে আনি' পবিত্রস্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥৮॥
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥৯॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি' ধৈর্য্য হৈল ॥১০॥
বসি' ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥১১॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয় ।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয় ॥১২॥
অধিরূঢ়-মহাভাব যাঁর, তাঁর এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি—বড় চমৎকার ॥১৩॥
এত চিন্তি' ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥১৪॥
তাহা শুনি' লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্ ।
এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥১৫॥
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম লৈয়া গেলা আপনার ঘরে ॥১৬॥
শুনি' সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথাচার্য্য ॥১৭॥
নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥১৮॥
মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥১৯॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার ।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥২০॥
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে ।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥২১॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মিলি' পুছে প্রভুর বার্ত্তা বার বার ॥২২॥
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা, সঙ্গে আমা সবা লৈয়া ॥২৩॥
আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে ।
আমি-সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥২৪॥
অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু—অনুমান কৈল ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। পড়িছা—শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারিবিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-শিষ্য ছিল।

ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লৈয়া গেলা আপন-ভবন ॥২৬॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলু তোমার দরশন ॥২৭॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর-দর্শন ॥২৮॥
এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হৈয়া ॥২৯॥
সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল।
প্রভু দেখি' আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥৩০॥
সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥৩১॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥৩২॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে ॥৩৩॥
জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৪॥
সবে মিলি' ধরি' তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥৩৫॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥৩৬॥
উচ্চ করি' করে সবে নাম-সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥৩৭॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি'।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥৩৮॥
সার্ব্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহা-প্রসাদান্ন ॥৩৯॥
সমুদ্র-স্নান করি' প্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥৪০॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥৪১॥
সুবর্ণ-থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥৪২॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে ॥৪৩॥
পীঠা-পানা দেহ তুমি ইহা-সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥৪৪॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥৪৫॥
এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা ॥
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥৪৬॥
আজ্ঞা মাগি' গোপীনাথ আচার্য্যকে লৈয়া।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥৪৭॥
'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' গোসাঞি কহিল ॥৪৮॥
শুনি' সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইহো, বচনে জানিল ॥৪৯॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ॥৫০॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ—নাম, পদবী—মিশ্র পুরন্দর ॥৫১॥
বিশ্বম্ভর—নাম ইহার, ইহো তাঁর পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥৫২॥
সার্ব্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি ॥৫৩॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য, হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥৫৪॥
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হৈয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥৫৫॥

সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ-দাস ॥৫৬॥
শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়-বচন ॥৫৭॥
তুমি জগদ্‌গুরু—সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥৫৮॥
আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিলু, গুরু করি' মানি ॥৫৯॥
তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইহাঁ আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥৬০॥
আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥৬১॥
ভট্টাচার্য্য কহে—একলে তুমি না যাইহ দর্শনে।
আমার সঙ্গে যাবে কিম্বা আমার লোক-সনে ॥৬২॥
প্রভু কহে—মন্দির-ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥৬৩॥
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥৬৪॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জ্জন স্থান।
তাহাঁ বাসা দেহ, কর সব সমাধান ॥৬৫॥
গোপীনাথ প্রভুকে লঞা তাহাঁ বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সব সমাধান কৈল ॥৬৬॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লৈয়া ॥৬৭॥
মুকুন্দদত্তে লৈয়া আইলা সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥৬৮॥
প্রকৃতি—বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহার উপর ॥৬৯॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস ক'রেছেন গ্রহণ।
কি নাম ইহার, শুনিতে হয় মন ॥৭০॥
গোপীনাথ কহে—ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥৭১॥
সার্ব্বভৌম কহে—ইহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় এই—হয়েন মধ্যম ॥৭২॥
গোপীনাথ কহে—ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥৭৩॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ ॥৭৪॥
নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥৭৫॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥৭৬॥
শুনি' গোপীনাথ-মুকুন্দ দুঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥৭৭॥
ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥৭৮॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর ॥৭৯॥
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে—বিদ্বদনুভব ঈশ্বর-লক্ষণে ॥৮০॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে ॥৮১॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥৮২॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সে-ই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥৮৩॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৮৪॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অনুবাদ—হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ-লেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমা জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তোমাকে জানিতে পারেন না।

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥৮৫॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥৮৬॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥৮৭॥
সার্ব্বভৌম কহে—আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥৮৮॥
আচার্য্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয়ে বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥৮৯॥
ইহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাইয়াছ দর্শন ॥৯০॥
তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া—এই বলি ব্যবহার ॥৯১॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি' হাসি' সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥৯২॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥৯৩॥
মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥৯৪॥
অতএব ত্রিযুগ করি' কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি—শাস্ত্রজ্ঞান ॥৯৫॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া তুমি কর অভিমানে ॥৯৬॥
ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥৯৭॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥৯৮॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তাঁর নাম ॥৯৯॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥১০০॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১০১॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥১০২॥

(ভাঃ ১১।৫।৩১)

অনুবাদ—শ্রীকরভাজন মুনি কহিলেন—হে মহারাজ! দ্বাপরে মানবগণ যে নানাতন্ত্র-বিধানদ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া থাকেন তাহা বলিলাম; এখন কলিযুগের ভজনবিধি বলি, শ্রবণ কর।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০৩॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥১০৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০১। আদি ৩। ৩৬ দ্রষ্টব্য।

১০৩। আদি ৩। ৫১

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৪। আদি ৩। ৪৯

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥১০৫॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥১০৬॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানা-বাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥১০৭॥

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥১০৮॥
(ভাঃ ৬।৪।৩১)

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ-বিসম্বাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা-পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥১০৯॥
(ভাঃ ১১।২২।৪)

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে, কেন না মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়।

ভট্টাচার্য্য কহে, যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥১১০॥
প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥১১১॥
আচার্য্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥১১২॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥১১৩॥
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥১১৪॥
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥১১৫॥
শুনি' মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥১১৬॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥১১৭॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥১১৮॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥১১৯॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥১২০॥
বেদান্ত-শ্রবণ—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥১২১॥
প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥১২২॥
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥১২৩॥
অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥১২৪॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি'।
বুঝ, কি না বুঝ—ইহা জানিতে না পারি ॥১২৫॥
প্রভু কহে—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥১২৬॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥১২৭॥
ভট্টাচার্য্য কহে—না বুঝি, হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥১২৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৭। মায়ার প্রসাদ—মায়ার খেলা।

তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন মাত্র ধরি'।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥১২৯॥
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥১৩০॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১৩১॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥১৩২॥
উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥১৩৩॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা ॥১৩৪॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥১৩৫॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয় ॥১৩৬॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয় ॥১৩৭॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিতভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥১৩৮॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥১৩৯॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥১৪০॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥১৪১॥

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

অনুবাদ—যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥১৪৩॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥১৪৪॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥১৪৫॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত—ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥১৪৬॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥১৪৭॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥১৪৮॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৪৯॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অনুবাদ—নন্দ গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥১৫০॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥১৫১॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥১৫২॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥১৫৩॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫৪॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১৫৫॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১৫৬॥

অনুবাদ—১৫৫-১৫৬। ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারে অখিল-তাপ ভোগ করে। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তি অবিদ্যাকুণ্ঠাবৃত হইয়া উচ্চ-নীচ-যোনিতেও অবস্থান করে।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ॥১৫৭॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥১৫৮॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥১৫৯॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥১৬০॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন-শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥১৬১॥
'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥১৬২॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥১৬৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥১৬৪॥

অনুবাদ—ভূমি, জল, অনল, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী আমারই অপরা শক্তির বৃত্তিবিশেষ, জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১৬৫॥
(গীতা)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥১৬৬॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য ॥১৬৭॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥১৬৮॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥১৬৯॥
পরিণাম-বাদ—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥১৭০॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥১৭১॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥১৭২॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥১৭৩॥
প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগত-উৎপত্তি ॥১৭৪॥
তত্ত্বমসি—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥১৭৫॥
এইমত কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥১৭৬॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥১৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৪। আদি ৭। ১১৯
১৫৭। আদি ৪। ৬৩

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৫। আদি ৭। ১১৮

ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় হয়।
প্রেম—প্রয়োজন, বেদে তিন বস্তু কয় ॥১৭৮॥
আর যে যে কিছু কহে, সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে কল্পেন লক্ষণা ॥১৭৯॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥১৮০॥

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥১৮১॥

অনুবাদ—শ্রীহরি মহাদেবকে কহিলেন—তুমি নিজ কল্পিত আগম-শাস্ত্র দ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥১৮২॥
(পদ্মপুরাণে)

অনুবাদ—মহাদেব কহিলেন—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎ-শাস্ত্র মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত প্রচার করিব।

শুনি' ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী, হইল স্তম্ভিত ॥১৮৩॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥১৮৪॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥১৮৫॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১৮৬॥
(ভাঃ ১।৭।১০)

অনুবাদ—আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেন না, জগতের চিত্তহারী শ্রীহরির এইরূপ একটি গুণ আছে।

শুনি' ভট্টাচার্য্য কহে—শুন, মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥১৮৭॥
প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ॥১৮৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥১৮৯॥
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লৈয়া।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥১৯০॥
ভট্টাচার্য্য, জানি, তুমি—সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥১৯১॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥১৯২॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব-অর্থ-মধ্যে এক না ছুঁইল ॥১৯৩॥
আত্মারামাশ্চ শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥১৯৪॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লৈয়া ॥১৯৫॥
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥১৯৬॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি' আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ সাধকের মন ॥১৯৭॥
সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥১৯৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার ॥১৯৯॥
ইহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়া।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হৈয়া ॥২০০॥
আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥২০১॥

নিজ রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন ॥২০২॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥২০৩॥
দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥২০৪॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥২০৫॥
শত শ্লোক কৈল, দণ্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥২০৬॥
শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥২০৭॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে, গায়, কাঁদে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি' ॥২০৮॥
দেখি' গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥২০৯॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥২১০॥
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥২১১॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥২১২॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥২১৩॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥২১৪॥
স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥২১৫॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥২১৬॥
পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥২১৭॥
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বাঁধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥২১৮॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥২১৯॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥২২০॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ বন্দন ॥২২১॥
বসিতে আসন দিলা, তুঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥২২২॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥২২৩॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥২২৪॥

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥২২৫॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥২২৬॥

(পদ্মপুরাণে)

অনুবাদ—মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূর দেশ হইতে আনীতই হউক, পাইবামাত্র ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্ট লোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই—ভগবান্ ইহা বলিয়াছেন।

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥২২৭॥
দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা-স্পর্শে, দুঁহার ফুলে মন ॥২২৮॥

স্বেদ-কম্প-অশ্রু হুঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিলা ॥২২৯॥

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥২৩০॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥২৩১॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয় ॥২৩২॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥২৩৩॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥২৩৪॥

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥২৩৫॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিষ্কপটে দয়া করেন তিনিই ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পূর্ব্বক ভজন-প্রভাবে অনায়াসে মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। তখন নিজ দেহে তাঁহার আর অহং-মম-বুদ্ধি থাকে না।

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥২৩৬॥
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥২৩৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩২-২৩৩। কোন ভাগ্যবান্ সজ্জন যখন সরলভাবে ভগবানের কৃপা-প্রার্থী হন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে সদ্গুরু-রূপেই আশ্রয় দিয়া কৃপা করেন। সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তিনি সরলতার সহিত যথাসাধ্য গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা করিতে থাকিলে গুরু ও কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিষ্কপটে তাঁহাকে কৃপা করেন। তখনই তিনি নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে গুরু-কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনা হ'তে আপনভাবে প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্যধামে গমন করিবার সৌভাগ্য পান।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

দুই ভাই হৃদয়ের নাশে অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করাঞা সাক্ষাৎকার ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

(চৈঃ চঃ)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকৃপায় গুরু মিলে এবং গুরু-কৃপায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

ভক্ত ধ্রুবও জগদ্গুরু শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

নিশ্চয় জানিলু হরি হৈলা পরসন্ন।
তে কারণে তোমা সনে হৈল দরশন ॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

২৩৫। বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৪।৮৫-৮৬ **শ্রীসনাতনটীকা**—'যেষাং' স এষ ভগবান্' শ্লোকের অর্থ—স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব যেষাং যান্ প্রতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ তত্র চ যদি নির্ব্যলীকং নিশ্ছিদ্রং দয়য়েৎ, তদা তে সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বভাবেন আশ্রিতচরণারবিন্দাঃ সন্তঃ দুস্তরামপি দেবস্য তস্য মায়ামতি-তরন্তি। চকারান্মুক্তিমপি তুচ্ছীকৃত্য শ্রীবৈকুণ্ঠং যান্তি চ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণলক্ষণমিত্যাহ—'নৈষাম্' ইতি। শ্ব-শৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে মমাহমিতিধী র্ন ভবতি, কিন্তু ভগবৎপরেষ্বেবেতি দিক্।

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া ॥২৩৮॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভু-স্থানে ॥২৩৯॥
দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি' কহে নিজ পূর্ব্ব-দুর্ম্মতি ॥২৪০॥
ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥২৪১॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥২৪২॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইলা করিয়া বিস্তার।
শুনি' ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥২৪৩॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে—আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন, ভট্টাচার্য্য, তোমার সেই ত' হইল ॥২৪৪॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥২৪৫॥
তুমি—মহা-ভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥২৪৬॥
বিনয় শুনি' তুষ্টে প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
কহিলা—করহ যাঞা ঈশ্বর-দরশন ॥২৪৭॥
জগদানন্দ, দামোদর—দুই সঙ্গে লৈয়া।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥২৪৮॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজবিপ্র-হাতে দুই-জনা-সঙ্গে দিলা ॥২৪৯॥
নিজকৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে ॥২৫০॥
প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ, পত্রী লৈয়া।
মুকুন্দ দত্ত পত্র নিল তাঁর হাতে পাইয়া ॥২৫১॥
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লৈয়া দিল ॥২৫২॥
প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥২৫৩॥

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥২৫৪॥

অনুবাদ—বৈরাগ্য-বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য যে কৃপানিধি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকটিত, আমি তাঁহাতে প্রপন্ন হই।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

(সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-কৃত)

অনুবাদ—কালে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥২৫৬॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন ॥২৫৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥২৫৮॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥২৫৯॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা ॥২৬০॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অনুবাদ—হে ভগবন্! যিনি তোমার অনুকম্পা-লাভের আশায় স্বকর্মফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে শরণাগত হইয়া ভজন করেন, তিনি তোমাকে লাভ করেন।

প্রভু কহে, 'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥২৬২॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ভক্তি-সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥২৬৩॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥২৬৪॥
সেই দুইর দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥২৬৫॥

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ-প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥২৬৬॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥২৬৭॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥২৬৮॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥২৬৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৩-২৬৫। ভট্টাচার্য্য কহিলেন—প্রেম ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল দণ্ড মাত্র।

শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত (লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্মলোক-বর্ণন-প্রসঙ্গে) কারিকা—ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলম্। কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত টীকা—নন্থ চিৎপরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ—ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ, "সিদ্ধ-লোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনত্বমাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ পারে ব্রহ্মলোকঃ—"চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জরূপং স্থানমিত্যর্থঃ। সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদজ্ঘ্রয়স্তাদৃগ্ ব্রহ্মচিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিধ্বস্তলিঙ্গাঃ তত্র বসন্তি—লীয়ন্তে; তচ্চরণাবজ্ঞাতৃণান্তু জ্ঞানলবদগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যদি চিৎপরমাণু জীবের চিৎপুঞ্জ ব্রহ্মেই লয় হইল, তাহা হইলে ত' ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের পক্ষে পুনরায় তদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্ভব হয় না? ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান ত' অতি তুচ্ছ—উহা কৃষ্ণনিহত বিদ্বেষী দৈত্য-গণেরও ঘটে, কেননা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে-স্থলে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক-শব্দে "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ানুসারে নিরাকার চিৎপুঞ্জরূপ স্থান-বিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে; 'সিদ্ধাঃ'-শব্দে যে সকল জীব ভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করেন নাই, অথচ ঐরূপ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা যাঁহাদের লিঙ্গদেহাবরণ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা 'বসন্তি' অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা ভগবানের শ্রীচরণের অবজ্ঞাকারী, তাহাদের (ভাঃ১০।২।৩২) —"যেঽন্যেঽর-বিন্দাক্ষ" শ্লোকানুসারে যে সামান্য জ্ঞানটুকু পূর্ব্বে সম্বল ছিল, তাহাও ভগবদবজ্ঞা-ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদের অধঃপতনই (নরক লাভ) ঘটিয়া থাকে। (অনুভাষ্য)

২৬৯। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য; মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে—জীবের চরমফল ব্রহ্মসাযুজ্য; পাতঞ্জল-মতে কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষগতিলাভ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ ॥২৭০॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ-শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥২৭১॥

মুক্তি পদে যাঁর, সে-ই মুক্তিপদ হয়।
কিম্বা নবম পদার্থ মুক্তির সমাশ্রয় ॥২৭২॥
দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে—ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥২৭৩॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে কহন না যায় ॥২৭৪॥

যদ্যপি মুক্তি-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥২৭৫॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥২৭৬॥

শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত-মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈলা প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥২৭৭॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥২৭৮॥

লৌহকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥২৭৯॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৮০॥
কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥২৮১॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-বিবরণ ॥২৮২॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহন ॥২৮৩॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা, সার্ব্বভৌম-মিলন ॥২৮৪॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥২৮৫॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্যচরণ ॥২৮৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"। "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ"। এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্য-পাদে "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষতত্ত্বাশ্রয়ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার-যোগ্য ফল হইল।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২৭০। আ ৪। ২০৭ দ্রষ্টব্য।

২৭২। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে, তিনি—মুক্তিপদ অর্থাৎ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ; অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি, তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।

২৭৪। আশ্লিষ্য-দোষ—যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি হয়, এই দোষ।

২৭৫। রূঢ়িবৃত্তি—মুখ্যবৃত্তি।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি কৃপাপূর্ব্বক বাসুদেব-নামক ভক্তকে কুষ্ঠ-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করতঃ ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥৩॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥৪॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥৫॥
চৈত্রে রহি' কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥৬॥
নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি' সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥৭॥
তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি'।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি ॥৮॥
তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥৯॥
এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগো এক দানে।
সবে মিলি' আজ্ঞা দেহ, যাইব দক্ষিণে ॥১০॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥১১॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ ॥১২॥
বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥১৩॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা, সবার শুকাইল মুখ ॥১৪॥
নিত্যানন্দপ্রভু কহে—ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয় ॥১৫॥
দুই-এক সঙ্গে চলুক্, না পড় হঠ-রঙ্গে।
যারে কহ, সেই-দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥১৬॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥১৭॥
প্রভু কহে—আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥১৮॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥১৯॥
নীলাচলে আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥২০॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥২১॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥২২॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥২৩॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে ॥২৪॥
আমি ত' সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥২৫॥
ইহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥২৬॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥২৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৬। হঠ-রঙ্গে—ঠক্ বা জুয়াচোরের পাল্লায়।

অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে।
দিন-কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥২৮॥
ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয় যে-যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ-আস্বাদনে ॥২৯॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য—অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥৩০॥
সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর পক্ষে সহন না যায় ॥৩৯॥
গুণ-দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥৩২॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥৩৩॥
তবে নিত্যানন্দ কহে—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হউক্, কর্ত্তব্য আমার ॥৩৪॥
কিন্তু এক নিবেদন করো আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥৩৫॥
কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥৩৬॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥৩৭॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥৩৮॥
কৃষ্ণদাস-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥৩৯॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা, কর, কিছু না বলিবে ॥৪০॥
তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে।
তাঁহা-সবা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥৪১॥
নমস্করি' সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥৪২॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে ॥৪৩॥
সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥৪৪॥
আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি আসিব ॥৪৫॥
শুনি' সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥৪৬॥
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥৪৭॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥৪৮॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন-কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥৪৯॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস-কথো, না কৈল গমন ॥৫০॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করান ভোজন ॥৫১॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠির মাতা'।
রাঁধি ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥৫২॥
আগে ত' কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা সমাচার ॥৫৩॥
দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥৫৪॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লৈয়া জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥৫৫॥
দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি' দিলা ॥৫৬॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি'।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥৫৭॥

ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে আর যত নিজ জন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥৫৮॥
সমুদ্র-তীরে-তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য-গোপীনাথে ॥৫৯॥
চারি কৌপীন-বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা, প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে ॥৬০॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥৬১॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥৬২॥
শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥৬৩॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো এক জন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥৬৪॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥৬৫॥
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা—তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ॥৬৬॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥৬৭॥
অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥৬৮॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥৬৯॥
এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হৈয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥৭০॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥৭১॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥৭২॥
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥৭৩॥
অনুবাদ—মহাপুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষা কোমল; সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে না।
নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥৭৪॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র-প্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ ॥৭৫॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি' তাঁরে বহুস্তুতি কৈলা ॥৭৬॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যতজন ॥৭৭॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥৭৮॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ, অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥৭৯॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥৮০॥
কেহ নাচে, কেহ গায় 'শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক—স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥৮১॥
দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে ॥৮২॥
অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥৮৩॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥৮৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬২। অধিকারী—রাজপ্রতিনিধি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৩। ঈশ্বরঃ—সমর্থঃ।

মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥৮৫॥
তবে দুই প্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥৮৬॥
শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কলরব করে ॥৮৭॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥৮৮॥
এইমত সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত লোক আসে, যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥৮৯॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৯০॥
প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥৯১॥
মূর্চ্ছিত হৈয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা-সবা-পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥৯২॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লৈয়া ॥৯৩॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।
আর দিনে দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা ॥৯৪॥
মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সংকীর্ত্তন ॥৯৫॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥
এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে—বল 'হরি' 'হরি' ॥৯৭॥
সেই লোক প্রেমমত্ত হৈয়া বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥৯৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। রাম তিনপ্রকার — রাধারমণ রাম অর্থাৎ কৃষ্ণ, রেবতীরমণ রাম অর্থাৎ বলরাম এবং সীতারমণ রাম।

শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে 'রাম রাঘব রাম রাঘব' নাম কীর্ত্তন করিতেছেন; সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে রাধারমণ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই 'রাম রাঘব' নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

রাঘব শব্দের অর্থ—অত্যন্ত ধনী ও পরস্বাপহারী অথচ সামাজিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন। (অভিধান)

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ নন্দের পুত্র বলিয়া অত্যন্ত ধনী ও সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন অথচ ভক্তের সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী হরি। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে রাঘব বলা হইয়াছে।

রম্ ধাতু হইতে রাম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রম্ ধাতু রমণে। যিনি রমণ করেন, তিনি রাম—রমণ—রাধারমণ, গোপীরমণ অর্থাৎ কৃষ্ণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শাস্ত্র বলেন—

গোবর্দ্ধনদরীকুঞ্জে পরিরম্ভ-বিচক্ষণঃ।
শ্রীরাধাং রময়ামাস রামস্তেন মতো হরিঃ॥

(শ্রীজীবপ্রভু)

শ্রীহরি গোবর্দ্ধনগিরিকুঞ্জে আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'রাম'-নামে অভিহিত হন।

বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তলীলাধিদৈবতম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

(শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী)

লীলার মূর্ত্তবিগ্রহ বা অধিদেব রসিক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সতত শ্রীরাধাকে রমণ করাইতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিতেছেন বলিয়া তিনি 'রাম' নামে অভিহিত।

রময়তি—আনন্দয়তি। (শ্রীসনাতনটীকা)

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥৯৯॥
সেই জন নিজ-গ্রামে করিলা গমন।
'কৃষ্ণ' বলি' হাসে, কাঁদে, নাচে অনুক্ষণ ॥১০০॥
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥১০১॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥১০২॥
সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥১০৩॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥১০৪॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥১০৫॥
যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥১০৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

রাঘব শব্দ রঘ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রঘ্ ধাতু দীপ্তিতে। (শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ)

রাঘব অর্থে দীপ্তিমান্, মধুর-দ্যুতি-বিশিষ্ট বা মাধুর্য্য-বিগ্রহ। সুতরাং রাঘব বলিতে মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ।

তিমি-মৎস্য শতযোজন বিস্তৃত অর্থাৎ চারিশত ক্রোশ লম্বা। যে মহা-মৎস্য এই তিমিকে গিলে, তাহাকে তিমিঙ্গিল বলে। এই তিমিঙ্গিল-মৎস্যকে যে মহামৎস্য গিলিয়া ফেলে, তাহাকে তিমিঙ্গিলগিল বলে। ইহাকে যে গ্রাস করে, তাহাকে রাঘব বলে।

তিমিঃ—অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তরঃ। ইতি ভরতঃ। (শব্দকল্পদ্রুম)

তিমিঙ্গিলঃ—তিমিং গিলতি যঃ। ইত্যমরঃ।

তিমিঙ্গিলগিলঃ—মহামৎস্যবিশেষঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ। (শব্দকল্পদ্রুম)

রাঘব—সমুদ্রজাত মহামৎস্যবিশেষ।

অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তৃতঃ।
তিমিঙ্গিলগিলোঽপ্যস্তি তদ্‌গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ ॥ (বিশ্বকোষ)

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মূল-ভগবান্, অংশী-ভগবান্, স্বয়ং-ভগবান্, মূল-অবতারী, মূল-নারায়ণ, সর্ব্বাশ্রয়, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বমনোহারী, সর্ব্বস্ব-আত্মসাৎকারী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, সকলের আকর ও নিয়ামক বলিয়া তাঁহাকে রাঘব বলা হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কেশব—কেশান্ বয়তে সংস্করোতি ইতি কেশবঃ। যিনি শ্রীরাধার কেশ সংস্কার করেন তিনি কেশব অর্থাৎ কৃষ্ণ। (ভাঃ ১০।২৯।৪৮ চক্রবর্ত্তীটীকা)

শাস্ত্র বলেন—

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ ॥
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম।
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং-ভগবান্-শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥ (চৈঃ চঃ)

প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেই সব আচার্য্য হৈয়া তারিল জগৎ ॥১০৭॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥১০৮॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥১০৯॥
প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥১১০॥
অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥১১১॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥১১২॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ॥১১৩॥
প্রেমাবেশে হাসি' কাঁদি' নৃত্য-গীত কৈল।
দেখি' সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥১১৪॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈল চমৎকারে ॥১১৫॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥১১৬॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥১১৭॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥১১৮॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥১১৯॥
যেই গ্রামে যায় তাহাঁ এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি কহিব, না কহিব আর বার ॥১২০॥
কূর্ম্ম-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুকে নিমন্ত্রণ ॥১২১॥
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥১২২॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥১২৩॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥১২৪॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥১২৫॥
কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥১২৬॥
প্রভু কহে—ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা ॥১২৭॥
যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥১২৮॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥১২৯॥
এইমত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥১৩০॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥১৩১॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥১৩২॥
অতএব ইহাঁ কহিলাম করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥১৩৩॥
এইমত সেই রাত্রি তাহাঁই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥১৩৪॥
প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম্ম বহু দূর আইলা।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥১৩৫॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥১৩৬॥

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁই ॥১৩৭॥
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥১৩৮॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হৈয়া ॥১৩৯॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥১৪০॥
প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥১৪১॥
প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি' করেন স্তবন ॥১৪২॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥১৪৩॥

(ভাঃ ১০।৮১।১৬)

বহুস্তুতি করি' কহে—শুন, দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥১৪৪॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি—স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ॥১৪৫॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হৈয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥১৪৬॥
প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥১৪৭॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥১৪৮॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কাঁদে প্রভুর গুণে ॥১৪৯॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপ্রদ হৈল প্রভুর নাম ॥১৫০॥
এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥১৫১॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥১৫২॥
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥১৫৩॥
ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ।
তোমা-সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥১৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দক্ষিণযাত্রায়াং বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৪৩। আ ১৭।৭৮ দ্রষ্টব্য।

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥১॥

অনুবাদ—সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেব রামানন্দ-নামক ভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ॥৩॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীতস্তুতি ॥৪॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥৫॥

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥৬॥

(আগমবচন)

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, শ্রীনৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥৭॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' করিলা গমন ॥৮॥
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥৯॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি' সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥১০॥
গোদাবরী দেখি' হইল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥১১॥
সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হৈয়া তাহাঁ কৈলা স্নান ॥১২॥
ঘাট ছাড়ি' কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে ॥১৩॥
হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায় ॥১৪॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ ॥১৫॥
প্রভু তাঁরে দেখি' জানিল, এই—রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায় ॥১৬॥
তথাপি ধৈর্য্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥১৭॥
সূর্য্যশতসম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমললোচন ॥১৮॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ-নমস্কার ॥১৯॥
উঠি' প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥২০॥
তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ?
তেঁহো কহে—হঙ মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥২১॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥২২॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহাকে আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥২৩॥
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ।
দুঁহার মুখেতে শুনি' গদ্‌গদ 'কৃষ্ণ'-বর্ণ ॥২৪॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১। গোদাবরী-নদী দেখিয়া মহাপ্রভুর যমুনা-স্মৃতি হইল এবং তাহার তীরে বন দেখিয়া চিত্তে বৃন্দাবনের স্মৃতি আসিল।

এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥২৬॥
এই মহারাজ—মহা-পণ্ডিত, গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির ॥২৭॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ ॥২৮॥
সুস্থ হৈয়া দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥২৯॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥৩০॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভালি হৈল, অনায়াসে পাইলু দরশন ॥৩১॥
রায় কহে—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥৩২॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥৩৩॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥৩৪॥
কাহাঁ তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহাঁ মুঞি—রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥৩৫॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয়।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥৩৬॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥৩৭॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥৩৮॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥৩৯॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥৪০॥

(ভাঃ ১০।৮।৪)

অনুবাদ—হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহি-লোকদিগের নিত্য-মঙ্গলসাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্য কারণে যান না।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥৪১॥
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ—পুলকিত, অশ্রু—নয়নে ॥৪২॥
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥৪৩॥
প্রভু কহে—তুমি মহা-ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥৪৪॥
অন্যের কি কথা, আমি—মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি ॥৪৫॥
এই জানি' কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥৪৬॥
এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণে।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মনে ॥৪৭॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥৪৮॥
নিমন্ত্রণ মানিলা তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥৪৯॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥৫০॥
রায় কহে—আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥৫১॥
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥৫২॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি' চলিলা রামরায় ॥৫৩॥
প্রভু যাই' সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি' সন্ধ্যা হৈল ॥৫৪॥

প্রভু স্নান-কৃত্য করি' আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥৫৫॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কয় সেই স্থানে ॥৫৬॥
প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কয়ে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥৫৭॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥৫৮॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের আচার-যুক্ত পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্য-সার ॥৫৯॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৬০॥
(গীতা)

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—হে কৌন্তেয়! যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ—এই সাধ্য-সার ॥৬১॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

অনুবাদ—ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি (ভগবান্) যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচার পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
(গীতা)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥৬৪॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৬৫॥
(গীতা)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মে অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য শোক ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত হইয়া ভক্তি লাভ করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৩। **প্রশ্ন**—গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এত বড় কথাকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব 'এহো বাহ্য'—এ-কথা কেন বল্‌লেন?

উত্তর—মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর"—এই কথা রায় রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেননা, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা'তে ভগবান্‌কে ব'লে ক'য়ে, প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়ে ভক্ত ক'রবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হয় না। ভক্ত প্রীতিবশতঃ স্বাভাবিক-ভাবেই ভগবানের সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত কর্‌তে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা কর্‌বে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে—নিজের নিত্য স্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এইজন্যই মহাপ্রভু এত বড় কথাকে 'এহো বাহ্য' ব'লে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্ব্বোত্তম ব্রজভজনের কথা জানাবার জন্য যত্ন ক'রেছেন।

(প্রভুপাদ)

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার ॥৬৬॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৬৭॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

অনুবাদ—ব্রহ্মা ভগবান্‌কে কহিলেন—হে ভগবন্! নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়-মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া সাধুসঙ্গে জীবনযাপন করেন, ত্রৈলোক্য-মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৬৮॥

নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত-হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥৬৯॥

অনুবাদ—যেমন জঠরে যে পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্তবন্ধু শ্রীহরির নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রীতিযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥
(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ একমাত্র লোভরূপ মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও ক্রয় করিয়া ফেল।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, দাস্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭১॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥৭২॥
(ভাঃ ৯।৫।১৬)

অনুবাদ—যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অপ্রাপ্য থাকে?

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥

প্রভু কহে—এহো হয়, কিছু আগে আর।
রায় কহে, সখ্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭৪॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭৫॥
(ভাঃ ১০।১২।১১)

অনুবাদ—যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্য-রসের ভক্তগণের নিকট পরমেশ্বররূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদিগের নিকট নর-বালকরূপে প্রকাশ পান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরাখালগণ বহু সুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে—এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭৬॥

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৭৭॥
(ভাঃ ১০।৮।৪৬)

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন? যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন?

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৩। মধ্য ১ | ২০৬ দ্রষ্টব্য।

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥৭৮॥

(ভাঃ ১০।৯।২০)

অনুবাদ—গোপী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীও পান নাই।

প্রভু কহে—এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, কান্তভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥৭৯॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥৮০॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ শক্তিগণেরও লাভ হয় নাই, পদ্মগন্ধযুক্তা স্বর্গের দেবীগণেরও লাভ হয় নাই, সুতরাং অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে আর কি বলিব?

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥৮১॥

(ভাঃ ১০।৩২।২)

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥৮২॥
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তরতম ॥৮৩॥

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৮৪॥

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক-দুই-গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥৮৫॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥৮৬॥
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে।
দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥৮৭॥
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে ॥৮৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮১। আ ৫ | ২১৪

৮২। কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে বলিয়া উপায়-বিশেষ-অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহু প্রকার আছে।

৮৩। যাঁহার যেই রস, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। রস-বিষয়ে যে রাগোদয় হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া রস-চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না; কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে রসের তারতম্য আছে।

৮৪। আদি ৪ | ৪৫ দ্রষ্টব্য।

৮৫-৮৬। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য বর্ত্তমান। শান্তরসে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠা-গুণটি দাস্যরসে মমতা-যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ; আবার সখ্যরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা ও মমতা বিশ্রম্ভের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে; বাৎসল্যরসে আবার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শান্ত-দাস্য-সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। কান্তভাবরূপ মধুর-রসে ঐ চারিটি গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য-বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থ-বিচারে মধুর-রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৮৭-৮৮। রসের তারতম্য বুঝাইবার জন্য একটি প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। আকাশে শব্দ বলিয়া একটী গুণ আছে; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—দুইটী গুণ আছে; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটী গুণ আছে; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটি গুণ আছে; মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণ আছে। এখন দেখুন, আকাশাদি-পর-পর-ভূতে ক্রমশঃ গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—পঞ্চগুণই পৃথিবীতে লক্ষিত

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৮৯॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥৯০॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়, কহে ভাগবতে ॥৯১॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জর-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥৯৩॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥৯৪॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৬)

অনুবাদ—যশোদা-সুত ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজদেবীর সঙ্গে তিনি হেমমণিদিগের মধ্যে মহা-মরকতের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন।

প্রভু কহে, এই—সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥৯৫॥
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥৯৬॥
ইহাঁর মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥৯৭॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৯৮॥

(পদ্মপুরাণ)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ ৯৯॥

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইল। সেইরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হইয়া মধুর-রসে পাঁচটী গুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া গেল; অতএব পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি মধুর বা শৃঙ্গার-রস-রূপ প্রেমেই পাওয়া যায়। ভাগবত বলেন—মধুর-রসোৎফুল্ল প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৮৯। অ। ৪।২৩ দ্রষ্টব্য।

৯০-৯১। কৃষ্ণের এইটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁহাকে যেভাবে ভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করিবেন। অন্যান্য রসে ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে কৃষ্ণ সমর্থ হন; কিন্তু মধুররসোৎফুল্ল প্রেমে ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন—হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৯২। অ। ৭।১৮০ দ্রষ্টব্য।

৯৩। যদিও কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যই কৃষ্ণমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে-মাধুর্য্য

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অনন্তগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গোপীজনবল্লভ-প্রেমই সর্ব্বভক্তের সাধ্যসার। ইহাতে ভক্তের যেরূপ (পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যময়) কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়, এরূপ আর কোন রসে হয় না। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৯৭। গোপীসাধারণের যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তন্মধ্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। সাধারণ-জীবের পক্ষে ঐ ভাব-স্থলীয় ভাব-গ্রহণের উপদেশ নাই; কিন্তু সেই ভাবের অনুগত হইয়া তদনুরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অত্যুচ্চভাব গ্রহণ করিতে সিদ্ধাবস্থায় জীবের যোগ্যতা হইতে পারে। সাধনাবস্থায় রাধিকার সখীর ও তৎপরিচারিকাগণের ভাবই অনুসরণীয়। উদ্ধব-দর্শনে রাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয়, তাহা জীবের সাধ্য নয়; কিন্তু কথঞ্চিৎ অন্যাকারে অনুসরণীয়।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৯৮। আ ৪।২১৫

৯৯। আ ৪।৮৮

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥১০০॥
চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥১০১॥
রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥১০২॥
রায় কহে, তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥১০৩॥
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥১০৪॥

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥১০৫॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণ-খিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥
(শ্রীগীতগোবিন্দে)

অনুবাদ—রাধাবিরহে কাতর হইয়া কৃষ্ণ যমুনা-তটস্থিত বনে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও রাধিকাকে না পাইয়া কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এই দুই-শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥১০৭॥
শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥১০৮॥
সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল-প্রেমে হইল বামতা ॥১০৯॥

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥১১০॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—সর্পের ন্যায় প্রেমের কুটিলা গতি; এতন্নিবন্ধন যুবক-যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়।

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি ॥১১১॥
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥১১২॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥১১৩॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া ॥১১৪॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥১১৫॥
প্রভু কহে, যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে।
সেই সব রস-তত্ত্ব হৈল মোর জ্ঞানে ॥১১৬॥
এবে জানিলু সাধ্য-সাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিতে মন হয় ॥১১৭॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥১১৮॥
কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥১১৯॥
রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥১২০॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥১২১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৯। **বৈষ্ণবতোষণী-টীকা**—অনয়া এব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন তু অস্মাভিঃ।

রাধয়তি আরাধয়তি ইতি শ্রীরাধেতি নাম-কারণঞ্চ দর্শিতম্।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা। ভগবান্—শ্রীনারায়ণঃ।
ঈশ্বরঃ—ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা।
নূনং—নিশ্চিতম্।

১০৫। আ ৪।২১৯

হৃদয়ে প্রেরণ কর. জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥১২২॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥১২৩॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ তাঁহারে পুছিল ॥১২৪॥
তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥১২৫॥
তোমার ঠাঞি আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥১২৬॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই 'গুরু' হয় ॥১২৭॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি' পূর্ণ কর মন ॥১২৮॥
যদ্যপি রায় প্রেমী, মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥১২৯॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিলেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥১৩০॥
রায় কহে, আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও, সেইমত চাহি নাচিবার ॥১৩১॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণা-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥১৩২ ॥
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥১৩৩॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ সবার আধার ॥১৩৪॥
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥১৩৫॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৩৬॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥১৩৭॥
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥১৩৮॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥১৩৯॥

নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥১৪০॥
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥১৪১॥
অনুবাদ—যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দ্বারা তারকা পালি-নাম্নী সখীদ্বয়ের বশকারী, শ্যামা এবং ললিতা-সখীকে আত্মসাৎকারী, রাধাকে অত্যন্ত প্রীতিকারী, সেই রাধাপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৭। বিপ্রই হউন বা শূদ্র-কুলোদ্ভূতই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু।

১৩৬। আ ২।১০৭

১৩৯। আ ৫।২১৪ দ্রষ্টব্য

১৪১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ভক্তিসামান্য-লহরী ১ম শ্লোকস্থ

শ্রীজীবটীকা—রাধা-প্রেয়ান্—রাধায়াং অতিশয়েন

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রীতিকর্ত্তা—'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' ইতি কর্ত্তরি ক-প্রত্যয়বিধেঃ।

যিনি শ্রীরাধাকে অত্যধিক প্রীতি করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই যেমন শ্রীরাধা-প্রেষ্ঠ বা শ্রীরাধা-প্রিয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবকে যিনি অত্যন্ত প্রীতি করেন, সেই গুরুদেবতাত্মা শিষ্যই গুরু-প্রেষ্ঠ বা গুরুপ্রিয়—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥১৪২॥

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।
কৈবল্যনৈপুণ্যমপাকরিষ্ণু ভক্তিযোগস্য সমুন্মিনোতি ॥১৪৩॥

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥১৪৪॥

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥১৪৫॥
(ভাঃ ১০।৮৯।৫৮)

অনুবাদ—ভূমা-পুরুষ কহিলেন—হে কৃষ্ণার্জ্জুন। তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণকুমারদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। এখন অবনীর ভাররূপ অসুরদিগকে মারিয়া শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ কর।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥
(ভাঃ ১০।১৬।৩৬)

অনুবাদ—নাগপত্নীগণের উক্তি—হে দেব! যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় লক্ষ্মীদেবী বহুকাল সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, আপনার সেই চরণরেণু এই কালীয়সর্প যে কি সুকৃতি দ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥১৪৭॥

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যা লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৪৮॥

এই ত' সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা-তত্ত্বরূপ ॥১৪৯॥
কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি-নাম ॥১৫০॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে ॥১৫১॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫২॥

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন-রূপ ॥১৫৩॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি' মানি ॥১৫৪॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১৫৫॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—'হ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥১৫৬॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী' কারণ ॥১৫৭॥
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥১৫৮॥
প্রেমের পরম-সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥১৫৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪২। শৃঙ্গারই রসরাজ; সেই শৃঙ্গাররসরাজময়-মূর্ত্তিধর—শ্রীকৃষ্ণ; এতন্নিবন্ধন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের শ্রীরূপ-মাধুর্য্য কৃষ্ণের চিত্তও হরণ করে।

১৪৩। আ ৪।২২৪

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৮। আ ৪।১৪৬

১৫২। আ ৭।১১৯

১৫৫। আ ৪।৬৩

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥১৬০॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ—প্রেম-বিভাবিত।
'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত ॥১৬১॥

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৬২॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥১৬৩॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥১৬৪॥
রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল-বরণ ॥১৬৫॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥১৬৬॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ-লজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী-পরিধান ॥১৬৭॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ—দ্বিতীয় অরুণ-বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥১৬৮॥
সৌন্দর্য্য—কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়—চন্দন।
স্মিতকান্তি—কর্পূর, তিন—অঙ্গে বিলেপন ॥১৬৯॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস—মৃগমদ-ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর ॥১৭০॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য—ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
'ধীরাধীরাত্মক' গুণ—অঙ্গে পট্টবাস ॥১৭১॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জল ॥১৭২॥
সুদীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব-অঙ্গে ভরি' ॥১৭৩॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥১৭৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬০। আ ৪।৭০

১৬২। আ ৪।৭২

১৬৫-১৭০। রাধা-প্রতি কৃষ্ণস্নেহই সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ সৌগন্ধযুক্ত বিলেপন দ্রব্য। তাহা মাখানো হেতু দেহ সুগন্ধ ও উজ্জ্বল হইয়াছে।

(১) কৃষ্ণস্নেহরূপ উদ্বর্ত্তন মাখিয়া প্রথম বা পূর্ব্বাহ্ণ-স্নানের জলই কারুণ্যামৃত অর্থাৎ পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া প্রথম-কৈশোরে করুণাবিশিষ্ট নবযৌবন; (২) মধ্যম বা মধ্যাহ্নস্নানের জল—তারুণ্যামৃত বা ব্যক্ত-যৌবন; (৩) তদুপরি স্নান বা অপরাহ্ণ-স্নানের জল—লাবণ্যামৃত বা পূর্ণযৌবন; অর্থাৎ কায়িক-গুণের যে বয়স, রূপ ও লাবণ্য, উহাই ত্রিবিধ স্নানজল।

বসন দ্বিবিধ—অধোবসন ও উত্তরীয়। অধোবসন—লজ্জা-রূপা, উহা শ্যামপট্টসূত্রদ্বারা নির্মিত নীল-শাটী; দ্বিতীয়-বসন—অরুণ-বর্ণ, তাহাই কৃষ্ণানুরাগ। কৃষ্ণপ্রণয়-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মানরূপ কাঁচুলীদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষোদেশ আবৃত। শ্রীরাধার কায়িক গুণের সৌন্দর্য্যই কুঙ্কুম, অভিরূপতা—সখী-প্রণয়রূপ চন্দন, মাধুর্য্য—স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর; এই তিন বস্তু অঙ্গের লেপন অর্থাৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা ও মাধুর্য্য-ভূষিত। কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস অর্থাৎ মধুররসই মৃগমদ-কস্তুরী—ইহাই মার্দ্দবরূপ কায়িক গুণ। (প্রভুপাদ)

১৭১। প্রচ্ছন্নমান-বাম্যই ধম্মিল্ল অর্থাৎ খোঁপা।

ধীরাধীরাত্মক-গুণ—যে-নায়িকা প্রিয়তমকে ধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ বক্রোক্তিদ্বারা এবং অধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বাক্যাদি বলিয়া থাকেন, তিনিই ধীরাধীরা। এই গুণই শ্রীঅঙ্গে পট্টবাস অর্থাৎ পাটের শাড়ী।

১৭২। কৃষ্ণরাগই তাম্বূলের বর্ণ, তদ্দ্বারা অধরটী উজ্জ্বল; প্রেম-কৌটিল্যই নয়নদ্বয়ের কজ্জল।

১৭৪। গুণশ্রেণীই পুষ্পমালা। শ্রীমতীর গুণ তিন

সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্ত্য—রত্ন, হৃদয়—তরল ॥১৭৫॥
মধ্য-বয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥১৭৬॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি' আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥১৭৭॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে ॥১৭৮॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥১৭৯॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥১৮০॥

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥১৮১॥

(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে? —একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রিয়া কে?—একা রাধিকা, অন্যে নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাধিকারই আছে। একা রাধিকাই শ্রীহরির বাঞ্ছা-পূরণ করিতে সমর্থা, অপর কেহই তদ্রূপ সমর্থ নহে।

যাঁর সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥১৮২॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥১৮৩॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥১৮৪॥
প্রভু কহে—জানিলু কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥১৮৫॥
রায় কহে—কৃষ্ণ হয় ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥১৮৬॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥১৮৭॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—যে পুরুষ চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তাশূন্য ও প্রেয়সীবশ, তিনি—ধীরললিত।

রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥১৮৮॥

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৮৯॥

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর ॥১৯০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রকার—মানসিক, বাচিক ও কায়িক। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও কারুণ্য ইত্যাদি—মানসিক, কর্ণের আনন্দদায়ক বাক্-প্রয়োগাদি—বাচিক এবং গুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি—কায়িক গুণ। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৭৫। প্রেমবৈচিত্ত্য—"প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাব বশতঃ প্রিয়ের সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে ক্লেশের (আর্ত্তির) উদয় হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য', উহাই রত্ন। তরল—হারের মধ্যস্থিত মণি। (অনুভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৮। অবতংস—কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ। কৃষ্ণনামগুণযশই তাঁহার কর্ণালঙ্কার।

১৭৯। শ্যামরস—মধুররস।

১৮০। শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের নির্ম্মল-প্রেমরূপ রত্নের আকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং শ্রীরাধিকার দেহ—অতুলনীয়-গুণসমূহে পরিপূর্ণ। (অনুভাষ্য)

১৮৯। আ ৪।১১৭ দ্রষ্টব্য।

যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥১৯১॥
এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥১৯২॥

গীত

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন্।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছত রীতি ॥১৯৩॥

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নব-রাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুঃ কৃতী ॥১৯৪॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—হে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ! শৃঙ্গার-রসরূপ কুশল-শিল্পী স্বেদনামক সাত্ত্বিক-ভাবরূপ তাপ দ্বারা রাধিকা ও তোমার চিত্তলাক্ষাকে ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করতঃ ভেদভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে চিত্রিত করিবার জন্য প্রচুর নব-রাগ-হিঙ্গুলদ্বারা তাহাকে স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলু নিশ্চয় ॥১৯৫॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি' কহ, রায়! পাবার উপায় ॥১৯৬॥
রায় কহে—যেই কহাও, সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥১৯৭॥
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥১৯৮॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥১৯৯॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥২০০॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥২০১॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥২০২॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥২০৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৩। মনোভব—কন্দর্প বা কাম।

১৯৪। শ্রীজীবটীকা—স্বেদৈস্তদাখ্যসাত্ত্বিক-বিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্ব্বহি দ্রবীভাবরূপাভিঃ। পক্ষে মুহুরগ্নিতাপৈ-শ্চিত্রায়াশ্চর্য্যায় পক্ষে চিত্রলেখায়। অত্র পরস্পরমভিন্ন-চিত্তত্বাত্তত্র অন্যস্যাপ্রবেশাৎ স্বসম্বেদ্যদশা দর্শিতা।

শৃঙ্গারকারু—শৃঙ্গার-রসরূপ শিল্পী।

কৃতী—কুশল, সুনিপুণ।

স্বেদ—অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকভাবের অন্যতম ভাব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই অষ্ট প্রকার।

২০০-২০৪। মহাপ্রভু এতাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন—সাধ্যবস্তু সমগ্র কথিত হইল, এখন এই চরমসাধ্যবস্তু পাইবার যে সাধন বা উপায় আছে, তাহা বল। রায় রামানন্দ তদুত্তরে বলিলেন—দাস্য-বাৎসল্যাদি-রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না, ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব। ব্রজসখীর ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক সখীর

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥২০৪॥

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্যাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥২০৫॥

(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—রাধাকৃষ্ণের ভাব—স্বপ্রকাশ এবং সুখ—বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না। যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতিব্যতিরেকে ঈশ্বরত্ব পুষ্টি লাভ করে না, তদ্রূপ। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন?

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥২০৬॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥২০৭॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥২০৮॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ-সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি-সুখ হয় ॥২০৯॥

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥২১০॥

(গোবিন্দ-লীলামৃতে)

অনুবাদ—ব্রজসখীগণ শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশ প্রেমবল্লীর কিসলয়দলপুষ্পাদিস্বরূপ। কৃষ্ণলীলামৃতরসসমূহদ্বারা পরমোল্লাসময়ী রাধিকা সিক্তা হইলেই সখীগণ আপনাদিগের সেচন হইতেও শতগুণ অধিক উল্লসিত হন, ইহা বিচিত্র নয়।

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥২১১॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি-সুখ পায় ॥২১২॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হন তুষ্ট ॥২১৩॥
সহজ গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥২১৪॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ২১৫॥

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥২১৬॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥২১৭॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২১৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২০৮-২০৯। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপা এবং সখীগণই সেই লতার পল্লবপুষ্পপাতা। লতারূপা রাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাতে জলসেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জল-সেচনে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সেরূপ পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না, সেইরূপ গোপীদের কৃষ্ণমিলনসুখ হইতেও রাধাকৃষ্ণমিলন দ্বারাই অধিক সুখ হয়।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২১৩। অন্যোন্য—পরস্পর।
২১৫। আ ৪।১৬১
২১৮। আ ৪।১৬৬

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥২১৯॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২২০॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লৈয়া যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥২২১॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২২২॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ ॥২২৩॥
(ভাঃ ১০।৮৭।২৩)

অনুবাদ—মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাঁহার অনুধ্যানবলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্রবিষ-কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।

সমদৃশ-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥২২৪॥
অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥২২৫॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২২৬॥
(ভাঃ ১০।৯।২১)

অনুবাদ—যশোদানন্দন কৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তগণের পক্ষেই সুলভ, জ্ঞানীগণের পক্ষে লভ্য নহেন।

অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥২২৭॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥২২৮॥
গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥২২৯॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৩০॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥২৩১॥

এত শুনি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥২৩২॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ-কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥২৩৩॥
বিদায়সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া ॥২৩৪॥
মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি' শোধ মোর দুষ্ট মন ॥২৩৫॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥২৩৬॥
প্রভু কহে—আইলাম শুনি' তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি' শুদ্ধ করাইতে মন ॥২৩৭॥
যৈছে শুনিলু, তৈছে দেখিলু তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥২৩৮॥
দশ দিনের কা-কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥২৩৯॥
নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব এক-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৪০॥

এত বলি' দুঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥২৪১॥
অন্যোন্যে মিলি' দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী করে আনন্দিত হৈয়া ॥২৪২॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রে কথা পরস্পর ॥২৪৩॥
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥২৪৪॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥২৪৫॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সে-ই বড় ধনী ॥২৪৬॥
দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি আর ॥২৪৭॥
মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সে-ই মুক্তশিরোমণি ॥২৪৮॥
গান-মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥২৪৯॥
শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥২৫০॥
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥২৫১॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥২৫২॥
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস ?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাহাঁ নিত্য-লীলারাস ॥২৫৩॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥২৫৪॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥২৫৫॥
মুক্তি, ভক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি ?
স্থাবরদেহে, দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥২৫৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৪২। গোষ্ঠী—সংলাপ।

২৫৬। সাযুজ্য-মুক্তিকামিগণ চরমে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। কিন্তু ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে বা গোলোক-বৃন্দাবনে পার্ষদ-দেহ লাভ করিয়া সেবানন্দে মগ্ন হন।

মুক্তিসুখ ভক্তিসুখের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া তাহাকে বৃক্ষাদি স্থাবরদেহে স্থিতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি-তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ভক্তি-সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইর দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ-পরকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥

(চৈঃ চঃ)

২৫৭ ও ২৫৮ পয়ারে জ্ঞানী ও ভক্তের কথা থাকায় এখানে ভুক্তি-স্থলে 'ভক্তি' পাঠই সমীচীন।

অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥২৫৭॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥২৫৮॥
এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য-গীত-রোদনে হৈল রাত্রি-শেষে ॥২৫৯॥
দোঁহে নিজ নিজ-কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি' মিলিলা আর দিনে ॥২৬০॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি' কতক্ষণ।
প্রভুপদ ধরি' রায় করে নিবেদন ॥২৬১॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বসার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥২৬২॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥২৬৩॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥২৬৪॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥২৬৫॥

(ভাঃ ১।১।১)

অনুবাদ—এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে, অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি একমাত্র স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থির হন, যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্, যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে ভগবৎ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে, যাঁহাতে তেজোবারিমৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা, যাঁহাতে তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদুদয়রূপ সৃষ্টি, জীবপ্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্ত্তমান, সেই মায়াতীত বাস্তব-সত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥২৬৬॥
পহিলে দেখিলু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥২৬৭॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥২৬৮॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥২৬৯॥
এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার ॥২৭০॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥২৭১॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥২৭২॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥২৭৩॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৭৪॥

(ভাঃ ১১।২।৪৫)

অনুবাদ—যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫৭। জ্ঞান—নিষ্ফলসদৃশ, আস্বাদনের অযোগ্য, কর্কশ-তর্কনিষ্ঠ কাকাবস্থ জীবের ভক্ষ্য; কিন্তু প্রেম-রূপ আম্র-মুকুলের আস্বাদ—প্রিয় ও সুমিষ্ট, উহা—কোকিলতুল্য রসজ্ঞ কৃষ্ণভক্তেরই আস্বাদনীয়। (প্রভুপাদ)

২৫৮। নীরসজ্ঞানই দুর্ভাগা জ্ঞানীর আস্বাদনীয় বস্তু; আর সরস কৃষ্ণপ্রেমামৃতই ভাগ্যবান্ ভক্তের পানীয় বস্তু।

(অনুভাষ্য)

২৬০। বিহানে—প্রাতঃকালে। ইহা রাঢ়দেশের ভাষা।

২৭২-২৭৩। অন্তর্দর্শী প্রেমিক ভক্তগণ বাহিরে স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি না

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥২৭৫॥
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

অনুবাদ—বংশীধ্বনি শুনিয়া পুষ্পফলযুক্ত বনলতা ও তরু-সকল প্রেমপুলকিত হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥২৭৬॥
রায় কহে—প্রভু, তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥২৭৭॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥২৭৮॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥২৭৯॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥২৮০॥
তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ ॥২৮১॥
দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥২৮২॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥২৮৩॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন ॥২৮৪॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইলু তোমারে ॥২৮৫॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥২৮৬॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥২৮৭॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সব মর্ম্ম ॥২৮৮॥
গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ॥২৮৯॥
আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সম-তুল ॥২৯০॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৯১॥
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার ॥২৯২॥
তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি।
কেহ যদি কাহাঁ পোতা পায় একখানি ॥২৯৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দেখিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাদের নিজ ইষ্টদেব-দর্শনই হইয়া থাকে। ইহাই প্রেমের স্বভাব।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখ্‌বার আর অবসর থাকে না।

২৮১। রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা, এই দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" দেখাইলেন। ইহাতে একতত্ত্বে দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এরূপ একটি অপূর্ব্ব স্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কৃপায় এই নিত্যস্বরূপের সেবা করিতে পান। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২৮৬-২৮৭। হে রামানন্দ! তুমি আমাকে পৃথক্ একটি 'গৌরপুরুষ' বলিয়া দেখিতেছ, আমি তাহা নই, আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ; রাধাঙ্গস্পর্শরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও রাধিকা স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায় ॥২৯৪॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥২৯৫॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥২৯৬॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৯৭॥
এত বলি' রামানন্দে করি' আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥২৯৮॥
প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনূমান্।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥২৯৯॥
বিদ্যাপুরে নানা-মত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি' নিজমত ॥৩০০॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥৩০১॥
সংক্ষেপে কহিলু রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি' বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥৩০২॥
সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥৩০৩॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥৩০৪॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥৩০৫॥
রসতত্ত্ব-জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥৩০৬॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥৩০৭॥
অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥৩০৮॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁরে মিলে এই ধন ॥৩০৯॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥৩১০॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥৩১১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩১২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দরায়-সঙ্গোৎসবো নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯৯। হনূমান্—গৌর-রামানন্দমিলনস্থলী কভুরে গোদাবরী-তটে হনূমানের শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়। সেই গ্রাম্যদেবতাকে নমস্কার করিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণে গেলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি তথায় আছেন।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥১॥

অনুবাদ—বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করতঃ বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥৩॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি' মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥৪॥
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥৫॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥৬॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন।
যেই গ্রামে যায়, সে-গ্রামের যত জন ॥৭॥
সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সে বৈষ্ণব করি' ॥৮॥
দক্ষিণ-দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥৯॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥১০॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥১১॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥১২॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্ ॥
এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল তাহা স্নান ॥১৪॥
মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল।
তাহাঁ সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥১৫॥
রামদাস মহাদেবে করিল দরশন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥১৬॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাহাঁ মূর্ত্তি সীতাপতি ॥১৭॥
রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥১৮॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥১৯॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি'।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥২০॥
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন।
ত্রিমঠ আসিয়া তাহাঁ দেখে ত্রিবিক্রম ॥২১॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥২২॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১। রাম-উপাসক—রামাৎ-বৈষ্ণব।
তত্ত্ববাদী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে তত্ত্ববাদী বলা হয়।
শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু লক্ষ্মী বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪। গৌতমী গঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ; রাজমহেন্দ্রীর অপর-তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া গোদাবরীর নাম গৌতমী-গঙ্গা। (অনুভাষ্য)
২১। স্কন্দ—কার্ত্তিক।

পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥২৪॥
বিপ্র বলে—এই তোমার দর্শন-প্রভাব।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥২৫॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥২৬॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥২৭॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥২৮॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে ॥২৯॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিগণ রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এইজন্যই পরম-ব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা যায়।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥৩০॥
(মহাভারত)

অনুবাদ—কৃষি ভূ-বাচক অর্থাৎ সত্তা-বাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষি শব্দে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ পরংব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

পরংব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥৩১॥

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥৩২॥
(পদ্মপুরাণ)

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৩৩॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অনুবাদ—হে পার্ব্বতি, আমি রামনাম কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাই। একটী রামনাম সহস্র-বিষ্ণুনামের তুল্য অর্থাৎ বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার রামনাম উচ্চারণে সেই ফল হইয়া থাকে। (বিষ্ণুর) সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই—এক রামনাম সহস্র-বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥৩৪॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥৩৫॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥৩৬॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥৩৭॥
তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব দরশনে ॥৩৮॥
তাহাঁ হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাঁ, করিলা বিশ্রামে ॥৩৯॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে, না যায় গণনে ॥৪০॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশ ॥৪১॥
তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪২। তার্কিক—গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক। মীমাংসক—জৈমিনীমত-স্থাপক। মায়াবাদী—শঙ্করীয়মত-স্থাপক। সাংখ্য—কপিলমত। পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি—মনু, অত্রি প্রভৃতি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।
(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দূষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥৪৩॥
সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥৪৪॥
হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ-দেশ ॥৪৫॥
পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লৈয়া ॥৪৬॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহা-পণ্ডিত নিজ নব-মতে।
প্রভুর আগে উদ্‌গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥৪৭॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥৪৮॥
তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥৪৯॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রশ্ন সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥৫০॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥৫১॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥৫২॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু-আগে নিল মহাপ্রসাদ বলিয়া ॥৫৩॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লৈয়া গেল ॥৫৪॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হৈয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥৫৫॥
তেরছে পড়িল থালি—মাথা কাটি' গেল।
মূর্চ্ছিত হৈয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥৫৬॥
হাহাকার করি' কাঁদে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥৫৭॥
তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥৫৮॥
প্রভু কহে—সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি' ॥৫৯॥
তোমা-সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥৬০॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥৬১॥
কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোকের হইল বিস্ময় ॥৬২॥
এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥৬৩॥
মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতি-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি' ব্যেঙ্কট-অচলে ॥৬৪॥
ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥৬৫॥
স্বপ্রভাবে লোক সবার করাঞা বিস্ময়।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥৬৬॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥৬৭॥
শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব হৈল সব শৈবগণ ॥৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৩। শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে—শাস্ত্র-সংস্থাপনে।

৬৬। পানা-নৃসিংহ—চিনির পানা অর্থাৎ সরবৎ যে নৃসিংহের শ্রীমন্দিরে ভোগ হয়। এই শ্রীনৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে ইনি অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৮। শিবকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্—দক্ষিণকাশী-নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন, তন্মধ্যে একাম্বর কৈলাস-নাথের মন্দিরটি অতি প্রাচীন। (অনুভাষ্য)

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥৬৯॥
প্রেমাবেশে নৃত্য, গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি' লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥৭০॥
ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী-স্থানে।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥৭১॥
পক্ষীতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥৭২॥
শ্বেতবরাহ দেখি' তাঁরে নমস্করি'।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥৭৩॥
শিয়ালীতে ভৈরবী দেবী করি' দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥৭৪॥
গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥৭৫॥
অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল ॥৭৬॥
দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাহাঁ গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥৭৭॥
কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৭৮॥
পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥৭৯॥
কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥৮০॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥৮১॥
শ্রী-বৈষ্ণব এক, ব্যেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥৮২॥
নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥৮৩॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥৮৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৯। বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে; এখানে বরদরাজ বিষ্ণুবিগ্রহ এবং অনন্ত-সরোবর আছেন। (অনুভাষ্য)

৭২। পক্ষীতীর্থ—এখানে শিব আছেন। এই স্থানে প্রত্যহ দুইটি বাজপক্ষী আসিয়া সেবায়েত পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয়; আবাহমান-কাল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে।

বৃদ্ধকোল—এখানে শ্রীবরাহদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপরে শেষ-নাগ ছত্র ধারণ করিয়া আছেন।

৭৮। কুম্ভকর্ণকপালে—কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া।

৭৯। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—এখানে চতুর্ভুজ শেষশায়ী-নারায়ণ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মূর্ত্তি আছেন। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটি ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার সাতটি প্রাকার আছে। কুলশেখর প্রভৃতি শ্রীরঙ্গমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্মী-অবতার গোদাদেবী—যিনি দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা, তিনি শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। (প্রভুপাদ)

৮২। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট — শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী জনৈক শ্রীসম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণ। ইনি বড়গলই-শাখাস্থ রামানুজীয় বৈষ্ণব। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ব্যেঙ্কটের পুত্রই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী। (প্রভুপাদ)

চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥৮৫॥
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥৮৬॥
কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥৮৭॥
সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি' সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥৮৮॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥৮৯॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার ॥৯০॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৯১॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥৯২॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন ॥৯৩॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥৯৪॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥৯৫॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥৯৬॥
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে শুন, মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥৯৭॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি' ॥৯৮॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছেন হাতে তোত্র শ্যামলসুন্দর ॥৯৯॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥১০০॥
যাবৎ পড়ো, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥১০১॥
প্রভু কহে, গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥১০২॥
এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥১০৩॥
তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি, হেন মোর মনে লয় ॥১০৪॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥১০৫॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত্ কাহাঁ না করিও প্রকাশন ॥১০৬॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥১০৭॥
এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥১০৮॥
শ্রী-বৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥১০৯॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥১১০॥
প্রভু কহে—ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥১১১॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥১১২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৯। তোত্র—চাবুক।

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥১১৩॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

ভট্ট কহে, কৃষ্ণ নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥১১৫॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥১১৬॥

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥১১৭॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—নারায়ণ ও কৃষ্ণের মধ্যে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥১১৮॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥১১৯॥
প্রভু কহে—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥১২০॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥১২১॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥১২২॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ॥১২৩॥

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে—প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥১২৪॥
আমি জীব—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥১২৫॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥১২৬॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥১২৭॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥১২৮॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কাঁধে ॥১২৯॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥১৩০॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৩১॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১৩২॥

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হৈয়া।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লৈয়া ॥১৩৩॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥১৩৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৩। চিরকাল—বহুকাল।
১১৪। মধ্য ৮ | ১৪৬ দ্রষ্টব্য।
১২১। মধ্য ৮। ৮০ দ্রষ্টব্য। ১২৩। মধ্য ৮। ২২৪ দ্রষ্টব্য।
১৩২। মধ্য ৮। ২২৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৩-১৩৪। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকাম হইলেন না এবং কেবল হৃদ্‌গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করতঃ

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥১৩৫॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপীর অনুগা হৈয়া না কৈল ভজন ॥১৩৬॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব নায়ং-শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হ'ন স্বয়ং-ভগবান্ ॥১৩৮॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রী-বৈষ্ণবের ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥১৩৯॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥১৪০॥
প্রভু কহে—ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয়।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥১৪১॥
কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥১৪২॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৪৩॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥১৪৪॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্ ॥১৪৫॥

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥১৪৬॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥১৪৭॥
নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় নারায়ণে ॥১৪৮॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥১৪৯॥

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কন্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥১৫০॥

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥১৫১॥
দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট কৈলু পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥১৫২॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি—হয় একরূপ ॥১৫৩॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ স্বরূপ ॥১৫৪॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥১৫৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৩৫-১৪০। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী; সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গ পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু গোপীদিগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই তিনি রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন শ্রীব্যাসদেব

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

"নায়ং সুখাপো ভগবান্" এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন।

বেঙ্কটভট্টের মনে একটি অভিমান ছিল যে—পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং-ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরি উপাসনা-স্তরবিশেষ; সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এই বৃথা গর্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাস দ্বারা এই বিচারটি উঠাইয়াছিলেন।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৪৩। মধ্য ২। ৬৭ দ্রষ্টব্য। ১৪৬। মধ্য ৯। ১১৭। দ্রষ্টব্য। ১৫০। আঃ ১৭। ২৮১ দ্রষ্টব্য।

একই ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥১৫৬॥

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥১৫৭॥

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

অনুবাদ—বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তরসম্বন্ধ-বশতঃ নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

ভট্ট কহে কাহাঁ আমি জীব পামর।
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ— সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥১৫৮॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥১৫৯॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥১৬০॥
কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥১৬১॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥১৬২॥
এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥১৬৩॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লৈয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥১৬৪॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥১৬৫॥
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥১৬৬॥
ঋষভ-পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি' ॥১৬৭॥
পরমানন্দপুরী তাহাঁ রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥১৬৮॥
পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥১৬৯॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥১৭০॥
পুরী-গোসাঞি বলে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥১৭১॥
প্রভু কহে—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥১৭২॥
তোমার নিকটে রহি—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে, মোরে হৈয়া সদয় ॥১৭৩॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লৈয়া।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হৈয়া ॥১৭৪॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥১৭৫॥
শিব-দুর্গা রহে তাহাঁ ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥১৭৬॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্ত্তা কহে দুই জন ॥১৭৭॥
তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি' ইষ্টগোষ্ঠী।
আজ্ঞা লৈয়া আইল তবে পুরী কামকোষ্ঠী ॥১৭৮॥
দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাহাঁ দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥১৭৯॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥১৮০॥
কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র, পাক নাহি করে ॥১৮১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৯। দক্ষিণ-মথুরা—বর্ত্তমানকালে যাহাকে মাদুরা বলে—ভাগাই নদীর তীরে; ইহা শৈব-ক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। (প্রভুপাদ)

মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন, মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥১৮২॥
বিপ্র কহে—প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥১৮৩॥
বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥১৮৪॥
তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥১৮৫॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয়প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥১৮৬॥
প্রভু কহে—বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥১৮৭॥
বিপ্র কহে, মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥১৮৮॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কাণে শুনি ॥১৮৯॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥১৯০॥
প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেনে না করহ বিচার ॥১৯১॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥১৯২॥
স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥১৯৩॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥১৯৪॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥১৯৫॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥১৯৬॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বার্স।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥১৯৭॥
তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি' আইলা দুর্ব্বশন ॥১৯৮॥
দুর্ব্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥১৯৯॥
সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি' তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥২০০॥
বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥২০১॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥২০২॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥২০৩॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিলা আখ্যানে।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥২০৪॥
সীতা লৈয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥২০৫॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥২০৬॥
তবে মায়াসীতা অগ্নে কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥২০৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯২-১৯৩। সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি, তাঁহার চিদাকৃতির ছায়াস্বরূপ মায়া-সীতাই রাবণ হরণ করিয়াছিল।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০০। রামেশ্বর—এখানে রামেশ্বর-শিবমূর্ত্তি আছেন। রামই ঈশ্বর যাঁহার, সেই ভক্তাবতার শিবের নাম—রামেশ্বর।

(প্রভুপাদ)

এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥২০৮॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥২০৯॥
পত্র লৈয়া পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা ॥২১০॥
সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥২১১॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥২১২॥

(কূর্ম্মপুরাণে ও বৃহদগ্নিপুরাণে)

অনুবাদ—সীতা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন অগ্নি পরীক্ষা করেন, তখন ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রসমীপে উপস্থিত করিলেন।

পত্র পাঞা বিপ্রের আনন্দিত হৈল মন।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥২১৩॥
বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেষে মোরে দিলা দরশন ॥২১৪॥
মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥২১৫॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলু দরশনে ॥২১৬॥
এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥২১৭॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' তাঁরে কৃপা করি'।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥২১৮॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥২১৯॥
চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব দরশন ॥২২০॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি' বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥২২১॥
চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু দরশন ॥২২২॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন ॥২২৩॥
আম্‌লিতলায় শ্রীরাম দেখি' গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥২২৪॥
তমাল-কার্ত্তিক দেখি' আইল বেতাপনি।
রঘুনাথ দেখি' তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী ॥২২৫॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাহাঁ হৈল দরশন ॥২২৬॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তারে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥২২৭॥
প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥২২৮॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥২২৯॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ'—তোমার ন্যায় নাহি বাসি ॥২৩০॥
শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥২৩১॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে ॥২৩২॥
ভট্টথারি-ঘরে তাহাঁ উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি' বিপ্রে লৈয়া করিল গমন ॥২৩৩॥
সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥২৩৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২১২। বহ্নি—অগ্নি।

কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত বহুত করিলা ॥২৩৫॥
প্রেম দেখি' লোকের হৈল মহা-চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥২৩৬॥
শুদ্ধভক্তগণসহ তাহাঁ গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়-পুঁথি তাহাঁ পাইল ॥২৩৭॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ-বিকার ॥২৩৮॥
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥২৩৯॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥২৪০॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া।
অনন্ত-পদ্মনাভ আইলা হরষিত হৈয়া ॥২৪১॥
দিন-দুই পদ্মনাভের কৈলা দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥২৪২॥
দিন-দুই তাহাঁ করি' কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণি আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥২৪৩॥
শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥২৪৪॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি'হৈল প্রেমোন্মাদী ॥২৪৫॥
নর্ত্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥২৪৬॥
গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি আইলা কোনমতে ॥২৪৭॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ ॥২৪৮॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল ॥২৪৯॥
তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী-জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥২৫০॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥২৫১॥
তত্ত্ববাদিগণের বৈষ্ণব-অভিমান জানি'।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥২৫২॥
তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥২৫৩॥
তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়া অতি দীন ॥২৫৪॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥২৫৫॥
আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥২৫৬॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য-শ্রেষ্ঠ হয়—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥২৫৭॥
প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের পরম-সাধন ॥২৫৮॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥২৫৯॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥২৬০॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ইহাই উত্তম শিক্ষা, উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫৯-২৬০। **শ্রীধরটীকা**—আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ।
নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন চেদ্ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম-পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥২৬১॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥২৬৩॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২৬৪॥
(ভাগবত)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥২৬৫॥
(গীতা)

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥২৬৬॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করণীয়।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' মুক্তি দেখে নরকের সম ॥২৬৭॥

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২৬৮॥
(ভাগবত)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ক্রিয়েত সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে।

শ্রীজীবপ্রভু-কৃত **ক্রমসন্দর্ভ-টীকা**—শ্রবণং নামরূপগুণ-পরিকর-লীলাময়-শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ, এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োরপি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। স্মরণং যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানম্। পাদসেবনং কালদেশাদ্যুচিত-পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং বিষ্ণুপূজা, বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়-হিতশংসনম্। আত্মনিবেদনং দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্।

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—সখ্যং স্বস্য তন্মিত্রত্ব-ভাবনা দৃঢ়-বিশ্বাসশ্চ। আত্মনিবেদনং আত্মসমর্পণং দেহসমর্পণঞ্চ তচ্চ ভাববিশেষেণ সহিতং রহিতঞ্চ যথা রুক্মিণ্যাদিনাং বৈরোচন্যাদীনাঞ্চ।

প্রশ্ন—ভগবানে ভক্তি অর্পণ কাহাকে বলে?

উত্তর—ভক্তি নিজসুখার্থ না করিয়া একমাত্র ভগবানের সুখের জন্য করার নাম—ভগবানে ভক্তি অর্পণ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—সা (ভক্তি) যদি বিষ্ণৌ অর্পিতা ক্রিয়তে বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব, ন তু তৎফলস্য স্বস্মিন্ বিনিয়োগে তদা উত্তমং অধীতং মন্যে ইতি উত্তমা ভক্তিরিতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীজীব-টীকা—অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপ-পরম্পরা ভক্তিরিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণুরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিষর্পিতা। এবমেবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্যেত্যর্থঃ।

ভগবানের সুখের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা করা যায়, তাহাই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি।

শ্রীমধ্বাচার্য্য আত্মনিবেদন-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আত্মস্থত্বেন বেদনমাত্মনিবেদনম্।
মুক্তস্যাপি মমান্তঃস্থো নিয়ন্তৈব হরিঃ সদা।
ইতি জ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং সম্যগাত্মনিবেদনম্ ॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩)

ভগবান্ শ্রীহরি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে সতত চালিত করিতেছেন—এই জ্ঞানই সম্যক্ আত্মনিবেদন।

২৬১। শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম-পুরুষার্থ বা পরমপুরুষার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটী সকৈতব পুরুষার্থ, প্রেমরূপ পুরুষার্থই অকৈতব পুরুষার্থ।

২৬২। আঃ ৭।৯৪ দ্রষ্টব্য। ২৬৪। মধ্য ৮।৬২ দ্রষ্টব্য। ২৬৫। মধ্য ৮।৬৩ দ্রষ্টব্য। ২৬৮।আ ৪।২০৭।

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥২৬৯॥

(ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

অনুবাদ—দুস্ত্যাজ্য পুত্র, স্বজন, অর্থ, পত্নী এবং দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয়া রাজ্যশ্রীকেও শ্রীভরত মহারাজ যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছে; যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥২৭০॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অনুবাদ—স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্য, সাধন ॥২৭১॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥২৭২॥
শুনি' তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি' হইলা বিস্মিত ॥২৭৩॥
আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥২৭৪॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধে।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধে ॥২৭৫॥
প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥২৭৬॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে ॥২৭৭॥
এইমত তাঁ সবার গর্ব্ব চূর্ণ করি'।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥২৭৮॥
ত্রিতকূপে বিশালা করিল দর্শন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥২৭৯॥
গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসীশিরোমণি ॥২৮০॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখেন ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখেন চোর-পার্ব্বতী ॥২৮১॥
তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥২৮২॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥২৮৩॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥২৮৪॥
মাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ-পুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥২৮৫॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥২৮৬॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥২৮৭॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠহ শ্রীপাদ বলি' বলিলা বচন ॥২৮৮॥
শ্রীপাদ! ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥২৮৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৭৭। ভগবদ্-বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্—এই বিশ্বাস শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে আছে।

২৮৯। মহাপ্রভুর প্রেম দেখিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন—শ্রীপাদ! আমার গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তোমার নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে। কারণ তাঁহার সম্পর্ক ব্যতীত এই প্রেম হইতে পারে না। তখন মহাপ্রভু নিজ পারমার্থিক পরিচয় দিলেন।

এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥২৯০॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বর-পুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥২৯১॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥২৯২॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥২৯৩॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন নবদ্বীপ নাম ॥২৯৪॥
শ্রীমাধব-পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ-পুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া-নগরী ॥২৯৫॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে 'ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥২৯৬॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ মহা-পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥২৯৭॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসী-ভোজনে ॥২৯৮॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স ॥২৯৯॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল ॥৩০০॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥৩০১॥
এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি'।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥৩০২॥
দিন-চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমানদী স্নান করি' করেন বিঠ্ঠল দর্শন ॥৩০৩॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি' তাহাঁ দেবতা-মন্দিরে ॥৩০৪॥
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥৩০৫॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল ॥৩০৬॥
কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে ॥৩০৭॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥৩০৮॥
ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহা-যত্ন করি' পুঁথি আইলা লঞা ॥৩০৯॥
তাপী-স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে ॥৩১০॥
ধনুস্তীর্থ দেখি' করিলা নির্ব্বিন্ধ্যে স্নানে।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥৩১১॥
সপ্ততাল-বৃক্ষ দেখে কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥৩১২॥
সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥৩১৩॥
শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে, এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ॥৩১৪॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ॥৩১৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯৯-৩০০। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শঙ্করারণ্য-স্বামী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডরপুর-তীর্থে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ চিন্ময়ধামে প্রবেশ করেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গ-পুরী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি' তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥৩১৬॥
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহাঁ জন্মিলা গোদাবরী ॥৩১৭॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি' করি' তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥৩১৮
রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥৩১৯॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥৩২০॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥৩২১॥
কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হৈয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া ॥৩২২॥
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা—দুই পুঁথি দিলা ॥৩২৩॥
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥৩২৪॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥৩২৫॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥৩২৬॥
লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজ-ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥৩২৭॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥৩২৮॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥৩২৯॥
রামানন্দ কহে—প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিলু আমি বিনয় করিয়া ॥৩৩০॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে।
চলিবার উদ্‌যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥৩৩১॥
প্রভু কহে—এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥৩৩২॥
রায় কহে—প্রভু, আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥৩৩৩॥
দিন-দশে ইহা সবার করি' সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥৩৩৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥৩৩৫॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈল আগমন।
সেই পথে চলিলা দেখি সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥৩৩৬॥
যাহাঁ যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি'।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥৩৩৭॥
আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥৩৩৮॥
প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥৩৩৯॥
জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥৩৪০॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥৩৪১॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩৪২॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥৩৪৩॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পাড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥৩৪৪॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥৩৪৫॥

জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥৩৪৬॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লৈয়া ॥৩৪৭॥
মালা-প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥৩৪৮॥
কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥৩৪৯॥
প্রভু লৈয়া সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥৩৫০॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥৩৫১॥
মধ্যাহ্ন করিল, প্রভু নিজগণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥৩৫২॥
ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥৩৫৩॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥৩৫৪॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে আর লৈয়া নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥৩৫৫॥
প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈলু পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলু একজন ॥৩৫৬॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥৩৫৭॥
তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলু সমাপন।
সংক্ষেপে কহিলু, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥৩৫৮॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি' টানাটানি ॥৩৫৯॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥৩৬০॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥৩৬১॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥৩৬২॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি—স্পর্শি রহি' তীর ॥৩৬৩॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন ॥৩৬৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৬৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণ দ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥৩॥
বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥৪॥
শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো মহা-কৃপাময় ॥৫॥
তোমারে বহু কৃপা কৈল, কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥৬॥
ভট্ট কহে—যে শুনিলা সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥৭॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥৮॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥৯॥
রাজা কহে—জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা।
ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা ॥১০॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥১১॥

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥১২॥

বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৩॥
রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ॥১৪॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তেঁহো নহেন পরতন্ত্র ॥১৫॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈলু।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র লীলা, রাখিতে নারিলু ॥১৬॥
রাজা কহে—ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ, তাতে সত্য মানি ॥১৭॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥১৮॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিবেন অল্পকালে।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥১৯॥
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জন।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থান ॥২০॥
রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন ॥২১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১ ও ১৩। শ্রীভাগবতগণ পাপমলিন তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ করেন এবং সেই তীর্থভ্রমণছলে সংসারী জনগণকে দর্শন ও উপদেশাদি দিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তগণের স্বভাব। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের লীলা করিলেও জীব বা বৈষ্ণব নহেন, পরন্তু পরম-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর।

১২। আদি ১।৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭। মহাজনবাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয়। (প্রভুপাদ)

২১। কাশীমিশ্রের ভবন—শ্রীপুরুষোত্তমের মন্দিরের কিছু দক্ষিণে বালিসাহির অন্তর্গত বর্ত্তমান শ্রীরাধাকান্ত-মঠ; শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় বাস করিতেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই স্থানটী

এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥২২॥
কাশীমিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হ'বে অবস্থান ॥২৩॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥২৪॥
সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥২৫॥
শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে আসি' সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥২৬॥
প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ দরশন।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥২৭॥
ভট্টাচার্য্য কহে—কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাব সবারে ॥২৮॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥২৯॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহাঁ মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥৩০॥
দরশন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥৩১॥
কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥৩২॥
প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইলা।
আত্মসাৎ করি' তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ॥৩৩॥
তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥৩৪॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি' বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান ॥৩৫॥
সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর—কাশীমিশ্রের আশা ॥৩৬॥
প্রভু কহে—এই দেহ তোমা-সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥৩৭॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি'।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥৩৮॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥৩৯॥
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।
তৈছে এই সব—সবে কর অঙ্গীকার ॥৪০॥
জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীজগন্নাথদেব-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ও তৎকালে নির্জ্জন ছিল। (অনুভাষ্য)

২৩। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তদ্দাসাভিমানি-জীবমাত্রেই 'প্রভুপাদ' বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীমন্-নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুও তদ্রূপ প্রভুপাদ-নামে কথিত; কারণ ইঁহারা সকলেই বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুই জীবের নিত্যপ্রভু। আবার কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও লঘু-শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ কৃষ্ণচৈতন্য বা হরি-স্বরূপ বলিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ এবং তদ্ব্যতীত অপর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রেই সমগ্র শিষ্যস্থানীয় জীবের নিকট শ্রীপাদ-নামে অভিহিত; কিন্তু গুরুদেব ও বৈষ্ণব, এবং তাঁহাদের অঙ্গীকৃত শিষ্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট পূজ্য-দ্যোতক প্রভু-শব্দবাচ্য; এই সৎসিদ্ধান্তের প্রচুর ব্যবহার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। (প্রভুপাদ)

৪১। অনবসরে—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন দর্শন-পর্য্যন্ত অনবসর-সময়।

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী।
শিখি মাহিতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥৪২॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব-প্রধান।
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥৪৩॥
মুরারি মাহিতি ইঁহ শিখিমাহিতির ভাই।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥৪৪॥
চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥৪৫॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥৪৬॥
এ-সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥৪৭॥
তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥৪৮॥
হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥৪৯॥
সার্ব্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥৫০॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥৫১॥
রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥৫২॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥৫৩॥
রায় কহে—আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম।
তবু তুমি স্পর্শহ—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥৫৪॥
নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মসমর্পিলু আমি তোমার চরণে ॥৫৫॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥৫৬॥
আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥৫৭॥
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥৫৮॥
দিন-পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হ'বে আমার আনন্দ ॥৫৯॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥৬০॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥৬১॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥৬২॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য, শুন ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥৬৩॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলু উদ্ধারিয়া ॥৬৪॥
এবে আমি ইহাঁ আনি' করিলাম বিদায়।
যাহাঁ ইচ্ছা যাউক, আমার নাহি আর দায় ॥৬৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪২। লিখন-অধিকারী—দেউলকরণ-পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী—যিনি মাত্‌লা-পাঁজি লিখিয়া থাকেন।
৪৩। মহাসোয়ার—মহাসূপকার, প্রধান পাককর্ত্তা।
৪৬। প্রহররাজ—উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত-রাজার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একপ্রহর-কাল ব্যাপিয়া রাজকুল-পুরোহিতবংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন—যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পড়িয়া না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে প্রহররাজ নামে প্রসিদ্ধ। (অনুভাষ্য)
৪৯। চারি পুত্র—রামানন্দ রায় ব্যতীত বাণীনাথ, গোপীনাথ, কলানিধি ও সুধানিধি নামক ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

এত শুনি' কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥৬৬॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥৬৭॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই' প্রভুর আগমন ॥৬৮॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥৬৯॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥৭০॥
আর দিনে প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥৭১॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই'।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥৭২॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥৭৩॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥৭৪॥
তবে গৌড়দেশে আইল কালা-কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥৭৫॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু—কহে সমাচার ॥৭৬॥
শুনিয়া আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥৭৭॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্য-গৃহে গেল কৃষ্ণদাস ॥৭৮॥
আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥৭৯॥
শুনি' আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীত-হুঙ্কার কৈল ॥৮০॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥৮১॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥৮২॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয়, শ্রীধর ॥৮৩॥
রাঘবপণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥৮৪॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥৮৫॥
আচার্য্যের সবে কৈল চরণ-বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাই সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥৮৬॥
দিন দুই-তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥৮৭॥
সবে মিলি' নবদ্বীপে একত্র হৈয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া ॥৮৮॥
প্রভুর সমাচার শুনি' কুলিনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥৮৯॥
মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন শ্রীখণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥৯০॥
সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥৯১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৭। অন্তর—গোপনে বা দূরে গিয়া।
৬৮। আই—গৌরজননী শ্রীশচীদেবী।
৮২। আচার্য্যনিধি—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান ॥৯২॥
প্রভুর আগমন তেঁহ তাহাঞি শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥৯৩॥
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লৈয়া নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥৯৪॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে ॥৯৫॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥৯৬॥
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥৯৭॥
পুরী কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি'।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাম নীলাচল-পুরী ॥৯৮॥
দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন।
শচী আনন্দিত আর যত ভক্তগণ ॥৯৯॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাম ত্বরিতে ॥১০০॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥১০১॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥১০২॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥১০৩॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হৈয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥১০৪॥
'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥১০৫॥
পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥১০৬॥
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে ॥১০৭॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥১০৮॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে বিহ্বলে ॥১০৯॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, সব লোক নাহি জানে ॥১১০॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ ॥১১১॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে ॥১১২॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥১১৩॥
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ ॥১১৪॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ ॥১১৫॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥১১৬॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম-প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥১১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯২। আইর মন্দিরে—আর্য্যা শ্রীশচীমাতার গৃহে শ্রীমায়াপুরে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৭। নিষ্কপট ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিবার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৮॥

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥১১৯॥

অনুবাদ—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত দুঃখ দূর করে, যাহা চিত্তকে নির্ম্মল করে, যাহা পরমানন্দ দান করে, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি হউক।

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥১২০॥
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥১২১॥
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥১২২॥
স্বরূপ কহে—প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥১২৩॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য-দেশ ॥১২৪॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা-পাশ গলায় বাঁধি' চরণে আনিলা ॥১২৫॥
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৬॥
জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥১২৭॥
পরমানন্দ-পুরীর কৈল চরণ-বন্দন।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৮॥
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥১২৯॥
আর দিন সার্ব্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১৩০॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥১৩১॥
ঈশ্বর-পুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥১৩২॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে ॥১৩৩॥
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥১৩৪॥
গোসাঞি কহিল, পুরীশ্বর বাৎসল্য করে মোরে।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥১৩৫॥
এত শুনি' সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল।
পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥১৩৬॥
প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম-স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥১৩৭॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥১৩৮॥
স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বরকৃপার।
স্নেহবশ হৈয়া করে স্বতন্ত্র আচার ॥১৩৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৭। শ্রীমহাপ্রভু এখানে গুরুকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বর-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বর। সুতরাং পরমস্বতন্ত্র তিনি সাধারণ-জীবের নিয়ামক স্মৃতিশাস্ত্রের অধীন নহেন। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বলিয়া তাঁহার কৃপা কখনই বৈদিক-শাসনাধীন নহে।

১৩৯। ঈশ্বর-কৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহসেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুই প্রকার—স্নেহ-সেবা ও মর্য্যাদা-সেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা, সেই স্থলেই

মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥১৪০॥
এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ-বন্দন ॥১৪১॥

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥১৪২॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥১৪৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কেবল গুরু-কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদা-সেবা, সেখানে গুরু-কৃষ্ণকৃপা সহজ নয়; কৃপায় জাতিকুলের বিচার থাকে না।

প্রীতিপূর্ব্বক সেবাই স্নেহসেবা। 'কেবল প্রীতির বশ শ্রীগুরুগোঁসাই।' স্নেহসেবা দ্বারা শ্রীগুরুগোবিন্দ অত্যধিক প্রসন্ন ও আকৃষ্ট হন এবং কৃপা পূর্ব্বক শীঘ্রই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

১৪২-১৪৩। গুরুর কিঙ্করগণ সহজেই মাননীয়; এজন্য তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা উচিত নয়।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৪৪। গুরু ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু, নিয়ামক ও রক্ষক। এজন্য গুরু-আজ্ঞা নির্ব্বিচারে সানন্দে পালনীয়। নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

শাস্ত্র বলেন—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম ॥

যে পাপিষ্ঠ নরাধম দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের আদেশ যথাযথ পালন না করিয়া তাহা লঙ্ঘন করিবার ধৃষ্টতা করে, তাহার নরক অবশ্যম্ভাবী।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি। (ভাঃ ১০।৮০।৩৪ টীকা)

ভগবজ্-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা জীবের অধিক সেব্য আর কেহ নাই। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যে ব্যক্তি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী হইলেন—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার সেবা ক'রে থাকেন, ভগবান্ যাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা করা বা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যে আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

"গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলকর কার্য্য আর কিছু নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার সুষ্ঠু হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের রক্ষক ও পালক, এই বিচার আসে না। যখন আমরা মনে করি গুরু ব্যতীত অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষ-বিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।"

ভট্ট কহে—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥১৪৪॥

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্ধৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥১৪৫॥
(রঘুবংশ)

অনুবাদ—পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরাম কর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন করিয়াছিলেন; যেহেতু গুরুজনের আজ্ঞা নির্ব্বিচারেই পালনীয়।

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥১৪৬॥
(রামায়ণ)

অনুবাদ—মহাত্মা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচারপূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়; ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥১৪৭॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥১৪৮॥
ছোট-বড়-কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস।
রামাই, নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥১৪৯॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥১৫০॥
আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥১৫১॥
আজ্ঞা দেহ' যদি, তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঁই ॥১৫২॥
এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥১৫৩॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥১৫৪॥
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কাহাঁ ভারতী-গোঁসাই ॥১৫৫॥
মুকুন্দ কহে—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥১৫৬॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥১৫৭॥
শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই, না ভায় ইঁহারে ॥১৫৮॥
ভাল কহেন—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥১৫৯॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর ॥১৬০॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ-বন্দন ॥১৬১॥
ভারতী কহে, তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥১৬২॥
সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।
জগন্নাথ—অচল, তুমি—ব্রহ্ম সচল ॥১৬৩॥
তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামবরণ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ-তারণ ॥১৬৪॥
প্রভু কহে—সত্য কহি, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥১৬৫॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল'।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥১৬৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৫। ছদ্ম—ছল।

১৬৩। শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ — অচল-ব্রহ্ম এবং আপনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—সচল-ব্রহ্ম। আপনারা দুইজনই মায়াধীশ চলাচল ব্রহ্মবস্তুস্বরূপে এক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজমান। (অনুভাষ্য)

ভারতী কহে—সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হৈয়া।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥১৬৭॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব-ব্রহ্মে জানি।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈল আমারে শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত' কারণ ॥১৬৯॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥১৭০॥

এই সব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥১৭১॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ভারতী, দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে—যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥১৭২॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে—এ নহে, অন্য হেতু হয় ॥১৭৩॥
ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি—এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥১৭৪॥
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি' কৃষ্ণ হৈল মোর বিদ্যমান ॥১৭৫॥
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥১৭৬॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
এবে দেখ সেই দশা হইল আমার ॥১৭৭॥

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১৭৮॥

অনুবাদ—অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ॥১৭৯॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার হয় সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥১৮০॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥১৮১॥
প্রভু কহে—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥১৮২॥
এত বলি' ভারতীরে লৈয়া নিজ-বাসা আইলা।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥১৮৩॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৮৪॥
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে ॥১৮৫॥
প্রভুকে লৈয়া করান ঈশ্বর-দরশন।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥১৮৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭০। আদি ৩।৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৫-১৭৭। আমি জীবনাবধি নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ছিলাম, আপনার সাক্ষাৎকার-ফলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদিত হইয়াছেন; আপনার কৃপায় আমার মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং হৃদয়ে ও নেত্রে কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। আবার আপনাতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ও তৃষ্ণান্বিত হইয়াছে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্ব-জীবনে অদ্বৈতবাদী নিরাকার-ব্রহ্ম-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ধ্যানপর ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্ত হইয়া নিজ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমারও অদ্য সেই দশা ঘটিল। (অনুভাষ্য)

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলে গুরুকৃষ্ণকৃপায় মনে ও নেত্রে অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণদর্শন হইয়া থাকে।

১৮১। প্রেম হইলেই কৃষ্ণদর্শন হয়। ভগবৎকৃপাতেই প্রেম ও ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।

যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ তাহাঁ হয় ॥১৮৭॥
সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥১৮৮॥
এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥১৮৯॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৯০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৈষ্ণবমিলনং নাম
দশম-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃতশরীর শ্রীগৌরচন্দ্র উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্য দ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥৩॥
প্রভু কহে—কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥৪॥
সার্ব্বভৌম কহে, এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥৫॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন? ৬॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥৭॥

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥৮॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে)

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গলকর।

সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা হয় ভক্তোত্তম ॥৯॥
প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥১০॥

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥১১॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে)

অনুবাদ—যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে চিত্তে ক্ষোভ জন্মে, সেরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥১২॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥১৩॥
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥১৪॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহু রঙ্গে ॥১৫॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥১৬॥
রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহ-ব্যবহার।
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥১৭॥
রায় কহে—তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥১৮॥
আমি কহি—আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥১৯॥
তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥২০॥
তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥২১॥
তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সেই বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হৈয়া ভজ চৈতন্যের চরণ ॥২২॥
আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে ॥২৩॥
পরমকৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥২৪॥
যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিলু তোমাতে।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥২৫॥
প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥২৬॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥২৭॥

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥২৮॥

(আদিপুরাণ)

অনুবাদ—হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয় কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥২৯॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥৩০॥

(ভাঃ ১১।১৯।২১-২২)

অনুবাদ—আমার পরিচর্য্যায় আদর, আমাকে প্রণাম, প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধ-বুদ্ধি, আমার জন্য অখিল-চেষ্টা, আমার গুণ কীর্ত্তন, আমাতে মন অর্পণ এবং মদর্থে সর্ব্বকামবিসর্জ্জন—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥৩১॥

(পদ্মপুরাণে)

অনুবাদ—হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণু-ভক্তের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫। গজপতি—যেরূপ অন্যান্য বিশেষ রাজাদিগের ছত্রপতি, নরপতি, অশ্বপতি ইত্যাদি পদ ছিল, সেইরূপ গজপতি—উড়িষ্যার সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রের উপাধি।
২২। বর্ত্তন—বেতন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬-২৭। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুকে ও গুরুবর্গকে যিনি প্রীতি করেন, তিনিই ভাগ্যবান্। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুতে যাঁহার প্রীতি হয়, কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করেনই।

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৩২॥

(ভাঃ ৩।৭।২০)

অনুবাদ—দেবদেব জনার্দ্দনের কথা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, সেই কৃষ্ণভক্তদিগের সেবা অল্পভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ।

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥৩৩॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥৩৪॥
প্রভু কহে—রায়! দেখিলে কমলনয়ন?
রায় কহে—এবে যাই' পাব দরশন ॥৩৫॥
প্রভু কহে—রায়! তুমি কি কার্য্য করিলে?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে? ৩৬॥
রায় কহে, চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি।
যাহাঁ লৈয়া যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী ॥৩৭॥
আমি কি করিব, মন ইহাঁ লৈয়া আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥৩৮॥
প্রভু কহে—শীঘ্র গিয়া কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥৩৯॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥৪০॥
ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥৪১॥
মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন?
সার্ব্বভৌম কহে—কৈলু অনেক যতন ॥৪২॥
তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন, পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥৪৩॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥৪৪॥
পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥৪৫॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবেন জগৎ নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ॥৪৬॥

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে)

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকেও দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না। আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহা স্থির করিয়াই কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥৪৮॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ – সব অকারণ ॥৪৯॥
এত শুনি' সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥৫০॥
ভট্টাচার্য্য কহে—দেব! না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥৫১॥
তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥৫২॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥৫৩॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লৈয়া।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥৫৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৮। কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উৎকণ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে কৃষ্ণকৃপা অবশ্যই হইবে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫২। প্রেমাধীন কৃষ্ণ প্রীতি ও উৎকণ্ঠা দেখিলে কৃপা না করিয়া পারেন না।

প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥৫৫॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায় করিতে পঠন।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥৫৬॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সে-কালে কৃষ্ণনাম শুনি'।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি' ॥৫৭॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহিতে প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥৫৮॥
শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥৫৯॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥৬০॥
রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয়।
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥৬১॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ ॥৬২॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হৈয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥৬৩॥
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে—কৈল নিবেদন ॥৬৪॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লৈয়া।
প্রভু আইলা—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥৬৫॥
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি' কহে—শুন ভট্টাচার্য্য ॥৬৬॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব—মহাভাগবত ॥৬৭॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান।
তাঁ-সবার চাহি বাসা, প্রসাদ-সমাধান ॥৬৮॥
রাজা কহে—পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসা আদি যে চাহিয়ে—পড়িছা সব দিব ॥৬৯॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥৭০॥
ভট্ট কহে—অট্টালিকায় কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দরশন ॥৭১॥
আমি কাহারেও নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করাবে পরিচয় ॥৭২॥
এত বলি' তিন জন অট্টালিকায় চড়িল।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥৭৩॥
দামোদর-স্বরূপ, গোবিন্দ—দুই জন।
মালা-প্রসাদ লৈয়া যায়, যাহাঁ বৈষ্ণবগণ ॥৭৪॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে, এই দুই কোন্, চিনাহ আমারে ॥৭৫॥
ভট্টাচার্য্য কহে—এই স্বরূপ-দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥৭৬॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ—ভৃত্য, ইহাঁ দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥৭৭॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥৭৮॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য্য- পুছিল দামোদরে ॥৭৯॥
দামোদর কহে—ইহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥৮০॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল ॥৮১॥
রাজা কহে—যাঁরে মালা দিল দুই জন।
আশ্চর্য্য তেজ, বড় মহান্ত—কহ কোন্ জন? ৮২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৩। অনবসরসময়ে জগন্নাথদর্শন না পাইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৮। নরেন্দ্র—নরেন্দ্র নামক সরোবর, যাহাতে চন্দন-যাত্রা-উৎসব হয়।

আচার্য্য কহে—ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥৮৩॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি-আচার্য্য ইঁহ পণ্ডিত গদাধর ॥৮৪॥
আচার্য্যরত্ন ইঁহ পণ্ডিত-পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ পণ্ডিত শঙ্কর ॥৮৫॥
এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥৮৬॥
এই হরি-ভট্ট, এই নৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥৮৭॥
গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥৮৮॥
রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, এই শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥৮৯॥
শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয়।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥৯০॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥৯১॥
মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥৯২॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন।
চৈতন্যের গণ সব—চৈতন্যজীবন ॥৯৩॥
রাজা কহে, দেখি' মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥৯৪॥
কোটিসূর্য্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥৯৫॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি, ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥৯৬॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি—এই নাম-সংকীর্ত্তন ॥৯৭॥
অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ॥৯৮॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত জন ॥৯৯॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০০॥
রাজা কহে—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ? ১০১॥
ভট্ট কহে—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে ॥১০২॥
তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেও তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥১০৩॥
অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥
রাজা কহে---সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাইয়া ॥১০৫॥
ভট্ট কহে—এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিতচিত ॥১০৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৩। আচার্য্য—গোপীনাথ আচার্য্য।

৯৯। কলিকালে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা; যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সে সকল ব্যক্তি কলিহত অর্থাৎ কলি কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০০। আদি ৩ | ৫১ দ্রষ্টব্য।

১০৩। যাহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা নাই, সে পণ্ডিত হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার কৃপা-অভাবে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পারে না।

১০৪। মধ্য ৬ | ৮৪ দ্রষ্টব্য।

আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥১০৭॥
রাজা কহে—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
প্রসাদ লৈয়া সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত ॥১০৮॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ চাহি—কহ কি কারণ ॥১০৯॥
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইল জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লৈয়া ॥১১০॥
রাজা কহে—উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান ॥১১১॥
ভট্ট কহে—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥১১২॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন ॥১১৩॥
তাহাঁ উপবাস, যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা—প্রসাদত্যাগে হয় অপরাধ ॥১১৪॥
বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি' কেনে করিবে উপোষণ ॥১১৫॥
পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল ॥১১৬॥
যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোক-ধর্ম্ম ॥১১৭॥

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥১১৮

(ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

অনুবাদ—যখন ভগবান্ জীবকে অনুগ্রহ করেন, তখনই জীব লোক-ধর্ম্ম ও বেদধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা ॥১১৯॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥১২০॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ ॥১২১॥
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত জানিয়া ॥১২২॥
এত বলি' বিদায় দিল সেই দুই-জনে।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে ॥১২৩॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ॥১২৪॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র-গৃহপথে করিলা গমন ॥১২৫॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে মহারঙ্গে ॥১২৬॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৭॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥১২৮॥
শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ-বন্দন।
প্রত্যেককে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৯॥
একে একে সর্ব্বভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লৈয়া অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥১৩০॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ ॥১৩১॥
আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা।
আপনে স্বহস্তে সবারে মাল্য-চন্দন দিলা ॥১৩২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৯। পড়িছা—পরীক্ষা-শব্দ হইতে পড়িছা-শব্দ।
তত্ত্বাবধান করাই পড়িছার কর্ম্ম।

ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥১৩৩॥
অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হইলাম তোমার আগমনে ॥১৩৪॥
অদ্বৈত কহে—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥১৩৫॥
তথাপিহ ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥১৩৬॥

বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥১৩৭॥
যদ্যপি মুকুন্দ—আমা সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥১৩৮॥
বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম ॥১৩৯॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপা-পাত্র তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥১৪০॥

পুনঃ প্রভু কহে, আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥১৪১॥
স্বরূপের কাছে আছে, লহ তা লিখিয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥১৪২॥
প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥১৪৩॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি' মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥১৪৪॥
শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥১৪৫॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥১৪৬॥
শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর-উপরে।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥১৪৭॥

দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥১৪৮॥
শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥১৪৯॥
শুনি' শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥১৫০॥

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসী লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥১৫১॥
(স্তোত্ররত্নে)

অনুবাদ—হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্ আপনি আমাকে লাভ করিয়া দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন।

প্রথমে মুরারি-গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৫২॥
মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহু জন ॥১৫৩॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হৈয়া ॥১৫৪॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিল কহিতে ॥১৫৫॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, মুই ত' পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর ॥১৫৬॥
প্রভু কহে—মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥১৫৭॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥১৫৮॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ॥১৫৯॥
প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি' গুণ গান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥১৬০॥

সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাসে না দেখি' কহে—কাহাঁ হরিদাস ॥১৬১॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে না দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৬২॥
মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥১৬৩॥
ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥১৬৪॥
হরিদাস কহে—আমি নীচ-জাতি ছার।
মন্দির- নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥১৬৫॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঁয়াঙ ॥১৬৬॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥১৬৭॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥১৬৮॥
হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা—দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥১৬৯॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥১৭০॥
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে।
আজ্ঞা দেহ'—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥১৭১॥
সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥১৭২॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লৈয়া।
যাহাঁ যাহাঁ কহে বাসা, তাহাঁ দেহ' লৈয়া ॥১৭৩॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ' বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণব ইহোঁ করিবে সমাধানে ॥১৭৪॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥১৭৫॥
সেই ঘর আমাকে দেহ', আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ ॥১৭৬॥
মিশ্র কহে—সব তোমার, চাহ কি কারণে?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥১৭৭॥
আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী!
যেই চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥১৭৮॥
এত কহি' দুই জনে বিদায় লইল।
গোপীনাথ, বাণীনাথ দুঁহে সঙ্গে নিল ॥১৭৯॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥১৮০॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥১৮১॥
মহাপ্রভু কহে—শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥১৮২॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন।
তবে আজি ইহঁ আসি' করিবে ভোজন ॥১৮৩॥
প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসা-স্থান দিলা ॥১৮৪॥
মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে ॥১৮৫॥
প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া ॥১৮৬॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥১৮৭॥
হরিদাস কহে—প্রভু, না ছুইও মোরে।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম-পামরে ॥১৮৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। টোটা—উদ্যান।
১৮৩। চূড়া—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া।

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥১৮৯॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥১৯০॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥১৯১॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥
(ভাঃ ৩।৩৩।৮)

অনুবাদ—হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন।

এত বলি' তাঁরে লৈয়া গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥১৯৩॥
এই স্থানে রহি' কর নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥১৯৪॥
মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥১৯৫॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥১৯৬॥
সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥১৯৭॥
আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥১৯৮॥
সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি'।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈলা গৌরহরি ॥১৯৯॥
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক-এক-পাতে ॥২০০॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসি' রহে সব ভক্তগণ ॥২০১॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥২০২॥
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁদের করিয়াছেন নিমন্ত্রণ ॥২০৩॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লৈয়া।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥
নিত্যানন্দে লৈয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥২০৫॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা।
যত্ন করি' হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥২০৬॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লৈয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈয়া ॥২০৭॥
স্বরূপ গোসাঞি, দামোদর আর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে আনন্দ ॥২০৮॥
নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হৈয়া ॥২০৯॥
ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥২১০॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুরে মিলিলা ॥২১১॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥২১২॥
সবা লৈয়া গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন-আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥২১৩॥
সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥২১৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২১৪। সন্ধ্যা-ধূপ—সন্ধ্যারতি।

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥২১৫॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে—ভাল, ভাল ॥২১৬॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল-ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ-লোক ভরি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥২১৭॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥২১৮॥
কীর্ত্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥২১৯॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥২২০॥
আগে-পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥২২১॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥২২২॥
পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥২২৩॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্ত্তন ॥২২৪॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥২২৫॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥২২৬॥
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায় ॥২২৭॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥২২৮॥
মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥২২৯॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে—প্রভু করে আমারে দরশন ॥২৩০॥
চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥২৩১॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে।
কেমনে চৌদিকে দেখে, ইহা নাহি জানে ॥২৩২॥
পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে।
চৌদিকের সখা কহে—আমারে নেহানে ॥২৩৩॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥২৩৪॥
মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসংকীর্ত্তন।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥২৩৫॥
গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥২৩৬॥
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥২৩৭॥
কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি।
সব বৈষ্ণব লৈয়া প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥২৩৮॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥২৩৯॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥২৪০॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥২৪১॥
এই ত' কহিলু প্রভুর কীর্ত্তনবিলাস।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥২৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২৭। বেড়া-নৃত্য—মন্দির বেড়িয়া নৃত্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৩। নেহানে—দেখে।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে খেড়াকীর্ত্তন-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সংমার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীগৌরচন্দ্র নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সংমার্জ্জন করতঃ নিজ নির্ম্মল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ' করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥৩॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥৪॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঁই।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥৫॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥৬॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥৭॥
সেই সব দয়ালু মোরে হৈয়া সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥৮॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥৯॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥১০॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হৈয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লৈয়া ॥১১॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দরশন ॥১২॥
পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়! ১৩॥
সবে কহে—প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি-সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥১৪॥
সার্ব্বভৌম কহে—সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥১৫॥
এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥১৬॥
প্রভু কহে—কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ—না কহ, কি কারণ? ১৭॥
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥১৮॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥১৯॥
কাণে মুদ্রা লই' মুই হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥২০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১। ভক্তের কৃপা হইলে ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়।

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥২১॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥২২॥
তোমা-সবার ইচ্ছা এই—আমারে লৈয়া।
রাজারে মিলহ এবে কটকেতে গিয়া ॥২৩॥
পরমার্থ থাকুক্, লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥২৪॥
তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥২৫॥
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥২৬॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥২৭॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥২৮॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ॥২৯॥
নিত্যানন্দ কহে, ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে, কর রাজদরশন ॥৩০॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥৩১॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥৩২॥
এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥৩৩॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ' কৃপা করি'।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি' ॥৩৪॥
প্রভু কহে—তুমি-সব পরম-বিদ্বান্।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥৩৫॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥৩৬॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌমপাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ॥৩৭॥
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥৩৮॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥৩৯॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি' কহিতে লাগিলা ॥৪০॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥৪১॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥৪২॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ॥৪৩॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥৪৪॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥৪৫॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥৪৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৮-২৯। ভগবান্ স্নেহের দ্বারাই বশীভূত হন। 'কেবল প্রীতির বশ চৈতন্যগোঁসাই'। ভগবান্ পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমবশ্য, ইহাই তাঁহার স্বভাব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১-৩২। কৃষ্ণানুরাগী ভক্তের স্বভাব এই যে—ভগবানকে না পাইলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রভু কহে—রামানন্দ, কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হৈয়া ? ৪৭॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥৪৮॥
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥৪৯॥
প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥৫০॥
শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥৫১॥
রায় কহে—কত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥৫২॥
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥৫৩॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজা নাম ॥৫৪॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥৫৫॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥৫৬॥
তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লৈয়া আইলা ॥৫৭॥
সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ।
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥৫৮॥
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা উদ্দীপন ॥৫৯॥
তারে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে তারে মিলি' কহিতে লাগিল ॥৬০॥
এই—মহাভাগবত, যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥৬১॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দরশনে।
এত বলি' কৈল তারে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥৬২॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥৬৩॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥৬৪॥
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি' আমায় মিলিহ, এই আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥
বিদায় হৈয়া রায় আইল রাজপুত্রে লৈয়া।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥৬৬॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥৬৭॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥৬৮॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তনরঙ্গে ॥৬৯॥
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ তাহাঁ ভিক্ষা করে লৈয়া ভক্তগণ ॥৭০॥
এইমত নানা-রঙ্গে দিন কত গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥৭১॥
প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥৭২॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল ॥৭৩॥
পড়িছা কহে—আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥৭৪॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥৭৫॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥৭৬॥

কিন্তু ঘট, সংমার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ, আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥৭৭॥
নূতন একশত ঘট, শত সংমার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥৭৮॥
আর দিনে প্রভাতে প্রভু লৈয়া নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥৭৯॥
শ্রীহস্তে দিলা সবারে এক এক মার্জ্জনী।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি ॥৮০॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লৈয়া করিল শোধন ॥৮১॥
ভিতর মন্দির উপর—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' চারিভিত সে শোধিল ॥৮২॥
ছোট-বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥৮৩॥
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখান সবারে ॥৮৪॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥৮৫॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাহাঁ কাহাঁ অশ্রুজলে করে সংমার্জ্জন ॥৮৬॥
ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥৮৭॥
তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর—সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লৈয়া ফেলায় বাহির করিয়া ॥৮৮॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥৮৯॥
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছে সংমার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥৯০॥
সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥৯১॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥৯২॥
সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর সব করহ দূর।
ভালমতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর ॥৯৩॥
সব বৈষ্ণব লৈয়া যবে দুইবার শোধিল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥৯৪॥
আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি'।
প্রথমেই লৈয়া আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥৯৫॥
জল আন বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥৯৬॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥৯৭॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥৯৮॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু-আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥৯৯॥
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥১০০॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥১০১॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥১০২॥
ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥১০৩॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥১০৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৫। গৌরভক্তগণ হাতে সেবা করেন এবং মুখে নাম করেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বলিয়াছেন—যদ্যপি অন্যা ভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।

শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥১০৫॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥১০৬॥
শত-শত জন জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥১০৭॥
পূর্ণ কুম্ভ লৈয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লৈয়া যায় আর শত জন ॥১০৮॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি' ॥১০৯॥
ঘটে ঘটে ঠেকি' কত ঘট ভাঙ্গি' গেল।
শত শত ঘট লোক তাহাঁ লৈয়া আইল ॥১১০॥
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥১১১॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘটের প্রার্থন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘট সমর্পণ ॥১১২॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥১১৩॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥১১৪॥
শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥১১৫॥
ভাল কর্ম্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভৎর্সন ॥১১৬॥
তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহ যেন করে ॥১১৭॥
এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হৈয়া।
ভাল-মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥১১৮॥
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥১১৯॥
নাটশালা ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি করিল প্রক্ষালন ॥১২০॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥১২১॥
হেনকালে গৌড়ীয়া এক সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট-জল ॥১২২॥
সেই জল লৈয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈল ॥১২৩॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥১২৪॥
শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে ॥১২৫॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লৈয়া পান কৈল ॥১২৬॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হবে গতি!
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি! ১২৭॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহিরে রাখিলেন লৈয়া॥ ১২৮॥
পুনঃ আসি' প্রভু-পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥১২৯॥
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইল ॥১৩০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬। যাঁহারা হৃদয়সিংহাসনে কৃষ্ণকে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত, স্নিগ্ধ ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৫। তোমার গৌড়ীয়া—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর অনুগত; তজ্জন্য মহাপ্রভু তোমার গৌড়ীয়া শব্দ ব্যবহার করিলেন।

আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥১৩১॥
কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥১৩২॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল, নির্ম্মল কৈল যেন নিজ-মন ॥১৩৩॥
প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল।
নূতন-নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥১৩৪॥
এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥১৩৫॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥১৩৬॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥১৩৭॥
স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ, পুলক, হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥১৩৮॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥১৩৯॥
মহা-উচ্চসংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥১৪০॥
স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥১৪১॥
এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া ॥১৪২॥
আচার্য্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিলা গৌরধাম ॥১৪৩॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হৈয়া তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥১৪৪॥
আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তারে কৈল কোলে।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য্য হৈল বিকলে ॥১৪৫॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল-ছাঁটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥১৪৬॥
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কাঁদেন, কাঁদে সব ভক্তগণ ॥১৪৭॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল।
'উঠহ গোপাল' বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥১৪৮॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ ॥১৪৯॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি' করিলু বর্ণন ॥১৫০॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লৈয়া ॥১৫১॥
তীরে উঠি' পরেন প্রভু শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥১৫২॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লৈয়া ॥১৫৩॥
কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥১৫৪॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা সব পাঠাইল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥১৫৫॥
পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥১৫৬॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥১৫৭॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লৈয়া ভক্তগণ ॥১৫৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৬। নৃসিংহমন্দির—গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৮। পিণ্ডা—কাষ্ঠাসন, পিঁড়ি।

তার তলে তার তলে করি' অনুক্রম।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥১৫৯॥
'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥১৬০॥
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥১৬১॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥১৬২॥
স্বরূপ-গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥১৬৩॥
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥১৬৪॥
পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥১৬৫॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অস্থির।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥১৬৬॥
প্রভু কহে—মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥১৬৭॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, যাঁরে যেই ভায়।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥১৬৮॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥১৬৯॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥১৭০॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥১৭১॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খান—মনে ঐ ত্রাস ॥১৭২॥
স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥১৭৩॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে ক'রেছেন ভোজন ॥১৭৪॥
এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥১৭৫॥
এইমত দুইজন করে বার বার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥১৭৬॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্ব্বভৌম হাসে ॥১৭৭॥
সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি' বারবার করান ভোজন ॥১৭৮॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি'।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥১৭৯॥
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ—করহ বিচার ॥১৮০॥
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥১৮১॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে—ঐছে কোন্ হয় ॥১৮২॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥১৮৩॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥১৮৪॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥১৮৫॥
ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ॥১৮৬॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লৈয়া।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥১৮৭॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঁই।
দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥১৮৮॥

অদ্বৈত কহে—অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।
ভোজন করিলু, না জানি হবে কোন্ গতি ॥১৮৯॥
প্রভু ত' সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥১৯০॥
নান্নদোষেণ মস্করী—এই শাস্ত্র-প্রমাণ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ॥১৯১॥
জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥১৯২॥
নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥১৯৩॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥১৯৪॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥১৯৫॥
এইমত দুইজনে করে বলাবলি।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥১৯৬॥
তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাম লৈয়া।
মহাপ্রসাদ দেন কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥১৯৭॥
ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি'।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥১৯৮॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥১৯৯॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥২০০॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লৈয়া ॥২০১॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥২০২॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই এক লীলা ॥২০৩॥
আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব-নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥২০৪॥
পক্ষ-দিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে!
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥২০৫॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥২০৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯১। মস্করী—সন্ন্যাসী। 'নান্নদোষেণ মস্করী'—অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ হয় না।

শ্রুতি বলেন—

ন বায়ুঃ স্পর্শদোষেণ নাগ্নির্দহনকর্ম্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নান্নদোষেণ মস্করী ॥

স্পর্শদোষে (অপবিত্র বস্তুর স্পর্শে) বায়ু দূষিত (অস্পৃশ্য) হয় না, দহনকার্য্যে (অপবিত্র অস্পৃশ্য বস্তুকে দগ্ধ করিলেও) অগ্নি দূষিত (অপবিত্র) হয় না, মল-মূত্রদ্বারা (মলের স্পর্শে বা মলমূত্রের সহিত মিশ্রিত হইলেও বৃহৎ জলরাশির) জল দূষিত (অপবিত্র) হয় না এবং অন্নদোষে (সামাজিক-হিসাবে নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করিলেও) সন্ন্যাসীর দোষ হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৬। ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

২০৩। ধোয়াপাখ্‌লা — গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলাকে উৎকলভাষায় ধোয়াপাখ্‌লা বলে।

২০৪। নেত্রোৎসব—স্নানযাত্রার পর হইতে ১৫ দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাওয়া যায় না; এই কয়দিন শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয়; রথযাত্রার পূর্ব্বের দিন শ্রীবিগ্রহের নেত্র বা চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়; ইহাকেই নেত্রোৎসব বলে। এই দিন হইতেই আবার শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে এই দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শনে ভক্তদিগের নেত্রের উৎসব অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দ হয় বলিয়াও তাহাকে নেত্রোৎসব বলে।

২০৫। পক্ষ-দিন—১৫ দিন।

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লৈয়া ॥২০৭॥
প্রভুর আগে পুরী, ভারতী—দুঁহার গমন।
স্বরূপ, অদ্বৈত—প্রভুর পার্শ্বে দুইজন ॥২০৮॥
পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥২০৯॥
দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥২১০॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥২১১॥
প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়নযুগল।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥২১২॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥২১৩॥
শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধু পানে ॥২১৪॥
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥২১৫॥
এইমত মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥২১৬॥
স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্ব্বক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥২১৭॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥২১৮॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নে প্রভুরে লৈয়া গেলা ॥২১৯॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥২২০॥
গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥২২১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুণ্ডিচা-গৃহমার্জ্জনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১০। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন — শাস্ত্রের যে বিধি-অনুসারে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে হয়, সেই বিধির নাম—মর্য্যাদা। দর্শন-লোভে অনেকেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক নব-যৌবন-দর্শনে গেলেন।

২১৩। বান্ধুলীর ফুল—রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল-বর্ণ অর্থাৎ ঘোর রক্তবর্ণ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন!

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম-মোহন ॥৩॥
আর দিন মহাপ্রভু হৈয়া সাবধান।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥৪॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥৫॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥৬॥
অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখেন ঈশ্বর-গমন ॥৭॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ—যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥৮॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥৯॥
কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥১০॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে-স্থানে।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে ॥১১॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি' যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥১২॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥১৩॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥১৪॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন ॥১৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। পাণ্ডুবিজয়—জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা—এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোরে বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে-প্রণালীতে সিংহদ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে পাণ্ডুবিজয় বলে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৮। দয়িতাগণ—দয়িত শব্দ হইতে দয়িতা হইয়াছে। দয়িতানামে একশ্রেণীর সেবক আছে, ইঁহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করিয়াছেন। স্নানের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শবর বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে দয়িতা-পতি বলে। ইঁহারা জগন্নাথদেবকে অনবসর-কালে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মিষ্টান্ন-ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাল্যভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসর-কালে জগন্নাথ-দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া ঔষধি ও পাঁচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন। ফলকথা এই যে, শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের মধ্যে শ্রীনীলমাধবমূর্ত্তি ছিলেন, সেই নীলমাধবমূর্ত্তি পরে জগন্নাথে পরিণত হওয়ায় শবর-দয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গ-সেবায় অধিকার জন্মিয়াছে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১১। তুলী—তুলার ছোট ছোট গদি।

১২। প্রভুপদাঘাতে—শ্রীজগন্নাথদেবের পদাঘাতে।

১৪। মণিমা—উৎকলদেশীয় লোকেরা পূজনীয়-পাত্র এবং রাজাকে মণিমা বলিয়া সম্বোধন করেন।

চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥১৬॥
উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥১৭॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে সেবা হইতে ॥১৮॥
রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥১৯॥
শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥২০॥
ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥২১॥
লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥২২॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লইয়া।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥২৩॥
তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি' বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥২৪॥
সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব—যেন বৃন্দাবন ॥২৫॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥২৬॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥২৭॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥২৮॥
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া ভক্তগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সবে মাল্য-চন্দন ॥২৯॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥৩০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥৩১॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ, শ্রীবাস—যাহাঁ মুখ্য দুইজন ॥৩২॥
চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ-বাদক হৈল অষ্ট জন ॥৩৩॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥৩৪॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥৩৫॥
প্রথম-সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥৩৬॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥৩৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭-১৮। উত্তম হইয়া যিনি নিজেকে হীনজ্ঞানে তুচ্ছ সেবা করেন, করুণাময় ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতিই হয়। ভক্তের দৈন্যই ভগবানের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাই রাজার ঝাড়ুদেওয়া-রূপ তুচ্ছ সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন।

২৩-২৪। শ্রীজগন্নাথদেব স্নানের পর যে একপক্ষ-কাল নিভৃতে থাকেন, তাহাকে অনবসর বা নিভৃত-কাল বলে। তাহার পর তিনি লক্ষ্মীর সম্মতি লইয়া ভক্তগণকে সুখ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দিবার জন্য রথে গমন করিয়া থাকেন।

২৭। গৌড়—উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে গৌড় বলে।

২৮। শ্রীজগন্নাথের রথ কেহ চালাইতে পারে না। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাতেই রথ চলিয়া থাকে। এজন্য রথ কখন দ্রুত চলে, কখন আস্তে চলে, আবার কখন স্থির হইয়া থাকে—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥৩৮॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ ॥৩৯॥
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাহাঁ গায়।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥৪০॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস-ঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥৪১॥
গোবিন্দ-ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাহাঁ গায় ॥৪২॥
মাধব, বাসুদেব-ঘোষ—দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ॥৪৩॥
কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥৪৪॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সব গায় ॥৪৫॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহাঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥৪৬॥
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥৪৭॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি' হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥৪৮॥
বৈষ্ণবের মেঘ-ঘটায় হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥৪৯॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥৫০॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি'।
'জয় জগন্নাথ' বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥৫১॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥৫২॥
সবে কহে—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায় ॥৫৩॥
কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥৫৪॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
সংকীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥৫৫॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥৫৬॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥৫৭॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥৫৮॥
যারে তাঁর কৃপা, সে-ই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥৫৯॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন।
সেই ত' প্রসাদে পাইল রহস্য-দর্শন ॥৬০॥
সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥৬১॥
সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র—দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥৬২॥
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন, নাচেন সব ভক্তগণ ॥৬৩॥
কভু এক মূর্ত্তি, কভু হন বহু-মূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥৬৪॥
লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি' লীলা-শক্তি করে সমাধান ॥৬৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫২-৫৪। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সাত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এককালে সাত সম্প্রদায়ে বিলাস করিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত ইহা অন্য কেহ জানিতে পারে নাই।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥৬৬॥
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥৬৭॥
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥৬৮॥
এই মত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥৬৯॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥৭০॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥৭১॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥৭২॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥৭৩॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥৭৪॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারি দিকে গায় ॥৭৫॥
দণ্ডবৎ করি' প্রভু যুড়ি' দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥৭৬॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৭৭॥

(বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত)

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের মঙ্গল-বিধাতা, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৭৮॥

(মুকুন্দমালা-স্তোত্রে)

অনুবাদ—দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন। বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। নবজলধর-শ্যাম কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৭৯॥

(ভাঃ ১০।৯০।৭৮)

অনুবাদ—সর্ব্বাশ্রয়, দেবকীনন্দন, যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ-হারী, মধুরহাস্য দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের প্রেমবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৯। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—(ভাঃ ১০।৯০।৪৮)

দেবকীজন্মবাদ—দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেব-গৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ। তথা চ—দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদি পুরাণম্। দেবক্যামিব যশোদায়াং শুকোক্তেঃ। "বাদঃ প্রবদতামহম্" ইতি ভগবদুক্তেঃ। আরম্ভবাদ-পরিণামবাদাদিষ্বপি বাদ-শব্দস্য সিদ্ধান্তবাচিত্বং দৃষ্টম্।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত **বৈষ্ণবানন্দিনী-টীকা**—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দেবক্যোর্নন্দবসুদেবপত্ন্যোর্জ্জন্ম জনিলীলানুকরণেন প্রাকট্যঃ বাদঃ সিদ্ধান্তো যস্য সঃ। কামদেবং উজ্জ্বলাখ্যং স্মরং বর্দ্ধয়ন্।

গীতা ১০।৩২ 'সর্গাণাং……বাদঃ প্রবদতামহম্' শ্লোকের

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন-পরপক্ষদূষণাদিরূপজল্প-বিতণ্ডাদি-কুর্ব্বতাং বাদস্তত্ত্বনির্ণয়ঃ প্রবৃত্তিসিদ্ধান্তে যঃ সোঽহম্।

বাদ অর্থে তত্ত্বনির্ণয়প্রবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥৮০॥

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোক)

অনুবাদ—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। পরন্তু আমি পরমানন্দবিগ্রহ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥৮১॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥৮২॥
নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥৮৩॥
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা-ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥৮৪॥
আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥৮৫॥
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥৮৬॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥৮৭॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥৮৮॥
কাশীশ্বর-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥৮৯॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডল হৈয়া করে লোক নিবারণ ॥৯০॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হৈয়া ॥৯১॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥৯২॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাসে।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি' কহে—হও এক-পাশে ॥৯৩॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে, তাঁর ক্রোধ হৈল মনে ॥৯৪॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈল হরিচন্দন ॥৯৫॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥৯৬॥
ভাগ্যবান্ তুমি—ইহাঁর হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥৯৭॥
প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছুক্, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥৯৮॥
রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥৯৯॥
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥১০০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বাদ অর্থে সিদ্ধান্ত। দেবকী ও যশোদা উভয়ের গর্ভেই কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

এখানে কামদেব অর্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম, অপ্রাকৃত কাম বা পরম-প্রেম। ব্রজগোপীগণের বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমকেই কামসাম্যে কাম বলা হইয়াছে।

৮০। বর্ণী—ব্রহ্মচারী। (শব্দসার)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮২। অলাতচক্র—অলাত অর্থে জ্বলন্ত অঙ্গার। জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ডকে অতি দ্রুতবেগে ঘুরাইলে উহা যেমন অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ব্যাপক-রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

৮৮। মহাবল—মহাবলশালী।

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাব-উদয় সমকাল ॥১০১॥
মাংস-ব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥১০২॥
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়।
লোকে ভাবে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥১০৩॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ, তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ' 'জজ গগ'—গদ্গদ-বচন ॥১০৪॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥১০৫॥
দেহ-কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥১০৬॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥১০৭॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥১০৮॥
কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥১০৯॥
সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥১১০॥
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥১১১॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥১১২॥
সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥১১৩॥
এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥১১৪॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥১১৫॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায়।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥১১৬॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥১১৭॥
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥১১৮॥
এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি।
রথেতে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥১১৯॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥১২০॥
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥১২১॥
এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥১২২॥
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥১২৩॥
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥১২৪॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥১২৫॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥১২৬॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ॥১২৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৪। জজগগ—জগন্নাথ বলিতে অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে প্রভুর তাদৃশ অস্ফুট-বাক্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৫। জল-যন্ত্র—পিচ্‌কারী।
১২১। মধ্য ১।৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥১২৮॥
ইহাঁ রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥১২৯॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ॥১৩০॥
আমা লৈয়া পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥১৩১॥
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥১৩২॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
এই শ্লোকের অর্থ নাহি জানে কোন লোক ॥১৩৩॥
স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥১৩৪॥
স্বরূপসঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥১৩৫॥

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥১৩৬॥

আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥১৩৭॥
প্রাণনাথ, শুন মোর এই নিবেদন।
ব্রজ—আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥১৩৮॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥১৩৯॥
চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাও, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥১৪০॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাড়ে রোষ ॥১৪১॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ তার পার ॥১৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৬। মধ্য ১।৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। বদ্ধজীবের বিক্ষিপ্ত চিত্ত বা হৃদয়ই মন। কিন্তু শুদ্ধভক্তের হৃদয় বা মন নির্ম্মল ও কৃষ্ণসেবাময় বলিয়া কৃষ্ণ-বসতিস্থল বৃন্দাবন-সদৃশ। শুদ্ধভক্তের মনে ও বৃন্দাবনে কোন ভেদ নাই। সেখানে মন ও বৃন্দাবন অভিন্ন। সেই হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রকাশই কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা। তাই শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, তবেই তাহা তোমার পূর্ণকৃপা বলিয়া জানিব।

১৩৯। বিদগ্ধ—রসিক।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪১। কুটিনাটী—কপটতা। (অনুভাষ্য)

১৪২। তিমিঙ্গিল—তিমি বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। সেই তিমিকে যে অতি বৃহৎ জলজন্তু গিলিতে পারে, তাহাকে তিমিঙ্গিল বলে।

শব্দকল্পদ্রুমে পাই—তিমিঃ মৎস্যবিশেষঃ। ইত্যমরঃ। তিমি মহাকায়ো মৎস্যঃ। তথা চ—অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তারঃ। ইতি ভরতঃ।

৪ ক্রোশে ১ যোজন। অতএব তিমিমৎস্য ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত।

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥১৪৩॥

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্‌গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥১৪৪॥

না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? ॥১৪৫॥

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥১৪৬॥

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥১৪৭॥

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি'
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে ঋণী মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥১৪৮॥

প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ সত্য-বচন।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥১৪৯॥

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥১৫০॥

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥১৫১॥

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে—এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥১৫২॥

সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥১৫৩॥

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহাঁ তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥১৫৪॥

মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥১৫৫॥

যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলু সব ক্ষয়।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥১৫৬॥

সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈয়া।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি বাহ্য আচরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥১৫৭॥

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।

পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥১৫৮॥
এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥১৫৯॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥১৬০॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥১৬১॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥১৬২॥
স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥১৬৩॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হৈয়া করে গান আস্বাদন ॥১৬৪॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হৈয়া ॥১৬৫॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥১৬৬॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥১৬৭॥
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥১৬৮॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার, পরিমল ॥১৬৯॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত তৎক্ষণে উঠিল ॥১৭০॥
আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥১৭১॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী সবার প্রাবল্য ॥১৭২॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥১৭৩॥
দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন ॥১৭৪॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥১৭৫॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি' হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥১৭৬॥
প্রেমে নাচে, গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥১৭৭॥
অন্যের কি কায, জগন্নাথ-হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥১৭৮॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি'।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥১৭৯॥
এইমত নৃত্য প্রভু করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥১৮০॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥১৮১॥
রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥১৮২॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ছিলা অন্য স্থান ॥১৮৩॥
যদ্যপি রাজার দেখি' হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥১৮৪॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥১৮৫॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয় ॥১৮৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৬০। আদি ৪।২৩ দ্রষ্টব্য।

তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজ গণ ॥১৮৭॥
অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥১৮৮॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥১৮৯॥
ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি'।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥১৯০॥
তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥১৯১॥
তাহাঁ নৃত্য করি' জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ-আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥১৯২॥
চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি-স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি' দেখে ডাহিনে-বামে ॥১৯৩॥
বামে—বিপ্রশাসন, নারিকেল-বন।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥১৯৪॥
আগে নৃত্য করে গৌর লৈয়া ভক্তগণ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥১৯৫॥
সেই স্থলে ভোগ লাগে—আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥১৯৬॥
জগন্নাথের ছোট-বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥১৯৭॥
রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥১৯৮॥
নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন।
নিজ-নিজ-ভোগ তাহাঁ করে সমর্পণ ॥১৯৯॥
আগে-পাছে, দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে।
যেই যাহা পায়, লাগায়—নাহিক নিয়মে ॥২০০॥
ভোগের সময় লোকের মহা ভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥২০১॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাইয়া।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥২০২॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥২০৩॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥২০৪॥
এই ত' কহিল প্রভুর মহাসংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ॥২০৫॥
রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি ক'রেছে বর্ণন ॥২০৬॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥২০৭॥

(স্তবমালায়)

অনুবাদ—রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে প্রেমজনিত নৃত্যানন্দে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সংকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?

ইহা যেই শুনে, সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ়-বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥২০৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২০৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৪। উৎকলদেশে ব্রাহ্মণপল্লীকে বিপ্রশাসন বলে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০৪। আরাম—উদ্যান বা বাগান।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ ॥১॥

অনুবাদ—স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করতঃ এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥৩॥

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥৪॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥৫॥
সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হৈয়া।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥৬॥
আঁখি মুদি' প্রেমে প্রভু ভূমিতে শয়ান।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥৭॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥৮॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥৯॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥১০॥
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য-রতন!
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলু আলিঙ্গন ॥১১॥
এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥১২॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥১৩॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

অনুবাদ—হে প্রিয়! যাঁহারা তোমার বিরহী ভক্তগণের জীবনস্বরূপ, মহাজন কর্ত্তৃক সংগীত, কলুষনাশী ও শ্রবণ-মঙ্গল কথামৃত বিশ্বে প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মহাদাতা।

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন।
ইহো নাহি জানে—ইহোঁ হয় কোন্ জন ॥১৪॥
পূর্ব্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥১৫॥
এই দেখ—চৈতন্যের কৃপা-মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥১৬॥
প্রভু বলে—কে তুমি, করিলা মোর হিত?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥১৭॥
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥১৮॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥১৯॥
রাজা—হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥২০॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মনে ॥২১॥
দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥২২॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া করিল গমন ॥২৩॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠাল রাজা বহুত করিয়া ॥২৪॥
বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ—উত্তম, অনন্ত।
নি-সকড়ি প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫। নি-সকড়ি - দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সকড়ি নয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬। পৈড়—ডাব। বীজতাল—তালশাঁস।

ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলী আর বীজ-তাল ॥২৬॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥২৭॥
মনোহরা, লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা আদি, ক্ষীর্‌সা অপার ॥২৮॥
অমৃতমণ্ডা, ছানাবড়া আর কুম্‌ড়া-কুরী।
রসামৃত, সরভাজা, আর সরপুরী ॥২৯॥
হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী।
ডালি-মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥৩০॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার।
বিয়রি, কদ্‌মা, তিলাখাজার প্রকার ॥৩১॥
নারঙ্গ-ছোলঙ্গ আম্র-বৃক্ষের আকার।
ফুল-ফল-পাত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥৩২॥
দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী।
স-লবণ মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥৩৩॥
লেবু-কুল-আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥৩৪॥
প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥৩৫॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥৩৬॥
কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত।
এক এক জনে দশ দোনা দিল—এত পাত ॥৩৭॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায়।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥৩৮॥
পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥৩৯॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥৪০॥
আপনে বৈস, প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥৪১॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥৪২॥
ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥৪৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥৪৪॥
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি' ॥৪৫॥
হরিবোল বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥৪৬॥
ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥৪৭॥
টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥৪৮॥
মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে ॥৪৯॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥৫০॥
মত্ত-হস্তীগণ টানে, যত তার বল।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥৫১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩০। নবাত—রাঢ়দেশে খেজুর-গুড়ের পাটালীকে নবাত বলে।

অমৃতি—জিলাপীজাতীয় ঘৃতপক্ক মিষ্ট-দ্রব্যবিশেষ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৭। কেয়াপত্রদ্রোণী—কেতকী-বৃক্ষের পত্রে নির্ম্মিত ঠোঙ্গা। দোনা—ঠোঙ্গা।

৪৩। উবরিল—উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত হইল।

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা।
মত্তহস্তী রথ টানে—দেখে দাণ্ডাঞা ॥৫২॥
অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥৫৩॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥৫৪॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়্ হড়্ করি' রথ চলিল ধাইয়া ॥৫৫॥
ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায়।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥৫৬॥
আনন্দে করয়ে লোক জয়-জয়-ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুনি ॥৫৭॥
নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥৫৮॥
জয় গৌরচন্দ্র, জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল করে ধন্য ধন্য ॥৫৯॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥৬০॥
পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥৬১॥
সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥৬২॥
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥৬৩॥
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥৬৪॥
নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥৬৫॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥৬৬॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥৬৭॥
চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥৬৮॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি'।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥৬৯॥
প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ ॥৭০॥
কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥৭১॥
কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥৭২॥
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥৭৩॥
রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা—এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥৭৪॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা ॥৭৫॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥৭৬॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডুক-বাদ্যে সবে বাজায় করতল ॥৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৫। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটে একটি উদ্যান-বিশেষ।

৭২। ত্রিসন্ধ্যা—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—এই তিন কাল।

দুই-দুই জনে মিলি' করে জল-রণ।
কেহ হারে, কেহ জিনে, প্রভু করে দরশন ॥৭৮॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥৭৯॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত-দত্ত জলকেলি করে দুই জনে ॥৮০॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥৮১॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥৮২॥
মহাপ্রভু তাঁ দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥৮৩॥
পণ্ডিত, গম্ভীর দুঁহে—প্রামাণিক জন।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন ॥৮৪॥
গোপীনাথ কহে—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥৮৫॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥৮৬॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে নীলামৃত পিয়াও—এ কৃপা তোমার ॥৮৭॥
হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥৮৮॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী-লীলা প্রভু করে প্রকটন ॥৮৯॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লৈয়া বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥৯০॥
এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥৯১॥
পুরী, ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥৯২॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥৯৩॥
অপরাহ্ণে আসি' কৈল দর্শন, নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥৯৪॥
আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর-দরশন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥৯৫॥
ভক্তগণসঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লৈয়া ॥৯৬॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে।
ভৃঙ্গ-পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥৯৭॥
প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব-দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥৯৮॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায়।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥৯৯॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥১০০॥
প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥১০১॥
এইমত কতক্ষণ করি' বন-লীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥১০২॥
জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥১০৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮০। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত। দত্ত—বাসুদেব দত্ত।

৮৬। গণ্ড শৈল—ক্ষুদ্র পাহাড়। যদিও 'দুই' শব্দের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উল্লেখ আছে, তথাপি বিশেষভাবে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই এই উক্তি।

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ ॥১০৪॥
জগন্নাথ-বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥১০৫॥
হেরা-পঞ্চমীর দিন আইলা জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥১০৬॥
কল্য হেরা-পঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যেন কভু নাহি হয় ॥১০৭॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥১০৮॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্রবস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র-চামরে ॥১০৯॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥১১০॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥১১১॥
সেই ত' করিহ—প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করেন যৈছে দরশন ॥১১২॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥১১৩॥
নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥১১৪॥
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া।
স্বগণ-সহ ভাল-স্থানে বসাইল লৈয়া ॥১১৫॥
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥১১৬॥
যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥১১৭॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥১১৮॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥১১৯॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥১২০॥
নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবীরে সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ? ১২১ ॥
স্বরূপ কহে—শুন, প্রভু! কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥১২২॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥১২৩॥
প্রভু কহে—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥১২৪॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥১২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৫। পুষ্পারাম—পুষ্পবাটিকা।

১০৬। হেরা-পঞ্চমীর দিন—রথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন, এজন্য উৎকল-দেশীয় লোকেরা ঐ দিনকে হেরা-পঞ্চমী বলে।

১০৯। চিত্রবস্ত্র—রঞ্জিত কাপড়। কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্রঘণ্টা।

১১৭-১১৯। শ্রীজগন্নাথদেব জীবের প্রতি করুণ হইয়া নীলাচলে মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণের দ্বারকা-বিহার প্রকট

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার একবার মাত্র বৃন্দাবন-সদৃশ সুন্দরাচল দেখিবার জন্য পরমোৎকণ্ঠা হয়।

(অনুভাষ্য)

১২০। সুন্দরাচল—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ 'নীলাচল' বলা যায়, গুণ্ডিচা-মন্দিরকেও সেরূপ সুন্দরাচল বলিয়া থাকে।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১২৪। যাত্রা—রথযাত্রা।

অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ? ১২৬॥
স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥১২৭॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥১২৮॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা-পতাকার গণ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥১২৯॥
তাম্বূল-সম্পুট, ঝারী, ব্যজন, চামর।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥১৩০॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥১৩১॥
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥১৩২॥
বাঁধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে, যেন লয় নানা-ধনে ॥১৩৩॥
অচেতনবৎ তাঁরে করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥১৩৪॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥১৩৫॥
দামোদর কহে—ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহাঁ দেখি শুনি নাই আর ॥১৩৬॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন বদন ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥১৩৮॥
ইহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥১৩৯॥
প্রভু কহে—কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে—গোপীমান নদী-শতধার ॥১৪০॥
নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্ত্যে বহু ভেদ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের বিভেদ ॥১৪১॥
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন ॥১৪২॥
মানে কেহ হয় ধীরা, কেহ ত' অধীরা।
এই তিন-ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা ॥১৪৩॥
'ধীরা' কান্তে দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান ॥১৪৪॥
হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন ॥১৪৫॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥১৪৬॥
'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥১৪৭॥
'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥১৪৮॥
'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা'—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥১৪৯॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥১৫০॥
মধ্যা, প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ ॥১৫১॥
কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ হয় সমা।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ১৫২॥
প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য-স্বভাব নির্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥১৫৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৫। প্রাগল্‌ভ্য—ঔদ্ধত্য।
১৪৬। সোল্লুণ্ঠ-বাক্য—ঈষদ্ধাস্যপরিহাসযুক্ত বা ব্যাজস্তুতি-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বাক্য। (অনুভাষ্য)
১৪৯। বৈদগ্ধ্য-বিভেদ—নানাপ্রকার কৌশল। (অনুভাষ্য)

এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর! বলে বার বার ॥১৫৪॥
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥১৫৫॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে গোপিকা—প্রবীণ ॥১৫৬॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥১৫৭॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥১৫৮॥

(ভাঃ ১০।৩৩।২৫)

অনুবাদ—ব্রজগোপীগণের জীবন-স্বরূপ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে জোৎস্নাময়ী রজনীতে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন।

বামা এক গোপীগণ, দক্ষিণা এক গণ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥১৫৯॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥১৬০॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো, স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥১৬১॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥১৬২॥

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥১৬৩॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
কহ, কহ কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥১৬৪॥
অধিরূঢ় মহাভাব—রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ, নির্ম্মল যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥১৬৫॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥১৬৬॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম, বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥১৬৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৬-১৫৭। প্রেমময়-বিগ্রহ কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী ব্রজগোপী উভয়েই নিষ্কাম। কৃষ্ণ ও গোপীর মধ্যে স্বসুখবাঞ্ছারূপ কুৎসিত কামের লেশমাত্রও নাই। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত ও তৎপর।

তাই শাস্ত্র বলেন—

ভক্তে সুখ দিতে কৃষ্ণের সঙ্গম-বিহার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে ভক্তের সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥

(চৈঃ চঃ)

ভক্তের সুখবিধান ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই, তিনিই হ'লেন আমাদের নিত্যোপাস্য স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আর কৃষ্ণের সুখবিধান ব্যতীত যাঁহাদের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আর অন্য কোন কার্য্য নাই, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত—আমাদের নিত্য উপাস্য গৌড়ীয়গুরুবর্গ বা ব্রজগোপীগণ। বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, পরমস্বতন্ত্র বা Unrestricted God হইয়াও ভক্তপ্রেমবশ্য, ইহাই তাঁহার স্বভাব, ইহাই তাঁহার অত্যদ্ভুত গুণ বা দয়া।

১৫৯-১৬২। গোপীগণ দুইপ্রকার—বামা ও দক্ষিণা। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নের খনি-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা; তিনি বয়সে—মধ্যমা, স্বভাবে—সমা এবং নিরন্তর বামা। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয়।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৬৩। মধ্য ৮ | ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫। দগ্ধবান্ হেম—তপ্তকাঞ্চন।

কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য, চকিত ॥১৬৮॥
এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥১৬৯॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাবভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥১৭০॥
রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥১৭১॥
যবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥১৭২॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত-উদ্গম।
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারী মূল-কারণ ॥১৭৩॥

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥১৭৪॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটী ভাবের হর্ষ-সহ মিশ্রকরণকে কিলকিঞ্চিত ভাব বলে।

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥১৭৫॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া, হর্ষ আর মন্দস্মিত ॥১৭৬॥
নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥১৭৭॥
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥১৭৮॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন।
সঙ্গম হইতে কৃষ্ণ সুখ পায় কোটি-গুণ ॥১৭৯॥

অন্তঃস্মেরতরোজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥১৮০॥

(দানকেলিকৌমুদী)

অনুবাদ—শ্রীরাধিকার গর্ব্বাদি-সপ্তভাব-মিলিত, হর্ষজনিত কিলকিঞ্চিত-ভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে শ্রীরাধার অন্তরে আনন্দজনিত ঈষৎ হাস্য হওয়ায় তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল, নবোদ্গত নেত্রপক্ষ্মগুলি অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, অপাঙ্গ-দুইটি ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষু আর্দ্র হইল, নয়ন অশ্রু দ্বারা স্বল্প নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতি সুন্দরভাবে নয়নতারা দুইটি ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল।

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥১৮১॥

অনুবাদ—শ্রীরাধিকার অশ্রুপূর্ণ অরুণ নেত্রদ্বয় চঞ্চল হইল রসোল্লাস ও কন্দর্পভাব-হেতু অধর কম্পিত হইল, ভ্রূযুগল কুটিল হইল, মুখপদ্মে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল। শ্রীরাধার এতাদৃশ কিলকিঞ্চিত-ভাব-ভূষিত বদন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হইল, তাহা সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখপ্রদ এবং বাক্যেরও অগোচর।

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত-মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন ॥১৮২॥
বিলাসাদি ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥১৮৩॥
তবে ত' স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥১৮৪॥
রাধা বসি' আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাহাঁ আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥১৮৫॥
দেখিতেই নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ ॥১৮৬॥

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥১৮৭

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়ায় গমন, অবস্থিতি ও উপবেশন ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি ক্রিয়ার যে তৎকালিক বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাহাকে বিলাস বলে।

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয়।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয় ॥১৮৮॥

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ পিয়মুদে ॥১৮৯॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল, তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্য-অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণসুখ বিধান করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাঁড়াইয়া।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥১৯০॥
মুখে নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥১৯১॥

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥১৯২॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—যেস্থলে অঙ্গের বিন্যাস-ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, সেইস্থলে ললিতালঙ্কার উক্ত হয়।

ললিত-ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দুঁহে দুঁহে মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥১৯৩॥

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গী-সুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥১৯৪॥

(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—কৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি ও ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবপুষ্ট শ্রীঅঙ্গ লক্ষিত হইতে থাকে।

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে প্রফুল্ল রাধা করে নিবারণ ॥১৯৫॥
বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মানে।
'কুট্টমিত'-নাম এই ভাব-বিভূষণে ॥১৯৬॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—স্তনাধরাদি-ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহিরে ক্রোধব্যথিতের লক্ষণকে কুট্টমিত বলে।

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা' বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥১৯৮॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥১৯৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯০। তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে—ত্রিভঙ্গে; তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি ও চরণ।

ত্রিভঙ্গসুন্দরী শ্রীরাধার এই ত্রিভঙ্গসুন্দরী-শ্রীমূর্ত্তি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পুরীধামে টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে অদ্যাপি বিরাজিত।

১৯৫। কঞ্চুক—জামা।

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥২০০॥

(গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—কৃষ্ণের হস্তদ্বারা অবরোধ-কার্য্যে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাধিকা তদ্বিরুদ্ধে মধুরস্মিতগর্ভ ভর্ৎসনা ও মনোহর শুষ্করোদন (রোদনভান) করিলেন।

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥২০১॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥২০২॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে—শুন, দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥২০৩॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ—পুষ্প-কিশলয়।
গিরিধাতু-শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥২০৪॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি' লক্ষ্মী-দেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥২০৫॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥২০৬॥
তোমার ঠাকুর, দেখ, এত সম্পত্তি ছাড়ি'।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥২০৭॥
এই কর্ম্ম করে কাহাঁ বিদগ্ধ-শিরোমণি?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥২০৮॥
এত বলি' লক্ষ্মীর সব দাসীগণে।
কটি-বস্ত্রে বাঁধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥২০৯॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি।
ধন-দণ্ড লয় আর করায় মিনতি ॥২১০॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥২১১॥
সব ভৃত্যগণ কহে—যোড় করি' হাত।
কালি আনি' দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥২১২॥
তবে শান্ত হৈয়া লক্ষ্মী যায় নিজ-ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥২১৩॥
দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥২১৪॥
নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥২১৫॥
প্রভু কহে—শ্রীবাস! তোমাতে নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে ঈশ্বর-প্রভাব ॥২১৬॥
ইহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥২১৭॥
স্বরূপ কহে—শ্রীবাস, শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥২১৮॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ তার এক বিন্দু ॥২১৯॥
পরম-পুরুষোত্তম স্বয়ং-ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী, তাহাঁ বৃন্দাবন-ধাম ॥২২০॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ ॥২২১॥
কল্পবৃক্ষ-লতার যাহাঁ সাহজিক-বন।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥২২২॥
অনন্ত কামধেনু তাহাঁ ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেয়, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥২২৩॥
সহজ লোকের কথা যাহাঁ দিব্য-গীত।
সহজ গমন করে, যৈছে নৃত্য প্রতীত ॥২২৪॥
সর্ব্বত্র জল যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ যাহাঁ হয় মূর্ত্তিমান্ ॥২২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অসোয়াস্তি।
২২৫। জ্যোতিঃ—চন্দ্রসূর্য্য। (শ্রীজীবটীকা)

লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখী-কায ॥২২৬॥

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥২২৭॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ, কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—কল্পতরু, ভূমি—চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণ-বংশী প্রিয়সখী এবং চিদানন্দ-জ্যোতিঃ অর্থাৎ অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য বিরাজিত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই কৃষ্ণের পরম আস্বাদ্য বা সুখকর।

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥২২৮॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণের চরণভূষণই চিন্তামণি, লীলানুকূল পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুই ব্রজের পরম-ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥২২৯॥
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ।২৩০॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
বল, বল বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥২৩১॥
ব্রজরসগীত শুনি' প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥২৩২॥
লক্ষ্মী-দেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥২৩৩॥
চারি সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥২৩৪॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥২৩৫॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, কিছু রহে দূরদেশ ॥২৩৬॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥২৩৭॥
ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥২৩৮॥
সব ভক্ত লৈয়া প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন-স্নানে ॥২৩৯॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥২৪০॥
সবা লৈয়া নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যা-স্নান করি' কৈলা জগন্নাথ দরশন ॥২৪১॥
জগন্নাথ দেখি' করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ ॥২৪২॥
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া কৈলা প্রভু অষ্ট দিনে ॥২৪৩॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥২৪৪॥
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥২৪৫॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল।
এক গুটি পট্টডোরী তাহাঁ টুটি' গেল ॥২৪৬॥
পাণ্ডু-বিজয়ের তুলী ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥২৪৭॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান ॥২৪৮॥

এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥২৪৯॥
এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥২৫০॥
এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান।
দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥২৫১॥
ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥২৫২॥
প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।
পট্টডোরী লৈয়া আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥২৫৩॥
তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥২৫৪॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥২৫৫॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার।
সহস্র-বদন যার নাহি পায় পার ॥২৫৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে হেরাপঞ্চমী-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥

অনুবাদ—সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক অমোঘ ভট্টাচার্য্যকে অঙ্গীকার করতঃ গৌরচন্দ্র স্বভক্ত-বশ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত—যাঁর প্রাণধন ॥৬॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত রঙ্গে ॥৪॥
প্রথমাবসরে জগন্নাথ-দরশন।
নৃত্য, গীত, দণ্ডবৎ-প্রণাম, স্তবন ॥৫॥
উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি' আইসে আপন-নিলয় ॥৬॥
ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥৭॥
সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥৮॥
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী-মঞ্জরী।
যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥৯॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লৈয়া প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥১০॥
"যেঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে" এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥১১॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার ॥১২॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥১৩॥
পুনরুক্তি হয় তাহা, না কৈলু বর্ণন।
আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥১৪॥
এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব ॥১৫॥

চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥১৬॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব ॥১৭॥
দধিদুগ্ধ-ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি'।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি' 'হরি' 'হরি' ॥১৮॥
কানাই-খুটিয়া আছেন নন্দ-বেশ ধরি'।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন ব্রজেশ্বরী ॥১৯॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র-কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥২০॥
ইহা-সবা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥২১॥
অদ্বৈত কহে—সত্য কহি, না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥২২॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥২৩॥
শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই-পাশে।
পাদসন্ধ্যে ফিরায় লগুড়—দেখি' লোক হাসে ॥২৪॥
অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি' সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥২৫॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥২৬॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী।
জগন্নাথ-প্রসাদবস্ত্র এক লৈয়া আসি' ॥২৭॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বাঁধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥২৮॥
কানাই-খুটিয়া, জগন্নাথ—দুই জন।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ॥২৯॥
দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥৩০॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩১॥
বিজয়া-দশমী— লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥৩২॥
হনূমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥৩৩॥
'কাহাঁরে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥৩৪॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥
সর্ব্বলোক জয় জয় করে বার বার ॥৩৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিন—জন্মাষ্টমীর পরদিবস।

১৯। খুটিয়া—উৎকলীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। মাহাতি—উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ। করণ—কায়স্থ।

২৫। চমৎকার—বিস্ময়, আনন্দ।

৩২। বিজয়া-দশমী—আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিকে বিজয়া-দশমী বলে। কারণ এই দিনে উৎসব করিয়া যাত্রা করিলে যুদ্ধে ও সকল কার্য্যে জয়লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র 'আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি'—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হনূমানের মুখে এই কথা শুনিয়া ঐ দিন বিজয়োৎসব করতঃ বানরসৈন্য সহ রাবণ-বধার্থ শমীবৃক্ষতল হইতে লঙ্কাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫ | ৬৬১, ৬৭২ শ্লোকে বলেন—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্ধং সর্বত্র বিজয়ার্থিনা ॥
সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাঽকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ ॥

এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা দেখিলা সকলি ॥৩৬॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লৈয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥৩৭॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥৩৮॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ বলি' বিদায় করিল ॥৩৯॥
সবারে কহিল—প্রতিবৎসর আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥৪০॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আ-চণ্ডাল-আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥৪১॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥৪২॥
রামদাস, গদাধর-আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি' দিলু তোমার সনে ॥৪৩॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥৪৪॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥৪৫॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥৪৬॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ, এই সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥৪৭॥
তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ-ধর্ম্ম নাশ ॥৪৮॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥৪৯॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এই জানি' মাতা যেন না করয় রোষ ॥৫০॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।
যে-কালে সন্ন্যাস কৈলু ছন্ন হৈল মন ॥৫১॥
নীলাচলে আছি মুই তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥৫২॥
নিত্য যাই' দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥৫৩॥
একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভ্রষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥৫৪॥
লেবু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড-সার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥৫৫॥
প্রসাদ লৈয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥৫৬॥
নিমাই নাহিক এথা, কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥৫৭॥
শীঘ্র যাই' মুই সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥৫৮॥
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ? ৫৯ ॥
কিবা মোর মনে ভ্রম হৈয়া গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল ? ৬০ ॥
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল !
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাইয়া দেখিল ॥৬১॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥৬২॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥৬৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৩। রামদাস—খানাকুল-কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীঅভিরাম ঠাকুর।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গদাধর—এঁড়েদহবাসী শ্রীগদাধর দাস গোস্বামী।

এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥৬৪॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহ্যে নাহি মানে ॥৬৫॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি ॥৬৬॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥৬৭॥
রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥৬৮॥
ইহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন।
পরম-পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥৬৯॥
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥৭০॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥৭১॥
এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারি-চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥৭২॥
প্রতিদিন-পাঁচ-সাত ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইয়া ॥৭৩॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি' ॥৭৪॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি'।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥৭৫॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে সৎপাত্র পূরিত ॥৭৬॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥৭৭॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥৭৮॥

এক দিন ফল দশ সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লৈয়া ॥৭৯॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥৮০॥
দ্বারের উপর-ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥৮১॥
পণ্ডিত কহে—দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥৮২॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥৮৩॥
এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥৮৪॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥৮৫॥
এইমত কলা, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥৮৬॥
বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥৮৭॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥৮৮॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্ব্বোত্তম ॥৮৯॥
কাশমর্দি-আচার-আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্য সার ॥৯০॥
এইমত প্রেমে সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি' সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥৯১॥
এত বলি' রাঘবেরে কৈলা আলিঙ্গনে।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণে ॥৯২॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥৯৩॥

পরম উদার ইহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥৯৪॥
গৃহস্থ হয়েন ইহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥৯৫॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল হৈয়া তুমি করিহ সমাধানে ॥৯৬॥
প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লইয়া।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥৯৭॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥৯৮॥
গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥৯৯॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥১০০॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥১০১॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥১০২॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥১০৩॥
প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥১০৪॥
সত্যরাজ বলে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥১০৫॥
প্রভু কহে—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥১০৬॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥১০৭॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥১০৮॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥১০৯॥

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥১১০॥

(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণকারী, পাপনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তি-সুখতুচ্ছকারী শ্রীকৃষ্ণনাম রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফল দান করে, দীক্ষাদি সংকার্য্য বা পুরশ্চরণ এ সকলকে কিঞ্চিৎ-মাত্রও অপেক্ষা করে না।

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥১১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক।

৯৯। শ্রীকৃষ্ণবিজয়নামক গ্রন্থ।

১০৪। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে—কৃষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহসেবা, গুরুবৈষ্ণবসেবা এবং অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই গৃহস্থের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য বা সাধন।

১০৬-১০৯। বৈষ্ণব কে? — তদুত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিলেন—যিনি নিরপরাধ হইয়া একবার শুদ্ধনাম

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করেন, তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। একবার শুদ্ধনামের ফলে তাঁহার পাপ ও সংসার ক্ষয় হওয়ায় তিনি শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

১১১। একবার শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনকারী সজ্জন কনিষ্ঠভক্ত বা শুদ্ধভক্ত বলিয়া সেব্য ও আদরণীয়। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর স্বকৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে জানাইয়াছেন—"গৃহস্থ-লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এক-কৃষ্ণনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য্যসিদ্ধি হয়। মন্ত্র-দীক্ষিত

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিন জন ॥১১২॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন? ১১৩॥
কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥১১৪॥
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তার পুত্র—এই আমার নিশ্চয় ॥১১৫॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে ॥১১৬॥
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সে-ই গুরু হয় ॥১১৭॥
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥১১৮॥
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥১১৯॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহো করে রাজ-সেবা।
অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা ॥১২০॥
এক দিন ম্লেচ্ছ-রাজা উচ্চ-টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত্ কহে ইহার অগ্রেতে ॥১২১॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥১২২॥
শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥১২৩॥
রাজার জ্ঞান—রাজ-বৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥১২৪॥
রাজা বলে, ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে—অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥১২৫॥
রাজা কহে—মুকুন্দ! তুমি পড়িলা কি লাগি?
মুকুন্দ কহে, রাজা! মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥১২৬॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত্ জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে ॥১২৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতা-বশতঃ মায়াবাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধ-শূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব—গৃহস্থবৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন"।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মধ্য ১৬। ৬৯-৭৫ অমৃতপ্রবাহভাষ্যে আরও জানাইয়াছেন—

যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয়, কেবল সুহৃৎ, অতিথি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করা আবশ্যক।

বৈষ্ণব কে? —ইহার উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সে-ই ত বৈষ্ণব।
সে-ই অনাসক্ত, সে-ই শুদ্ধ-ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥

১১৭। গুরু কে? যাঁহার কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ হয়, তিনিই প্রকৃত গুরু বা সদ্গুরু।

১২০। শ্রীমুকুন্দ সরকার ঠাকুর লোকচক্ষে রাজবৈদ্যগিরি চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত।

১২২। আড়ানি—ছাতা।

১২৭। মহা-বিদগ্ধ—বিশেষ চতুর বা বুদ্ধিমান্।

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥১২৮॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥১২৯॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার কার্য্য—ধর্ম্মে ধন-উপার্জ্জন ॥১৩০॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন ॥১৩১॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন-জনে ॥১৩২॥
সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি—দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি' কহেন গোঁসাই ॥১৩৩॥
'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
'দরশন'-'স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥১৩৪॥
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম ॥১৩৫॥
সার্ব্বভৌম! কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মের সেবন ॥১৩৬॥
মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে আমি ইহারে লোভাইল বার বার।
পরমমধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥১৩৮॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥১৩৯॥
সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥১৪০॥
মধুর-চরিত কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্য করে যেঁহো লীলা রাস ॥১৪১॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥১৪২॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥১৪৩॥
আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥১৪৪॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥১৪৫॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥১৪৬॥
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করে জাগরণ ॥১৪৭॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু করে নিবেদন ॥১৪৮॥
রঘুনাথের পায় মুই বেচিয়াছো মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥১৪৯॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥১৫০॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥১৫১॥
এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলু।
ইহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলু ॥১৫২॥
সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥১৫৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৯। অবতংস—কর্ণভূষণ।

১৩৪-১৩৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক সম্প্রতি দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবরূপে এবং জলব্রহ্ম শ্রীগঙ্গারূপে বিশ্বে প্রকটিত হইয়াছেন। গঙ্গাস্নান ও শ্রীজগন্নাথদর্শন দ্বারা জীব সংসার হইতে মুক্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারিবে।

এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ পদ ছাড়ান না যায় ॥১৫৪॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলু বারে বারে ॥১৫৫॥
সাক্ষাৎ হনূমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥১৫৬॥
সেই মুরারি-গুপ্ত এই মোর প্রাণ-সম।
ইহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥১৫৭॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হৈয়া সহস্র-বদন ॥১৫৮॥
নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাইয়া।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥১৫৯॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥১৬০॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয় ॥১৬১॥
জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥১৬২॥
জীবের পাপ লঞা মুই করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥১৬৩॥
এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥১৬৪॥
তোমার বিচিত্র নহে, তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥১৬৫॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥১৬৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥১৬৭॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল ? ১৬৮ ॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥১৬৯॥

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৭০॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রগোপ-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্র পর্য্যন্ত সকলকে স্বকর্ম্মানুরূপ ফল দান করেন কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্মই নাশ করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥১৭১॥
এক ডুম্বুর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥১৭২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ বা সুখবিধান ব্যতীত ভক্তবৎসল কৃষ্ণের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহার এই অপার করুণার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

১৬৯। ভক্ত যাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়ই। কারণ ভক্তের প্রার্থনা ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্ণ করেনই।

১৭১-১৭২। জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবদ্ধ হইলে ভগবান্ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মফল ভোগ করান। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

লোককে কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয়। ইহাতে যদি বিতর্ক করা যায় যে, 'ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনা দণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইল, তবে ভক্তের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ড থাকে বা না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হইতে পারে?' প্রভু কহিলেন—কৃষ্ণের চিজ্জগৎ—অনন্ত ও অপরিমেয়;

তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না জানে নিজ-অপচয় ॥১৭৩॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥১৭৪॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম।
তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥১৭৫॥
তাতে ভাসে মায়া লৈয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥১৭৬॥
তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥১৭৭॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥১৭৮॥
কামধেনু-কোটি-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ? ১৭৯ ॥

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥১৮০॥

(ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

অনুবাদ—জীব সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা যৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, হে অজিত, সেই মায়াকে বিনষ্ট করিয়া তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও। কেননা, মায়াতীত তোমাতে সমস্ত ঐশ্বর্য্যই আছে। তুমিই জগতের অখিল শক্তির উদ্বোধক অন্তর্যামী। তুমি আত্মশক্তিতেই চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি লীলা করিয়া থাক—বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলাই বর্ণন করেন।

এইমত সর্ব্বভক্তের কহি' সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥১৮১॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥১৮২॥
গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভু-পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥১৮৩॥
পুরী-গোঁসাই, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর।
দামোদর-পণ্ডিত আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥১৮৪॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥১৮৫॥
প্রভু-পাশ আসি' সার্ব্বভৌম এক দিন।
যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥১৮৬॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥১৮৭॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ মাস ভরি'।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥১৮৮॥
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা করহ বিংশ দিন।
প্রভু কহে—এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥১৮৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

স্বরূপশক্তির গণসকল তথায় কামধেনুস্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে। সেই (স্বরূপশক্তিবৈভব) চিজ্জগৎ—ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ এই মায়িক জড়জগৎ—একপাদ। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র, অতএব কোটি-কামধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে একটি ছাগীমাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা শুদ্ধভক্তের অনুরোধে যদি একটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হওয়া দূরে থাকুক, যদি সমস্ত মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ছাগীরূপ মায়ার অস্তিত্বও লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী-কামধেনুপতিরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ-বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে ?

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৮৩। যমেশ্বরে—যমেশ্বর-টোটায়।

সার্ব্বভৌম পুনঃ কহে—দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে, তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥১৯০॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
'দশদিন ভিক্ষা কর' কহে মিনতি করিয়া ॥১৯১॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল।
পাঁচ-দিন তাঁর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥১৯২॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥১৯৩॥
পুরী-গোঁসাইর ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছো তোমার গোচরে ॥১৯৪॥
দামোদর-স্বরূপ—এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥১৯৫॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন এক এক জনে পূর্ণ হৈল মাসে ॥১৯৬॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁই।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥১৯৭॥
তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আনিবে স্বরূপ-দামোদরে ॥১৯৮॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥১৯৯॥
'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী ॥২০০॥
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল ॥২০১॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি'।
যেবা শাকফলাদিক আনিল আহরি' ॥২০২॥
আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা, জানে পাকের মর্ম্ম ॥২০৩॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক-ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥২০৪॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥২০৫॥
বাহ্যে তার এক দ্বার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥২০৬॥
বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥২০৭॥
পীত-সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥২০৮॥
কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥২০৯॥
দশপ্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-শুখ্ত-ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, ঘোল ॥২১০॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥২১১॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী, ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥২১২॥
নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী-পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী ॥২১৩॥
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥২১৪॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥২১৫॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥২১৬॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ-আম্র তাহা ধরি ॥২১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৮। নিজ-ছায়ে—একাকী।

রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥২১৮॥
শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥২১৯॥
দুই-পাশে সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥২২০॥
অমৃত-গুটিকা, পিঠা-পানাদি আনাইল।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥২২১॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥২২২॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥২২৩॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥২২৪॥
অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ॥২২৫॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রাঁধিতে না পারে ॥২২৬॥
কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥২২৭॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥২২৮॥
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ অতি মনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহাঁ করিয়াছেন ভোজন ॥২২৯॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥২৩০॥
কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখহ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥২৩১॥
ভট্টাচার্য্য বলে—প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥২৩২॥
না মোর উদ্‌যোগে, না গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ সে-ই তাহা জানে ॥২৩৩॥
এইত আসনে বসি' করহ ভোজন।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥২৩৪॥
ভট্ট কহে—অন্ন, পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাহাঁ অপরাধ ? ২৩৫॥
প্রভু কহে—ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥২৩৬॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥২৩৭॥
(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

অনুবাদ—তোমাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব।

তথাপি এতেক অন্ন খাওয়া নাহি যায়।
ভট্ট কহে—জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥২৩৮॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥২৩৯॥
দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষী-মন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥২৪০॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥২৪১॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥২৪২॥
তুমি ত' ঈশ্বর, মুই ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥২৪৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৫। পীঠ—আসন।

এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥২৪৪॥
হেনকালে অমোঘ—ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন, নিন্দক তেহো ষাটি-কন্যার ভর্ত্তা ॥২৪৫॥
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠিহাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥২৪৬॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন-মন।
অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥২৪৭॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ! ২৪৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্য তবে উলটি' চাহিল।
তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥২৪৯॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লৈয়া মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥২৫০॥
তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥২৫১॥
শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে ॥২৫২॥
দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া ॥২৫৩॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ॥২৫৪॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া বলে সদৈন্য বচন ॥২৫৫॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে।
এই অপরাধ, প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ॥২৫৬॥
প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল? ২৫৭॥
এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥২৫৮॥
প্রভু-পদে ভট্ট বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥২৫৯॥
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥২৬০॥
চৈতন্য-গোঁসাইর নিন্দা শুনি' যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥২৬১॥
কিম্বা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥২৬২॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈলু, তার নাম না লইব ॥২৬৩॥
ষাঠীরে কহ, তারে ছাড়ুক, সে হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥২৬৪॥

পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥২৬৫॥

(স্মৃতিবচন)

অনুবাদ—পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে।

সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাঞা রহিল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥২৬৬॥
অমোঘ মরেন, শুনি' কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইল দৈব, কৈল মোর কার্য্য ॥২৬৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬২। আত্মা বা জীব পরমাত্মা কৃষ্ণের সেবক, ইহাই তাহার স্বরূপের পরিচয়। সুতরাং আত্মা ব্রাহ্মণ বা শূদ্র নহে। দেহই ব্রাহ্মণ বা শূদ্র মধ্যে গণিত। নিজ স্বরূপের কথা ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ জীব নিজেকে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলিয়া অভিমান করে। ইহা তাহার ভ্রান্তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শাস্ত্র বলেন—

জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই মিথ্যা হয়। (চৈঃ চঃ)

ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণে।
এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥২৬৮॥

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥২৬৯॥
(মহাভারত)

অনুবাদ—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥২৭০॥
(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

অনুবাদ—গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধ হইলে আয়ুঃ, ধন, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক ও মঙ্গল সবই নষ্ট হইয়া যায়।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু-দরশনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥২৭১॥
আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে ॥২৭২॥
শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥২৭৩॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥২৭৪॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥২৭৫॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥২৭৬॥
উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥২৭৭॥
শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥২৭৮॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥২৭৯॥
প্রভুর চরণে ধরি' করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোরে, প্রভু! দয়াময় ॥২৮০॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥২৮১॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥২৮২॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥২৮৩॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥২৮৪॥
অপরাধ নাহি তব, লও কৃষ্ণনাম।
এত বলি' প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥২৮৫॥
প্রভু দেখি' সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥২৮৬॥
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥২৮৭॥
উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥২৮৮॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥২৮৯॥
প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥২৯০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৮৪। মহাপ্রভু বলিলেন—'ভক্তের দাস-দাসী, এমন কি কুক্কুরও আমার প্রিয়।' সুতরাং ভক্তের আশ্রিত বা ভক্ত যে মহাপ্রভুর প্রিয় হইবেই এবং কৃপা পাইবেই, তাহা বলাই বাহুল্য। ভক্তের সম্পর্ক দেখিয়াই ভগবান্ জীবকে কৃপা করেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অমোঘ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা, যাহাতে পালক ॥২৯১॥
এবে বৈষ্ণব হৈল, তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥২৯২॥
ভট্ট কহে—চল, প্রভু! ঈশ্বর-দরশনে।
স্নান করি' হেথা মুই আসিলাম এখনে ॥২৯৩॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ, ইহাঁই রহিবা।
ইহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥২৯৪॥
এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।
ভট্ট স্নান-দর্শন করি' করিলা ভোজনে ॥২৯৫॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয়, মহাশান্ত ॥২৯৬॥
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে, শুনে তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥২৯৭॥
ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র-প্রকাশ ॥২৯৮॥
সার্ব্বভৌমঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাহাঁ হইলা বিদিত ॥২৯৯॥
যাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥৩০০॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সে-ই চৈতন্য-চরণ ॥৩০১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥১॥

অনুবাদ—গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত-সেচন দ্বারা গৌররূপ মেঘ ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকসঙ্ঘরূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥৩॥
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ আনি' দুইজন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥৪॥
নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥৫॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥৬॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম দুইজনা-স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু—যাব বৃন্দাবনে ॥৭॥
দুঁহে কহে—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥৮॥
কার্ত্তিক আইলে বলে—এবে মহা-শীত।
দোলযাত্রা দেখি' যাও—এই ভাল রীত ॥৯॥
আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥১০॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥১১॥

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥১২॥
সবে মিলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥১৩॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥১৪॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥১৫॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন-ভাই ॥১৬॥
রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লৈয়া ॥১৭॥
শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব-ভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥১৮॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লৈয়া যান ॥১৯॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসা-স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥২০॥
সে-বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্যসঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥২১॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥২২॥
শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্য-দাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥২৩॥
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥২৪॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥২৫॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা-স্থান ॥২৬॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥২৭॥
রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাহাঁ কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥২৮॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-লোক-সনে।
বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥২৯॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা।
বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥৩০॥
ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ।
ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥৩১॥
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥৩২॥
তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥৩৩॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥৩৪॥
এইমত চলি' চলি' কটক আইলা।
সাক্ষীগোপাল দেখি' সবে সে-দিন রহিলা ॥৩৫॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥৩৬॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥৩৭॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া ॥৩৮॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত, অবধূত-গোঁসাই বড় সুখ পাইল ॥৩৯॥
তাহাঁই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥৪০॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণে।
আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দনে ॥৪১॥

নরেন্দ্রে আসিয়া তাহাঁ সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥৪২॥
সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥৪৩॥
সবা লৈয়া কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সবা লৈয়া আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥৪৪॥
বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥৪৫॥
পূর্ব্ব-বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান।
তাহাঁ সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ॥৪৬॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥৪৭॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সবা লৈয়া গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥৪৮॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥৪৯॥
বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে।
সবা মিলি' তাহাঁ যাই করিল বিশ্রামে ॥৫০॥
রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো নিত্যানন্দ-দাস।
মহা-ভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥৫১॥
ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা-তৃপ্ত হৈল ॥৫২॥
বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥৫৩॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লৈয়া ভক্তগণ ॥৫৪॥
আচার্য্য-গোঁসাই প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥৫৫॥
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৫৬॥
প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রাঁধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী-অভিমান, স্নেহেতে জননী ॥৫৭॥
আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লৈয়া।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥৫৯॥
আচার্য্য-গোঁসাই প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥৬০॥
তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥৬১॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥৬২॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ, শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥৬৩॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥৬৪॥
তাহাঁ সিদ্ধ করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥৬৫॥
নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত' প্রমাণ ॥৬৬॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥৬৭॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥৬৮॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু! আজ্ঞা কর—কর্ত্তব্য আমার সাধন ॥৬৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬০। তর্জ্জা—প্রহেলী।

প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥৭০॥
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥৭১॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥৭২॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥৭৩॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥৭৪॥
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥৭৫॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥৭৬॥
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি।
দুই-জনার কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥৭৭॥
গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥৭৮॥
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া-বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥৭৯॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥৮০॥
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥৮১॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥৮২॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥৮৩॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥৮৪॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥৮৫॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়ে চলিলা ॥৮৬॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি' কহে মধুর বচনে ॥৮৭॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলু গমন ॥৮৮॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥৮৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭০। কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পরবৎসর পুনরায় গৃহস্থের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন প্রীতি পূর্ব্বক এই দুইটী করিলে শীঘ্রই কৃষ্ণকৃপা লাভ হইবে।

৭২। বৈষ্ণব কে? —এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন — যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি একবার নামকীর্ত্তনকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আদরের সহিত তাঁহার সেবা করণীয়।

৭৪। বর্ষান্তরে আবার সেই প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—যাঁহাকে দর্শন করিলে আপনা হইতে মুখে হরিনাম আসে, তাঁহাকে নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী মধ্যম

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ উত্তম ভক্ত বা মহাভাগবত বলিয়া জানিবে। এরূপ ভক্তের সেবা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

৭৫। তিন বৎসরে তিন প্রকার উত্তর দিয়া মহাপ্রভু কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত ও উত্তম ভক্ত—এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

৭৮-৭৯। ওড়নষষ্ঠী – শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে ওড়নষষ্ঠী বলে। সেইদিন শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সেই শীতবস্ত্র—মাড়ুয়া-বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়যুক্ত অধৌত বসন।

বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

গৌড়-দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী, জাহ্নবী—এই দুই দয়াময় ॥৯০॥
গৌড়-দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হৈয়া ॥৯১॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥৯২॥
দুঁহে কহে—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥৯৩॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥৯৪॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল।
কড়ার চন্দন, ডোর সব সঙ্গে লৈল ॥৯৫॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া-ভক্তগণ তাঁর পাছে চলি' আইলা ॥৯৬॥
উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা ॥৯৭॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥৯৮॥
প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি' প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥৯৯॥
কটকে আসিয়া কৈল গোপাল দরশন।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥১০০॥
রামানন্দ-রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥১০১॥
ভিক্ষা করি' বকুল-তলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥১০২॥
শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥১০৩॥
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল।
স্তুতি করি' পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল ॥১০৪॥
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥১০৫॥
পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥১০৬॥
সুস্থ করি' রামানন্দ রাজারে বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥১০৭॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
প্রতাপরুদ্র -সংত্রাতা নাম হৈল যায় ॥১০৮॥
রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥১০৯॥
বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল।
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী, তাহারে পাঠাইল ॥১১০॥
গ্রামে-গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত গৃহে সব সামগ্রী ভরিবা ॥১১১॥
আপনি প্রভুকে লৈয়া তাহাঁ উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥১১২॥
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন, মর্দ্দরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—করিহ সর্ব্ব কায ॥১১৩॥
এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদী-তীরে।
যাহাঁ স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥১১৪॥
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি'।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি ॥১১৫॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥১১৬॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥১১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৬। চতুর্দ্বার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার-গ্রামে যাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ চৌদার বলে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥১১৮॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি' ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখে, করয়ে প্রণাম ॥১১৯॥
প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥১২০॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥১২১॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥১২২॥
রাত্রে তথা রহি' প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥১২৩॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥১২৪॥
স্বগণ-সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি'।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি' 'হরি' 'হরি' ॥১২৫॥
রামানন্দ, মর্দ্দরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥১২৬॥
প্রভুসঙ্গে পুরী-গোঁসাই, স্বরূপ-দামোদর।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥১২৭॥
হরিদাস-ঠাকুর আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত-দামোদর ॥১২৮॥
রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিলু সবার কে করে গণন ॥১২৯॥
গদাধর-পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ—প্রভু নিষেধিলা ॥১৩০॥
পণ্ডিত কহে—যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥১৩১॥
প্রভু কহে—ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন।
পণ্ডিত কহে—কোটী-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥১৩২॥
প্রভু কহে—সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি' সেবা কর—আমার সন্তোষ ॥১৩৩॥
পণ্ডিত কহে—সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥১৩৪॥
আইকে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি'।
প্রতিজ্ঞা, সেবা-ত্যাগ-দোষ—তার আমি ভাগী ॥১৩৫॥
এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥১৩৬॥
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥১৩৭॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়-রোষ ॥১৩৮॥
প্রতিজ্ঞা, সেবা ছাড়িবে—এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥১৩৯॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ—বাঞ্ছ নিজ-সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়—আমার হয় দুঃখ ॥১৪০॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥১৪১॥
এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হৈয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥১৪২॥
পণ্ডিতে লৈয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে—উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥১৪৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩০। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস—যাঁহারা স্বীয় বাস-গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ (বিষ্ণু) তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে, নবদ্বীপ-ধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আশ্রমকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বলে। এই আশ্রমই কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের এইরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস উক্ত হইয়াছে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তকৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥১৪৪॥

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥
(ভাঃ ১।৯।৩৭)

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না—কৃষ্ণচন্দ্র এই নিজপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞাই সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্র ধারণ পূর্ব্বক ত্যক্তোত্তরীয় হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন।

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥১৪৬॥
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচল আইলা ॥১৪৭॥
প্রভু লাগি' ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্তধর্ম্ম-হানি প্রভুর না যায় সহন ॥১৪৮॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ ॥১৪৯॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি' প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥১৫০॥
প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥১৫১॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য-গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥১৫২॥
এইমত চলি' প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥১৫৩॥
ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥১৫৪॥
রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥১৫৫॥
তবে ওড্র-দেশ-সীমা প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥১৫৬॥
দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সে-ই কহে বিবরণ ॥১৫৭॥
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥১৫৮॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥১৫৯॥
দিন কত রহ, সন্ধি করি' তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥১৬০॥
সেইকালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি' বেশান্তর ॥১৬১॥
প্রভুর সেই অদভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে, সেই যবন পাশ গিয়া ॥১৬২॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥১৬৩॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥১৬৪॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥১৬৫॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি' নাচে, কাঁদে, গড়াগড়ি যায় ॥১৬৬॥
কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি' মানি ॥১৬৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬১। উড়িয়া-কটক — উৎকল-দেশীয় রাজার রাজ্য-সীমায় যে সৈন্যকটক অর্থাৎ ছাউনী ছিল, তাহাই উড়িয়া-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কটক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায়।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥১৬৮॥
এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল।
আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া-স্থানে পাঠাইল ॥১৬৯॥
'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভু-চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥১৭০॥
ধৈর্য্য হৈয়া উড়িয়াকে কহে নমস্করি'।
তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥১৭১॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ,' এথাকে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥১৭২॥
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, করিয়াছে বিনয়।
তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥১৭৩॥
শুনি' মহাপাত্র কহে হৈয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় ॥১৭৪॥
আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥১৭৫॥
এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তাঁর আসি' করুক প্রভু-দরশন ॥১৭৬॥
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হৈয়া।
আসে তেঁহো পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥১৭৭॥
বিশ্বাস যাঞা তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥১৭৮॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥১৭৯॥
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়-হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥১৮০॥
অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল ॥১৮১॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥১৮২॥
এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হৈয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥১৮৩॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে ॥১৮৪॥
ইহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময়?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥১৮৫॥

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥
(ভাঃ ৩।৩৩।৬)

অনুবাদ—হে ভগবন্, যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং যাঁহাকে নমস্কার ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডালও সবন-যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে এমন যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কিনা হয়?

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি'।
আশ্বাসিয়া কহে—তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥১৮৭॥
সে কহে—মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার।
এই আজ্ঞা দেহ—সেবা করি যে তোমার ॥১৮৮॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা ক'রেছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥১৮৯॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে—শুন, মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥১৯০॥
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥১৯১॥
তবে সে মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হৈয়া ॥১৯২॥
মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥১৯৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৯। বিশ্বাস—বিশ্বস্ত কায়স্থ-কর্ম্মচারী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৬। প্রহ্বণ—নমস্কার।

প্রাতঃকালে সে-ই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥১৯৪॥
মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥১৯৫॥
এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।
স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥১৯৬॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে সে-ই তীরে রহি' যায় ॥১৯৭॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' সে সৈন্য সঙ্গে নিল ॥১৯৮॥
মন্ত্রেশ্বর-দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছল্‌দা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥১৯৯॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥২০০॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে, তাঁর জন্ম, দেহ ধন্য ॥২০১॥
সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা-শাটী ॥২০২॥
প্রভু আইলা বলি' লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল, স্থল ॥২০৩॥
রাঘব-পণ্ডিত আসি' প্রভু লৈয়া গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥২০৪॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥২০৫॥
তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥২০৬॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোক-ভিড়-ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥২০৭॥
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥২০৮॥
সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥২০৯॥
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা।
শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥২১০॥
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥২১১॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ-দিন বাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥২১২॥
অতএব ইহা তার না কৈলু বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥২১৩॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥২১৪॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলু।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিলু ॥২১৫॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ-দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥২১৬॥
হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥২১৭॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রহ্মণ্য।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥২১৮॥
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥২১৯॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় ভ্রাতৃ-ব্যবহার ॥২২০॥
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে ক'রেছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥২২১॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥২২২॥
সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥২২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২১৮। ব্রহ্মণ্য—ব্রাহ্মণে ভক্তিযুক্ত, ব্রাহ্মণভক্ত।

প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥২২৪॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥২২৫॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত ॥২২৬॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥২২৭॥
বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বাঁধি' রাখে আনি' পথ হৈতে ॥২২৮॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥২২৯॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥২৩০॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥২৩১॥
আজ্ঞা দেহ' যাঞা দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥২৩২॥
শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল বলি' শীঘ্র আসিহ ফিরিয়া ॥২৩৩॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥২৩৪॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব ?
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ? ২৩৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি' তাঁর মন।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥২৩৬॥
স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥২৩৭॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥২৩৮॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥২৩৯॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিও কোন ছলে ॥২৪০॥
সেকালে সে-ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥২৪১॥
এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥২৪২॥
বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হৈয়া ॥২৪৩॥
দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥২৪৪॥
ইহাঁ প্রভু এক এক করি' সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥২৪৫॥
সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ' আমি নীলাচলে যাই ॥২৪৬॥
সবার সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥২৪৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৭। গৃহস্থ-ভক্তগণ অস্থির না হইয়া ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ কৃপার প্রতীক্ষায় স্থিরচিত্তে হরিভজন করিবেন। তাহা হইলে গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহারা ক্রমশঃ সংসারাসক্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্তে ভজন করিতে করিতে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবেন।

২৩৮-২৩৯। গৃহস্থ-ভক্তগণ মর্কট-বৈরাগ্য অর্থাৎ বাহ্য-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বৈরাগ্য না দেখাইয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অন্তরে নিষ্ঠা বা প্রীতি রাখিয়া ও জাগতিক লোকের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ ভজন করিলে কৃষ্ণ শীঘ্রই তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ' তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥২৪৮॥
মাতার চরণ ধরি' বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥২৪৯॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া ॥২৫০॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন ॥২৫১॥
প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥২৫২॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥২৫৩॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥২৫৪॥
গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥২৫৫॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ-মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥২৫৬॥
এত মনে করি' কৈলু গৌড়ে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥২৫৭॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥২৫৮॥
যথা রহি তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥২৫৯॥
কষ্টে-সৃষ্টে গেলাম আমি রামকেলি-গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ, সনাতন-নাম ॥২৬০॥
দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা-পাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী, হয় রাজপাত্র ॥২৬১॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম-প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥২৬২॥
তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈয়া তবে কহিলু দোঁহারে ॥২৬৩॥
উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধারে ॥২৬৪॥
এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল ॥২৬৫॥
যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥২৬৬॥
তবু আমি শুনিলু মাত্র, না কৈলু অবধান।
প্রাতে চলি' আইলাম কানাইর নাটশালা-গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥২৬৮॥
ভাল ত' কহিল—মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি' কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥২৬৯॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন ॥২৭০॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল তাঁরে ॥২৭১॥
বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাম তথারে।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥২৭২॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥২৭৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৪। উত্তম বা শ্রেষ্ঠ হইয়া যাঁহারা দৈন্য বশতঃ নিজেকে হীন জানিয়া আর্ত্তির সহিত হরিভজন করেন, করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে শীঘ্রই উদ্ধার করেন।

বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একাকী হৈয়া।
সৈন্যসঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥২৭৪॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হৈয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥২৭৫॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে-স্থানে।
আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয় জনে ॥২৭৬॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সবে মিলি' যুক্তি দেহ' হৈয়া পরসন্নে ॥২৭৭॥
গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥২৭৮॥
তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥২৭৯॥
তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ, তাহাঁ বৃন্দাবন।
তাহাঁ যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥২৮০॥
তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে।
সেই ত করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥২৮১॥
এই আগে আইল প্রভু, বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥২৮২॥
পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন।
আপন-ইচ্ছায় চল, রহ—কে করে বারণ ॥২৮৩॥
শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥২৮৪॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥২৮৫॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ ভিক্ষা কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥২৮৬॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥২৮৭॥
এইমত গৌরলীলা—অনন্ত, অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥২৮৮॥
সহস্র-বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥২৮৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৯০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পুনর্গৌড়গমন-বিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্মৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥১॥

অনুবাদ—বৃন্দাবন যাইতে বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণ-নামে প্রেমোন্মত্ত করতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করাইয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥৩॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥৪॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥৫॥
কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায়।
সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥৬॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা, না মানিবা দুঃখ।
তোমা-সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥৭॥

দুই জন কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ পরতন্ত্র ॥৮॥
কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ, কহিলা আপনে ॥৯॥
আমা-দুঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥১০॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি ॥১১॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥১২॥
প্রভু কহে—নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥১৩॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যাঁর মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই এক জন ॥১৪॥
স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥১৫॥
প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥১৬॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥১৭॥
ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় সুখ।
বন-পথে যাইতে তোমার না হবে কোন দুঃখ ॥১৮॥
সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন ॥
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥১৯॥
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥২০॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি' আজ্ঞা লঞা।
শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥২১॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হৈয়া ॥২২॥
স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হৈয়া রহে সবে জানি' প্রভুর মন ॥২৩॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥২৪॥
নির্জ্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥২৫॥
পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥২৬॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥২৭॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥২৮॥
প্রভু কহে—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥২৯॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জল-পান ॥৩০॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন, আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥৩১॥
সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, প্রেমে নাচে, গায় ॥৩২॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥৩৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২। ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ—যাঁহার অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ যাঁহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ।
১৪। স্নিগ্ধ—স্নেহশীল। (শ্রীধরস্বামী)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯। বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র।
৩১। কৃত্য—স্নান এবং মন্ত্রজপ-স্মরণাদি।

পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ-নামসংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥৩৪॥
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥৩৫॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৩৬॥
(ভাঃ ১০।২১।১১)

অনুবাদ—এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্রবেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥৩৭॥
দেখি' মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥৩৮॥

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্ তর্ষণাদিকম্ ॥৩৯॥
(ভাঃ-১০।১৩।৬০)

অনুবাদ—যেস্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র বাস করে এবং কৃষ্ণের আবাসস্থান বলিয়া ক্রোধ-তৃষ্ণাদি যে ধামকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধাম দেখিতে পাইলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, মহাপ্রভু যে বলিল।
কৃষ্ণ কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥৪০॥
নাচে, কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে ॥৪১॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥৪২॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সবাকে তাহাঁ ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥৪৩॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলি' নাচে মত্ত হৈয়া ॥৪৪॥
হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি' ॥৪৫॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥৪৬॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥৪৭॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥৪৮॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি' নাচে, কাঁদে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥৪৯॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥৫০॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥৫১॥
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ দেশ গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥৫২॥
মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম-পাষণ্ড ॥৫৩॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥৫৪॥
বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন ॥৫৫॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে তাহাঁ প্রভু পড়ে কাঁদি ॥৫৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৩। ভিল্ল—অসভ্য ভিল জাতি।

৫৫-৫৬। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর বন দেখিয়া বৃন্দাবন-স্মৃতি হয়, শৈল দেখিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনের কথা মনে হয় এবং নদী দেখিলে যমুনা-স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল।
যাহাঁ যেই পায়েন, তাহাঁ লয়েন সকল ॥৫৭॥
যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥৫৯॥
যাহাঁ বিপ্র নাহি, তাহাঁ শূদ্রমহাজন।
আসি' সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥৬০॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥৬১॥
দুই-চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহাঁ শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥৬২॥
তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥৬৩॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান, যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥৬৪॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥৬৫॥
নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥৬৬॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥৬৭॥
শুন, ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহু-দেশ।
বনপথে দুঃখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ ॥৬৮॥
কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা।
বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥৬৯॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥৭০॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণে সঙ্গে লৈয়া যাব বৃন্দাবন ॥৭১॥
এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলু গমন।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥৭২॥
ভক্তগণে লৈয়া তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাহাঁ হৈল আমা-সঙ্গে ॥৭৩॥
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লৈয়া আইলা ॥৭৪॥
কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥৭৫॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥৭৬॥
তেঁহো কহেন—তুমি কৃষ্ণ, তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥৭৭॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লৈয়া আইলা।
কৃপা করি' মোর হাতে প্রভু! ভিক্ষা কৈলা! ৭৮॥
অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি—স্বয়ং-ভগবান্ ॥৭৯॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥৮০॥

(শ্রীধরস্বামিবাক্য)

অনুবাদ—যাঁহার কৃপা বোবাকে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥৮১॥
এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥৮২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮১। স্নেহসেবা দ্বারাই ভগবান্ প্রসন্ন হন। 'স্নেহসেবা-পেক্ষা মাত্র ঈশ্বরকৃপার'। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রেমসেবা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি' হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান ॥৮৩॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু ক'রেছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিয়া হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥৮৪॥
প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈলা আলিঙ্গন ॥৮৫॥
প্রভু লৈয়া গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥৮৬॥
ঘরে লৈয়া আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।
সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥৮৭॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥৮৮॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥৮৯॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সম্বাহন ॥৯০॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইল।
প্রভু আইলা শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥৯১॥
মিশ্রের সখা তেঁহো, প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥৯২॥
আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন।
প্রভু উঠি' তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ॥৯৩॥
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু, বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥৯৪॥
আপন-প্রারব্ধে বসি' বারাণসী-স্থানে।
মায়া, ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥৯৫॥
ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥৯৬॥
নিরন্তর তুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥৯৭॥
শুনি—মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে।
দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥৯৮॥
মিশ্র কহে—প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥৯৯॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন-দশে ॥১০০॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥১০১॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে—আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে ॥১০২॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥১০৩॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া ॥১০৪॥
এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥১০৫॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥১০৬॥
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥১০৭॥
আজানুলম্বিত-ভুজ, কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥১০৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯০। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ—যিনি পরে ভট্ট গোস্বামী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন।

৯৬। ষড়্‌দর্শন— ১। কণাদঋষি-কৃত বৈশেষিক-দর্শন,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২। গৌতম-ঋষি-কৃত ন্যায়-দর্শন, ৩। পতঞ্জলিঋষি-কৃত যোগ-দর্শন, ৪। কপিলঋষি-কৃত সাংখ্য-দর্শন, ৫। জৈমিনীঋষি-কৃত পূর্ব্ব (কর্ম্ম)-মীমাংসা, ৬। মহর্ষি-বেদ-ব্যাস-কৃত—উত্তর (ব্রহ্ম) মীমাংসা বা বেদান্ত।

তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥১০৯॥
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥১১০॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥১১১॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুঙ্কার করে যেন সিংহের গর্জ্জন ॥১১২॥
জগৎ-মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর সব অনুপম ॥১১৩॥
দেখিলে সে জানি তাঁর ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি ? ১১৪॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥১১৫॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥১১৬॥
চৈতন্য-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।
দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥১১৭॥
যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে, সে মোহে ॥১১৮॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥১১৯॥
সন্ন্যাসী—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥১২০॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক নাশ ॥১২১॥
এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা ॥১২২॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তাঁর মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥১২৩॥
শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥১২৪॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জানে—আপনে কহিল ॥১২৫॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার ॥১২৬॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি' পাই দুঃখে ॥১২৭॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি'।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥১২৮॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি ॥১২৯॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান ॥১৩০॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ ॥১৩১॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥১৩২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩০-১৩১। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, তিনই সচ্চিদানন্দময়।

১৩২। বদ্ধজীবের দেহটী জীবরূপ দেহী হইতে পৃথক্ এবং তাহার পিতৃদত্ত নামও তাহার স্বরূপ বা আত্মা হইতে ভিন্ন ও জড়াশ্রিত। কিন্তু কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সেরূপ বিচার নহে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কারণ সেখানে যিনি দেহ, তিনিই দেহী, যিনি নাম, তিনিই নামী, কৃষ্ণই নাম, নামই কৃষ্ণ। নাম ও নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই।

শাস্ত্র বলেন—

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

(কূর্ম্মপুরাণ)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—কৃষ্ণনাম—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা বলিয়া চিন্তামণি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পূর্ণ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অক্ষয় ও অব্যয়, শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে সংস্পৃষ্ট হন না। যেহেতু নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥১৩৪॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা-বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ ॥১৩৫॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হয়, তখনই সেই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥১৩৭॥

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥১৩৮॥

(ভাঃ ১২।১২।৬৯)

অনুবাদ—যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল-পাপনাশী ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥১৩৯॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১৪০॥

এই সব রহু, কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥১৪১॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১৪২॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

অনুবাদ—সেই কমলনয়ন ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্র-যোগে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদী-গণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে ॥১৪৩॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লৈয়া যাব ঘরে ॥১৪৪॥
ভারি বোঝা লৈয়া আইলাম কেমনে লৈয়া যাব?
অল্প স্বল্প-মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥১৪৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ জীবেই নাম, দেহ ও স্বরূপের পৃথক্ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। (শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর)

১৩৪-১৩৫। কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণের পরিকর সবই সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন বলিয়া জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে পরন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারাই ঐ সব গ্রহণীয় বা সেবনীয়।

১৩৬। শ্রীজীবটীকা—সেবোন্মুখ অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ-তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তঃ। (ভঃ রঃ সিঃ)

১৪০। মধ্য ৬।১৮৬ দ্রষ্টব্য।

এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি'।
প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥১৪৬॥
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥১৪৭॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥১৪৮॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে স্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥১৪৯॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥১৫০॥
এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥১৫১॥
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি' যায়।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥১৫২॥
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিম-দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥১৫৩॥
পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা-দর্শন।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥১৫৪॥
মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৫৫॥
মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম তীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম ॥১৫৬॥
প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥১৫৭॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৫৮॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকোলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি বাহু তুলি' ॥১৫৯॥
লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥১৬০॥
লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময়।
ঐছে হেন প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥১৬১॥
যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া ॥১৬২॥
সর্ব্বথা-নিশ্চিত, ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥১৬৩॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লৈয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥১৬৪॥
আর্য্য, সরল, তুমি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥১৬৫॥
বিপ্র কহে—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥১৬৬॥
কৃপা করি' তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥১৬৭॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥১৬৮॥
শুনি প্রভু কৈলা তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥১৬৯॥
প্রভু কহে—তুমি গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥১৭০॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাইয়া।
ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হৈয়া ॥১৭১॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর, জানি ॥১৭২॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ ॥১৭৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৯। মাধব—বিন্দুমাধব বা বেণীমাধব।
১৫৬। বিশ্রামতীর্থ—বিশ্রামঘাট।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭২-১৭৩। মহাপ্রভুর প্রেম দেখিয়া সনোড়িয়া বিপ্র বলিলেন—আপনার সহিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কোন

তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥১৭৪॥
তবে বিপ্র প্রভুরে লৈয়া আইলা নিজ ঘরে।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥১৭৫॥
ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥১৭৬॥
পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে ক'রেছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ' এই মোর শিক্ষা ॥১৭৭॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥১৭৮॥
যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত' ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥১৭৯॥
তথাপি পুরী দেখি' তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥১৮০॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥১৮১॥
তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥১৮২॥
মূর্খ-লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই দুষ্টের বচন ॥১৮৩॥
প্রভু কহে—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে এক-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥১৮৪॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী-গোঁসাইর যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥১৮৫॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥
(মহাভারত)
অনুবাদ—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই. শ্রুতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষিই হইতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব জানা কঠিন। সুতরাং মহাজন যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথেই গমন করা উচিত।
তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥১৮৭॥
লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥১৮৮॥
বাহু তুলি' বলে প্রভু হরিবোল-ধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥১৮৯॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥১৯০॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা সকল ॥১৯১॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥১৯২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাঁহার সম্বন্ধ ব্যতীত কৃষ্ণ-প্রেমোদয় সম্ভব নয়।' ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, আমরা যদি জগদ্‌গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে নাপারি অর্থাৎ তন্নিজজন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্য না পাই বা ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু পাইয়াও তৎপাদপদ্মে যদি পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা কোন দিনই প্রেম ও কৃষ্ণদর্শন লাভ করিতে পারিব না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৮। আ ৩।২৫ দ্রষ্টব্য।
১৭৯। সানোয়াড়-শব্দে সুবর্ণবণিক। তাহাদের যাজক-ব্রাহ্মণেরাই সনোড়িয়া-ব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।
১৮৬। শ্রৌতপন্থী ভগবদ্ভক্ত মহাজনের পথই গ্রহণীয়। এতদ্ব্যতীত অন্য পথে মঙ্গল সম্ভব নয়।
১৯২। বন—দ্বাদশবন। যমুনার পূর্ব্বভাগে—ভদ্রবন,

মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।
তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥১৯৩॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥১৯৪॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥১৯৫॥
সুস্থ হৈয়া প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥১৯৬॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥১৯৭॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥১৯৮॥
শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥১৯৯॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥২০০॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায় ॥২০১॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥২০২॥
তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥২০৩॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥২০৪॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল, বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥২০৫॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥২০৬॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥২০৭॥
বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥২০৮॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥২০৯॥

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥২১০॥
(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শুক শারীকে বলিল—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁহার অমল গুণসকল পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার চরিতকথা সর্ব্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীনকীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন।

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥২১১॥

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥২১২॥
(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শারী কহিল—শ্রীমতী রাধিকার প্রেম, অসাধারণ সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজি জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।

পুনঃ শুক কহে—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥২১৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিল্ববন, লোহবন, ভাণ্ডীর-বন ও মহাবন—এই পাঁচটী। যমুনার পশ্চিমভাগে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলা-বন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন—এই সাতটী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৪। ঘটা—সমূহ। (শব্দসার)
গাভীঘটা—গাভীসমূহ।

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥২১৪॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শুক কহিল—হে শারিকে! সেই বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥২১৫॥

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥২১৬॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শারী উত্তর করিল—কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—মদনমোহন। শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদন-কর্ত্তৃক মোহিত হন।

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥২১৭॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥২১৮॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥২১৯॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লৈয়া বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥২২০॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥২২১॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥২২২॥

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল' 'বোল' করি' উঠি করেন নর্ত্তন ॥২২৩॥
ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥২২৪॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥২২৫॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ ॥২২৬॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥২২৭॥
অন্য-দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥২২৮॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥২২৯॥
এইমত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন।
একত্র লিখিলু, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥২৩০॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার।
কোটি-গ্রন্থে অনন্ত লিখেন তাহার বিস্তার ॥২৩১॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥২৩২॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥২৩৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৩। পাথার—সমুদ্র। সমুদ্রতুল্য জলপ্লাবন অর্থাৎ প্রবল বন্যা।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্ গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ॥

অনুবাদ—বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দ প্রদান করতঃ এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দলাভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট্-গ্রামে আসি' বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥৩॥
অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥৪॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান॥৫॥
দেখি' সব লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করেন রাধাকুণ্ডের স্তবন॥৬॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, প্রিয়ার সরসী॥৭॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥৮॥
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস রঙ্গে॥৯॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥১০॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥১১॥

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥১২॥
(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেম লাভ হয়। অতএব এই জগতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারে?

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥১৩॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লৈয়া তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল॥১৪॥
তবে চলি' আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবর।
তাহাঁ গোবর্দ্ধন দেখি' হইলা বিহ্বল॥১৫॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥১৬॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
হরিদেব দেখি' তাহাঁ করিলা প্রণাম॥১৭॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
হরিদেব নারায়ণ-আদি পরকাশ॥১৮॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥১৯॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥২০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮। আদি ৪।২১৫ দ্রষ্টব্য।

১৫। সুমনঃ-সরোবর—কুসুমসরোবর।

ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাঞা পাক কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥২১॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥২২॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব? ২৩॥
এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়ভঙ্গী উঠাইলা ॥২৪॥

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥২৫॥

অনুবাদ—গোবর্দ্ধন-শৈলে আরোহণ করিব না—এরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং আমি কৃষ্ণভক্ত—এই অভিমানযুক্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে শ্রীগোপালদেব স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া দর্শন দিলেন।

অন্নকূট-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥২৬॥
একজন আসি' রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥২৭॥
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ এক জন।
ঠাকুর লৈয়া ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥২৮॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লৈয়া গাঠোলি-গ্রামে থুইল ॥২৯॥
বিপ্রগৃহে গোপালেরে নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥৩০॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে-বারে।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥৩১॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি' স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা পয়াণ ॥৩২॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥৩৩॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৩৪॥

(ভাঃ ১০।২১।১৮)

অনুবাদ—সাক্ষাৎ ভগবান্ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে হরিদাস-বর্য্যও বলা হয়। যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গোগণকে পানীয় জল ও খাদ্য ঘাস-কন্দমূলাদি দিয়া সপরিকর রাম-কৃষ্ণকে সুখী করিতেছেন।

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে।
তাহাঁ শুনিলা, গোপাল—গাঠোলি-গ্রামে ॥৩৫॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দরশন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥৩৬॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥৩৭॥

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ যে বামভুজদণ্ড দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥৩৯॥
গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি'।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥৪০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩। গিরি-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া ভক্তগণ ও মহাপ্রভু কেহই গোবর্দ্ধনে উঠেন নাই। সুতরাং আমাদেরও গোবর্দ্ধনে উঠা উচিত নয়। কারণ ইহা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অপরাধ।

২৭। তুরুকধারী—তুর্কীপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী পাঠান-সৈন্য।

গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিলা গোপালে ॥৪১॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব ॥৪২॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥৪৩॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহাঁ আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥৪৪॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ-সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥৪৫॥
বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥৪৬॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে ॥৪৭॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লৈয়া।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥৪৮॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোঁসাই আর লোকনাথ ॥৪৯॥
ভূগর্ভ-গোঁসাই আর শ্রীজীব-গোঁসাই।
শ্রীযাদব-আচার্য্য আর গোবিন্দ-গোঁসাই ॥৫০॥
শ্রীউদ্ধব-দাস আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস আর দাস নারায়ণ ॥৫১॥
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু-হরিদাস ॥৫২॥
এই সব মুখ্যভক্ত লৈয়া নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥৫৩॥
একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥৫৪॥
প্রস্তাবে কহিলু গোপাল-কৃপার আখ্যান।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবন ॥৫৫॥
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥৫৬॥
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি' গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥৫৭॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত-উপরে যাইয়া ॥৫৮॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে।
লোক কহে—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥৫৯॥
দুই দিকে মাতা-পিতা পুষ্ট-কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ॥৬০॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া ॥৬১॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥৬২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৫-৪৭। শ্রীরূপ-সনাতন ব্রজে আসিয়া যখন বাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীগোপালদেব শ্রীরূপ-গোস্বামীকেও কৃপা করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়রূপ ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৯। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত। তিনি কৃষ্ণলীলায় মঞ্জুলালী মঞ্জরী। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগুরু।

৫২। মহাপ্রভুর সময় যে লঘু হরিদাস (ছোট হরিদাস) ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহত্যাগ করেন। এই লঘু হরিদাস—অন্য একজন।

৫৭। নন্দীশ্বর—নন্দগ্রাম, নন্দাবাস।

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু খদির-বন আইলা ॥৬৩॥
লীলাস্থল দেখি' তাহাঁ, গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥৬৪॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৬৫॥

তবে খেলা-তীর্থ দেখি' ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনা পার হৈয়া ভদ্র-বন গেলা ॥৬৬॥
শ্রীবন দেখি' পুনঃ গেলা লোহ-বন।
মহাবনে কৈলা গিয়া জন্মস্থান-দরশন ॥৬৭॥
যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥৬৮॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা-নগরে।
জন্মস্থান দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥৬৯॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূর-তীর্থে রহিলা আসিয়া ॥৭০॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবনে।
কালীয়হ্রদে স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দনে ॥৭১॥
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশীতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥৭২॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে, কাঁদে, নাচে, পড়ে, ঐছে কতক্ষণ ॥৭৩॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যায় অক্রূরে আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥৭৪॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলতলাতে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥৭৫॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি-বাঁধা পরম-চিক্কণ ॥৭৬॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি নয়নে বহে নীর ॥৭৭॥
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে অক্রূরে ভোজন ॥৭৮॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে ॥৭৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৫। আদি ৪।১৭৩ দ্রষ্টব্য।

৬৬। খেলাতীর্থ—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গে—দেখহ খেলন-বন, এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম। এ খেলন-বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম॥

৬৭। গোকুল-মহাবন স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্ম-স্থান। কিন্তু বসুদেবনন্দন বাসুদেবের জন্মস্থান—মথুরা।

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ বলেন—দেখ নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে। এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই এক হয়।

৬৮। গোকুল দ্বাদশ-বনের অন্যতম 'মহাবন' বলিয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গোকুলকে মহাবনও বলে। এই পুরাতন গোকুলই কৃষ্ণ-জন্মস্থান, ন তু নূতন গোকুল।

গোকুল-মহাবনে কৃষ্ণজন্মস্থান ও যমলার্জ্জুন-ভঙ্গাদি স্থান অদ্যাপি আছে। এই পুরাতন গোকুলেই নন্দ-যশোদার বাসস্থান ছিল।

৬৯। কৃষ্ণজন্মস্থান গোকুল দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মথুরায় গিয়া দেবকীনন্দনের জন্মস্থান দর্শন করিলেন।

৭২। কেশীতীর্থ—কেশীঘাট। এখানে কৃষ্ণ অশ্বরূপী কেশী দৈত্যকে বধ করেন।

৭৬। বৃন্দাবনস্থ আম্‌লিতলার তেঁতুল-বৃক্ষটি দ্বাপর যুগের বৃক্ষ বলিয়া অতি পুরাতন, ইহা অদ্যাপি বিরাজমান।

বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত ॥৮০॥
তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম-সংকীর্ত্তন ॥৮১॥
হেনকালে আইল বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥৮২॥
কেশীস্নান করি' সে-ই কালীয়দহ যাইতে।
আম্‌লিতলায় প্রভুকে দেখে আচম্বিতে ॥৮৩॥
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥৮৪॥
প্রভু কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর ?
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর ॥৮৫॥
রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥৮৬॥
কিন্তু আজি মুঞি এক স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেখ তোমা আসি' পাইনু ॥৮৭॥
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি'।
প্রেমে মত্ত হৈল সে-ই নাচে বলে হরি ॥৮৮॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট-পাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥৮৯॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লৈয়া।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥৯০॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাহাঁ তাহাঁ লোক সব কহিতে লাগিল ॥৯১॥
একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে!
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥৯২॥
প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে—কাহাঁ হৈতে করিলা আগমন ? ৯৩॥
লোকে কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালীদহের জলে!
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণা-রত্ন জ্বলে ॥৯৪॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক, নাহিক সংশয়।
শুনি' হাসি' কহে প্রভু—সব সত্য হয় ॥৯৫॥
এইমত তিন-রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি' কহে—কৃষ্ণ পাইলু দরশন ॥৯৬॥
প্রভু-আগে কহে লোক—শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্যে সত্য কহাইল ॥৯৭॥
মহাপ্রভু দেখি' সত্য কৃষ্ণ-দরশন।
অজ্ঞানে সত্য ছাড়ি' অসত্যে সত্য-ভ্রম ॥৯৮॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ' যাই' করি কৃষ্ণ-দরশনে ॥৯৯॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হৈয়া ॥১০০॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে ?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ-লোক করে কোলাহলে ॥১০১॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি রাত্রে যাইয়া ॥১০২॥
প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি' আইলা ?—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥১০৩॥
লোক কহে—রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীয়দহে মৎস্য মারে দেউটী জ্বালিয়া ॥১০৪॥
দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম।
কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥১০৫॥
নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়ারে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি' মানে ॥১০৬॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—সেই সত্য হয়।
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয় ॥১০৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬-১০৮। স্থাণু—পল্লব-রহিত বৃক্ষ। কিছুদূরে পল্লব-হীন বৃক্ষকে দেখিয়া 'একটি পুরুষ আসিতেছে' বলিয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসীদিগেরও সেইরূপ জালিয়ার নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, তাহার উপরস্থিত দীপকে রত্ন-জ্ঞান

কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে, কাহোঁ ভ্রম মানে।
স্থাণু পুরুষে যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥১০৮॥
প্রভু কহে—কাহাঁ পাইলা-কৃষ্ণ-দরশন ?
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥১০৯॥
বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥১১০॥
প্রভু কহে—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণ-জ্ঞান কভু না করিবা ॥১১১॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥১১২॥
জীব ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥১১৩॥

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥১১৪॥

(শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য)

অনুবাদ—ঈশ্বর—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট। কিন্তু জীব অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত বলিয়া দুঃখী।

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥১১৫॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥১১৬॥

(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

লোক কহে—তোমাতে কভু নহে 'জীব' মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥১১৭॥
আকৃত্যে তোমারে দেখি ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥১১৮॥
মৃগমদ বস্ত্রে বাঁধে, তবু না লুকায়।
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥১১৯॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার—বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥১২০॥
স্ত্রী বাল-বৃদ্ধ আর চণ্ডাল, যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥১২১॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হৈয়া উন্মত্ত।
আচার্য্য হইয়া সে-ই তারিল জগৎ ॥১২২॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার নাম শুনে।
সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে' ত্রিভুবনে ॥১২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান-রূপ ভ্রম উদিত হইয়াছিল। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১০৯। জঙ্গম-নারায়ণ—সচল-ব্রহ্ম বা নরব্রহ্ম।

১১২-১১৩। মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে নারায়ণ, নারায়ণ বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রথায় গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা-নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন, সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয়। জীব কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ-সূর্য্য-সম হইতে পারেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জীব—চিৎকণ-মাত্র, অতএব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণকণ-সম। এজন্য তাঁহাকে কখনও নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

১১৫। সন্ন্যাসীকে কেবলাদ্বৈতমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ওঁ নমো নারায়ণায় বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু জীব—মুক্ত ও বদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই মায়াধীশ নারায়ণের নিত্যবশ্য বলিয়া কখনও নারায়ণ-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত সমান বা এক বলিয়া মনে করেন, তিনি পাষণ্ডী অর্থাৎ অপরাধী।

তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥১২৪॥

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

এইমত মহিমা—তোমার তটস্থ-লক্ষণ।
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি—'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥১২৬॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ-ঘরে গেল ॥১২৭॥
এইমত কতদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥১২৮॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত' ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে-ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥১২৯॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥১৩০॥
একদিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥১৩১॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥১৩২॥
কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি' করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥১৩৩॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥১৩৪॥
একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥১৩৫॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন কৈল ॥১৩৬॥
এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥১৩৭॥
দেখি' কৃষ্ণদাস কাঁদি' ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥১৩৮॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লৈয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥১৩৯॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইলু প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে? ১৪০॥
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥১৪১॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥১৪২॥
বিপ্র কহে—প্রয়াগে প্রভু লৈয়া যাই।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥১৪৩॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লৈয়া করিয়ে পয়ান ॥১৪৪॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কত দিন পাইয়ে ॥১৪৫॥
আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন।
মকরে পৌঁছিতে প্রয়াগে করিহ সূচন ॥১৪৬॥
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥১৪৭॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥১৪৮॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥১৪৯॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকরস্নান পাইয়ে ॥১৫০॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥১৫১॥
যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥১৫২॥
তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥১৫৩॥

যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব।
যাহাঁ লৈয়া যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব ॥১৫৪॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িবা জানি' প্রেমাবেশ হৈল ॥১৫৫॥
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে—চল যাই মহাবন ॥১৫৬॥
এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লৈয়া ॥১৫৭॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥১৫৮॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লৈয়া।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥১৫৯॥
সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥১৬০॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥১৬১॥
অচেতন হৈয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥১৬২॥
হেনকালে তাহাঁ আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥১৬৩॥
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥১৬৪॥
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি' ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া ॥১৬৫॥
তবে সেই পাঠান চারি-জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥১৬৬॥
কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়, সে মুখে বড় দঢ় ॥১৬৭॥
বিপ্র কহে—পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥১৬৮॥
এই যতি আমার গুরু, আমি মাথুর-ব্রাহ্মণ।
পাৎসার আগে আমার আছে শত জন ॥১৬৯॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।
অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥১৭০॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বাঁধি' রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥১৭১॥
পাঠান কহে, তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥১৭২॥
কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥১৭৩॥
এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি লবে তোমা-সবা মারি' ॥১৭৪॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুঠ' আর চাহ' মারিবার ॥১৭৫॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল ॥১৭৬॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি' ॥১৭৭॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥১৭৮॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজ গণের বন্ধন ॥১৭৯॥
ভট্টাচার্য্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল ॥১৮০॥
ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে—এই ঠক্ চারিজন ॥১৮১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৩। আশোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য।
১৭০। সম্বিত (সম্বিৎ)—জ্ঞান।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৪। ঘোড়া-পিড়া—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য।

এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া ॥১৮২॥
প্রভু কহেন—ঠক্ নহে, মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥১৮৩॥
মৃগী-ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥১৮৪॥
সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর ॥১৮৫॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া।
নির্বিশেষ-ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥১৮৬॥
অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ সে-ই করিল স্থাপন।
তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন ॥১৮৭॥
যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥১৮৮॥
প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্র স্থাপি' নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ ॥১৮৯॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥১৯০॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥১৯১॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥১৯২॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥১৯৩॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ-সার ॥১৯৪॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥১৯৫॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি' স্থাপে শেষে ঈশ্বর-সেবন ॥১৯৬॥
তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥১৯৭॥
নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষে, কহ নির্ণয় করিয়া ॥১৯৮॥
ম্লেচ্ছ কহে—যেই কহ, সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥১৯৯॥
নির্বিশেষ-গোসাঞি লৈয়া করেন ব্যাখ্যান।
সাকার-গোসাঞি—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥২০০॥
সেইত গোসাঞি তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর ॥২০১॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন-বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥২০২॥
তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
'আমি বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান ॥২০৩॥
কৃপা করি' বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥২০৪॥
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা।
কোটি জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হইলা ॥২০৫॥
'কৃষ্ণ' কহ 'কৃষ্ণ' কহ—কৈলা উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥২০৬॥
রামদাস বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—বিজলী-খাঁন ॥২০৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৪। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের সংসার হইতে মুক্তি হয় না। কৃষ্ণে প্রীতিই পরম-পুরুষার্থ।

১৯৯-২০০। পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল—আমাদের শাস্ত্রের গূঢ়কথা সাধারণ পণ্ডিতগণ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বুঝিতে পারেন না। এইজন্যই আমাদের আল্লার নিরাকারভাব লইয়াই তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ-আকারই যে চরম সেব্য, তাহা অনেকেই জানেন না।

অল্প বয়স তার, রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান—চাকর তাহার ॥২০৮॥
'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সে-ই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥২০৯॥
তা-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥২১০॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥২১১॥
সেই বিজলী-খাঁন হৈল মহা-ভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥২১২॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥২১৩॥
সোরোক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান ॥২১৪॥
সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥২১৫॥
প্রয়াগ-পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাহাঁ পাব ? ২১৬॥
ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাহাঁ করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত ॥২১৭॥
শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥২১৮॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন।
সে-ই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥২১৯॥
তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে তাঁর সঙ্গে আন।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥২২০॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা।
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইলা ॥২২১॥
এইমত চলি' প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ-দিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥২২২॥
বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥২২৩॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
দিগ্-দরশন কৈলু মুঞি সূত্র করিয়া ॥২২৪॥
অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥২২৫॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—অলৌকিক জান'।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, সত্য করি' মান ॥২২৬॥
যেই তর্ক করে ইহাঁ, সে-ই—মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥২২৭॥
চৈতন্য-চরিত্র এই—অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥২২৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥১॥

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে ভগবান্ যেরূপ ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ-গোস্বামীতে নিজ-শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক কালধর্ম্মে অন্তর্হিত বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপন-ভবনে ॥৩॥
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥৪॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥৫॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লইয়া ॥৬॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ-ধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥৭॥
দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥৮॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥৯॥
শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥১০॥
রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুইজন।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥১১॥
শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥১২॥
এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥১৩॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিলু নিশ্চয় ॥১৪॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥১৫॥
লেভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥১৬॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লইয়া।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥১৭॥
আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥১৮॥
পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥১৯॥
রাজা কহে—তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলু।
বৈদ্য কহে—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলু ॥২০॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লৈয়া।
কার্য্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥২১॥
মোর যত কার্য্য-কাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥২২॥
সনাতন কহে—নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥২৩॥
তবে ক্রুদ্ধ হৈয়া রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যুব্যবহার ॥২৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩। সাধু-গুরুর স্নেহ-প্রীতি ব্যতীত অপরের প্রীতি বন্ধনের কারণ।
১৬। লেভ—অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

বহু জীব মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥২৫॥
সনাতন কহে—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥২৬॥
এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বাঁধিলা ॥২৭॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে ॥২৮॥
তেঁহো কহে—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥২৯॥
তবে তাঁরে বাঁধি রাখি' করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥৩০॥
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু—আসিয়া কহিল ॥৩১॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন-ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥৩২॥
আমি-দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাহাঁ হৈতে ॥৩৩॥
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥৩৪॥
যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি' দুই ভাই করিলা গমন ॥৩৫॥
অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—শ্রীবল্লভ।
রূপ-গোসাঞির ছোট ভাই—পরম-বৈষ্ণব ॥৩৬॥
তাঁহারে লৈয়া রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহাঁ, শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥৩৭॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥৩৮॥
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায়।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥৩৯॥
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥৪০॥
ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥৪১॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি'।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥৪২॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥৪৩॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥৪৪॥
বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥৪৫॥
দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥৪৬॥
নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥৪৭॥
শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ, উঠ, রূপ আইস, বলিলা বচন ॥৪৮॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥৪৯॥

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥৫০॥
(ইতিহাসসমুচ্চয়-বাক্য)

অনুবাদ—চতুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমার (ভগবানের) প্রিয় নয়, আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই যথার্থ দানের পাত্র এবং তাঁহার উচ্ছিষ্টাদিই গ্রহণীয়। ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫০। **শ্রীসনাতনটীকা**—(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১২৭)
চতুর্ব্বেদী বেদ-চতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেৎ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তর্হি ন মে প্রিয়ঃ, শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ।
তস্মৈ তাদৃশ-শ্বপচায়ৈব।

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥৫১॥
প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি'।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি' ॥৫২॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৫৩॥

(শ্রীরূপবচন)

অনুবাদ—মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য-নামা শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে নমস্কার।

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥৫৪॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—যে দয়ালু ভগবান্ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞান-ব্যাধি হইতে মোচন করতঃ স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধা-দ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুতচেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ—তাঁহারে পুছিলা ॥৫৫॥
রূপ কহেন—তেঁহো বন্দী রাজ-ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার' তবে হইবেন উদ্ধারে ॥৫৬॥
প্রভু কহে—সনাতনের হৈয়াছে মোচন।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥৫৭॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথায় রহিলা ॥৫৮॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষপ্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥৫৯॥
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥৬০॥
সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি' আইল তাঁর স্থানে ॥৬১॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥৬২॥
কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহা-প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥৬৩॥
অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥৬৪॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥৬৫॥
দুই ভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হৈয়া ॥৬৬॥
ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥৬৭॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥৬৮॥
ইহো না স্পর্শিহ, ইহো জাতি অতি হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ! ৬৯॥
দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি'।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥৭০॥
দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই-দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥৭১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬১। বল্লভ ভট্ট—ইনি বৈষ্ণব-পণ্ডিত। ইনি প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ইঁহাকেই লোকে বল্লভাচার্য্য বলে। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
আড়াইল-গ্রাম—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর-পারে (প্রায় এক মাইল দূরে) অবস্থিত।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৭২॥

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৭৩॥

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥৭৪॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥৭৫॥

(হরিভক্তিসুধোদয়)

অনুবাদ—সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্ব-পাপ নষ্ট হইয়াছে, সেই শুদ্ধভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও সজ্জন কর্ত্তৃক সম্মানার্হ। কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। কারণ ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥৭৬॥
সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ-ঘরে চলিলা লঞা ॥৭৭॥
যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥৭৮॥
হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥৭৯॥
আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥৮০॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥৮১॥

যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥৮২॥
দেশ-কাল-পাত্র দেখি' মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥৮৩॥

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লৈয়া ॥৮৪॥
আনন্দিত হৈয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥৮৫॥

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল ॥৮৬॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥৮৭॥

ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি-দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥৮৮॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥৮৯॥
মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥৯০॥

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥৯১॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥৯২॥

আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥৯৩॥
শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল—কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥৯৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭২। মধ্য ১১।১৯২ দ্রষ্টব্য।

৮৯। কৃষ্ণদাস—রাজপুত কৃষ্ণদাস, যিনি বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গে কিছুদূর আসিয়াছিলেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯২। রঘুপতি-উপাধ্যায়ের কৃত কয়েকটী শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস—তিরহুত বা মিথিলাদেশে।

নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥৯৫॥

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥৯৬॥
(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ শ্রুতি, কর্ম্মিগণ স্মৃতিশাস্ত্র, ভব-ভীত ব্যক্তিসকল মহাভারত আলোচনা করেন করুন, আমি কিন্তু শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ'—প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥৯৭॥

কস্প্রতি কথয়িতুমীশে কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥৯৮॥
(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—কাহাকেই বা বলিতে পারি, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে যে—যমুনাতট-কুঞ্জে গোপবধূদিগের প্রিয় পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ লীলা করেন।

প্রভু কহেন—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥৯৯॥
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ, করিল নির্দ্ধার ॥১০০॥
প্রভু কহে—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥১০১॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥১০২॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥১০৩॥
রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥১০৪॥
প্রভু কহে—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্গদ-স্বরে ॥১০৫॥

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥১০৬॥
(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর-বয়সই ধ্যেয় এবং আদ্য-রস অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ রস।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হৈয়া তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥১০৭॥
দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥১০৮॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু-দরশনে সব-লোক কৃষ্ণভক্ত হইল ॥১০৯॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ ॥১১০॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্যযমুনাতে।
প্রয়াগে চালাইব, ইহাঁ না দিব রহিতে ॥১১১॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি' প্রভু লৈয়া করিল গমন ॥১১২॥
গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লৈয়া ॥১১৩॥
লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥১১৫॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥১১৬॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥১১৭॥
শিবানন্দ-সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥১১৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১১৫। প্রান্ত—সীমা।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥১১৯॥

অনুবাদ—কালে বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥১২০॥

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক)

অনুবাদ—নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥১২২॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥১২৩॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥১২৪॥
কহ—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন? ১২৫॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥১২৬॥
অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥১২৭॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥১২৮॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥১২৯॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোনদিনে ॥১৩০॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥১৩১॥
এই কথা শুনি' মহান্তের মহা-সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময়? ১৩২॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥১৩৩॥

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥১৩৪॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুবাদ—হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা কাঙ্গাল আমি ভক্তিগ্রন্থরচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীগৌরহরির পদ-কমল আমি বন্দনা করি।

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥১৩৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৭। অনিকেত—গৃহশূন্য, নিয়মিতাশ্রয়হীন, যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। (শব্দসার)

১২৯। করোঁয়া—সন্ন্যাসীদিগের হাতের জলপাত্র।

প্রভু কহে—শুন, রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥১৩৬॥
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥১৩৭॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥১৩৮॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥১৩৯॥

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥১৪০॥
(ভাঃ ১০।৮৭।২৬ শ্রুতিস্তুতব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক)

অনুবাদ—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতাংশসদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ। জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥১৪১॥
(শ্বেতাশ্বতর)

অনুবাদ—কেশাগ্রের শতভাগকে শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥১৪২॥
(ভাঃ ১১।১৬।১১)

অনুবাদ—সূক্ষ্মগণের মধ্যে জীব ও আমি (ভগবান্) পরস্পর ভেদাভেদপ্রকাশ।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥১৪৩॥
(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

অনুবাদ—হে ভগবন্, যদি জীবগণ আপনা হইতে প্রকাশিত না হইয়া পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে আপনার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। জীব অণু ও নিত্য বলিয়াই তাহারা আপনার অধীন হয়। জীবগণ আপনা হইতে প্রকাশিত বলিয়া আপনিই জীবের নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী। অতএব যাহারা জীব এবং আপনাকে এক করিয়া জানে, তাহাদের বিচার ভ্রান্তিপূর্ণ।

তার মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥১৪৪॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥১৪৫॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥১৪৬॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥১৪৭॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥১৪৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৭। ভক্তিরসসমুদ্র পারাপারশূন্য অর্থাৎ অসীম অনন্ত, অপার। তাহার এ-পারও নাই, ও-পারও নাই।

গভীর—অতলস্পর্শ।

ভক্তিরস সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারাই গ্রহণীয় ও আস্বাদনীয়। তাই মহাপ্রভু শ্রীরূপপ্রভুকে বলিলেন—আমি অপরিসীম ভক্তিরসসিন্ধুর এক বিন্দু তোমাকে আস্বাদন করাইবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর।

১৩৮। চৌরাশী-লক্ষযোনি—বিষ্ণুপুরাণে—জলজা নব-লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্র-সংখ্যকাঃ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পক্ষিণাং দশলক্ষকম্। ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।

১৪৪-১৪৮। জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীবগণ স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার। অচল বৃক্ষাদিই স্থাবর জীব, আর যাহারা সচল, তাহারাই জঙ্গম। জঙ্গম তিন প্রকার—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর বাদ দিলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য বাকী থাকে। বেদনিষ্ঠগণ

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ॥১৪৯॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥১৫০॥
(ভাঃ ৬।১৪।৫)

অনুবাদ—হে মহামুনে, কোটি কোটি জ্ঞানী-মুক্ত ও সিদ্ধ জ্ঞানীদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা একজন শুদ্ধ ভক্ত পাওয়াও অত্যন্ত দুর্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥১৫১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী; ধর্ম্মাচারী-মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটী-জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন মুক্ত; এস্থলে যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলা যায়। এই কোটী-জ্ঞানী-মুক্তদিগের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুর্লভ।

১৪৯। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি-বাঞ্ছাশূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত অর্থাৎ সুখী, কিন্তু ভুক্তিকামী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামকামী কর্ম্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অষ্টাদশসিদ্ধিকামী যোগী—ইহারা সকলেই সকাম বলিয়া অশান্ত অর্থাৎ দুঃখী।

কামনাই দুঃখের মূল, আর নিষ্কামতাই সুখের হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

ইতর-কামনা-রহিত এবং ভগবৎসেবা-কামনাযুক্ত ব্যক্তিই নিষ্কাম।

চেতন জীবের কামনা থাকিবেই। এজন্য জীব হয় ভগবৎসেবা-কামী হইবে নতুবা ধর্ম্মকামুক, অর্থকামুক, কামিনীকামুক, প্রতিষ্ঠাকামুক, মোক্ষকামুক ও নিজ প্রীতির কামুক হইতে বাধ্য।

১৫০। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—মুক্তানামপি মধ্যে কশ্চিদেব সিদ্ধ্যতীতি তত্রৈতদুক্তং ভবতি মোক্ষসাধনবন্তোঽপি বহবো মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব, মুক্তা অপি সর্ব্বে সিদ্ধা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব। জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যত্নচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন ইত্যাদ্যুক্তেঃ তে চ সিদ্ধাঃ সন্নিহিতসাযুজ্যা এবোচ্যন্তে তেষাং মধ্যে নারায়ণপরায়ণ ইতি নির্দ্ধারণানুপপত্তেঃ ষষ্ঠীয়ং পঞ্চম্যর্থ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এব। ততশ্চ মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্লভঃ।

যদ্বা অয়মত্র বিবেকঃ। জ্ঞানং হি দ্বিবিধং কেবলং ভক্তি-সহিতঞ্চ। তত্র কেবল-জ্ঞানেন স্থূলতুষাবঘাতিন ইব মুমুক্ষবোঽপি ন মুচ্যন্তে। ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধং ভগবদাকারে মায়াবুদ্ধ্যা অনাদরেঽপি তদ্ভক্তিসহিতং তয়া বিনৈব তদাদরে সতি তদ্ভক্তিসহিতঞ্চ। তত্রাদ্যে খলু মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু মুক্তাভিমানিন এব। তাদৃশ্যা ভক্ত্যা অবিদ্যাং সম্যঙ্নিরস্য বিদ্যোদয়ঞ্চ সম্যক্ সম্পাদ্য সদ্য এবান্তর্দ্ধানাৎ তয়া বিনা চ তৎপদার্থজ্ঞানাভাবান্ন ব্রহ্মণি লীয়ন্তে। তত্র যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষেত্যাদৌ অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইতি প্রমাণং ভগবদ্গীতা চ। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্। মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ। অনয়োরর্থঃ। মানুষীং তনুমাশ্রিতং মাং মূঢ়া অবজানন্তি সার্ব্বত্রিক্যা মানুষ্যাস্তনোর্মায়িকত্বদর্শনাৎ মদীয়ায়া অপি মানুষ্যাস্ত-নোর্মায়িকত্বকল্পনমেব মমাবজ্ঞা। মম মানুষীং তনুং কীদৃশীং পরং ভাবং শ্রেষ্ঠং সত্ত্বং বিশুদ্ধং সত্ত্বমিত্যর্থঃ কীদৃশং ভূত-মহেশ্বরম্। ভূতানাং ব্রহ্মাদিতৃণান্তজীবানাং মহেশ্বরং পরম-কারণং মম মানুষীতনুরেব স্বীকৃতা প্রাকৃতসর্ব্ববস্তুকারণ-মিত্যর্থঃ। মোঘাশা ইতি যদি তে মদ্ভক্তাঃ স্যুস্তদা তে মোঘাশা মৎপ্রাপ্ত্যাশা তেষাং ব্যর্থা স্যাৎ। যদি তে কর্ম্মিণস্তদা তে মোঘকর্ম্মাণঃ স্যুস্তেষাং স্বর্গো ন স্যাৎ। যদি তে জ্ঞানি-নস্তদা মোঘজ্ঞানাস্তেষাং মোক্ষো ন স্যাৎ তর্হি তেষাং কিং স্যাদিত্যত আহ রাক্ষসীমিতি রাক্ষস্যাদিযোনৌ জন্ম স্যাদিত্যর্থঃ।

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥১৫২॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥১৫৩॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥১৫৪॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল ॥১৫৫॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥১৫৬॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥১৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৫৬। যদি ইতি। অত্রেদং বিবেচ্যং গুরুঃ কৃষ্ণস্বরূপঃ কৃষ্ণস্তু সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি জ্ঞানেন তত্র তত্রাপরাধস্যাসম্ভবঃ বৈষ্ণবে তু জাত্যাদিবুদ্ধ্যা তৎ সম্ভবেৎ। অতোঽত্র কেবলং বৈষ্ণব-অপরাধ ইত্যুক্তং।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

'দ্বিতীয়ে তু অবিদ্যা-বিদ্যয়োরুপরামেঽপ্যনুপরমতয়া জ্ঞান-শাবল্যরহিতয়া ভক্ত্যা তৎপদার্থং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি। যদুক্তম্। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি।

কিঞ্চ তেষাং সিদ্ধানাং মধ্যে কোঽপি ভক্ত্যা তৎপদার্থানু-ভবারম্ভসময়ে যদি কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য কৃপয়া পূর্ণাং শুদ্ধাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি তদা তন্মাধুর্য্যলাভাৎ সাযুজ্যমরোচয়িত্বা নারায়ণপরায়ণঃ স্যাদিতি নিদ্ধারণ ষষ্ঠ্যাপি ব্যাখ্যেয়া। তত্রানুগ্রাহকভক্তস্য শান্তত্বে শান্তভক্ত ইতি দাসাদিরিতি। অস্যাতিবৈরল্যেন দৌর্লভ্যাৎ প্রক্রান্তসহস্রশব্দমপ্রযুজ্য কোটিষ্বপীত্যাহ স্ম। (ভাঃ ৬।১৪।৫)

শ্রীসনাতনটীকা—মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিষ্বপি মধ্যে সুদুর্লভঃ পরমদুষ্প্রাপ্যঃ। এবং পরমদৌর্লভ্যে-নাস্যাত্যন্তশ্রেষ্ঠতমত্বমুক্তম্। প্রশান্তাত্মেতি—স্বরূপমাত্র-নির্দ্দেশঃ, তস্যৈব মুখ্যতমত্বং সংপূর্ণপ্রশান্তত্বাৎ। হে মহামুনে! ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগ্ জানাসি নান্যঃ। যদ্বা ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ, নান্য ইতি ভাবঃ। (হঃ ভঃ বিঃ ১০। ১৮৯)

১৫১-১৫৫। ভক্তিবীজ—পাপবীজ অর্থে যেরূপ পাপ-বাসনা, ভক্তিবীজ বলিতে তদ্রূপ ভক্তিবাসনা অর্থাৎ ভগবান্‌কে সুখ দিবার ইচ্ছা, ভজনাকাঙ্খা বা ভজনস্পৃহা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্ব-সুখে।

(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহাই ভক্তিবীজ। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তি এবং কৃষ্ণে প্রীতিই প্রেম।

ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব গুরুরূপী কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিবীজ প্রাপ্ত হয়।

আমি কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণসেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া।

সাধক জীব সদ্‌গুরু-কৃপায় ভক্তিবীজ বা ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া সেবক-অভিমানে গুর্ব্বানুগত্যে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকিলে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া ভক্তিলতায় পর্য্যবসিত হয়। সেই ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে যায়। তৎপরে নিজ সুসংস্কার, ভাগ্য ও অধিকার অনুসারে ভক্তিলতা (রাগভক্তি) তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। কৃষ্ণ-চরণারূঢ় সেই ভক্তিলতাতেই প্রেমফল ফলে। এ যাবৎ জীব এ জগতে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতে থাকেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

অহৈতুকী কৃপা বশতঃ কৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে ভক্তিবীজ

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥১৫৮॥
নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥১৫৯॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥১৬০॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥১৬১॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥১৬২॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥১৬৩॥
এইত পরম-ফল পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥১৬৪॥

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥১৬৫॥
(ললিতমাধব)

অনুবাদ—যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দ নিজ নিজ চাকচিক্যে জীবকে আকৃষ্ট করে।

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥১৬৬॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥১৬৭॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসুখার্থ অনুক্ষণ কৃষ্ণভজনই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রদান করেন। সেই বীজ পেয়ে আমরা কৃষ্ণসেবাই কর্‌বো। বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা কর্‌তে কর্‌তেই সব বাধা কেটে যাবে এবং মঙ্গল ও সিদ্ধি নিশ্চয়ই হ'বে।

১৫৬-১৫৭। বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ মত্ত-হস্তী-সদৃশ। ভক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ হইলে ভক্তি অন্তর্হিত হয়। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ গুর্ব্ববজ্ঞা, গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি এবং গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতি মারাত্মক অপরাধ হইতে বিশেষ সাবধান হইয়া ভজনে অগ্রসর হইবেন। নতুবা অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ অনিবার্য।

১৫৮-১৬৩। নিষিদ্ধাচার—স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ প্রভৃতি।

কুটিনাটী—অকর্ম্মণ্য-বিষয়ে অভিনিবেশ।
(শ্রীসনাতনটীকা)

কুটিলতা, কপটতা, সংশয়, কুতর্ক, অসন্তোষ প্রভৃতিও কুটিনাটী। (প্রভুপাদ)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জীবহিংসা—প্রাণীহত্যা, প্রাণীমাত্রকে উদ্বেগ বা ক্লেশদান, বহির্ম্মুখকে কৃষ্ণোন্মুখ না করা, হরিভক্তিপ্রচারে ও হরিনাম-মাহাত্ম্য-প্রচারে ঔদাসীন্য প্রভৃতি। (প্রভুপাদ)

ভক্তিলতার সঙ্গে ভোগবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, অসৎসঙ্গস্পৃহা, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা, অন্যাভিলাষ, অর্থলিপ্সা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উপশাখা আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এজন্য সাধুসঙ্গে থাকিয়া এ সকল উপশাখা সযত্নে ছেদন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে অনায়াসে প্রেমানন্দ বা অনির্ব্বচনীয় সেবাসুখ-লাভের সৌভাগ্য হইবে।

১৬৪। প্রেমই পরম-পুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ তাহার নিকট তৃণতুল্য অর্থাৎ অতি তুচ্ছ।

১৬৬। সাধনভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি বা শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়।

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥১৬৮॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥১৬৯॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥১৭০॥
(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র)

অনুবাদ—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ ভগবানের সেবাই ভক্তি। এই ভক্তি ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা-শূন্যা ও কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানপরা হইলেই নির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥১৭১॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥১৭২॥
সালোক্যসার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৭৩॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৭৪॥
(ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

অনুবাদ—এতাদৃশী ভক্তিকেই আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করে।

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥১৭৫॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥১৭৬॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুবাদ—ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী। যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না।

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥১৭৭॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥১৭৮॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরী, উত্তম-মিছরী আর ॥১৭৯॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৭৯। সাধনন্তু ভবেদ্বীজং রতিরিক্ষুর্নিগদ্যতে। রসঃ প্রেমা গুড়ঃ স্নেহঃ খণ্ডো মানস্তু পঞ্চমঃ। সারস্তু প্রণয়ো রাগঃ শর্করেব নিগদ্যতে। অনুরাগ সিতেব স্যাৎ মিশ্রীবং ভাব উচ্যতে। উত্তম-মিশ্রীবং জ্ঞেয়া মহাভাবস্তথা বুধৈঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৮। শুদ্ধভক্তিতে গুরুকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন ইতর কামনা থাকে না। শুদ্ধভক্তি সততই নিষ্কামা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও নিরপেক্ষা। এজন্য অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, নিজপূজা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখানুসন্ধান বা কৃষ্ণসুখবিধানই শুদ্ধভক্তি।

১৬৯। এই নির্ম্মলা, নিষ্কামা শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেম লাভ হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৭১-১৭৩। আদি ৪।২০৫-২০৭ দ্রষ্টব্য।

১৭৫। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উদিত হইবে না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৭। নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিই সাধনভক্তি বা শুদ্ধভক্তি। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইলে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সাধনভক্তি প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনক্রিয়া হইতে থাকে।

সাধনভক্তি হইতেই রতি বা ভাব হয় এবং রতি গাঢ় হইলে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। এ জগতে থাকাকালে সাধকের প্রেম পর্য্যন্তই হয়।

১৭৮। প্রেমই বর্দ্ধিত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপে সম্প্রকাশিত হয়।

১৭৯। সাধনভক্তি—বীজ, রতি—ইক্ষু, রস হ'লো প্রেম,

এই সব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥১৮০॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥১৮১॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর ॥১৮২॥
ভক্তভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥১৮৩॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ ॥১৮৪॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥১৮৫॥

হাস্যাদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥১৮৬॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাত প্রকার গৌণ রস।

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥১৮৭॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি' রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥১৮৮॥
শান্তভক্ত—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥১৮৯॥
সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা-পিতা, যত গুরুজন ॥১৯০॥
মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥১৯১॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥১৯২॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৮৮। শান্তাদি পঞ্চরসাণাং প্রধানত্বে হাস্যাদি সপ্তরসাণাং গৌণত্বে চ কারণমাহ 'পঞ্চরস' ইতি। শান্তাদি পঞ্চরসে স্থায়িভাবস্য নিত্যত্বেন তেষাং প্রধানত্বং, হাস্যাদি সপ্তরসে স্থায়িভাবস্য আগন্তুকতয়া অনিত্যত্বেন তেষাং গৌণত্বমিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গুড়—স্নেহ, খণ্ড—মান, সার—প্রণয়, রাগ—শর্করা, অনুরাগ—সিতা, মিছরী—ভাব, উত্তম-মিছরী—মহাভাব।
(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

১৮০-১৮১। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারটি ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের মূল, বিভাবই রসের হেতু, অনুভাবই রসের কার্য্য, সাত্ত্বিকভাব রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের সহায়। বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত—আলম্বন ও

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়, কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণগণই উদ্দীপন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৮৮। পঞ্চমুখ্যরস স্থায়িভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণ-রসগুলি কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৯০। ব্রজে শ্রীদাম-মধুমঙ্গলাদি এবং দ্বারকায় ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্ত।

১৯১। ব্রজগোপীগণই মধুররসের মুখ্য ভক্ত। দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণও মধুররসাশ্রিত ভক্ত, তবে ব্রজগোপীর পরকীয়-ভাব কিন্তু দ্বারকা-বৈকুণ্ঠে স্বকীয়-ভাব।

গোকুলে কেবলা রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥১৯৩॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥১৯৪॥
শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন ॥১৯৫॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥১৯৬॥

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥১৯৭॥
(ভাঃ ১০।৪৪।৫১)

অনুবাদ—দেবকী ও বসুদেব বলদেব ও কৃষ্ণকে জগদীশ্বর জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥১৯৮॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥১৯৯॥
(গীতা)

অনুবাদ—সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইরূপ শব্দ-ব্যবহার দ্বারা যাহা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, হে অপ্রমেয়-স্বরূপ, তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥২০০॥

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥২০১॥
(ভাঃ ১০।৬০।২৪)

অনুবাদ—দ্বারকায় কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করিলে দুঃখ ও ভয়ে রুক্মিণীর হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল, চুল আউলাইয়া পড়িল এবং বাতাহত কলাগাছের ন্যায় তিনি অবশ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে ॥২০২॥

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥২০৩॥
(ভাঃ ১০।৮।৪৫)

অনুবাদ—বেদ, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্র যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপনার পুত্র বলিয়া জানিলেন।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥২০৪॥
(ভাঃ ১০।৯।১৪)

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়াতীত, অধোক্ষজ নরব্রহ্ম কৃষ্ণকে স্বীয় পুত্র-বুদ্ধিতে যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় উদূখলে দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন।

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥২০৫॥
(ভাঃ ১০।১৮।২৪)

অনুবাদ—ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণীপুত্র বলদেবকে বহন করিল।

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥২০৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯২-১৯৪। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এইজন্য তথায় প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

রতিতে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চান না। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৯৫। কাঁহা—স্থলবিশেষে।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥২০৭॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥২০৮॥

(ভাঃ ১০।৩০।৩৬-৩৮)

তাৎপর্য্য—গোপীদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয় কৃষ্ণ কেবল আমাকেই সুখী করিতেছেন কিন্তু অন্য গোপীগণ দুঃখে আছে—এই চিন্তা করিয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল।" শ্রীরাধিকা এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলিয়াই কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

(প্রেমসম্পুট)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০৭। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণপ্রভুকৃত-বৈষ্ণবানন্দিনী টীকা—

এবং তাদৃশেন সৌভাগ্যেন পরিতুষ্টায়াঃ স্বামিন্যাঃ সর্ব্বা মৎসখ্যো বিনা আবাভ্যাং সন্তপ্তাঃ খিদ্যন্তে, মদ্‌বিপক্ষাশ্চ তটস্থাপক্ষাশ্চ কৃষ্ণং বিনা তস্মান্ময়ি মৎপ্রিয়ে চ রুক্ষতা-দোষোঽভ্যুদিতস্তৎপরিহারায় ময়া কিঞ্চিদ্ধাম্যমাচরণীয়ং যেনৈষ প্রিয়ো মন্মনোগতাভিজ্ঞস্তদ্দ্রুতসম্পাদনায় শনৈর্যায়াৎ তেন তাঃ সর্ব্বা মিলেয়ুর্যেনোভয়োরাবয়োস্তদ্দোষশ্চ নিবর্ত্তেত মদধিষ্ঠিতা রাসক্রীড়া চ সিদ্ধ্যেদিতি বিমর্ষো হৃদি উদভূৎ। ততস্তস্মাদ্বিমর্ষাদ্ধেতোঃ তচ্ছব্দোঽত্র বুদ্ধিস্থপরামর্ষী সা স্বামিনী বনোদ্দেশং যত্র স্থিতয়া সর্ব্বা বিলোকিতা স্যুঃ তং বনস্যোচ্চং দেশং প্রাপ্য কেশবমব্রবীৎ, প্রাক্ নর্ম্মণা বিরচিতাং চূড়ামুন্মোচ্য বিচিত্রবেণীভাবেন কেশান্ বয়মানং গুম্ফন্তং কৃষ্ণমিত্যর্থঃ। দৃপ্তা সৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা সতী স্বাধীনভর্ত্তৃকায়াং গর্ব্বস্য রসপোষিত্বাৎ কিমব্রবীত্তদাহ—নেতি। বনভ্রমণেন শ্রমোদয়াচ্চলিতুমহং ন পারয়ে ন শক্নোমীত্যেতৎ।

নন্বু প্রিয়ে ত্বমাদিশ ইতোঽতিদূরং মনোজ্ঞং স্থানান্তরং কৌসুমভূষণায় কুসুমবাটীং বা সুখস্বাপায় নিকুঞ্জ-মধ্যগাঙ্কু-সুমসংশ্রয়াং বা নয়ামীতি চেত্তত্রাহ—নয় মাং ইতি পূর্ব্ববৎ বক্ষসা বহন্নিতি শেষঃ। ন চায়ং নায়কং প্রত্যাদেশস্তস্যা-দুঃশীলতেতি বাচ্যং সাধ্বসাবিমুক্তস্ববশতাময়বিশ্রম্ভরূপ-সখ্যস্য শুদ্ধপ্রেমানুভাবত্বেনোক্তঃ।

(ভাঃ ১০।৩০।৩৭)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত-সারার্থদর্শিনী-টীকা—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বনস্যোৎকৃষ্টপ্রদেশং গত্বা কেশবং কেশান্ বয়মানং প্রাক্তনর্ম্মদ্যোতকচূড়ামুন্মোচয়ন্ত্যাস্তস্যা বিচিত্রবেণীত্বেন গ্রথনমতএব দৃপ্তা স্বাধীনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুকৃত-বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা—

অথ তথৈব মনসি কৃতত্বাৎ স্ফুটাক্ষরমেবাহ—তত ইত্যাদি। বনোদ্দেশং বনমধ্যং গত্বা কেশবমব্রবীৎ। কীদৃশী? দৃপ্তা নিঃসাধ্বসা কিং তদিত্যাহ—নেত্যাদি। অহং চলিতুং ন পারয়ে অস্যায়ং ভাবঃ যদ্যহং ন চলামি তদায়মপি ন চলিষ্যতি তাবতা অপি সর্ব্বা মিলিষ্যন্তীতি তৎ সাধূক্তং, ন পারয়ে ইতি ন পারয়সি চেত্তদা কিং কর্ত্তব্যমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—নয় মামিত্যাদি। মাং নয় ক নেষ্যে, যত্র তে মনঃ তে তব মনো যত্র যাত্বিত্যর্থঃ। মনস্তু তব বিরহিতাস্বেব তাসু ময়ি তু তব শ্রীবিগ্রহ এবেতি বক্রোক্তিঃ, অতস্তত্রৈব নয় কিমেতেন নির্ম্মমব্যাপারেণ ব্যবহারেণেতি বহির্ব্বাম্য-প্রকাশঃ।

২০৮। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুকৃত-ক্রমসন্দর্ভটীকা—

তদেবং তস্যাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বোচিতং কৃত্রিমমালস্যাদি-ময়ং নর্ম্মবচনং শ্রুত্বা স্বয়মপি সনর্ম্মৈবান্তর্হিত ইত্যাহ—এবমিতি পাদত্রয়েণ তদেবং সম্ভোগোচিতং স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-ময়ীং প্রেমপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা নর্ম্মণাপি বিপ্রলম্ভে পরমদৈন্যমোহাত্মিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ংস্তৎপ্রশস্যমেব সূচয়তি—সেতি সপাদশ্লোকেন।

(ভাঃ ১০।৩০।৩৮)

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥
(ভাঃ ১০।৩১।১৬)

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আমরা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। আমাদের আসিবার কারণ তুমি জান—তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে শঠ, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে কে এরূপ পরিত্যাগ করে?

শান্তরসে—স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখগাথা॥২১০॥
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা॥২১১॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধিই শম—এই ভগবদ্বাক্যক্রমে জানা যায় যে, শান্তরতি বিনা তন্নিষ্ঠা দুর্ঘট।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥২১২॥
(ভাঃ ১১।১৯।৩৬)

অনুবাদ—মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধিই শম, ইন্দ্রিয়সংযমই দম, দুঃখ-সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম ধৃতি।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত'—কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥২১৩॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥২১৪॥
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥২১৫॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ-গুণ যেন ভূতগণে॥২১৬॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ॥২১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২১০। 'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর নাম' ইতি যৎ পঞ্চবিধাঃ মুখ্য-ভক্তিরসা উক্তাঃ তত্র তেষাং স্বরূপ-গুণাদি-কথনেন পরপরাধিক্যং বক্তুং প্রথমতস্তাবৎ শান্তস্য গুণমাহ 'শান্তরসে' ইতি। স্বরূপবুদ্ধ্যে পরব্রহ্মপরমাত্ম-জ্ঞানেন যা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা সৈব শান্তস্য স্বরূপ ইত্যর্থঃ। নন্বু শমস্য নির্ব্বিকারত্বাৎ কৈশ্চিৎ তস্য রসত্বং ন মন্যত ইতি চেত্তত্রাহ 'শম' ইতি। শ্রীমুখগাথা একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণমুখনির্গত-শ্লোকঃ। অয়ং ভাব—শান্তিরতিং বিনা তন্নিষ্ঠা ন জায়তে। রতিমাত্রস্য রসত্বস্বীকারাৎ তস্য রসত্বং ন বিরুদ্ধম্। ২১৩। নন্বু নিষ্ঠামাত্রস্য শান্তস্য কথং ভক্তত্বং সেবাদ্যভাবাৎ ইতি চেত্তত্রাহ 'কৃষ্ণ বিনা' ইতি। শ্রীকৃষ্ণ এব লালসা ন তু অন্যত্র অতঃ তস্য ভক্তত্বমিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১০। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে শম-ধর্ম্মটী উদিত হয়; শম-ধর্ম্ম হইতে শান্ত-রস; সুতরাং শান্তরসে—কৃষ্ণ একমাত্র পরমার্থস্বরূপ; সমস্ত বিশ্বই (কৃষ্ণ আশ্রিত হইয়াও কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথক্, অন্য) ইতর বস্তু—এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২১৪। কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং অন্য তৃষ্ণা-ত্যাগ—ইহাই শান্ত-ভক্তের গুণ। এজন্য স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ।

২১৫। মধ্য ৯।২৭০ দ্রষ্টব্য।

২১৬-২২৭। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভূতেই আকাশের 'শব্দগুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্ত-রসে এই দুইটি গুণ থাকিলেও মমতা 'আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটি নাই; সুতরাং সেই রসের উপাস্য-বস্তু—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি; এই উপাসনা-ক্রিয়াটি—জ্ঞান-প্রধান। 'সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্যদাস' —এইরূপ মমতা-জ্ঞান যখন তাঁহাতে প্রযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়, তথাপি তাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান ও সম্ভ্রমরূপ গৌরব প্রচুরভাবে থাকে। শান্তরসে সেবা থাকে না দাস্যরসে সেবা আরম্ভ

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্ত-রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু-জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥২১৮॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
সেবা করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥২১৯॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ ॥২২০॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা—সখ্যে বিশ্বাস-ময় ॥
কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন ॥২২২॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের তিনগুণ - চিহ্ন ॥২২৩॥
মমতা অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥২২৪॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম—পালন ॥২২৫॥
সখ্যের গুণ—অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার ॥২২৬॥
আপনারে পালক-জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান।
চারি গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥২২৭॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানীগণে ॥২২৮॥

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—যিনি লীলা দ্বারা গোপীদিগকে আনন্দিত করেন এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তগণকে স্বীয় ভক্তবশ্যতা জানান, আমি সেই কৃষ্ণকে শত শতবার প্রীতি পূর্ব্বক বন্দনা করি।

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক্যময় ॥২৩০॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় পঞ্চগুণ ॥২৩১॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥২৩২॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥২৩৩॥
এই ভক্তিরসের করিলাম দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥২৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২২৮। নন্থ সর্ব্বেশ্বরত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য লাল্যভাবাভাবাৎ অত্র ন রসত্বমিতি চেত্তত্রাহ 'সে' ইতি। অত্র তস্য লাল্যভাবোঽপি অস্তি ইতি ভাবঃ। নন্থ সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুগ্ধবাল্যরসানন্দমগ্নলাল্যত্বং কথং সম্ভবতি ইত্যত্রাহ 'কৃষ্ণ' ইতি। ভক্তবশত্বেনৈব তস্য তৎ ভবতীতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হয়। দাস্যরসে শান্তের গুণ ও মমতা—এই দুইটি গুণ দেখা যায়। আবার সখ্যরসে শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণ ত' আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই বিশ্রম্ভ। সেই বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং সখ্যরসে তিনটি গুণ। দাস্যে যে মমতা ছিল, সখ্যে আত্মসম হইয়া তাহাই বৃদ্ধি পাইল। বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—পালনরূপে পরিণত; বিশেষতঃ সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব গুণ এবং মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার এবং আপনাকে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পালক-জ্ঞান ও কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান—এবম্বিধ চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান হইয়াছে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

২৩০-২৩৩। কৃষ্ণনিষ্ঠা, অতিশয় সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-সেবা ও বাৎসল্যে মমতাধিক্যে লালন—এই সকল ভাবে আবার কান্তা-ভাব-গত নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট মধুর-রস হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। অতএব মধুররসে আস্বাদাধিক্য বশতঃ অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়।

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥২৩৫॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥২৩৬॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥২৩৭॥
আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥২৩৮॥
প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য, আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥২৩৯॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥২৪০॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা তেঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥২৪১॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥২৪২॥
মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥২৪৩॥
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে—প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥২৪৪॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হৈয়া নিজ-গৃহে লৈয়া গেলা ॥২৪৫॥
তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥২৪৬॥
নিজ ঘরে লৈয়া প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখরে শেষ-প্রসাদ দিল ॥২৪৭॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি'।
এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ' কৃপা করি' ॥২৪৮॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥২৪৯॥
প্রভু জানেন, দিন পাঁচ-সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহাঁ না করিব ॥২৫০॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥২৫১॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥২৫২॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥২৫৩॥
শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥২৫৪॥
শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে ॥২৫৫॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৫৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২৩৫। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রসাদে নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥৩॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥৪॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥৫॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥৬॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥৭॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য, অর্থ—দুই লাভ হইবে তোমার ॥৮॥
তবে সেই যবন কহে—শুন, মহাশয়।
তোমারে ছাড়িব কিন্তু করি রাজভয় ॥৯॥
সনাতন কহে—তুমি না কর রাজ-ভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আওয়য় ॥১০॥
তাঁহারে কহিও, সে বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥১১॥
অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাহাঁ বহি' গেল ॥১২॥
কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব।
দরবেশ হৈয়া আমি মক্কাকে যাইব ॥১৩॥
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥১৪॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥১৫॥
গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাহাঁ যাইতে।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্ব্বতে ॥১৬॥
তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায়—মিনতি করিলা ॥১৭॥
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা।
ভূঞার কাণে কাণে কহে জানি' এই কথা ॥১৮॥
ইঁহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥১৯॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥২০॥
এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি' তবে কৈলা নদীস্নান ॥২১॥
দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥২২॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল?
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥২৩॥
তোমার ঠাঁই জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে—মোর ঠাঁই সাত মোহর হয় ॥২৪॥
শুনি' সনাতন তারে করিলা ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম? ২৫॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥২৬॥
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লৈয়া ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার ॥২৭॥
রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি ॥২৮॥
ভূঞা হাসি' কহে – আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥২৯॥

তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাম পাপ হৈতে ॥৩০॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি, মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা' পার করি' দিব ॥৩১॥
গোসাঞি কহে—কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥৩২॥
তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥৩৩॥
পার হৈয়া গোসাঞি তবে পুছিলা ঈশানে।
জানি—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥৩৪॥
ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে—মোহর লৈয়া যাহ' তুমি দেশ ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কাঁথা, নির্ভয় হইলা ॥৩৬॥
চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥৩৭॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥৩৮॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লৈয়া পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥৩৯॥
টুঙ্গির উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল।
রাত্রে একজন সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥৪০॥
দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা গোসাঞি কহিল ॥৪১॥
তেঁহো কহে—দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥৪২॥
গোসাঞি কহে—একক্ষণ ইহাঁ না রহিব।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥৪৩॥
যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি' দিল, গোসাঞি চলিল ॥৪৪॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে।
শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥৪৫॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥৪৬॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে, বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে ॥৪৭॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি—প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় কহি প্রভু তাহারে পুছিল ॥৪৮॥
তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভুর বাক্য কহিল আসি' তাঁরে ॥৪৯॥
প্রভু তোমা বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥৫০॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥৫১॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্‌গদ-বচন ॥৫২॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥৫৩॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লৈয়া গেলা।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥৫৪॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে—মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥৫৫॥
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥৫৬॥

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৫৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৭। আদি ১।৬৩ দ্রষ্টব্য।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥৫৯॥

(ভাঃ ৭।৯।১০)

অনুবাদ—দ্বাদশগুণবিশিষ্ট কৃষ্ণবিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এইরূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ভক্তকে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; কেন না তিনি স্বীয় কুল পবিত্র করেন কিন্তু অভক্ত ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল এই—শাস্ত্রের নিরূপণ॥৬০॥

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

(হরিভক্তিসুধোদয়)

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল; ভক্তের গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের সার্থকতা; ভক্তের গুণকীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেননা জগতে ভক্তসঙ্গ সুদুর্লভ।

এত কহি কহে প্রভু—শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন॥৬২॥
মহা-রৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥৬৩॥
সনাতন কহে - কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি॥৬৪॥
কেমনে ছুটিলা বলি' প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা॥৬৫॥
প্রভু কহে—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ, অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা॥৬৬॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥৬৭॥
তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে—ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন॥৬৮॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেষ দূর কর, যাহ ইঁহারে লৈয়া॥৬৯॥
ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥৭০॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥৭১॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লৈয়া গেলা তপনমিশ্রের ঘরে॥৭২॥
পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ'—মিশ্রেরে কহিলা॥৭৩॥
মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥৭৪॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা॥৭৫॥
মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিলা, তেঁহো করে নিবেদন॥৭৬॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ' পুরাতন॥৭৭॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তেঁহো দুই বহির্বাস-কৌপীন করিলা॥৭৮॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে॥৭৯॥
সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা॥৮০॥

সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ? ৮১॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল-পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥৮২॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥৮৩॥
এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কাঁথা ধুঞা শুকাইতে ॥৮৪॥
তারে কহে—ওরে ভাই, কর উপকারে।
এই ভোট লৈয়া এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥৮৫॥
সে কহে—রহস্য কর প্রামাণিক হৈয়া ?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লৈয়া ? ৮৬॥
তেঁহো কহে—রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥৮৭॥
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া ॥৮৮॥
প্রভু কহে—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল ?
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥৮৯॥
প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥৯০॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥৯১॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী-গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥৯২॥
গোসাঞি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥৯৩॥
প্রসন্ন হৈয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥৯৪॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিলা ॥৯৫॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ ॥৯৬॥

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥৯৭॥
(গ্রন্থকারবাক্য)

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য মিনতি করে দন্তে তৃণ লৈয়া ॥৯৮॥
নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥৯৯॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥ ১০০॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥১০১॥
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয় ॥১০২॥
সাধ্য, সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥১০৩॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥১০৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০২। তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

আধ্যাত্মিক—জরাদি রোগরূপ দৈহিক দুঃখ ও মানসিক অশান্তি।

আধিদৈবিক—শীত, বজ্রপাত প্রভৃতি।

আধিভৌতিক—মনুষ্যাদি অন্যপ্রাণী কর্ত্তৃক উৎপাত।

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব ॥১০৫॥

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥১০৬॥
(নারদীয়বাক্য)

অনুবাদ—সদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত বস্তু লাভ হয়।

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥১০৭॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষারম্ভ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥১০৮॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥১০৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬। সদ্ধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি।

অববোধায়—জ্ঞাতুম্। নির্ব্বন্ধিনী মতি—অচলা বা দৃঢ়া মতি।

১০৮-১০৯। আমি কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ও কৃষ্ণের ভেদাভেদপ্রকাশ।

১। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আর কাহারও দাস নহে।

শাস্ত্র বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব—তাঁর সেবকানুচর ॥
জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ শক্তিমান্ আর জীব কৃষ্ণ-শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবক। জীবের স্বরূপবিচারে পাই—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। আর কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে আমরা পাই—সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ হন জীবের নিত্যপ্রভু।

পদ্মপুরাণ বলেন—

অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ওঁ বা প্রণবের ব্যাখ্যায় আমরা পাই—অ-কার অর্থে বিষ্ণু, উ-কার অর্থে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং ম-কার অর্থে তাঁহার দাস জীব। সুতরাং জীব ভগবানের সেবক—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

শাস্ত্র বলেন—

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক-নায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ॥

অ-কার অর্থে কৃষ্ণ, উ-কার অর্থে রাধা এবং ম-কার অর্থে জীব।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥

শ্রীনারায়ণই জগতের প্রভু, ঈশ্বর ও নিয়ামক। জগতের স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবই ভগবানের দাস।

তত্রৈব—

দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যসকলং জগৎ।

ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা এবং অন্যান্য সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক।

ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥
(পদ্মপুরাণ)

জীব একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিরই দাস, কদাপি অন্য কাহারও দাস বা সেবক নহে।

২। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, জীব স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তি নহে। তটস্থা অর্থে মধ্যবর্ত্তিনী।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥১১০॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

অনুবাদ—একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত হয়, পরব্রহ্মের শক্তি তদ্রূপ অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥১১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জীব স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া জীবকে তটস্থা শক্তি বলে।

তটস্থত্বঞ্চ উভয়-কোটাবপ্রবেশাৎ। (পরমাত্মসন্দর্ভ)

যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

(পরমাত্মসন্দর্ভধৃত-নারদপঞ্চরাত্রবচন)

তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ, অস্যাবিদ্যাপরাভবাদিদোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবেশাৎ।

(পরমাত্মসন্দর্ভ)

অংশুকিরণ—কিরণ-কণ।

অণুস্বতন্ত্র জীব চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী সীমায় অবস্থিত। এই উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যোগ্যতা জীবের আছে বলিয়া জীব—তটস্থা শক্তি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের অণুচিৎ অংশ, সেইহেতু পূর্ণবস্তুর গুণ অণু-অংশে জীবের মধ্যে আছে। কৃষ্ণের পূর্ণ-স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবের পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হয় তখনই সে সুখে থাকে, আর ভগবান্‌কে ভুলিয়া যখনই ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ হয়, তখনই সে দুঃখে পড়ে। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া সে সেবার দিকেও যেতে পারে আবার ভোগের দিকেও যেতে পারে; এইজন্য জীবকে তটস্থা-শক্তি বলে। তটস্থ অবস্থায় জীব দাঁড়াতে পারে না। এইজন্য জীব হয় মায়ার দিকে, না হয় ভগবানের দিকে যেতে বাধ্য।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বকৃত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—যে শক্তি চিৎ ও অচিৎ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উভয় জগতের উপযোগী, তাহার নাম তটস্থা শক্তি। যথা বৃহদারণ্যকে—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।

সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।

সেই তটস্থ-ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব, কখন পর—এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব জড় জগৎ ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট; সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণস্থল।

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থ-ধর্ম্ম বশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত সত্তাবিশেষ। উভয় কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥১১২॥
শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥১১৩॥

অনুবাদ—অচিন্ত্য শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তি সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তি-সকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১১৪॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১১৫॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১১৬॥

(গীতা)

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥১১৭॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥১১৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩। জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণ চেতন এবং জীবও চেতন। উভয়েই চেতন বলিয়া চেতন-ধর্ম্ম বশতঃ জীব ও কৃষ্ণে অভেদ। কিন্তু কৃষ্ণ বিভুচেতন আর জীব অণুচেতন, এখানেই কৃষ্ণে ও জীবে ভেদ। কৃষ্ণ-বৃহদ্‌বস্তু কিন্তু জীব অণুবস্তু। কৃষ্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র কিন্তু জীব কৃষ্ণের অধীন। কৃষ্ণ মায়াধীশ কিন্তু জীব মায়াবশ, এখানেই কৃষ্ণ ও জীবে ভেদ।

শাস্ত্র বলেন—

মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। (চৈঃ চঃ)

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

চিন্ময় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জীব—কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্ম-বশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ। কৃষ্ণসহ জীবের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশু-কিরণ অথবা জ্বলন্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ।

১১২। আদি ৭।১১৯ দ্রষ্টব্য।

অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ।

(ভগবৎসন্দর্ভ)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৪-১১৫। মধ্য ৬।১৫৫-১৫৬ দ্রষ্টব্য।

১১৬। আদি ৭।১১৮ দ্রষ্টব্য।

১১৬। অপরা প্রকৃতি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্যতীত আমার জীবরূপা আর একটি উৎকৃষ্ট-প্রকৃতি বা শক্তি আছে, তাহা জীবশক্তি। মায়াশক্তি জড় বলিয়া জীবশক্তি চৈতন্যত্ব-হেতু মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। অণুচৈতন্য জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ ভোগোন্মুখ হইয়া এই জগৎকে ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

১১৭। অনাদি-বহির্ম্মুখ—চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে জড়-ভোগ-বাসনা উদিত হওয়ায় জীব মায়া-বদ্ধ হয়। জড় জগতেই মায়িক-কালের গণন। সেই কালগণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা হয়।

কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস—জীব এই কথাটী ভুলিয়া বহির্ম্মুখতা বশতঃ ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়ায় মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সংসারে দুঃখ পায়।

১১৮। রাজা যেমন সংশোধনার্থ অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, মায়াদেবীও তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার জন্য সংসারে ক্ষণিক সুখ ও দুঃখ দিয়া থাকেন।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

অনুবাদ—অদ্বিতীয় বস্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য চিন্তা হইতেই জীবের ভয় হয়। ভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীবের মায়িক অভিমান আসে। এজন্য ভাগ্যবান্ জীব গুরুকে ঈশ্বর ও প্রিয় জানিয়া তদানুগত্যে অনন্যভক্তির সহিত পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥১২০॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১২১॥
(গীতা)

অনুবাদ—এই ত্রিগুণময়ী মায়া কেহ জয় করিতে পারে না। যিনি ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, তিনিই কেবল এই মায়া জয় করিতে পারেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥১২২॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান॥১২৩॥
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য—সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥১২৪॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥১২৫॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবানন্দ-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ-সেবা করে, কৃষ্ণরস আস্বাদন॥১২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১২২। জীবা এব ভগবন্তং কৃষ্ণং ভজন্তু কিং শাস্ত্র-সাধুকৃপয়া ইত্যত আহ 'মায়ামুগ্ধ' ইতি। মায়ামুগ্ধত্বেন জীবানাং স্বতঃ ভগবজ্‌জ্ঞানং নাস্তি। অতস্তত্র তৎকৃপাপেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। ১২৩। নন্থ সর্ব্বেশ্বরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ কথং মায়ামোহনং সহতে তথা সতি তস্য কৃপালুতা-হানি স্তত্রাহ 'জীবের' ইতি সার্দ্ধেকেন। অয়ম্ভাবঃ সর্ব্বেশ্বরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদি-ভক্তায়াং মায়ায়াং দাক্ষিণ্যং ত্যক্তুং ন শক্নোতি তথাপি কৃপয়া জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্ শাস্ত্রাদিদ্বারেণাত্মানমুপদিশতি তেন চ জীবানাং তৎসাম্মুখ্যং ভবেৎ অতো ন তস্য কৃপালুতাহানিঃ। ১২৪। শ্রীকৃষ্ণভজনাৎ মায়াদুঃখং নিবর্ত্ততে ইতি যদুক্তং তদেব বিশদয়তি 'বেদশাস্ত্র' ইত্যাদিনা। 'প্রাপ্যের সাধন' কৃষ্ণপ্রাপ্তের্ভক্তিরেব সাধনমিত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২০। সাধু-গুরুর শ্রীমুখে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিয়া যদি কোন জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় অর্থাৎ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করে, তাহা হইলে সে সংসার-দুঃখ হইতে নিস্তার পায় এবং মায়া তাহাকে সংসার-কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন।

১২২-১২৩। আমি কৃষ্ণসেবক—এই জ্ঞান ও স্মৃতি মায়া-বদ্ধ জীবের নাই। তাই করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামিরূপে জীবকে নিজ তত্ত্ব জানান।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তখন গুরুমুখে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিয়া 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা এবং আমি কৃষ্ণের সেবক'—এই দিব্যজ্ঞান উদিত হয়।

১২৪-১২৬। বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা আছে। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণে প্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এই কৃষ্ণ-প্রেমই পরমপুরুষার্থ ও মহাধন বা অক্ষয়ধন। প্রেম হইলেই কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ লাভ হয়। তখন জীব কৃষ্ণ-সেবাসুখ পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে পারে।

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥১২৭॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥১২৮॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥১২৯॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ—সম্বন্ধ ॥১৩০॥
বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥১৩১॥
'এস্থানে আছে ধন' বলি' যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল-বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥১৩২॥
পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে—ধনে হাত না পড়য় ॥১৩৩॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥১৩৪॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥১৩৫॥

ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥১৩৬॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥১৩৭॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩৮॥
(ভাঃ ১১।১৪।২১)

অনুবাদ—সাধুদিগের প্রিয় আমি (ভগবান্) শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই লভ্য হই। ভক্তি মন্নিষ্ঠ চণ্ডালকেও জন্ম-দোষ হইতে পবিত্র করে।

অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥১৩৯॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥১৪০॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥১৪১॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥১৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৭-১৩০। কোন ধনীর পুত্র পিতৃধনের সন্ধান না পাইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িলে কোন সর্ব্বজ্ঞ (জ্যোতিষী বা গণক) আসিয়া যেমন তাহাকে পিতৃধনের সন্ধান দিয়া তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করেন, বেদ-পুরাণও তদ্রূপ দুঃখী জীবকে কৃষ্ণের সন্ধান দিয়া সুখী করিয়া থাকেন।

১৩১-১৩৬। সর্ব্বজ্ঞ সেই দরিদ্রকে ধন-প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বলেন যে—তোমার ঘরেই পিতৃধন পোঁতা আছে। কিন্তু দক্ষিণে খুদিবে না, কারণ সেখানে ভীমরুল-বরুলী আছে। পশ্চিমে খুদিলে যক্ষ তোমাকে বিপন্ন করিবে। উত্তরে খুদিলে অজগর-সর্প তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু পূর্ব্বদিকে অল্প খুঁড়িলেই তুমি পিতৃধন পাইতে পারিবে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রও তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যোগ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে ভক্তি করিতে বলিয়াছেন। কারণ ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ বশীভূত হন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

১৩৭। আদি ১৭।৭৬ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। শাস্ত্রদ্বারা জানা যায়—ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এইজন্য সমস্ত শাস্ত্র ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়াছেন।

১৪০-১৪১। ধন পাইলে যেমন দরিদ্রের সুখ লাভ হয় এবং তৎফলে দুঃখ আপনা হইতেই দূর হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম হইলে জীব মায়ার হাত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পায়। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলেই ভবনাশ হয় কিন্তু তৎপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তি-প্রভাবে জীবের ভবক্ষয় মাত্র হইয়া থাকে।

বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥১৪৩॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥১৪৪॥

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥১৪৫॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—পুরাণ ও আগম তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য প্রধান বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥১৪৬॥

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥১৪৭॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥১৪৮॥
(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

অনুবাদ—বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে, বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।

আমি বলিতেছি—আমাকেই বেদ-বচন-সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমি সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়া-মাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করতঃ বিচারাদি হইতে নিবৃত্ত হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥১৪৯॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি-শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥১৫০॥
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্ ॥১৫১॥
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫২॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥১৫৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৪। সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় জীবের সম্বন্ধজ্ঞান বা কৃষ্ণজ্ঞান হইলে আনুষঙ্গিকভাবেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

১৫০। বৈকুণ্ঠাদি ধাম স্বরূপশক্তির কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহ মায়াশক্তির পরিণতি। কৃষ্ণই স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি প্রভৃতির সমাশ্রয়।

১৫১। আদি ২।৯৫ দ্রষ্টব্য।

১৫২-১৫৩। ব্রজবিহারী নন্দনন্দন কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। এই বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণ অনাদি এবং বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ ও নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদিরও আদি অর্থাৎ মূল কারণ, সর্ব্ব-অংশী, অবতারী, নিত্যকিশোর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া পরমেশ্বর, মহা-ভগবান্, মহা-হরি, মূল-নারায়ণ বা মূল-বাসুদেব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অদ্বয়জ্ঞান—অদ্বয় অর্থে অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ।

অদ্বয়ম্—অসমাধিকম্। (ভাঃ ১।১।১১ শ্রীমধ্বভাষ্য)

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভু বলেন—"অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ।

অতএব স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতঃ-সিদ্ধ অনাদি স্বয়ং-ভগবান্ পরমেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অদ্বয়তত্ত্ব অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। বাসুদেব ও নারায়ণ-রামাদি কেহই কৃষ্ণের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কৃষ্ণের প্রকাশ, কেহ বিলাস এবং কেহ তাঁহার অংশ বা কলা।

সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

সৎ অর্থে নিত্য, সত্য, চিরস্থায়ী। (শব্দসার)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৫৪॥

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ অপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥১৫৫॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৫৬॥

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥১৫৭॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১৫৮॥

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥১৫৯॥

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৬০॥

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥১৬১॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥১৬২॥
(ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অনুবাদ—অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥১৬৩॥
(গীতা)

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥১৬৪॥

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥১৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৫৭। 'কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত' ইতি যদুক্তং তত্র তস্য স্বরূপং বিচার্য্য তস্য স্বরূপান্তরং বিচারয়তি 'জ্ঞান' ইত্যাদি। অত্র জ্ঞানাদয় এব তত্তদ্রূপ-প্রকাশে কারণমিতি জ্ঞেয়ং। তত্র জ্ঞানিনাং ব্রহ্মস্বরূপেণ যোগিনাং পরমাত্মস্বরূপেণ ভক্তানাং ভগবৎস্বরূপেণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চিৎ অর্থে জ্ঞান, চৈতন্য।
সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—শ্রুতি।
অসমোর্দ্ধবস্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিতে অদ্বিতীয় চিদ্‌বস্তু।

অচিৎ অর্থে অজ্ঞান, মায়িক, জড়। অতএব অদ্বিতীয়-জ্ঞানময় বাস্তববস্তু বা অসমোর্দ্ধ মায়াতীত বৃহৎ-চৈতন্য-বস্তু যশোদানন্দন কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

১৫৪। আদি ২।১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৫৫। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ। তাঁহার নিত্যধাম গোলোক সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

১৫৬। আদি ২।৬৭ দ্রষ্টব্য।

১৫৭। যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাঁহারা অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্‌গত

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পরমাত্মা উদিত হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি দ্বারা পরম তত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে দর্শন করেন।
(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৫৮। আদি ২।১১ দ্রষ্টব্য।

১৫৯। শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ।

১৬০। আদি ২।১৪ দ্রষ্টব্য।

১৬১। পরমাত্মা (অন্তর্যামী) স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণ পরমাত্মারও আত্মা বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
অবতংস—শ্রেষ্ঠ।

১৬৩। আদি ২।২০ দ্রষ্টব্য।

১৬৪। ভক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপ উপলব্ধি হয়। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তাহা হয় না।

১৬৫। কৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ থাকিলেও কৃষ্ণ প্রথমে স্বয়ং-রূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ—এই তিনরূপে পরিদৃষ্ট হন।

স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥১৬৬॥
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥১৬৭॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
বৈভবপ্রকাশ—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥১৬৮॥
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥১৬৯॥

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥১৭০॥

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাব-বেশ-ভেদে নাম বৈভবপ্রকাশে ॥১৭১॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে নাম-বিভেদ ॥১৭২॥

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়স্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥১৭৩॥

(ভাঃ ১০।৪০।৭)

অনুবাদ—কেহ কেহ শৈবমন্ত্র ত্যাগ করিয়া পঞ্চরাত্র-বিধিমতে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনার উপাসনা করেন।

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব কৃষ্ণের সমান ॥১৭৪॥
বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥১৭৫॥
যে-কালে দ্বিভুজ, নাম বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম প্রাভববিলাস ॥১৭৬॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥১৭৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৭২। অনন্ত ইতি। অত্র মূর্ত্তিপদেন শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্তিমূর্ত্তিমতোরভিন্নত্বাৎ মূর্ত্তিমত্তত্ত্বমেব লক্ষ্যম্। অন্যথা চতুর্ভুজাদৌ মূর্ত্তিভেদেন প্রকাশতা ন স্যাৎ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। ব্রজে গোপমূর্ত্তি নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। স্বয়ং-মূর্ত্তি দ্বিবিধ—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ।

স্বয়ংরূপ—[শ্রীরূপপ্রভুকৃত লঘু-ভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ডে ১২ শ্লোক]—অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।

কৃষ্ণের যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না, সেই স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণরূপই স্বয়ংরূপ।

১৬৭। স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। রাসে কৃষ্ণ যে বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই কৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ। বসুদেবনন্দন দ্বিভুজ বাসুদেব ও গোপ-অভিমানী বলরাম নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। প্রাভব-প্রকাশ একমাত্র ব্রজেই বিরাজিত।

১৬৮। মহিষীবিবাহে কৃষ্ণ দ্বারকায় যে বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ, ন তু প্রাভব-প্রকাশ। ১৭১ পয়ার তাহার প্রমাণ।

১৬৯। কৃষ্ণের এই বহুমূর্ত্তি-প্রকাশ সৌভরী ঋষির ন্যায় যোগবলে কায়ব্যূহ-প্রকাশের ন্যায় নহে। কারণ যোগ-মার্গের কায়ব্যূহ দেখিয়া নারদের বিস্ময় হয় না।

১৭০। আদি ১।৭৪ দ্রষ্টব্য।

১৭২। কৃষ্ণের সকল মূর্ত্তিই অভিন্ন, তবে আকার-বর্ণাদি-ভেদে তাঁদের পৃথক্ নাম হয়।

১৭৪। শ্রীবলরাম—শ্বেতবর্ণ। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বর্ণ অর্থাৎ রংএর ভেদ আছে। এইজন্য তিনি কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ।

১৭৫-১৭৬। দ্বিভুজ দেবকীনন্দনের ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশ। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার ভাব ও বেশের ভেদ থাকায় তিনি কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। কিন্তু তিনি যখন চতুর্ভুজ হন তখন তাঁহাকে প্রাভব-বিলাস বলা হয়।

১৭৭। স্বয়ংরূপ যশোদানন্দন কৃষ্ণের গোপবেশ ও গোপ-অভিমান আর দেবকীনন্দন বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ ও ক্ষত্রিয়-অভিমান।

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহাঁ অধিক উল্লাস ॥১৭৮॥

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥১৭৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৮। বসুদেবনন্দন বাসুদেব অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ-চতুষ্টয় স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণে অধিকরূপে প্রকাশিত।

জগদ্‌গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ডে ২৮৫-২৮৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্য-ক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ॥

তত্র ঐশ্বর্য্যস্য—

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥
যত্র পদ্মভবরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ।
দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ ॥

যথা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শ্রীনারদবাক্য—

যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া ॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে ধৃতিতাস্তদা ॥

ক্রীড়ায়াঃ যথা পাদ্মে—

চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা ॥

বৃহদ্বামনে—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥

বেণোর্যথা—

যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি ॥
চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দময়য়োঃ।
ভবেদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে ॥
মোহনঃ কোঽপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ভুতঃ পরঃ।
শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুক্ত্বা যত্রামুহ্যন্ শিবাদয়ঃ ॥

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৩৫।১৪-১৫)—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি! যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥
একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঈরিতা।
মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরেব মহাদ্ভুতা ॥

শ্রীবিগ্রহস্য যথা—

অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥

যথা তন্ত্রে—

কন্দর্প-কোট্যর্ব্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে ॥

শ্রীদশমে চ (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ এই চারিপ্রকার মাধুরী ব্রজেই বিরাজিত। তন্মধ্যে **মধুর-ঐশ্বর্য্য** যথা—পূর্ব্বে কোন স্থানেও যাহা শ্রবণ করা যায় নাই, তাদৃশ সুমধুর ঐশ্বর্য্যরাশিকর্ত্তৃক সেব্যমান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দধাম সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন, যে ব্রজে ব্রহ্মা-রুদ্রাদিদেবগণকর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে স্তূয়মান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা-কটাক্ষও করেন না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদবাক্য যথা—

হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই, তাহাদিগকে কিন্তু তুমি নব্যবাল্যলীলা দ্বারা নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি যদি মিত্রবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে একবার ভ্রূভঙ্গী কর, তাহা হইলে আকাশস্থিত ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতারা

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥১৮০॥

(ললিতমাধবে)

উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমিচ্ছতি ॥১৮১॥

অনুবাদ—হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের অদ্ভুতমাধুরী-পরিমলযুক্ত গোপলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলি-কুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দর্শন করতঃ ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৮২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভয়ে কম্পমান হইতে থাকেন।

ক্রীড়ামাধুর্য্য যথা পদ্মপুরাণে—যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার লীলাই অদ্ভুত, তন্মধ্যে আবার গোপ ও গোপীগণের সহিত তাঁহার লীলা সর্ব্বাপেক্ষা অতি মনোহর।

বৃহদ্বামনপুরাণে যথা—সম্প্রতি আমার নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে যে আমার মন কিরূপ ভাবাপন্ন হয়, তাহা জানি না।

বেণু-মাধুর্য্য যথা—সর্ব্বলোকে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনে বীণা প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাদের (ধ্বনির) যতপ্রকার মাধুরী বিদ্যমান, সে সমস্তই নন্দনন্দনের বংশীনাদের একটি পরমাণুতে নিমগ্ন হইয়া যায়। যে মোহন বেণু ধ্বনিত হইলে স্থাবর ও জঙ্গম জীববৃন্দ সান্দ্র (নিবিড়) পরমানন্দে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ স্থাবরের জঙ্গমত্ব ও জঙ্গমের স্থাবরত্বাদিরূপ গুণের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, সেই বেণুধ্বনি শ্রুত হইলে শিব ও ব্রহ্মাদিদেবগণও একি কোন মোহনযন্ত্র অথবা একি কোন এক পরমাদ্ভুত পদার্থ এইপ্রকার বলিয়া মোহিত হইয়া থাকেন।

যথা দশমস্কন্ধে—হে সতি (যশোদে)! বিবিধগোপক্রীড়ায় নিপুণ তোমার পুত্র যখন বিম্ব (তেলাকুচা) -সদৃশ রক্তিম অধরে বেণুসংযোগপূর্ব্বক বেণুবাদ্যবিষয়ে স্বরচিত স্বরজাতি উন্নয়ন (আলাপ) করিতে থাকেন, তখন ঐসকল স্বরালাপ শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত গীতধ্বনির দিকে কন্ধর ও চিত্ত আনত করতঃ ইন্দ্র, শিব,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও স্বরালাপের তত্ত্বনিশ্চয়ে অসামর্থ্যহেতু মোহিত হইয়া থাকেন। দশমস্কন্ধের একবিংশ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে এই বেণুরই মহাদ্ভুত মাধুরী ব্রজদেবীগণ স্তবের মতন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ-মাধুর্য্য যথা—অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যতরঙ্গের অক্ষয় বারিধিস্বরূপ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণীসকল উল্লাস-যুক্ত হইয়া থাকে।

তন্ত্রে যথা—কোটি অর্ব্বুদ কন্দর্পের রূপ ও শোভা কর্ত্তৃক যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চল নির্ম্মঞ্জনীয় এবং দেবকীনন্দনেও যাঁহার ন্যায় রমণীয় কান্তির বিষয় কুত্রাপি দেখা ও শুনা যায় না, আমি সেই নন্দনন্দনের পরমধ্যানবিধি বলিব।

দশমস্কন্ধে ব্রজদেবীগণ সেইরূপই বলিয়াছেন, যথা—যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগ প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে, মধুরপদযুক্ত তোমার সেই বেণুগীতদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এবং ত্রিলোকসুন্দর এই দিব্যরূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক-মধ্যে এমন কোন্ সাধ্বী স্ত্রী আছে যে স্বধর্ম্ম (পাতিব্রত্য) হইতে বিচলিত না হয়?

প্রশ্ন—মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য কাহাকে বলে?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা গ্রন্থে ২য় প্রকাশ ৩-৪ সংখ্যায় বলিয়াছেন—

মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্। যথা পূতনা-প্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচূষণ-

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাব-বেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর ॥১৮৩॥

তদেকাত্মরূপে বিলাস, স্বাংশ—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদ বিবিধ বিভেদ ॥১৮৪॥

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদ অনন্ত প্রকার ॥১৮৫॥

প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ মুখ্য চারিজন ॥১৮৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

লক্ষণনরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটস্ফোটনেঽপ্যতি-সুকুমারচরণত্রৈমাসিক্যোত্তানশায়িবাললীলত্বম্। মহাদীর্ঘ-দামাশক্যবন্ধত্বেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্মা-বলদেবাদি-মোহনেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্। তথা ঐশ্বর্য্যসত্ত্ব এব তস্যাদ্যোতনে দধিপয়শ্চৌর্য্যং গোপস্ত্রী-লাম্পট্যাদিকম্। ঐশ্বর্য্যরহিতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমেব মাধুর্য্যমিত্যুক্তেঃ ক্রীড়াচপলপ্রাকৃতনরবালকেষ্বপি মৌগ্ধ্যং মাধুর্য্যমিতি তথা ন নির্ব্বাচ্যম্।

মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশেই হউক বা অপ্রকাশেই হউক, যদি নরলীলানুরূপ ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহাকেই মাধুর্য্য বলে। তাহার উদাহরণ যথা—যখনই পুতনা-রাক্ষসীর প্রাণ-হরণ-কার্য্যটি সম্পাদিত হইতেছে, সেই সময়েও শ্রীকৃষ্ণের তাহার স্তন্য-পান-লক্ষণ মনুষ্য-বালকের অনুরূপ ভাবটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেক্ষণেই মহাকঠোর শকট স্ফুটিত হইতেছে, সেইক্ষণেও শ্রীকৃষ্ণের অতি সুকোমল চরণকমল-বিশিষ্ট উত্তানভাবে শয়নকারী তিন-মাস-মাত্র-বয়স্ক নরশিশুর ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যখনই শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইতেছেন না, তখনও তাঁহার মাতা হইতে ভীতিজনিত বিক্লবতা দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা ও শ্রীবলদেব প্রভৃতির মোহনাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসচারণলীলা; আবার ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও তাহার অপ্রকাশ-অবস্থায় দধিদুগ্ধ-চৌর্য্য এবং গোপরমণী-লাম্পট্য প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রকাশ পাইয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-রহিত কেবলমাত্র মনুষ্যলীলার অনুরূপ মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকের মুগ্ধতাকেও মাধুর্য্য বলিতে হয়। অতএব মাধুর্য্যের এ প্রকার লক্ষণ করা উচিত নহে।

ঐশ্বর্য্যস্তু নরলীলত্বস্যানপেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যথা মাতাপিতরৌ প্রতি ঐশ্বর্য্যং দর্শয়িত্বা—এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম-স্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে। ইত্যুক্তম্। যথা—অর্জ্জুনং প্রতি 'পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্' ইত্যুক্ত্বা ঐশ্বর্য্যং দর্শিতম্। ব্রজেঽপি ব্রহ্মাণং প্রতি মঞ্জুমহিমদর্শনে পরঃসহস্রচতুর্ভুজত্বাদিকমপীতি।

নরলীলাগত ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভাবের আবিষ্করণকে ঐশ্বর্য্য বলে। তাহার উদাহরণ যথা—পিতামাতা শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী দেবীকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি তোমাদিগকে এই যে আমার চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলাম, ইহা কেবল আমার পূর্ব্বতন জন্ম তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। অন্যথা মানবচিহ্ন দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয় না।' আবার যেমন অর্জ্জুনকে 'আমার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রূপ দর্শন কর' এই কথা বলিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনেও স্বীয় মঞ্জু-মহিমা-প্রদর্শন-কালে ব্রহ্মাকে সহস্র সহস্র চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

১৭৯। গোবিন্দের মাধুর্য্যে বাসুদেব পর্য্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন।

১৮২। আদি ৪।১৪৬ দ্রষ্টব্য।

১৮৩। তদেকাত্মরূপ—লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৪ শ্লোক—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥

যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদরূপে বিরাজমান কিন্তু ভাব, বেশ ও আকৃতি দ্বারা ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলে।

১৮৪। তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ—বিলাস ও স্বাংশ।

১৮৫। বিলাস আবার দ্বিবিধ—প্রাভববিলাস ও বৈভব-বিলাস।

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে বিলাস তাঁর নাম ॥১৮৭॥
বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥১৮৮॥
আদি-চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ ॥১৮৯॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥১৯০॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভববিলাস ॥১৯১॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥১৯২॥
তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥১৯৩॥
চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥১৯৪॥
চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥১৯৫॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৯৬॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥
দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥১৯৮॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥১৯৯॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥২০০॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা-দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥২০১॥
দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥২০২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৬। প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিজন। এই আদি চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-মথুরায় বিরাজমান। বৈকুণ্ঠস্থ ২য় চতুর্ব্যূহ—কৃষ্ণের বৈভববিলাস।

১৮৭। ব্রজে বৈভবপ্রকাশ বলরামের গোপভাব ও গোপবেশ। আর দ্বারকায় এই বলরামেরই ক্ষত্রিয়-ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশ। দ্বারকায় বলরামের বর্ণ ও বেশ ভেদ থাকায় তাঁহাকে প্রাভববিলাস বলে।

১৮৮। একই বলদেব ব্রজে গোপভাবান্বিত হইয়া বৈভব-প্রকাশ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মথুরা-দ্বারকা-পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবান্বিত হইয়া প্রাভববিলাস নামে অভিহিত।

১৮৯। মথুরা-দ্বারকার আদি-চতুর্ব্যূহই বৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণের মূল। প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্যূহ দ্বিভুজ কিন্তু বৈভববিলাস দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চতুর্ভুজ। (চৈঃ চঃ ম ২০।২২৪।২২৫)

১৯০। কৃষ্ণের প্রাভববিলাস আদি চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-মথুরায় নিত্য বিরাজিত।

১৯১। এই প্রাভববিলাস আদি চতুর্ব্যূহ হইতে অস্ত্র-ভেদে চব্বিশমূর্ত্তিরূপে বৈভব-বিলাস প্রকাশিত।

১৯২-১৯৩। গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণই চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণ পুনরায় দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশিত।

১৯৪-২০৭। কৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেবাদি প্রাভব-বিলাস হইতে প্রকাশিত যে ২৪ মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভববিলাস নামে অভিহিত, তাহা এই—

বৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—৪ মূর্ত্তি। আদি চতুর্ব্যূহ চারিজন প্রাভববিলাসের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া কেশবাদি ১২ মূর্ত্তি। পুনরায় ঐ চারি প্রাভববিলাসের

এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন।
তাঁ সবার নাম কহি, শুন সনাতন ॥২০৩॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র—অষ্টজন ॥২০৪॥
বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন ॥২০৫॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুইজন ॥২০৬॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভবের বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥২০৭॥
ইঁহার মধ্যে যাঁহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥২০৮॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥২০৯॥
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥২১০॥
ইঁহা-সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোম-ধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥২১১॥
যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥২১২॥
পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥২১৩॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধপ্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥১১৪॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—জগন্নাথ নাম ॥২১৫॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥২১৬॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥২১৭॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার পরকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥২১৮॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥২১৯॥
ইঁহার মধ্যে কারো হয় অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥২২০॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন সনাতন ॥২২১॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥২২২॥
সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তা'র মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ ॥২২৩॥
বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্মধর।
সঙ্কর্ষণ—গদাশঙ্খপদ্মচক্রকর ॥২২৪॥
প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খগদাপদ্মধর।
অনিরুদ্ধ—চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥২২৫॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তার মত কহি, যে-সব অস্ত্রকর ॥২২৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দুই দুই মূর্ত্তি করিয়া পুরুষোত্তমাদি আরও অষ্টমূর্ত্তি—একুনে ২৪ মূর্ত্তি।

২১০। কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি এবং পুরুষোত্তমাদি অষ্ট-মূর্ত্তি এই ২০ মূর্ত্তি দ্বারকাস্থ প্রাভববিলাস বাসুদেবাদি চারিজনের বিলাস অর্থাৎ বৈভববিলাস।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২১৩। নারায়ণ পরব্যোমেই নিত্যকাল থাকেন। এই পরব্যোমের উপরে কৃষ্ণলোক অবস্থিত।

২১৪। কৃষ্ণলোক আবার ত্রিবিধ—গোকুল (ব্রজ), মথুরা ও দ্বারকা।

শ্রীকেশব—পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর।
নারায়ণ—শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর ॥২২৭॥
শ্রীমাধব—গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর।
শ্রীগোবিন্দ—চক্রগদাপদ্মশঙ্খধর ॥২২৮॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদাপদ্মশঙ্খচক্রকর।
মধুসূদন—চক্রশঙ্খপদ্মগদাধর ॥২২৯॥
ত্রিবিক্রম—পদ্মগদাচক্রশঙ্খকর।
শ্রীবামন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥২৩০॥
শ্রীধর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খকর।
হৃষীকেশ—গদাচক্রপদ্মশঙ্খধর ॥২৩১॥
পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্মচক্রগদাকর।
দামোদর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খধর ॥২৩২॥
পুরুষোত্তম—চক্রপদ্মশঙ্খগদাধর।
শ্রীঅচ্যুত—গদাপদ্মচক্রশঙ্খধর ॥২৩৩॥
শ্রীনৃসিংহ—চক্রপদ্মগদাশঙ্খধর।
জনার্দ্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদাকর ॥২৩৪॥
শ্রীহরি—শঙ্খচক্রপদ্মগদাকর।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খগদাপদ্মচক্রকর ॥২৩৫॥
অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্রকর।
উপেন্দ্র—শঙ্খগদাচক্রপদ্মকর ॥২৩৬॥
হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥২৩৭॥

কেশব-ভেদে পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর।
মাধব-ভেদে চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥২৩৮॥
নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥২৩৯॥
স্বয়ং-ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪০॥
পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥২৪১॥

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥২৪২॥
(লঘুভাগবতামৃত)

অনুবাদ—বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা—এই নয় জন।

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলু বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥২৪৩॥
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—লীলাবতার ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর ॥২৪৫॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥২৪৬॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৪০। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্ ও লীলা-পুরুষোত্তম। কিন্তু বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্ বা লীলা-পুরুষোত্তম নহেন পরন্তু তিনি—ভগবান্ ও পুরুষোত্তম।

২৪২। অত্র ব্রহ্মা তু হরিঃ। (লঘুভাগবতামৃত ১৯৭)

২৪৩-২৪৪। সঙ্কর্ষণ ও মৎস্যাদি—এই দুই স্বাংশ। এখানে সঙ্কর্ষণ বলিতে মহা-সঙ্কর্ষণাংশ পুরুষাবতার।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে ১।১৬

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্লোকে জানাইয়াছেন—

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥

শ্রীবলদেব টীকা—যো বিলাসশক্তিতোঽপি ন্যূনাং শক্তিং ব্যনক্তি প্রকাশয়তি, স স্বাংশ ইত্যর্থঃ।

২৪৫-২৪৬। **পুরুষাবতার**—বৈকুণ্ঠস্থ মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশিত কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদক-শায়ী—এই তিন মূর্ত্তি।

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥২৪৮॥

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥২৪৯॥
(ভাঃ ১।৩।২৬)

অনুবাদ—হে দ্বিজসকল, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরির অবতার—অসংখ্য।

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥২৫০॥

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥২৫১॥

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥২৫২॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্ত-অধিষ্ঠাতা ॥২৫৩॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥২৫৪॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥২৫৫॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥২৫৬॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥২৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৫০-২৫২। সৃষ্ট্যর্থং শ্রীসঙ্কর্ষণ এব পুরুষরূপেণ অবতরতি ইতি প্রথমং পুরুষতত্ত্বং বক্তুমাদৌ তত্র অন্যকর্তৃত্বাশঙ্কাং নিরসয়ন্ তস্যৈব তৎকর্তৃত্বং দর্শয়তি 'অনন্ত' ইত্যাদিনা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

লীলাবতার—মৎস্য-কূর্ম্মাদি।

গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মূর্ত্তি।

মন্বন্তরাবতার—যজ্ঞ, বিভু, অজিত প্রভৃতি।

যুগাবতার—(১) সত্যে শুক্ল (ভাঃ ১১।৫।২১), (২) ত্রেতায় রক্ত (ভাঃ ১১।৫।২৪), (৩) দ্বাপরে শ্যাম (ভাঃ ১১।৫।২৭), (৪) সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং বিশেষ-কলিতে পীতবর্ণ (ভাঃ ১১।৫।৩২ ও ১০।৮।১৩)।

শক্ত্যাবেশাবতার—১। বৈকুণ্ঠস্থ শেষ (স্ব-সেবন-শক্তি), ২। অনন্ত (ভূধারণ-শক্তি), ৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), ৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি), ৫। নারদ (ভক্তিশক্তি), ৬। পৃথু (পালন-শক্তি), ৭। পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি), এই সপ্ত মূর্ত্তি। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৬৭-৩৭০)

২৪৮। শাখাচন্দ্র-ন্যায়—শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক চন্দ্র দেখানোর মত যৎকিঞ্চিৎ বলা।

কৃষ্ণের অবতার দশটি মাত্র নয়। কৃষ্ণের অনন্ত অবতার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আছে, তাহা শাখাচন্দ্রন্যায়ে কিঞ্চিৎ বলিলাম।

২৫১। আদি ৫।৭৭ দ্রষ্টব্য।

২৫২। কৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিন শক্তি প্রধান।

২৫৩-২৫৭। যশোদানন্দন কৃষ্ণ—ইচ্ছাশক্তি-প্রধান। কৃষ্ণে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য। তাই তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হয়। দেবকীনন্দন বাসুদেব—জ্ঞানশক্তি-প্রধান। তাঁহাতে জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য। বলরাম-সঙ্কর্ষণ—ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। তাঁহাতে ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য। এই তিনের ঐ তিনটি শক্তি লইয়াই প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠাদি-ধাম নিত্য ও অসৃজ্য হইলেও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তির দ্বারা চিচ্ছক্তি-বিলাস গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করিয়াছেন।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥২৫৮॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—গোকুলাখ্য শ্রেষ্ঠধাম সহস্রদল-পদ্মতুল্য; তাহার কর্ণিকারাদি সমস্তই অনন্তের অংশ।

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ॥২৫৯॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥২৬০॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥২৬১॥

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥

(১০।৪৬।৩১)

অনুবাদ—এই রাম-কৃষ্ণ বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান-স্বরূপ। তাঁহারা অন্তর্যামীরূপে সমস্ত ভূতে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবগণকে চালিত করেন।

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥২৬৩॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥২৬৪॥
সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥২৬৫॥

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥২৬৬॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎকারণ॥২৬৮॥
কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥২৬৯॥

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

(ভাঃ ২।৯।১০)

অনুবাদ—বৈকুণ্ঠে সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ অথবা কালবিক্রম নাই এবং সেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই। সেখানে শ্রীহরির পার্ষদ-ভক্তগণ বাস করেন।

মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত-হেতু, বিশ্বের উপাদান—প্রধান॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥২৭২॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীব-রূপ বীজ তাতে কৈলা সমর্পণ॥২৭৩॥

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥২৭৪॥

(ভাঃ ৩।২৬।১৯)

অনুবাদ—অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি নিজাংশস্বরূপ প্রথম-পুরুষাবতার দ্বারা দৈবাৎ-ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় জীবরূপ বীর্য্য স্থাপন করেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

হিরণ্ময়ং—প্রকাশবহুলং (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৫৮। মহৎপদং মহাবৈকুণ্ঠস্বরূপমিত্যর্থং। তদ্ধাম তস্য কমলস্য কর্ণিকারে তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ধাম গৃহমিত্যর্থঃ। 'তদনন্তাংশসম্ভবং' অনন্তোঽংশো যস্য তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাৎ সম্ভবো যস্য তৎ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৬। আদি ৫।৮৪ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৭। আদি ৫।৮৬ দ্রষ্টব্য।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥২৭৫॥
(ভাঃ ৩।৫।২৬)

অনুবাদ—কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষোভিতা) মায়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আদি-পুরুষাবতার দ্বারা বীর্য্য (চিৎ-পরমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি) আধান করিয়াছিলেন।

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥২৭৬॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥২৭৭॥
ঈহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥২৭৮॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥২৭৯॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব মায়া-পার ॥২৮০॥

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২৮১॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ঈহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥২৮২॥
এইত কহিলু প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥২৮৩॥
সেই পুরুষ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া ॥২৮৪॥
প্রবেশ করিয়া দেখে, সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥২৮৫॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥২৮৬॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥২৮৭॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হৈয়া সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥২৮৮॥
বিষ্ণু-রূপ হৈয়া করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥২৮৯॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥২৯০॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥২৯১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৭৮। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আদি পুরুষাবতারের নাম—মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত। (অনুভাষ্য)

২৮১। আদি ৫।৭১ দ্রষ্টব্য।

২৮২। প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী-মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এবং অন্তর্যামী অর্থাৎ নিয়ামক।

২৮৩-২৮৮। প্রথম-পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী-মহাবিষ্ণু অচিন্ত্য-শক্তিবলে অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতঃ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর এই দ্বিতীয়-পুরুষাবতার নিজাঙ্গস্বেদজলে অর্থাৎ নিজ-অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া সেই

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়া ভগবৎ-শক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।

২৮৯। দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ীই ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। এই বিষ্ণু গুণাতীত ও মায়াতীত বলিয়া মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

২৯০। দ্বিতীয়-পুরুষাবতারই রুদ্র বা শিবে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা জগতের সংহারকার্য্য করেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়।

২৯১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন গুণাবতার। তন্মধ্যে বিষ্ণু সাক্ষাৎ ভগবান্ কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব জীবতত্ত্ব। ভগবান্ ব্যতীত কাহারও কিছু করার সামর্থ্য নাই।

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি' বেদে যাঁরে গাই ॥২৯২॥
এই দ্বিতীয়-পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয়, তবু মায়া-পার ॥২৯৩॥
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥২৯৪॥
বিরাট্-ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা, স্বামী ॥২৯৫॥
পুরুষাবতারের এই কৈলু নিরূপণ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥২৯৬॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥২৯৭॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা যাঁর না যায় গণন ॥২৯৮॥

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥২৯৯॥

(ভাঃ ১০।২।৪০)

অনুবাদ—হে যদূত্তম, তুমি মৎস্য, হয়গ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদি বিবিধ অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে প্রতিপালন করিয়া থাক; তোমাকে বন্দনা করি; হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন হরণ কর।

লীলাবতারের কৈলু দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥৩০০॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব – তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥৩০১॥
ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥৩০২॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥৩০৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) ও সংহার সবই করিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি ব্যতীত পালন ও সংহার করিতে পারেন না। শিব কেবলমাত্র সংহার করিতে পারেন কিন্তু পালন ও সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রহ্মা ও শিবের স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই, তাঁহারা ভগবানের নিকট শক্তি লাভ করিয়াই সৃষ্টি ও সংহার করিতে সমর্থ হন।

শাস্ত্র বলেন—

পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্ত্তা ন কর্ত্তা ত্বং কর্ত্তা যস্ত সদা প্রভুঃ ॥

(মোক্ষধর্ম্মে)

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥

[চৈঃ চঃ]

২৯২-২৯৩। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) বা সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ পরিচালক। এই দ্বিতীয়-পুরুষাবতার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ও অন্তর্যামী এবং মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত।

২৯৪-২৯৫। ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু যুগপৎ তৃতীয়-পুরুষাবতার ও গুণাবতার। ইনি ব্যষ্টি-জীবের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ নিয়ামক বা চালক। এই ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণুই সব জীবের পালনকর্ত্তা ও প্রভু।

২৯৮। মৎস্য, কূর্ম্ম ও বামন প্রভৃতি লীলাবতার।

৩০১-৩০৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইহারা গুণাবতার।

ভক্তিমিশ্রকৃত-পুণ্যবান্ কোন মহত্তম জীবে শক্তি সঞ্চার

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩০৪॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে নিজ-তেজকে কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মা-রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥৩০৫॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥৩০৬॥

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥৩০৭॥

মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥৩০৮॥

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥৩০৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিয়া গর্ভোদকশায়ী-বিষ্ণু সেই ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।

৩০৫। যখন যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, তখন ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মারূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন। তখন সেই ব্রহ্মা ঈশ্বরকোটি মধ্যে পরিগণিত পরন্তু জীবকোটি নহেন।

লঘুভাগবতামৃত (১।৩৪ শ্লোক) বলেন—

ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥
বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে।
তত্র ভুঙ্‌তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্যসম্পদম্ ॥
অতো জীবত্বমৈশ্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

৩০৬। আদি ৫।১৪১ দ্রষ্টব্য।

৩০৭-৩০৮। কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়াছেন, তদ্রূপ কোন কোন শাস্ত্রে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়াছেন। শাস্ত্রে রুদ্রকে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় অনন্তদেব যেমন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ রুদ্রও ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ।

কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ-পূর্ব্বক সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। আবার কোনও কল্পে কোন

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পুণ্যবান্ জীবও রুদ্ররূপে সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। উক্ত দ্বিবিধ সংহারকর্ত্তাকেই গুণাবতার বলা হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ১।৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ক্বচিজ্জীব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥

শ্রীবলদেবটীকা—

"প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥" ইতি মোক্ষ-ধর্ম্মে চ; এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ—ব্রহ্মা-শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এব-মাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপ-যান্তি বৈ ॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে; "একো হ" ইত্যাদি শ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র বিধেরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বর-কোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ, ইতি পরত্র ব্যক্তং ভাবি। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ।

গৌরপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও স্বকৃত শ্রীভাগবতামৃতকণা গ্রন্থে জানাইয়াছেন—তমোগুণেন শিবঃ

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩১০॥

(ব্রহ্মসংহিতায়)

অনুবাদ—বিকারবিশেষ-যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেই-রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ রুদ্রে শক্তি সঞ্চার করিয়া সংহার করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

শিব—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥৩১১॥

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৩১২॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৩)

অনুবাদ—বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥৩১৩॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৫)

অনুবাদ—শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ; তিনি দ্রষ্টা। তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়।

পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা তাতে গুণমায়া-পার ॥৩১৪॥

স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম-প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥৩১৫॥

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩১৬॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

অনুবাদ—দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্ব দীপের ন্যায় সমান-ধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ স্বয়ংই বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা, শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥৩১৭॥

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৩১৮॥

(ভাঃ ২।৬।৩২)

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন—হরির নির্দ্দেশমতই আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব সংহার করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরিই পুরুষরূপে অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে বিশ্বকে পালন করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সংহারকর্ত্তা, ক্বচিৎ কল্পে জীবঃ, ক্বচিৎ কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরপি।

রুদ্র বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব।

লঘুভাগবতামৃত ১।৩৮ ও ৪২ শ্লোকে বলেন—রুদ্র দশবাহু, পঞ্চবদন এবং প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নয়ন।

কোন কল্পে ব্রহ্মার ললাট হইতে, কোন কল্পে বা নারায়ণের ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পান্তে সংকর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরুদ্র উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

শিব—মায়া-শক্তিসঙ্গী জীবতত্ত্ব কিন্তু বিষ্ণু মায়াতীত, গুণাতীত ঈশ্বর-তত্ত্ব।

৩১৪-৩১৫। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু স্বাংশ অর্থাৎ ঈশ্বর। এই

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণু—কৃষ্ণের অংশ আর কৃষ্ণ তাঁহার অংশী।

৩১৭। বিষ্ণু—কৃষ্ণের অভিন্ন-মূর্ত্তি। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব শ্রীহরির আজ্ঞা-পালনকারী ভক্ততত্ত্ব বা বশ্যতত্ত্ব।

আজ্ঞাকারী—আজ্ঞাবহ, আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞয়া কর্ম্ম-কারী। (শব্দকল্পদ্রুম)

'অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং।' [ভাঃ ১।১৮।২১] শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিতি চ তয়োরপি [ব্রহ্মা-শিবয়োরপি] উপাসকত্বমুক্তম্।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তাঁর, শুনহ কারণ ॥৩১৯॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
এ চৌদ্দ অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর ॥৩২০॥
চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥৩২১॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥৩২২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥৩২৩॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত ॥৩২৪॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু-নাম।
উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি-অভিধান ॥৩২৫॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণ্যে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণ্যে ঋষভ গণন ॥৩২৬॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণ্যে ॥৩২৭॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে বৃহদ্ভানু-অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥৩২৮॥

যুগাবতার এবে শুন সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর কলি-যুগের গণন ॥৩২৯॥
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥৩৩০॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৩৩১॥
সত্যযুগে ধ্যান-ধর্ম্ম করায় শুক্ল-মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥৩৩২॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত-বর্ণ ধরি' ॥৩৩৩॥
কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ-বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥৩৩৪॥
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৩৩৫॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥৩৩৬॥
(ভাঃ ১১।৫।২৯)

অনুবাদ—ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥৩৩৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত শ্লোকের টীকায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিত্যনেন শ্রীব্রহ্মা-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্

শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি ১।২০) বলেন—

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হৈয়া ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে ১০৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—শ্রীব্রহ্মা-শিবাবপি বৈষ্ণবত্বেন ভজেত।

৩২০। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। (প্রভুপাদ)

৩৩১। আদি ৩।৩৬ দ্রষ্টব্য।

৩৩২। কর্দ্দম ঋষি—প্রজাপতি, যিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন এবং যাঁহার পুত্র—ভগবান্ কপিলদেব। কর্দ্দমের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৩৩৫। আদি ৩।৩৯ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭-৩৩৯। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে কলিযুগধর্ম্ম

পীতবর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লৈয়া ভক্তগণ ॥৩৩৮॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥৩৩৯॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩৪০॥

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥৩৪১॥

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৩৪২॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৩৪৩॥
(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

অনুবাদ—হে রাজন্, দোষাকর কলির একটি মহৎ গুণ এই যে—কলিযুগে একমাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তন দ্বারাই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করে।

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া এবং দ্বাপর যুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তন হইতেই সে সব ফল লাভ হইয়া থাকে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৩৪৫॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

অনুবাদ—গুণজ্ঞ সারগ্রাহী সজ্জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন; যেহেতু শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে যাবতীয় স্বার্থ লাভ হয়।

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥৩৪৬॥
চারিযুগাবতারের এই ত' গণন।
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥৩৪৭॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥৩৪৮॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার? ৩৪৯॥
প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥৩৫০॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-প্রমাণ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥৩৫১॥
অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥৩৫২॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৩৫৩॥
(ভাঃ ১০।১০।৩৪)

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব জানা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য; ভগবৎ-কৃপাতেই তাহা জানা সম্ভব।

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥৩৫৪॥
আকৃতি, প্রকৃতি—এই স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥৩৫৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের সহিত জগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি প্রদান করিলেন।

৩৫০। আদি ৩।৫১ দ্রষ্টব্য।

৩৫৫। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব জানা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য; ভগবৎ-কৃপাতে তাহা জানা সম্ভব।

আকৃতি—আকার; প্রকৃতি—স্বভাব। তটস্থ-লক্ষণ—কার্য্য দ্বারা জ্ঞান। আকৃতি ও প্রকৃতি—ইহার স্বরূপলক্ষণ।

'ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥৩৫৬॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৩৫৭॥

এই শ্লোকে পরং-শব্দে কৃষ্ণ-নিরূপণ।
সত্যং-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥৩৫৮॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা-স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥৩৫৯॥
এই সব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥৩৬০॥
অবতার-কালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥৩৬১॥
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥৩৬২॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥৩৬৩॥
প্রভু কহে—চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥৩৬৪॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥৩৬৫॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপ—মুখ্য, গৌণ দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি ॥
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার-নাম ॥৩৬৭॥
বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥৩৬৮॥
সনকাদ্যে জ্ঞান-শক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, অনন্তে ভূ-ধারণ-শক্তি ॥৩৭৯॥
শেষে স্ব-সেবন-শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক-বীর্য্যসঞ্চারণ ॥৩৭০॥

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥৩৭১॥
(লঘুভাগবতামৃত)

অনুবাদ—জ্ঞানশক্ত্যাদি দ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীব সকল আবেশ-অবতার বলিয়া গণিত হন।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥৩৭২॥

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৩৭৩॥

অনুবাদ—যে-সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশসম্ভব বলিয়া জান।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥
(গীতা)

এই ত' কহিলু শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥৩৭৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৫৭। মধ্য ৮।২৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৬২। এই কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার; তটস্থলক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ত্তন।

৩৬৬। শক্ত্যাবেশ মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। যেখানে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ বা প্রকাশ, তাহাকেই মুখ্য আবেশ-অবতার বলে। আর যথায় শক্তির আভাস প্রকাশিত, তাহাকে বিভূতি বলা হয়, ইহাই গৌণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬৭-৩৬৮। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার—এই চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবরূপ ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে ভগবানের সিংহাসন-ছত্রাদিরূপ শেষদেব, পৃথ্বীধারী অনন্তদেব, ইঁহারা মুখ্য আবেশাবতার বা সাক্ষাৎ শক্ত্যাবেশাবতার।

৩৭২। শক্ত্যাবেশের মধ্যে যাহাকে বিভূতি বলা হয়, তাহাই শক্ত্যাভাসাবেশ।

কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥৩৭৬॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলা ক্রমে ॥৩৭৭॥

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥৩৭৮॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—নিত্যলীলাময়, সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর-বয়সই শ্রেষ্ঠ।

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥৩৭৯॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥৩৮০॥
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৩৮১॥

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥৩৮২॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥৩৮৩॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥৩৮৪॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥৩৮৫॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ।
তিনসহস্র ছয়শত পল তার মান ॥৩৮৬॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয় ॥৩৮৭॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥৩৮৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৭৪। আদি ২।২০ দ্রষ্টব্য।

৩৭৬। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—কিশোরশেখর, নিত্যকিশোর, ব্রজকিশোর, নন্দকিশোর।

৩৭৯-৩৮০। সকল লীলার এককালে নিত্য-প্রাকট্যের নাম—নিত্যলীলা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে সব সময়ই প্রকট থাকে। কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা এ জগতে অপ্রকট হইলেও বর্ত্তমানে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও গৌরলীলা চলিতেছে।

৩৮২। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ—নিত্যকিশোর, কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর-কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু—

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশং যৌবনন্তু ততঃ পরম্॥" অষ্টমাসাধিক-দশবর্ষপর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রকটবিহারঃ। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যাল্পকালত এব বয়োবৃদ্ধ্যা মাসচতুষ্টয়াধিকবৎসর-ত্রয়পর্য্যন্তং কৌমারম্। ততঃপরমষ্টমাসাধিকষড়্বর্ষপর্য্যন্তং

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পৌগণ্ডম্। ততঃপরমষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং কৈশোরম্। ততঃপরমপি সর্ব্বকালং ব্যাপ্য কৈশোরমেব। দশবর্ষং শেষকৈশোরম্। তত্রৈব সদা স্থিতিঃ। এবং সপ্তমে বর্ষে বৈশাখে মাসি কৈশোরারম্ভঃ।

পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পর যৌবন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট-বিহার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই বয়োবৃদ্ধি ধরিয়া তিন বৎসর চারিমাস পর্য্যন্ত কৌমার, তারপর ছয় বৎসর আটমাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, তারপর দশ বৎসর আটমাস পর্য্যন্ত কৈশোর বুঝিতে হইবে। তারপরও সকলকালেই তাঁহার কৈশোর। দশবৎসরই তাঁহার শেষ-কৈশোর এবং ঐ শেষ-কৈশোরেই তিনি সর্ব্বকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। সপ্তম বৎসরের বৈশাখ মাস অর্থাৎ ছয় বৎসর আটমাসে তাঁহার কৈশোরের প্রারম্ভ।

ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥৩৮৯॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥৩৯০॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥৩৯১॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥৩৯২॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম-পুরাণ ॥৩৯৩॥
গোলোক, গোকুল-ধাম—বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাঁহার সংক্রম ॥৩৯৪॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার ॥৩৯৫॥
ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥৩৯৬॥

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীহরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে ত্রিবিধ।

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি—পূর্ণতর, আর যাঁহাতে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম।

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥৩৯৯॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

এক কৃষ্ণ—ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর, পূর্ণ নাম ॥৪০০॥
সংক্ষেপে কহিলু কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥৪০১॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা-৩৯৬। ক্রমোঽত্র বিবক্ষিতঃ। যতো ব্রজে পূর্ণতমো মথুরায়াং পূর্ণতরো দ্বারকায়াং পূর্ণঃ পরব্যোম্ন্যপি পূর্ণ ইতি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীবিশ্বনাথটীকা (ভাঃ ১০।৪৫।৩)—কৌমারে কৃষ্ণস্য মহাবনে (গোকুলে) স্থিতি। পৌগণ্ডে কৃষ্ণস্য বৃন্দাবনে স্থিতি। কৈশোরে কৃষ্ণস্য নন্দীশ্বরে (নন্দগ্রামে) স্থিতি।

৩৯০। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-দ্বারকাপুরে ১২৫ বৎসর প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন। নন্দনন্দনের ব্রজলীলা কিন্তু এতদিন ছিল না। ব্রজপুরে অর্থাৎ ব্রজে ও মথুরা-দ্বারকায়। (লঘুভাগবতামৃত)

৩৯৩। কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা সব সময় চলিতেছে বলিয়া শাস্ত্র কৃষ্ণলীলাকে নিত্য বলিয়াছেন।

৩৯৪। গোলোক-বৃন্দাবনাদি-ধাম কৃষ্ণের ন্যায় বিভু ও অপ্রাকৃত বস্তু। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার প্রকাশ হয়।

৪০০। নন্দনন্দন কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীভাগবতামৃত-কণা ১২—কৃষ্ণোঽপি সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ; মথুরায়াং পূর্ণতর; দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবার-সহিতঃ পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়লীলত্বাৎ পূর্ণতম-সজাতীয়ঃ। পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদনতারতম্য-মুত্তরোত্তরেষু মাধুর্য্যহ্রাসতারতম্যাদৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশতারতম্যম্।
(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

পরিবারবর্গ ও বলদেবের সহিত ব্রজে বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম। তিনি মথুরায় পূর্ণতর এবং পরিবারবর্গ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধের সহিত দ্বারকায় পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পূর্ণকল্প হইয়াও গোলোকলীলা ও বৃন্দাবনলীলায় জাতিগত ঐক্য আছে বলিয়া গোলোকে পূর্ণতমসমজাতি। কিন্তু পরিমাণগত ও বৈচিত্র্যগত বৈশিষ্ট্য শ্রীবৃন্দাবনলীলাতেই

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥৪০২॥
ইহা যেই শুনে, পড়ে, সে-ই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥৪০৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৪০৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপতত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত আছে।

গোলোক হইতে দ্বারকার, দ্বারকা হইতে মথুরার, মথুরা হইতে বৃন্দাবনের মাধুর্য্য অধিক অধিকরূপে অভিব্যক্ত থাকার জন্য ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদনের তারতম্য আছে। আবার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরার, মথুরা হইতে দ্বারকার, দ্বারকা হইতে গোলোকের মাধুর্য্য-হ্রাসের তারতম্য আছে বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রকাশেরও তারতম্য আছে।

মধ্যলীলা—একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্ ॥১॥

অনুবাদ—অগতির গতি এবং দীন জনের প্রতি অধিক কৃপালু শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করতঃ তাঁহার মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥৩॥
শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥৪॥
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময়।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয় ॥৫॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥৬॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি ॥৭॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার ॥

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥৯॥

(ভাঃ ১০।১৪।২১)

অনুবাদ—হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! এই ত্রিভুবনে যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন কোথায় কিরূপ ক্রীড়া করিয়া থাক, তাহা কে জানিতে পারে?

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥১০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬। ব্যোম—জড়াকাশ, ভুবঃলোক, অচিজ্জগৎ। আর পরব্যোম—চিদাকাশ, চিজ্জগৎ, নিত্যধাম বা বৈকুণ্ঠ। যাঁহার এক এক দেশে রাম-বৈকুণ্ঠ, নৃসিংহ-বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অনন্ত বৈকুণ্ঠ বিরাজিত, তাহাই পরব্যোম।

৮-১০। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ধাম, অবতার, সদ্‌গুণ সবই অনন্ত।

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥১১॥
(ভাঃ ১০।১৪।৭)

অনুবাদ—পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ ও নক্ষত্রাদি গণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেই বা জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ অনন্ত-গুণবান্ তোমার গুণসকল গণনা করিতে সমর্থ হন ?

ব্রহ্মাদি রহু, সহস্রবদনে অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥১২॥

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥১৩॥
(ভাঃ ২।৭।৪১)

অনুবাদ—হে নারদ, আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিগণও মায়াধীশ পরমপুরুষ ভগবানের মায়াশক্তিরই অন্ত জানিতে পারি না। সহস্রানন অনন্তদেবও ভগবানের গুণ গান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত তাহার পার পান নাই। সুতরাং অপরে আর কে জানিবে ?

সেহ—রহু, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥১৪॥

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥১৫॥
(ভাঃ ১০।৮৭।৪১)

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি—অনন্ত, সেইজন্য দেবতাগণ আপনার অন্ত পান না। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহাকে লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন, এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয়, এরূপ স্থির করিয়া আপনি যে সকলের আধার—এই সিদ্ধান্ত করে।

সেহ রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥১৬॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠজাণ্ড স্বস্বনাথ-সনে ॥১৭॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥১৮॥
"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—শুকদেব-বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥১৯॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম তার গণন ॥২০॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥২১॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥২২॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥২৩॥
ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত।
স্তুতি করি' এই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥২৪॥
যে কহে—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক—কায়মনে মুঞি এই মানো ॥২৫॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনো-গম্য নহে এক বিন্দু ॥২৬॥

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥২৭॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

অনুবাদ—যাঁহারা বলেন—আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি, তাঁহাদিগকে আমি (ব্রহ্মা) বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল আমার কায়, মন ও বাক্যের অগোচর।

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥২৮॥

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রেতে প্রকাশে।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠজাণ্ডগণ ভাসে ॥২৯॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্রন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥৩০॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্যসাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥৩১॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥৩২॥

স্বয়ম্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥
(ভাঃ ৩।২।২১)

অনুবাদ—কৃষ্ণ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর, অতএব তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব এবং স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা পরিপূর্ণকাম। চির-লোকপালসকল শিরোভূষণ কিরীটকোটি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের বন্দনা করিয়া থাকেন।

স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা—চিচ্ছক্তিদ্বারা।

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥৩৪॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥৩৫॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥৩৬॥
স্বজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৩৭॥
এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥৩৮॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥৩৯॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
ইঁহো সব কলা-অংশ কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥৪০॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪১॥

এই অর্থ বাহ্য, শুন গূঢ় অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাহাঁ নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥৪৩॥
মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহাঁ, রাসাদি লীলা-সার ॥৪৪॥

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥৪৫॥
(গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—পরমকরুণাময়, মধুরৈশ্বর্য্যযুক্ত ব্রজরাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের আর কোন চিন্তা নাই।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯। ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে, সে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়। তন্মধ্যে বৃন্দাবন-নামক বনটি বর্ত্তমান বৃন্দাবন-নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম, বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৩৪। নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্ ও পরমেশ্বর। তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। তাঁহা হইতে বড় বা তাঁহার সমান কেহ নাই।

৩৫। আদি ২।১০৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব এবং পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু—এই তিনজন কৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনকারী বলিয়া কৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর।

৩৭। মধ্য ২০।৩১৮ দ্রষ্টব্য।

৪১। আদি ৫।৭১ দ্রষ্টব্য।

৪২। তিন আবাস-স্থান—(১ অন্তরাবাস—কৃষ্ণধাম গোলোক-বৃন্দাবন, (২) মধ্যমাবাস—পরব্যোম বা বিষ্ণু-ধাম বৈকুণ্ঠ, (৩) বাহ্যাবাস—দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ড।

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥৪৬॥
মধ্যম-আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাহাঁ করেন বিহার ॥৪৭॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥৪৮॥

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৯॥

(ব্রহ্মসংহিতায়)

অনুবাদ—গোলোকধামে এবং তাহার নিম্নে বৈকুণ্ঠধামে, শিবধামে ও দেবীধামে যিনি অতুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥৫০॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্যোম—এই দুয়ের মধ্যে বিরজানদী। তাহা পুরুষের ঘর্ম্ম হইতে প্রকাশিত।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥৫১॥

(পাদ্মোত্তরখণ্ডে)

অনুবাদ—সেই বিরজার পরপারে পরব্যোম আছেন। পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃত-রূপ ত্রিপাদবিভূতি তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান।

তার তলে বাহ্যাবাস, বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার ॥৫২॥
দেবীধাম-নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়া দাসী ॥৫৩॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥৫৪॥
চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম – ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥৫৫॥

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥৫৬॥

(পাদ্মোত্তরখণ্ডে)

অনুবাদ—'ত্রিপাদবিভূতি' ধাম বলিয়া সেই পাদকে ত্রিপাদ্‌ভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক-বিভূতি—একপাদ মাত্র।

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥৫৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥৫৮॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥৫৯॥
কৃষ্ণ কহেন, কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাঁহার ?
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥৬০॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥৬১॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লৈয়া গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥৬২॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি' তোমার ইহাঁ আগমন হৈল ? ৬৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৩। বদ্ধজীবগণ দেবীধামে বাস করে। জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীবগণকে রক্ষা করেন। এই দেবীধামে কৃষ্ণদাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

৫৪-৫৫। কৃষ্ণই গোলোক-বৃন্দাবন, পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ এবং

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দেবীধাম—এই তিন ধামের অধীশ্বর।

গোলোক-বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠ মায়াতীত চিন্ময় ধাম। তথায় ত্রিপাদ-বিভূতি বর্ত্তমান। কিন্তু দেবীধাম বা জড়জগৎ একপাদবিভূতি-বিশিষ্ট।

ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥৬৪॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমি বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে? ৬৫॥
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥৬৬॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥৬৭॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥৬৮॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইল।
হস্তীগণ-মধ্যে যেন শশক রহিল ॥৬৯॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥৭০॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥৭১॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥৭২॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥৭৩॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি'।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি' ॥৭৪॥
কৃষ্ণ কহে—তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥৭৫॥
সুখী হও সবে, কিছু নাই দৈত্য-ভয়।
তাঁরা কহে—তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥৭৬॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥৭৭॥

দ্বারকাদি বিভূতির এই ত' প্রমাণ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥৭৮॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥৭৯॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব-ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হৈয়া সবে নিজ ঘরে গেলা ॥৮০॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥৮১॥
ব্রহ্মা বলে—পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিলু।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলু ॥৮২॥
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৮৩॥
কৃষ্ণ কহে, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥৮৪॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥৮৫॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৮৬॥
একপাদ-বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ্-বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ॥৮৭॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥৮৮॥
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানা নাহি যায় ॥৮৯॥
ত্র্যধীশ্বর-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
ত্রি-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥৯০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৩। মধ্য ২১।২৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৮। মধ্য ২১।৫১ দ্রষ্টব্য।

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥৯১॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ —স্বয়ং-ভগবান্ ॥৯২॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥৯৩॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥৯৪॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥৯৫॥
নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম ॥৯৬॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং-ভগবান্ ॥৯৭॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য — অপার, অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি, তার ছুইলু একবিন্দু ॥৯৮॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥৯৯॥

যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥
(ভাঃ ৩।২।১২)

অনুবাদ—সেই নরাকার শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি কৃষ্ণেরও বিস্ময়জনক, সমস্ত সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ও সমস্ত ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥১০১॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥১০২॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥১০৩॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
সুসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ নিত্য তার ধাম ॥১০৪॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহেঁ ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিঁধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥১০৫॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥১০৬॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লৈয়া গোপীগণ ॥১০৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৯১। গোলোকস্য গোকুলপ্রকাশবিশেষত্বে নৈতদুক্তম্। অতএব যত্তু গোলোকনাম স্যাৎ তত্তু গোকুলবৈভবমিতি। ১০৪। সৌভগর্দ্ধেরিত্যস্যার্থমাহ সু-সৌভাগ্যমিত্যাদি। যস্য সৌন্দর্য্যগ্রামস্য সুসৌভাগ্যনাম তস্যৈব এতদ্ রূপং ধাম আশ্রয় ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬-৯৭। কৃষ্ণ স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ-চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকেই ষড়ৈশ্বর্য্য বলে। চিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তিমদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের নিজ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শক্তি ও সেবিকা। (অনুভাষ্য)

১০১। কৃষ্ণের যত লীলা আছে তন্মধ্যে কৃষ্ণের ব্রজস্থ নরলীলাই সর্ব্বোত্তম।

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি' স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥১০৮॥

মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥১০৯॥

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' মাতে ভক্তগণ ॥১১০॥

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি'।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বরণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥১১১॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১১২॥

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম ॥১১৩॥

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-মাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি'
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥১১৪॥

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সর্ব্ব-অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥১১৫॥

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥১১৬॥

সেই ত' মাধুর্য্য-সার অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্য্যাদি-গুণখানি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি ॥১১৭॥

গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥১১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১১৩। তারুণ্যং তরুণতা যৌবনমিতি যাবৎ তদেবামৃতঃ পারাবারঃ সমুদ্রঃ তত্র লাবণ্যসার এব তরঙ্গঃ ভাবোদ্গমোঽপাঙ্গ-বীক্ষণাদিকং আবর্ত্তোঽন্তসাং ভ্রমঃ। চক্রবাতঃ চক্রাকারঃ বাতঃ। চক্রবাতঃ তৃণাদীনাং ঊর্দ্ধগমনং ব্যাবৃত্তঃ তত্রৈব তানি নিমজ্জয়তি ন তু অন্যত্র গময়তি ইত্যর্থঃ। এতদভিপ্রায়ানভিজ্ঞস্তু কশ্চিৎ উড়ায় ইতি পাঠং কল্পয়তি। ১১৫। স্বরূপের গণে—অবতারগণে। যিঁহো ইতি। যো হি সর্ব্বেষাং অবতারী তস্মিন্নপি নারায়ণে এতন্মাধুর্য্যং নাস্তীত্যর্থঃ। ১১৭। 'তাঁর দত্ত' ইতি। তদ্দত্তগুণ এব ভাসতে প্রকাশতে যত্র যাদৃক্ প্রকাশঃ স তু কার্য্যদ্বারৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১০। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণকে ভগবত্তা বলে। তন্মধ্যে শ্রীই সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এই মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার, ইহা ব্রজেই প্রকাশিত।
১১২। আদি ৪।১৫৬ দ্রষ্টব্য।

কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তাঁরে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ॥১১৯॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয়।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥১২০॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ সম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥১২১॥
কৃষ্ণ দেখি' নানা জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥১২২॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥১২৩॥
(ভাঃ ৯।২৪।৬৫)

অনুবাদ—কৃষ্ণের মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল-শোভিত কর্ণ, শোভাযুক্ত কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস্য—এই সমস্ত চক্ষুদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কুপিত হইতেন।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১২৪॥

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥১২৫॥
সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে বসি' রাজ্য-শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥১২৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৯। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনবশে মাধুর্য্য-প্রাপ্তি ঘটে না। কৃষ্ণমাধুর্য্য কেবলমাত্র রাগ-মার্গে কৃষ্ণনাম-ভজনে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সহজপ্রাপ্য। (অনুভাষ্য)

১২০। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের যে বৈভবসত্তা, তাহা কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে।

১২১। শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি, সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণ কৃষ্ণের ন্যায় অন্য কোন ভগবৎপ্রকাশে দেখা যায় না।

বৈশারদী মতি—নিপুণা মতি।

১২৪। আদি ৪।১৫৩ দ্রষ্টব্য।

১২৫। মন্ত্ররূপ কামগায়ত্রী সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। কারণ কৃষ্ণের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও স্বরূপ সবই অভিন্ন বা একই বস্তু।

কামগায়ত্রীতে ২৫টী অক্ষর আছে কিন্তু নিত্যসিদ্ধ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গৌরকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশটী অক্ষর আছে বলিয়াছেন। সুতরাং অর্দ্ধ-অক্ষর কোন্‌টী, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত মন্ত্রার্থ-দীপিকা-গ্রন্থে এই অর্দ্ধাক্ষর-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ কামগায়ত্রীর অর্থ-লিখন-বৃত্তান্ত স্বয়ং বলিতেছেন। যথা—হে বৈষ্ণবগণ! আমি যেরূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমার মনে একটি সন্দেহ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা পঞ্চবিংশতি না বলিয়া কোন্ প্রমাণে, কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর বলিলেন? কোন শাস্ত্রেই ত' অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাই না। যদি কেহ বলেন যে,

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণিসুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥১২৭॥

করনখ—চাঁদের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥১২৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কামগায়ত্রীর শেষাক্ষর—(ং) মাত্রাহীন (স্বর-সংযুক্ত নহে) বলিয়া উহা অর্দ্ধাক্ষর মধ্যে পরিগণিত। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে আরও আছে, তাহাও অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহাও সম্ভবে না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ শেষাক্ষর মাত্রাহীন (স্বরবর্ণশূন্য) ত-কারকেই যদি অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে সাড়ে-চব্বিশ-চন্দ্র-বর্ণন প্রসঙ্গে ক্রমপ্রাপ্ত শেষ পদ-নখকেই অর্দ্ধ-চন্দ্র বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া ললাটকে অর্দ্ধচন্দ্র বলিলেন কেন? এইরূপে দ্বিবিধ সন্দেহ মনে উপস্থিত হওয়ায় বহু বাদানুবাদের পরও তাহার মীমাংসা স্থির করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম যদি মন্ত্রার্থজ্ঞান না হয়, তবে মন্ত্রোপাস্য দেবতার সাক্ষাৎকার ত' কখনও ঘটিবে না। অতএব মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। ইহা স্থির করিয়া দেহত্যাগাভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিপতিত হইলাম।

এইরূপ সংকল্পের পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় দেখিতেছি যে—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে তাহা সমস্তই সত্য। সে আমার নর্ম্মসহচরী, আমি তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করি। এইজন্য আমার হৃদয়ের ভাব সমস্তই অবগত আছে। তাহার বাক্যে তুমি কোনরূপ সন্দেহ করিও না। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ মন্ত্রাক্ষর-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ' নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপরে তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছে।" স্বয়ং শ্রীরাধার আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করতঃ শীঘ্র উত্থিত হইলাম। সন্দেহ ভঞ্জন হইল। হা রাধে! হা রাধে! বলিয়া বার বার বিলাপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে তদীয় আদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত যত্নবান্ হইলাম।

অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীরাধিকার বাক্য, যথা—যে য-কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই য-কারই অর্দ্ধাক্ষর। —এই লক্ষণানুসারে 'কামদেবায়' পদের য-কারের পর বিদ্মহে পদের 'বি' অক্ষর থাকায় এই কামদেবায় পদের য-কারই অর্দ্ধাক্ষর. ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ভিন্ন সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং প্রত্যেকেই পূর্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র—১ চন্দ্র, বামগণ্ড—১ চন্দ্র, দক্ষিণগণ্ড—১ চন্দ্র, চন্দনবিন্দু-চন্দ্র—১ চন্দ্র, দুই হস্তে করনখচন্দ্র—১০টি চন্দ্র, দুই পদে পদনখ-চন্দ্র—১০টি চন্দ্র, ললাটে—অর্দ্ধচন্দ্র—একুনে ২৪॥০ অর্থাৎ সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। কাম-দেবায় শব্দের শেষে যে 'য', তাহাই অর্দ্ধাক্ষর বা অর্দ্ধচন্দ্র। ১২৬। কৃষ্ণমুখমণ্ডল-চন্দ্রই চন্দ্ররাজ। অন্যান্য চন্দ্রের সমাজ লইয়া কৃষ্ণমুখ-চন্দ্ররাজা কৃষ্ণদেহরূপ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।

১২৭। অষ্টমী-ইন্দু—অষ্টমীর চাঁদ অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র।

১২৮। ঠাট—স্থিতি; নাট—নাট্য।

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিঁধে তায় ॥১২৯॥
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥১৩০॥
বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য—কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥১৩১॥
যাঁর পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে, মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥১৩২॥
না দিলেক লক্ষ-কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥১৩৩॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥১৩৪॥

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধু-স্মিত—সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে, স্বহস্ত চালন ॥১৩৫॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—কৃষ্ণের বপু বা শ্রীঅঙ্গ—মধুর, বদন—তদপেক্ষাও মধুর এবং মধুগন্ধি মৃদুহাস্য—আরও মধুর; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর!

সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য—অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব, বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু! ১৩৭॥
কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥১৩৮॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥১৩৯॥
স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধরে মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥১৪০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৯। কৃষ্ণমুখচন্দ্র—বিলাসী রাজা; সেই মুখচন্দ্র মকর-কুণ্ডল ও নেত্রপদ্মকে সর্ব্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ—ধনুসদৃশ, নেত্র—তাহার শর, কর্ণদ্বয়—ধনুর্গুণ; আকর্ণবিস্তৃতচক্ষু-দ্বারা কৃষ্ণ গোপ-নারীমনরূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করেন। **(অনুভাষ্য)**

১৩০। এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকেই অতিক্রম করে এবং অন্য সাড়ে তেইশটী চন্দ্ররূপ পণ্যদ্রব্যে হাট বিস্তার করিয়া নিজামৃত বিনা মূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে মধুরহাস্যরূপ জ্যোৎস্নামৃত দ্বারা, কোন ক্রেতাকে অধরামৃত দ্বারা এবং অন্যান্য সকলকে অন্যপ্রকারে আপ্যায়িত করে। **(অনুভাষ্য)**

১৩৫। মধু-স্মিত—মধুরহাস্য।

সে-ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি'
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥১৪১॥

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥১৪২॥

নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥১৪৩॥

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥১৪৪॥

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলু আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥১৪৫॥

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥১৪৬॥

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥১৪৭॥

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥১৪৮॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৪৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-বর্ণনং নাম একবিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা — দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহা কর্ত্তৃক কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

এই ত' কহিলু সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্র উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার ॥৩॥

এবে কহি, শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৪॥

কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪-৫। অভিধেয়—অভি-ধা+য। অভিধীয়তে অনেন ইতি অভিধেয়ম্।

অভি অর্থে আভিমুখ্য বা সাম্মুখ্য। (শব্দসার)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ধা-ধাতু ধারণে বা দানে। অতএব যাহা দ্বারা কৃষ্ণের আভিমুখ্য অর্থাৎ সাম্মুখ্য লাভ হয়, তাহাই অভিধেয়।

ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা কৃষ্ণোন্মুখতা জাগে,

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥৬॥

(মুনিবাক্য)

অনুবাদ—মাতৃ-স্বরূপা শ্রুতি জিজ্ঞাসিতা হইয়া আপনার আরাধনাই উপদেশ করেন, স্মৃতি ভগিনীস্বরূপা হইয়া সেইরূপ উপদেশই দেন, পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব মুরহর! আপনিই যে একমাত্র আশ্রয়, ইহা আমি সত্যই জানিলাম।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥৭॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হৈয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥৮॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥৯॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্য-সংসার ॥১০॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ-নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥১১॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥১২॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥১৩॥
কাম-ক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥১৪॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥১৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এইজন্য ভক্তিই অভিধেয়।

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

যাহা হইতে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন লাভ হয়, তাহাই অভিধেয় বা সাধন।

৭-৯। স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠে ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে অর্থাৎ শক্তিমান্‌রূপে এবং শক্তিরূপে অবস্থান করেন।

ভগবানের চতুর্ব্যূহ ও অবতারগণ স্বাংশ। ইঁহারা সকলেই শক্তিমত্তত্ত্ব বা ঈশতত্ত্ব। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীবগণ শক্তিতত্ত্ব। জীবগণ তটস্থাশক্তি বা অণুচিৎ-শক্তি।

১০। বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্য-সংসার অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ।

নিত্যসংসার—অনাদিকাল হইতে সংসারে আবদ্ধ।

১১। যাঁহারা নিত্যকালই কৃষ্ণোন্মুখ, পরন্তু কোনদিনই কৃষ্ণবহির্মুখ হন নাই, তাঁহারাই নিত্যমুক্ত। সেই কৃষ্ণ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পার্ষদগণ সতত সেবাসুখে মগ্ন।

১২। যাহারা অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়াছে, তাহারাই নিত্যবদ্ধ। তাহারা সংসারে থাকিয়া অনাদিকাল হইতে নরকাদি দুঃখ ভোগ করিতেছে।

১৩-১৫। কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষের জন্যই মায়া-পিশাচী বদ্ধ-জীবগণকে স্থূল দেহ ও লিঙ্গদেহ দিয়া আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ভোগ করাইতেছে। কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া এবং কৃষ্ণকে ভুলিয়া কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুর দাস হইয়া মায়ার লাথি খাইতেছে। এইভাবে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপায় যদি কেহ সাধু-বৈদ্য অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সন্ধান পায়, তবেই সে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণমন্ত্র এবং মঙ্গলকর ভজনোপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ভজন করিতে করিতে মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া ধন্য, কৃতার্থ ও চিরসুখী হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সংসার হইতে নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥১৬॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—হে ভগবন্! কামাদির বহু প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা নাই এবং আমার লজ্জাও হইল না। হে যদুপতে! এখন আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বুদ্ধি লাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম; তুমি এখন আমাকে নিজদাস্যে নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥১৭॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥১৮॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥

(ভাঃ ১।৫।১২)

অনুবাদ—নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই যখন অচ্যুতভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা দুঃখকর কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইবে?

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

(ভাঃ ২।৪।১৭)

অনুবাদ—তপস্বীগণ, দাতা ব্যক্তিসকল, যশস্বি-ব্যক্তিগণ, মনস্বিগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কর্ম্ম যাঁহাকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই শ্রবণমঙ্গল ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥২১॥

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥২২॥

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

অনুবাদ—হে বিভো! তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি—ব্রহ্ম' এইটী জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূল-তুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা যেমন তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ তাহাদের ক্লেশ-মাত্রই লাভ হয়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥২৩॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥২৪॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭-১৮। শাস্ত্র কোন কোন স্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগকে অভিধেয় বলিলেও কৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বত্র প্রধান অভিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ণভক্তিই পরম-পুরুষার্থ প্রেম-লাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় বা মুখ্য অভিধেয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের যে অভিধেয়ত্ব শুনা যায়, তাহা গৌণ। কারণ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ কোন ফলই দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয়েই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ যথাক্রমে ভুক্তিফল, মুক্তিফল, অষ্টাদশ-সিদ্ধিফল দিতে পারে। কিন্তু এ সব ফল অতি তুচ্ছ।

২১। কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ভক্তির সাহায্য ব্যতীত মুক্তি দিতে অসমর্থ কিন্তু ভক্তি জ্ঞান ব্যতীতও মুক্তি দিতে সমর্থ।

২৩। মধ্য ২০।১২১ দ্রষ্টব্য।

২৪-২৫। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই মায়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়াছে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও রৌরবে পড়ি' মজে ॥২৬॥

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥২৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র—এই চারি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥২৮॥
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

অনুবাদ—এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া ভজনীয় তাঁহাকে অনাদর করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥২৯॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

অনুবাদ—হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আপনাকে অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥৩১॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥৩২॥
(ভাঃ ২।৫।১৩)

অনুবাদ—কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া লজ্জিত হয়; সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ আমি-আমার—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে।

'কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥৩৩॥

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥৩৪॥
(রামায়ণে)

অনুবাদ—আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া 'আমি তোমার হ'লাম' একবারও এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে অভয় দিয়া থাকি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—২৯-৩১। অপি চ জ্ঞানী ইতি। ভক্তিং বিনা জ্ঞানিনঃ ন বুদ্ধিশুদ্ধিঃ। অতঃ ভক্তিরেব অভিধেয় ইতি ভাবঃ। তদেব উপসংহরতি কৃষ্ণ ইতি দ্বাভ্যাং। অয়মর্থঃ—মায়া তু শ্রীকৃষ্ণনিকটং গন্তুং ন শক্নোতি। তদাশ্রয়েণৈব মায়াবন্ধাৎ মুচ্যতে। অতস্তদ্ভক্তিরেবাভিধেয় ইতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এখন জীব যদি সাধুসঙ্গফলে ইহা জানিয়া সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত নিষ্কপটে গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা করিতে পারে, তাহা হইলে সে গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণকে অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে।

২৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণভজন না করে তবে তাহাদের নরক হইয়া থাকে। 'জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী, পাতকীর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জন্ম জন্ম তাপ'॥

২৯। মায়াবাদ প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না।

৩১। আলোক থাকিলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়িক বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে মায়া গ্রাস করে। (প্রভুপাদ)

৩৩। যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাসক্রমে 'কৃষ্ণ,

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৩৫॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥৩৬॥

(ভাঃ ২।৩।১০)

অনুবাদ—অকামই হউক, সর্ব্বকামই হউক বা মোক্ষ-কামই হউক, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত পরম-পুরুষ কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥৩৭॥
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥৩৮॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥৩৯॥

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৪০॥

(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

অনুবাদ—কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-শান্তিকারী নিজ পাদপদ্ম দিয়া থাকেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৩৭-৩৯। ভুক্তিমুক্ত্যাদিকামিনাং শ্রীকৃষ্ণভজনে ফলমাহ অন্য ইতি। তেষাং কৃষ্ণ-চরণপ্রাপ্তিরেব তদ্ভজনফলমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুং দর্শয়তি কৃষ্ণ ইতি। শ্রীকৃষ্ণদয়ৈব তত্র হেতুরিতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আমি তোমার' এই কথা বারংবার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সহৃদয় (সরল) নয়, কিন্তু যিনি একবারও সহৃদয়ে (কায়মনোবাক্যে) "হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস" এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে পার করেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৩৫। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী ব্যক্তিরও যদি ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে তিনিও সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে অনুক্ষণ ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। অন্য কামনা থাকিলেও গুর্ব্বানুগত্যে দৃঢ়ভাবে ভজন করিয়া নিষ্কপট সাধক কৃষ্ণ-কৃপা অবশ্যই পান।

৪০। শ্রীকৃষ্ণ সাধককে বাসনানুরূপ ফল দেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে স্বতন্ত্র তিনি, পরমদয়ালু তিনি সাধককে বাঞ্ছাতীত ফলও দিয়া থাকেন।

শ্রীজীব প্রভু বলেন—

ভগবচ্চরণ-কমলের মাধুর্য্যের কথা জানেন না বলিয়া তচ্চরণপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যদি কৃষ্ণ-ভজন করেন, পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকেও সর্ব্ব-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কামপরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটী খাইতেছে, মাতা যেমন তাহার মুখ হইতে মাটী ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে মিষ্টদ্রব্য দিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

প্রশ্ন—সকাম ও নিষ্কাম ভক্তের ফলপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর—নিষ্কাম ও সকাম উভয়েই ভগবৎপাদপদ্ম পান বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্তি সর্ব্বথা একরূপ নহে। যাহা জাতিতেই (স্বরূপতঃই) শুদ্ধ এবং যাহা বলপূর্ব্বক শোধিত—এই দুই বস্তুর মূল্য বা প্রাপ্তি সমান হইতে পারে না। এজন্য বলপূর্ব্বক শোধিত ধ্রুবাদি হইতে স্বরূপতঃ শুদ্ধ হনূমান আদির পরমোৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

শুদ্ধাং ভক্তিং কুর্ব্বাণাস্তু সকামা অপি কৃতার্থা—নিষ্কাম-ভক্ততুল্যা এব ভবন্তীত্যাহুঃ—সত্যমিতি। নৃণাং ভজতাম্ অর্থিতং কামিতং পদার্থং তৈরর্থিতঃ সন্ দিশতি দদাতীতি সত্যং; কিন্তু যৎ যথা পুনরর্থিতা ভোগান্তে যাচকত্বং স্যাৎ, তথা নৈবার্থদঃ। কথমেবমবগতমিত্যত আহ—যতঃ নিজপাদপল্লবম্ অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদী-নামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥৪১॥

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

(হরিভক্তিসুধোদয়ে)

অনুবাদ—ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় রত হইয়াছিলাম কিন্তু সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্নপ্রাপ্তিবৎ দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সুতরাং আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥৪৩॥

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥৪৪॥

(ভাঃ ১০।৩৮।৫)

অনুবাদ—আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না—এরূপ কথা নয়। কারণ কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কদাচিৎ কেহ নদী পারও হইয়া যান।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪১। নন্থ তথা সত্যপি অন্যকামিনাং ভক্তানাং তত্তৎ বাসনা তু তথৈবাস্তীতি চেন্নেত্যাহ 'কাম' ইতি। তত্তদ্বাসনা কৃষ্ণদাসত্বে পর্য্যবস্যতি ইতি ন তেষাং অন্যবাসনাস্তীতি ভাবঃ। ৪৩। কেনাপি ভাগ্যেন কেনচিৎ কস্য তদ্ভক্তৌ রুচির্জায়তে ইত্যাহ 'সংসার' ইতি। 'সংসার ভ্রমিতে' কস্মিন্ জন্মনি 'তরে' সংসারতরণোপায়ভূত ভক্তৌ রুচির্জায়তে ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিধত্তে কৃপয়া দদাতি নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্ত্বা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদনং বিধত্তে করোতীতি বা। ততশ্চানভীপ্সিতামপি সিতশর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' ইত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামানাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপং ভাবনীয়ম্; ন হি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তুতুল্যমূল্যং ভবতাতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাদ্ধনমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি।

৪১। অজ্ঞ সরল ব্যক্তি কামনা লইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করিলে সৎসঙ্গ ও ভজন-প্রভাবে তিনিও নিষ্কাম হইয়া দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভগবানকেও পান।

৪৩। সংসারে উচ্চাবচ-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সুসংস্কারসম্পন্ন ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণ-কৃপায় সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়া নিষ্কপট-গুরুসেবা-প্রভাবে সংসার হইতে উদ্ধার পায়। নদীতে অনেক কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যায়, তন্মধ্য হইতে প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যেমন কোন কোন কাষ্ঠখণ্ড তীরে আসিয়া লাগে, তদ্রূপ।

৪৪। **শ্রীসনাতনটীকা**—অচ্যুতস্য নিরুপাধি-কৃপালুত্বাদি-মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতিরহিতস্য কৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্যবলাৎ স্যাৎ। তৎকারুণ্যমহিম্না মম অধমত্বং অপগতম্।

ক্রমসন্দর্ভটীকা—অচ্যুতস্য সদ্ভজনাভাবেঽপি কৃপালুতাদি-মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতিরহিতস্য কৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্য-বলাৎ স্যাৎ। কর্মভোগকাল-প্রবাহেন সংসার্য্যমানোঽপি ক্বচিৎ সাঙ্কেত্য-নামাদি-নিমিত্তে সতি কশ্চন অজামিলাদি-সদৃশস্তরতি, যথাকথঞ্চিৎ অভিগমনাদৌ সতি পূতনাদিসদৃশো বা।

নিরুপাধি—অহৈতুক। (বৃঃ ভাঃ) শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি-কৃপালুত্বগুণ হইতে কখন চ্যুত হন না বলিয়া তিনি অচ্যুত নামে অভিহিত। কৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত কৃপা-মাহাত্ম্যই আমার ন্যায় অধমকে কৃষ্ণদর্শন করাইবে। কৃপাময়ের কৃপা করাই স্বভাব, ইহাই ভরসা। মহাপাপী অজামিল, জনৈক মুসলমান এবং পূতনাও কৃষ্ণের কৃপা পাইয়াছে। সুতরাং আমার হতাশার কিছু নাই।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে মতি উপজয় ॥৪৫॥

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

অনুবাদ—হে অচ্যুত! সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবমোচনকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের যদি সৎসঙ্গ হয়, তবেই সর্ব্বেশ্বর তোমাতে মতি জন্মে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামী-রূপে শিখান আপনে ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৪৫-৪৯। তদ্-রুচি-উৎপত্তৌ ক্রমমাহ—কেনাপি ভাগ্যেন সংসারক্ষয়স্য কালঃ প্রাপ্তঃ ভবেৎ। তদা ভগবদ্- ভক্তসঙ্গো ভবেৎ তদা চ কৃষ্ণভক্তৌ রুচির্জায়তে। অপরমপি ক্রমমাহ কৃষ্ণ ইতি। কৃষ্ণকৃপয়া তদ্ভক্তৌ রুচির্ভবতি ইতি ভাবঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৫। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-জনিত ভাগ্যফলে বা প্রথম-সাধুসঙ্গফলে যখন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপায় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় হয় এবং তৎকৃপায় কৃষ্ণে মতি হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—(ভাঃ ১০।৪০।২৮)

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, আমি অদ্য অসাধুজনের দুষ্প্রাপ্য ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব, যৎকালে জীবের সংসার-দশার অবসান হয় তৎকালেই সৎসেবা-দ্বারা আপনার প্রতি মতি হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবতোষণী টীকা—যর্হি পুংসো মুক্তিঃ স্যাৎ তদৈব সতাং তদ্ভক্তানাং সেবয়া ত্বয়ি মতিঃ প্রেম-হেতুর্মনোবৃত্তিঃ ত্বদ্ভক্ত্যাদি-মাহাত্ম্যজ্ঞানং বা ভবেৎ। যদ্বা মুক্তো সত্যামেব সদুপাসনয়া ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ।

ক্রমসন্দর্ভটীকা—পুংসো যর্হি সংসারাণাং অপবর্গঃ স্যাৎ তর্হি সদুপাসনয়া ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভগবদনুগ্রহ এব কদা স্যাৎ? তত্রাহ—হে অব্জনাভ, সদুপাসনয়া হেতুনা যর্হি ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ। সদুপাসনা এব কদা স্যাৎ? তত্রাহ—পুংসো যর্হি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তকালঃ স্যাৎ। সংসারান্তকাল এব কদা স্যাৎ? যদা যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা স্যাৎ।

আদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা, ততঃ সংসারনাশারম্ভ ততঃ সদুপাসনা ততঃ কৃষ্ণে মতিঃ ইতি ক্রমঃ।

৪৬। **শ্রীসনাতনটীকা**—যদা ভবাপবর্গঃ সম্ভাব্যঃ স্যাৎ। যখন সংসারদুঃখের অবসানের সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—সর্ব্বদুঃখোপশমনী পরমসুখময়ী ভক্তিরেব কদা ভবেদিত্যত আহ—ভবেতি। হে অচ্যুত, ভ্রমতো জীবস্য যদা ভবাপবর্গো ভববন্ধস্য নাশঃ স্যাৎ তদা সৎসঙ্গমঃ অনুগ্রাহকসাধুসঙ্গো ভবেৎ। যর্হি সৎসঙ্গমস্ত-দৈবেত্যেবকারান্নান্যদা কদাপীত্যর্থঃ।

শাস্ত্র বলেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস (১০।২৬৬) **শ্রীসনাতনটীকা**—

ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ সংসারতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো ভবেৎ কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণ-নিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি, ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। যদি বায়মর্থঃ—ভবস্য গৃহাদ্যাসক্তিলক্ষণস্য সংসারস্যাপবর্গঃ পরিত্যাগো যদা ভবেৎ, তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সৎসমাগমো ভবেৎ।

৪৭। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্যবান্ সজ্জনের প্রতি প্রসন্ন

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৪৮॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥৪৯॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥
(ভাঃ ১১।২০।৮)

অনুবাদ—ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও ভগবৎ-কথাতে শ্রদ্ধা হয় এবং তিনি যদি সংসারে অতি বিরক্ত ও অত্যাসক্ত না হন, তবেই তাঁহার ভক্তিসিদ্ধি হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইয়া তাঁহাকে স্বয়ংই গুরুরূপে ভজনের উপদেশ দেন এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে তাহা অনুমোদন করতঃ সেই শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা ও শক্তি প্রদান করেন। ইহাই কৃষ্ণের নিষ্কপট কৃপার লক্ষণ।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—হৃদয়স্থ অন্তর্যামীই চৈত্ত্যগুরু। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত কেহই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বুঝিতে বা ধরিতে পারেন না। অন্তর্যামীই শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর কথা ধারণা করিবার যোগ্যতা দেন।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই স্বয়ং দীক্ষাগুরুরূপে দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরু-বর্গকে জগতে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণের শক্তি সঞ্চার করেন।

৪৮। আদি ১।৪৮ দ্রষ্টব্য।

৪৯। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে তিনি সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিতে করিতে গুরুকৃপায় সংসার হৈতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ ভক্তি-ফল প্রেম লাভ করিয়া থাকেন।

৫০। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভক্তিযোগে হরিকথা-শ্রদ্ধালুরেব

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অধিকারী। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরলপ্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং। নির্ব্বিণ্নত্বে জ্ঞানেঽধিকারঃ। নির্ব্বেদস্য কারণং নিষ্কাম-কর্ম্মহেতুকান্তঃ-করণ-শুদ্ধিরেব। অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব। অত্যাসক্তি-রাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ এব। কিঞ্চৈতদুৎকৃষ্টাধিকারিণ এব লক্ষণং কিন্তু "কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্মুকুন্দচরণাম্বুজং। ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুঃ" ইত্যুক্তের্যাদৃচ্ছিক-ভক্তসঙ্গে সতীন্দ্রিয়বানেব ভক্তাবধিকারী জ্ঞেয়ঃ।

একদিন শ্রীউদ্ধব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অধিকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

অত্যধিক সংসার-বিরক্ত ত্যাগীগণ জ্ঞানযোগে অধিকারী। অত্যধিক বিষয়াসক্ত অর্থাৎ দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাসক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মযোগে অধিকারী। ত্যাগীগণ দেহ-গেহ-কুটুম্বাদিতে অত্যন্ত অনাসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন। যাঁহার সাধুসঙ্গ-ফলে ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সংসারে অত্যাসক্তি বা অত্যধিক বিরক্তি হয় নাই, তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

সংসারে যাহার অত্যধিক বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার জ্ঞানে অধিকার। বিষয়ে যাহার অত্যাসক্তি আছে, তাহার কর্ম্মে অধিকার। আর অত্যাসক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্‌বিস্মৃতি বা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাই অত্যাসক্তির কারণ। নিষ্কাম-কর্ম্মহেতু অন্তঃকরণ-শুদ্ধিই নির্ব্বেদ বা বিরক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই অত্যাসক্তি-রাহিত্যের হেতু।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥৫১॥

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১২)

অনুবাদ—হে রহূগণ! মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালন দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্যপূজার দ্বারা কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

'যদৃচ্ছয়া' অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—'অযত্নতোঽকস্মাৎ প্রাপ্তং বা অযত্নাদুপস্থিতম্'। অর্থাৎ বিনা যত্নে অনায়াসে অকস্মাৎ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গ-ফলেই হরি-কথায় জীবের শ্রদ্ধা হয়।

জাতশ্রদ্ধ অর্থে 'হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ।' অর্থাৎ হরিকথাই একমাত্র মঙ্গললাভের উপায়, এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সেই হরিকথা-শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

উপরে যে ভক্তি-অধিকারীর লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, তাহা উৎকৃষ্ট অধিকারীর লক্ষণ। ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরুচরণাশ্রয় লাভ হইলে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন—সাধুর সঙ্গ ও কৃপায় যাঁহারা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাথমিক স্বভাব বা অবস্থা কিরূপ হয়?

তদুত্তরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিলেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন্ ভক্তিমাহ—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্ব কর্ম্মসু লৌকিকবৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু নির্ব্বিণ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ। কামান্ স্ত্রী-পুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেঽপ্যসমর্থঃ। ততস্তাম-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বস্থামারভৈব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বর্দ্ধতাং বা ভজনেঽপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু কামমঙ্গীকুর্ব্বে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়ো নিশ্চয়ো যস্য সঃ। আরব্ধ-ভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং, ন তথা তৎপ্রতিকূল-বস্তুনি। দুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎ-পদপ্রাপ্তি-প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্ত্বা অপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ন্যায়েন ভুঞ্জানঃ।

ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ ভগবৎ-প্রেরিত সাধুর সঙ্গফলে যাঁহার ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই চিরশান্তিলাভের একমাত্র উপায়, ইহা যিনি নিজে অনুভব করিয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন, তাঁহার আর বিষয়ে অত্যা-সক্তি নাই, আবার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই। সংসারে কিছু কিছু আসক্তি আছে কিন্তু সংসার তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, দুঃখকর মনে হইতেছে; অথচ দুর্ব্বলতাবশতঃ সংসার ছাড়িবারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্ম উদ্বেগজনক বলিয়া কর্ম্মের প্রতি তাঁহার নির্ব্বেদ আসিয়াছে। এজন্য আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্ম্মফলের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তি আসে নাই "কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ, ন তু তৎফলেষু বিরক্তঃ" (শ্রীধরস্বামীপাদ)। এতাদৃশ প্রাথমিক ভক্তসাধক স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গকে দুঃখকর জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই অবস্থা হইতে দৃঢ়তার সহিত শ্রীনাম-

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

অনুবাদ—যতদিন পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, ততদিন তাহার কৃষ্ণে মতি হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন। "আমার সংসারাসক্তি নষ্ট হউক বা বর্দ্ধিত হউক, নির্ব্বিঘ্নে ভজন করিবার সৌভাগ্য হউক অথবা ভজনে কোটি কোটি বিঘ্নই আসুক, অপরাধ-বশতঃ আমার নরক হয় হউক, দুর্ব্বলতাবশতঃ যখন আমি বিষয় ছাড়িতে পারিতেছি না তখন বিষয় ভোগ করিলেও আমি ভক্তি কখনই ছাড়িব না, জ্ঞান-কর্ম্মাদি কখনও গ্রহণ করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন।"—এইরূপ দৃঢ়তা সাধুসঙ্গফলে তাঁহার আসিয়াছে। সাধুসঙ্গফলে ভক্তিতে যেরূপ দৃঢ়তা আসিয়াছে, ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়-ত্যাগে তাঁহার সেইরূপ দৃঢ়তা আসে নাই। এজন্য গর্হণ করিতে করিতে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতেছেন। বিষয়ভোগ অনর্থকর ও ভগবৎ-প্রাপ্তির বাধক। সুতরাং আমি আর অসৎসঙ্গ ও বিষয়ভোগাদি কিছুই করিব না—এইরূপে পুনঃ পুনঃ শপথ করিয়াও দুর্ব্বলতা বশতঃ তিনি কার্য্যকালে ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ন্যায়ে তাঁহার বিষয়-ভোগ হইয়া থাকে।

এতাদৃশ প্রাথমিক সাধক ভক্তগণ ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও সাধুসঙ্গফলে ভক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন—দৃঢ়তার সহিত হরিভজন করিতেছেন বলিয়া বিষয় তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভক্তৌ প্রথম বর্ত্তমানোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এব। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া প্রায়েণৈব প্রবলী ভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্‌ভয়া। জ্ঞানী-প্রকরণে যথা দুরাচারো

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জ্ঞানী নিন্দিষ্যতে, ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিন্দ্যো, ভক্তত্বঞ্চ তস্য ন নিষিদ্ধম্। বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি বিষয়ৈ-র্নাভিভূয়তে ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্ব-দশায়ামপি বিষয়াবাধ্যত্বং ভক্তি-সদ্ভাবাৎ। যথা বৈরিকৃত-কিঞ্চিচ্ছস্ত্রাঘাতং প্রাপ্তস্য ন পরাভবিষ্ণুতা শৌর্য্য-সদ্ভাবাৎ। যথা বা পীতজ্বরঘ্নমৌষধস্য তদ্দিবসে আয়তোঽপি জ্বরো বাধকোঽপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্যদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যঙ্ নষ্টীভাবিত্বাচ্চ।

প্রশ্ন—সাধক-ভক্তগণ কি চিরকালই দুর্ব্বলচিত্ত থাকিয়া হরিভজন করিবেন? তাঁহাদের কি নিরুদ্বেগে হরিভজন করিবার সৌভাগ্য হইবে না?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৯)

সাধক ভক্তগণ চিরকাল বিষয়-বাধিত হইয়া থাকিতে পারেন না। সাধুসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করিতে করিতে তাঁহাদের কামাদি যাবতীয় অনর্থ নষ্ট হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে হৃদয়দেবতার স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে। তখন দুঃখকর স্ব-সুখবাঞ্ছা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন তাঁহারা শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা-রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

৫১। মহৎ সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত ভক্তি হওয়া ত দূরের কথা, সংসার হইতে মুক্তিও হয় না।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্ত্যধিকারী। সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বা সাধু-কৃপায় লাভ হয়। সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা আবার অহৈতুকভাবে আকস্মিকই হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ৪।২৮।২৯ শ্লোকের টীকায়

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥৫৪॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৫৫॥

(ভাঃ ১।১৮।১৩)

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গদ্বারা জীবের যে মহা-মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা হয় না।

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥৫৬॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৫৭॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৫৮॥

(গীতা)

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বন্ধু, তাই তোমার হিতের জন্য তোমাকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতেছি। তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে।

পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' শেষে এই আজ্ঞা—বলবান্ ॥৫৯॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৬০॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৬-৫৯। ভগবদ্ভক্তবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ জন এব কৃষ্ণভক্তৌ অধিকারীতি বক্তুমাদৌ তদ্বাক্যমাহ 'কৃষ্ণ' ইতি দ্বাভ্যাং। অয়ম্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্য-গীতাশাস্ত্রমতং তদ্‌ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠসাধনম্ ইতি ভগবদ্ভক্তবাক্যং। ৬০। কৃষ্ণভক্তৌ অধিকারিণমাহ 'এই' ইতি কৃষ্ণভক্তিরেব শ্রেষ্ঠসাধনমিতি পূর্ব্বোক্তে ভক্তস্য বাক্যে যদা যস্য শ্রদ্ধা ভবতি স এব তদা তদ্ভক্তৌ অধিকারী ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জানাইয়াছেন—সা চ ভক্তির্যাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিকৈব সাধুকৃপয়া ভবতি।

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও ভক্তিতে অধিকার আসে না। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। তাই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ-দ্বারা শ্রদ্ধা হইবামাত্র সজ্জনগণ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ১।২।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—যাদৃচ্ছিক-মহৎকৃপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্ধধানস্য জাতশ্রদ্ধস্য পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সদ্‌গুরুস্তস্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ণং স্যাৎ।

তিনি ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—

"গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবান্‌কে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভাগ্যক্রমে এ জন্মে বা জন্মান্তরে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাহাদের ভক্তিফলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। অন্য উপায়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

অজামিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন, 'আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই ত' আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে।' তাহা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইলে তিনি গুর্ব্বজ্ঞা-লক্ষণময় মহা-অপরাধ-হেতু ভগবান্‌কে কোন দিনই লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু সেই জন্মে কিংবা পরজন্মে সেই অপরাধ-ক্ষয়ের পর সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

৫৩। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ-আশ্রয় ও সেবা ব্যতীত কাহারও ভগবানে মতি হয় না।

৫৪। ভগবদ্ভক্তই সাধু। ভক্তসঙ্গই সাধুসঙ্গ। এই সাধু-সঙ্গ ক্ষণকালমাত্র হইলেও জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়, এমন কি সর্ব্বার্থসিদ্ধিও হয় অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

৫৯-৬০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রথমে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতির উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে শুদ্ধ-ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বাপর-বিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্—এই ন্যায়-অনুসারে গীতায় বহু বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উপদেশই

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৬১॥

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥৬২॥

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অনুবাদ—যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তিলাভ করে এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥৬৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রত্যেকের অবশ্য পালনীয়।

ভগবানের এই উপদেশের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা হয়, সেই ভাগ্যবান্ জীবই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করেন। ৬১। মধ্য ৯।২৬৬ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব স্বভাবতঃ বিষয়ে অত্যাসক্ত। অতএব তাহার কর্ম্মাধিকারও স্বাভাবিক। তাহা হইলে জীবকে কতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন পর্য্যন্ত সংসারে নির্ব্বেদ বা বিরক্তি না আসে অথবা ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ-ফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হইবে। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে সংসারে বা বিষয়ে বিরক্তি আসিবে। তখন কর্ম্মস্পৃহা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত আকস্মিক মহৎ-কৃপা-হেতু ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলেও জীবের ভক্তিতে অধিকার হয়। শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না। "ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদি-দ্বারাই আমার জীবন সার্থক হইবে, আমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-দ্বারা আমার নিত্যমঙ্গল হইতেই পারে না"—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দৃঢ়শ্রদ্ধ শুদ্ধভক্তের সঙ্গ বা কৃপা হইলেই এইরূপ শ্রদ্ধা লাভ হয়। তখন সংসারস্পৃহা বা কর্ম্মে অধিকার থাকে না।
(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

৬২। 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়'—এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

'শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ।'

ভগবদ্‌বাক্যে, গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা।

৬৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা**—"যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পত্রপুষ্পাদি সকলই প্রফুল্ল থাকে কিন্তু মূলে সেচন না করিয়া শাখাদিতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে জল সেচন করিলে তাহা হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির পূজার দ্বারাই সকলের পূজা হইয়া যায়—সকলেই তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু শ্রীহরির পূজা ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে অন্যান্য দেবতাদির পূজার দ্বারা তাহা হয় না।

অসমর্থ ব্যক্তি না হয় শ্রীহরির পূজাই করুন, তাহাতেই তাঁহার সব হইবে। কিন্তু যাঁহারা সমর্থ বা সক্ষম, তাঁহারা ভগবান্ অচ্যুতেরও পূজা করুন এবং দেবতারও পূজা করুন—ইহাতে দোষ কি? বরং ভালই ত?—এই আশঙ্কা নিরাসার্থ শ্লোকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—প্রাণে অর্থাৎ মুখে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে আহার লেপন করিলে ভাল হওয়া ত দূরের কথা, চক্ষু-কর্ণাদির অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি উৎপাদন-হেতু অনিষ্টই হইয়া থাকে,

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম-অধিকারী সে-ই তরয়ে সংসার ॥৬৫॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম-অধিকারী সে-ই মহা-ভাগ্যবান্ ॥৬৬॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥৬৭॥
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তরতম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তদ্রূপ অন্যান্য দেবতার পূজার দ্বারা নিষ্ঠার ব্যাঘাত-হেতু দোষই হয়।"

৬৪-৬৭। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাভেদে ভক্তি-অধিকারী ত্রিবিধ। শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ ও ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ নন অথচ সাধু-গুরু-কৃপায় ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আর কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিই কনিষ্ঠাধিকারী।

গৌরপার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও ভক্ত্যধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন— (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৭-১৯)

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়-শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমল-শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥

উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—'সর্ব্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ সাধন-বিচারেণ পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া, 'যুক্তিশ্চ কেবলা নৈব' ইত্যুক্তে স্বাতন্ত্র্য-নিষেধাৎ। অনিপুণো বলবদ্বাধে দত্তে সতি সমাধাতুম-সমর্থঃ, তথাপি শ্রদ্ধাবান্—গুরূপদিষ্ট ভগবত্তত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। কোমল-শ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ, ন তু সর্ব্বথা ভিন্নঃ—তথাত্বে ভক্তত্বানুপপত্তেঃ। বহির্মুখকৃত বলবদ্-বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্য দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বং। পশ্চাৎ স্বকৃত-বিবেকেন গুরূপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি ॥'

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে সুপটু এবং তত্ত্ব-বিষয়ে, সাধন-বিষয়ে ও পুরুষার্থ-বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই দৃঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই উত্তম অধিকারী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যুক্তি শব্দে শাস্ত্রানুগত যুক্তিই গ্রহণীয়, শুষ্ক যুক্তিতর্ক গ্রহণীয় নহে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রবল পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ, অথচ গুরূপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই ব্যক্তিই মধ্যমাধিকারী।

ভক্তির বিরুদ্ধে কেহ প্রবল যুক্তি-তর্ক উঠাইলে যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কোমল-শ্রদ্ধ। মধ্যম-অধিকারীর ন্যায় তাহার দৃঢ়তা নাই। তর্কাদি দ্বারা তাহার শ্রদ্ধা শিথিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রদ্ধা নষ্ট হয় না। যদি শ্রদ্ধা নষ্ট হইত, তাহা হইলে সে ভক্তি-অধিকারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। বহির্মুখ লোকের কু-যুক্তি শুনিয়া যাহার চিত্তে সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য বা সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং পরে নিজ বিবেকদ্বারা গুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্তকেই সার বলিয়া ধরিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোমল-শ্রদ্ধ। কোমলশ্রদ্ধই কনিষ্ঠাধিকারী।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা কিরূপে হয়?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ১১।২০।৯ ও ভাঃ ৭।৭।১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—শ্রদ্ধা আকস্মিক-মহৎ-কৃপাজনিতা। মহদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেম।

ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-ফলে শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেম হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬৯॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৭০॥

অনুবাদ—যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম (অর্থাৎ আসক্তি), ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা এবং বিদ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি—মধ্যমভক্ত।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৭১॥
(ভাঃ ১১।২।৪৫-৪৭)

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্‌বিগ্রহের পূজা করেন অথচ হরিভক্তের সেবা করেন না, তিনি—প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র।

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥৭২॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥৭৪॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥৭৫॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥৭৬॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাদরে সাধু-গুরুর শ্রীমুখে পরম-মঙ্গলকর শ্রীহরি-কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি (প্রেমভক্তি) ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।

৬৯। মধ্য ৮।২৭৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—"যিনি প্রহ্লাদের ন্যায় সর্ব্বত্র নিজোপাস্য ভগবান্‌কে দেখেন, তিনিই প্রেমিকভক্ত, মহাভাগবত বা উত্তম ভক্ত, ন তু উত্তম অধিকারী।

মহাভাগবতগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে দেখেন না কিন্তু যখন তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনের জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠা হয়, তখনই তাঁহারা "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং" ইতি ন্যায়ে সমগ্র জগৎকে ভগবন্ময় দেখিয়া থাকেন।"

শাস্ত্র বলেন—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।২৭২-২৭৩)

৭০। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—মধ্যম-ভক্ত (ন তু মধ্যম-অধিকারী) ভগবানে প্রেম অর্থাৎ আসক্তি, ভগবদ্ভক্তের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সহিত বন্ধুত্ব, অজ্ঞব্যক্তিকে কৃপা এবং ভগবদ্‌বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ভগবতি প্রেম করোতি তস্মিন্ আসক্তো ভবতি। মধ্যম-ভক্তের ভগবানে প্রেম অর্থাৎ আসক্তি হয়। কারণ মধ্যম-ভক্তের এখনও প্রেম হয় নাই।

যাহারা ভগবদ্-বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি কৃপা কার্য্যকরী হয় না বলিয়া মধ্যমভক্ত তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু কেহ তাঁহার নিন্দা বা বিদ্বেষ করিলে তিনি তাঁহাকে অজ্ঞ জানিয়া দূর হইতে তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

সেই ভক্তের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন-যোগ্যতা হয় না বলিয়া তাঁহাকে মধ্যমভক্ত বলা হয়।

৭১। প্রাকৃত ভক্ত কনিষ্ঠভক্ত নহেন, পরন্তু কনিষ্ঠাধিকারী। কারণ তিনি ভক্তি-পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং হরয়ে হরিং প্রীণয়িতুং, ন তদ্ভক্তেষ্বপি অন্যেষু চ সুতরাং প্রাকৃতঃ প্রকৃতি-প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যর্থ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

৭৩। আদি ৫।১৫৮ দ্রষ্টব্য।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥৭৮॥
(ভাঃ ৩।২৫।২১)

অনুবাদ—সাধুগণ সহিষ্ণু, কারুণিক, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত ও সাধুভূষণ অর্থাৎ সচ্চরিত্র।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥
(ভাঃ ৫।৫।২)

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ মহৎ-সেবাকেই বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি, তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার বলিয়াছেন। সাধুগণ মহৎ, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব্বসুহৃৎ।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥৮০॥

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥৮২॥
(ভাঃ ১১।২।৩০)

অনুবাদ—আপনাদের নিকট আমি জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্য নিধি।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৮৩॥

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥৮৪॥

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৮৫॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৮৬॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৮৭॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৫)

অনুবাদ—সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, সেই শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, অন্য প্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ সর্ব্বনাশ হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮০। সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয় এবং প্রেমও লাভ হইয়া থাকে। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।'

সাধন ও সিদ্ধি সর্ব্বাবস্থাতেই সাধুসঙ্গ বা গুর্ব্বানুগত্য বিশেষ প্রয়োজন এবং সিদ্ধির পরেও তাহাই মুখ্য অঙ্গ।

৮১। মধ্য ২২।৪৬ দ্রষ্টব্য।

৮৩। আদি ১৬০ দ্রষ্টব্য।

৮৪। সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎ-সঙ্গত্যাগও তদ্রূপ ব্যতিরেক-রূপে বৈষ্ণব-আচার। অসৎ—দুইপ্রকার, স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি একপ্রকার অসাধু এবং কৃষ্ণের অভক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুইপ্রকার অসৎসঙ্গত্যাগে বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অবৈষ্ণবসঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলিলে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—'বৈধধর্ম্মপর' স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যাহা—অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফল-জন্য নরকাদি লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণবনামের একেবারেই অযোগ্য; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। মোক্ষ-নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা ভক্তিনাশের কারণ। মায়াবাদী মুমুক্ষু—মোক্ষফল-ভোগকামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশসম্ ॥৮৮॥
(কাত্যায়নসংহিতা)

অনুবাদ—বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরা ভাল, তথাপি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ করা উচিত নয়।

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥
(গোস্বামীপাদোক্তি)

অনুবাদ—ভক্তিহীন পাপী লোককে দর্শন করিবে না।

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥৯০॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥৯২॥

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৯৩॥
(ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

অনুবাদ—হে ভগবন্! ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥৯৪॥

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৯৫॥
(৩।২।২৩)

অনুবাদ—অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য স্তনে বিষ মাখাইয়া পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহার শরণাপন্ন হইব?

শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥৯৬॥

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ—শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ—(১) কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই আমি স্বীকার করিব—এইরূপ সঙ্কল্প; (২) কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি বর্জ্জন করিব; (৩) কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস; (৪) কৃষ্ণকে রক্ষক বলিয়া বরণ; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীনবুদ্ধি।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৯৮॥
(বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য)

অনুবাদ—শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলা-স্থান আশ্রয় পূর্ব্বক হে ভগবন্, আমি—তোমার ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

শরণ লৈয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥৯৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

জড়ভোগ-ত্যাগী, আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী; উভয়েই স্ব-স্ব জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর, কৃষ্ণেতর ফলান্বেষী, কপটী বা কৈতবপূর্ণ; সুতরাং কৃষ্ণদাস নহে। (অনুভাষ্য)

৯০। সজ্জনগণ এই দুই প্রকার অসাধু-সঙ্গ এবং বর্ণাশ্রম-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ধর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন।

৯১। মধ্য ৮।৬৩ দ্রষ্টব্য।

৯৯। অকিঞ্চন ব্যক্তি কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥১০০॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

অনুবাদ—জীব যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে আত্মনিবেদন করে, তখন আমি তাহাকে পার্ষদ-ভক্ত করিয়া লই।

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন॥১০১॥

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥১০২॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—সাধ্যভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্য-সিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থ-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥১০৩॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥১০৪॥
এই ত' সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥১০৫॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥১০৬॥

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥১০৭॥
(ভাঃ ২।১।৫)

অনুবাদ—হে ভারত! অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভগবান্ শ্রীহরি শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥১০৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে তৎকালেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

অকিঞ্চন—নিস্পৃহ বা নিষ্কাম।

১০০। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—নিবেদিতাত্মা মৎস্বরূপভূতায় মন্মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে। অর্থাৎ মন্ত্রোপদেষ্টা কৃষ্ণাভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মেই আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

১০১। সাধনভক্তি হইতেই প্রেমভক্তি হইয়া থাকে।

১০৩-১০৬। অনুকূল-ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান-কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-ছেদন-রূপ তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের সাধ্য নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রধানতঃ সাধন-ভক্তি; তাহা দুই

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই বৈধী-ভক্তি। (শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর)

১০৭। **প্রশ্ন**—অভয় মানে কি হরি?

উত্তর—হাঁ। ভাঃ ২।১।৫ **চক্রবর্ত্তীটীকা**—ন বিভেতি অস্মাৎ ইতি অভয়ো হরিরেব। অভয়ং—আত্মত্রাণং।

অভয়ং—মোক্ষম্। মোক্ষস্তু সর্ব্বক্লেশশান্তিপূর্ব্বক-ভগবৎ-প্রাপ্তিরেব। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬ টীকা)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাধনভক্তি ৭—

অভয়ং—নাস্তি সংসারাদিজন্য ভয়ং যস্মাৎ ভগবত-স্তামিচ্ছতা পুরুষেণ ভগবান্ শ্রোতব্যঃ।

যাঁহারা মুক্তি, প্রেম, আত্মত্রাণ ও ভগবানকে চান, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির কথা ও নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ করিবেন।

১০৮-১০৯। মধ্য ২২।২৭।২৮ দ্রষ্টব্য।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥১০৯॥

(ভাগবত)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥১১০॥

(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—বিষ্ণুকে প্রত্যহ স্মরণ করিবে, ইহা কদাপি ভুলিবে না—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত।

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার॥১১১॥

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥১১২॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥১১৩॥
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥১১৪॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥১১৫॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥১১৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৯। ঈশ্বরং ন ভজন্ত অতএব অবজানন্তি অভজনাদেব অবজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি। যথা পরমাদরণীয়স্য পুরুষস্যাদর-অকরণমেব অনাদরস্তথা পরমভজনীয়স্য ভগবতোঽভজন-মেবাবজ্ঞা ইত্যর্থঃ। (ঐ টীকা ১১)

১১০। সর্ব্বেষাং বিধীনাং শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-কিঙ্করত্বাৎ শ্রীবিষ্ণুস্মরণে ক্রিয়মাণ এব সর্ব্বেষাং বিধিবোধিতানাং করণনির্ব্বাহঃ। এবমনন্ত-গো-ব্রাহ্মণাদি-হত্যানাং নিষেধানাং বিষ্ণুবিস্মরণস্য কিঙ্করত্বাদ্ বিষ্ণুবিস্মরণে জাতে বিস্মর্ত্তুঃ পুরুষস্য সর্ব্বনিষেধপ্রতিপাদিতানন্তপাপবত্ত্ব-প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। সততং প্রত্যহং, ন তু প্রতিক্ষণং তস্যাসাধ্যত্বেন বিধের-নুষ্ঠানলক্ষণাপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। (ঐ টীকা ৮)

১১২। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র ও ভজনোপদেশ গ্রহণ করিয়া বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষাদিগ্রহণ ও গুরুসেবা—এই তিনটীই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৭৪ ও ৮৩)

শ্রীসনাতনটীকা—বিশ্রম্ভেণ দৃঢ়বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।

১১৩। কৃষ্ণসুখার্থ ভোগাদি ত্যাগ।

১১৫। বহু শিষ্য করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥

(ভাঃ ৭।১৩।৮)

প্রলোভনাদি দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ, বহু শাস্ত্র অভ্যাস, গ্রন্থব্যাখ্যা দ্বারা উপজীবিকা কল্পন এবং মঠাদি নির্ম্মাণ করিবে না।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—নানুবধ্নীয়াৎ প্রলোভনাদিনা বলান্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। আরম্ভান্ মঠাদি-ব্যাপারান্।

(ভাঃ ৭।১৩।৮)

বহু শিষ্য বলিতে অনধিকারী শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কারণ তাহাতে সম্প্রদায়-নাশের সম্ভাবনা।

স্ব-সম্প্রদায়-বৃদ্ধ্যর্থম্ অনধিকারিণোঽপি ন গৃহ্ণীয়াৎ।

(শ্রীবিশ্বনাথটীকা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১১৩)

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কাহাকেও বলপূর্ব্বক শিষ্য করা উচিত নয়। ভগবদ্দত্ত যোগ্যতা না থাকিলে আড়ম্বরপূর্ণ মঠাদি-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অনুচিত।

ভগবদ্ভক্তিহীন বহির্ম্মুখ শাস্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ। ভক্তি-শাস্ত্রও কিছু কিছু পাঠ না করিয়া কৃপাভিক্ষামুখে আদ্যো-পান্ত পাঠ করাই মঙ্গলকর।

১১৬। অন্য দেবতার নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ

বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥১১৭॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥১১৮॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥১১৯॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥১২০॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥১২১॥
তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥১২২॥
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লৈয়া ভক্তগণ ॥১২৩॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম-মহত্ত্ব ॥১২৪॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥১২৫॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥১২৬॥

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥১২৭॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥১২৮॥

অনুবাদ—সম-বাসনাবিশিষ্ট, স্নেহশীল এবং আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে। শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করণীয়।

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥১২৯॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুবাদ—অদ্ভুতবীর্য্যসম্পন্ন এই পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥১৩০॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥১৩১॥

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥১৩২॥
(পদ্যাবলী)

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎ-কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, হনূমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি আত্মনিবেদনে কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দেবানবজ্ঞা একটি ভক্ত্যঙ্গ। ভগবৎ-সেবক-বুদ্ধিতে সকলকেই সম্মান করা কর্ত্তব্য।

১১৯। অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান। অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভক্ত বা ভগবান্ যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া।

১২৯। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—সদ্ধিয়াং—নিরপরাধচিত্তানাং।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

অনুবাদ—রাজা-অম্বরীষ মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণে, শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, ভক্তের গাত্রস্পর্শে নিজ অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভ-আঘ্রাণে নাসিকা, কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্য্যে মস্তক এবং কৃষ্ণদাস্যে স্বীয় কাম নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥১৩৬॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

অনুবাদ—জাগতিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তিনি দেবতা, ঋষি, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥১৩৮॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥১৩৯॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥১৪০॥
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

অনুবাদ—যিনি সব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির ভজন করেন, সেই ভক্তের যদি কখনও পাপ কোন প্রকারে হয়, শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি— ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥১৪১॥

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
(ভাঃ ১১-২০-৩১)

অনুবাদ—আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও বৈরাগ্য-চেষ্টা শ্রেয়স্কর হয় না।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
(স্কান্দবচন)

অনুবাদ—হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; কেননা, যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কাহাকেও কষ্ট দেন না।

বৈধীভক্তিসাধনের কহিলু বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥১৪৪॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥১৪৫॥

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম রাগ। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা-নামে উক্ত হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৮-১৩৯। যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ-পাপাচারে মতি হয় না। যদি কোন কারণে পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।
(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১৪৫। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীগণের যে রাগময়ী ভক্তি, তাহারই নাম—রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি করা হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

ইষ্টে গাঢ়-তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥১৪৭॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'-নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥১৪৮॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥১৪৯॥

বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥১৫০॥

অনুবাদ—ব্রজবাসি-জনাদির মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তি বর্ত্তমান। সেই ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৪৭। রাগানুগা-বোধার্থং রাগাত্মিকায়াঃ লক্ষণমাহ 'ইষ্টে' ইতি। আবিষ্টতা তদ্ধেতু প্রেমময়তৃষ্ণা ইত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৭। ইষ্টদেব কৃষ্ণে গাঢ়-তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা বা তন্ময়তা তাহার তটস্থ-লক্ষণ।

১৪৮-১৪৯। রাগাত্মিক-ভক্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখে রাগময়ী ভক্তির কথা শুনিয়া সুসংস্কার-সম্পন্ন কোন ভাগ্যবান্ সজ্জনেরই তাহাতে লোভ হয়। তখন তিনি ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে রাগ-ভজনে প্রবৃত্ত হন। লোভে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

তত্র লোভো লক্ষিতঃ স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরেব—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ স্বয়ংই লোভের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের ভাব-পরিপাটী শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা যথা-কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তি যদি স্বভাবতঃ সেই কৃষ্ণপ্রিয়জনের অনুরূপ ভাব পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাহাতে যদি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করে, তবে তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রজলীলাপরিকরস্থশৃঙ্গারাদিভাবমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীরিদং মম ভূয়াৎ ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন হি কেনচিৎ শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে, নাপি লোভনীয়বস্তু-প্রাপ্যৌ স্বস্য যোগ্যাযোগ্যত্ববিচারঃ কোঽপ্যুদ্ভবতি। কিন্তু লোভনীয়বস্তুনি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রুতে দৃষ্টে বা সত এব লোভ উৎপদ্যতে।

ব্রজলীলার পরিকরে বিদ্যমান শৃঙ্গারাদি-ভাবসমূহের মাধুর্য্য শ্রুতিগোচর হইলে "আমার এই জাতীয় ভাব উৎপন্ন হউক" এই প্রকার লোভের উদয়কালে শাস্ত্র বা তদনুকূল যুক্তির কোন প্রকার অপেক্ষা থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে সেই অপেক্ষাকে লোভ বলা যাইতে পারে না। কাহারও কখনও শাস্ত্রদৃষ্টি হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না কিম্বা লোভনীয় বস্তু-প্রাপ্তি-বিষয়ে কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিচারও উপস্থিত হয় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর কথা শ্রবণমাত্রেই কিম্বা দর্শনমাত্রেই স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স চ ভগবৎকৃপাহেতুকোঽনুরাগিভক্তকৃপাহেতুকশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র ভক্তকৃপাহেতুকো দ্বিবিধঃ—প্রাক্তন আধুনিকশ্চ। প্রাক্তনঃ—পূর্ব্বভবিকতাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ; আধুনিকঃ—এতজ্জন্মাবধি তাদৃশভক্তকৃপোত্থঃ। আদ্যে সতি লোভানন্তরং তাদৃশগুরুচরণাশ্রয়ণম্। দ্বিতীয়ে গুরু-চরণাশ্রয়ণানন্তরং লোভপ্রবৃত্তির্ভবতি।

পূর্ব্বকথিত লোভটী ভগবৎকৃপা হইতে এবং অনুরাগী ভক্তজনের কৃপা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আবার প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের ভাবাদিমাধুর্য্যানুরাগী ভক্তগণের কৃপা হইতে পূর্ব্বজন্মে সমুদ্ভূত লোভকে প্রাক্তন লোভ বলা হয়। আর বর্ত্তমান জন্মে তাদৃশ ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আধুনিক

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে যাঁহার লোভ হয়, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের কারণ নয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নামে অভিহিত। যাঁহার লোভ পূর্ব্বজন্মে সঞ্জাত হইয়াছে, তিনি লোভস্ফূর্ত্তির পর তাদৃশ রাগানুগীয় ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। আর যিনি আধুনিক লোভবিশিষ্ট, গুরুচরণাশ্রয়ের পর তাঁহার লোভের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ততশ্চ তাদৃশলোভবতো ভক্তস্য লোভনীয়তদ্ভাব-প্রাপ্ত্যুপায়জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা স্যাৎ। শাস্ত্রবিধিনৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদিতযুক্ত্যৈব চ তৎপ্রদর্শনাৎ, নান্যথা। যথা দুগ্ধাদিষু লোভে সতি কথং মে দুগ্ধাদিকং ভবেদিতি তদুপায়জিজ্ঞাসায়াং তদভিজ্ঞাপ্তজন-কৃতোপদেশবাক্যাপেক্ষা স্যাৎ। ততশ্চ গাং ক্রীণাতু ভবান্ ইত্যাদি-তদুপদেশবাক্যাদেব গবানয়ন-তদ্ঘাস্প্রদান-তদ্দোহন-প্রকরণাদিকং তত এব শিক্ষেন্ন তু স্বতঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন ও আধুনিক উভয়বিধ লোভবিশিষ্ট ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ-নিত্য-পরিকরগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র এবং তদনুকূল যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায়। যেহেতু, কেবল শাস্ত্রবিধি দ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই উক্ত লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য কোনও রকমে তৎপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হয় নাই। যেমন কোন ব্যক্তির যদি দুগ্ধাদিপানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কি প্রকারে দুগ্ধাদি পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য ইচ্ছা জাগে এবং সেই সময়ে সেই ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধাদি-প্রাপ্তির উপায়াভিজ্ঞ বিশ্বস্তজন-কৃত উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার পূর্ব্বকথিত ভাবলিপ্সু ব্যক্তিগণেরও শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদনন্তর আপনি গাভী ক্রয় করুন ইত্যাদি প্রকার সেই আপ্তজনের উপদেশ লাভ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে যেরূপ তাঁহার নিকট হইতেই গাভী আনয়ন, তাহাকে তৃণাদি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দান এবং গাভীদোহনাদি তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হয়, উপদেশ ভিন্ন স্বতঃ জ্ঞানলাভ হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে স্বতঃ উপায় বিদিত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। যেমন এই জগতে লোভনীয় সকল বস্তুর প্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় তাদৃশ ভাব লাভের উপায়ও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং লোভোৎপত্তির প্রতি যদ্যপি শাস্ত্রাদির কোনও অপেক্ষা নাই তথাপি অভীপ্সিত ভাবটী পাইবার জন্য শাস্ত্রাদির উপদেশের অপেক্ষা আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

স চ লোভো রাগবর্ত্মবর্ত্তিনাং ভক্তানাং গুরুপাদাশ্রয়-লক্ষণমারভ্য স্বাভীষ্টবস্তুসাক্ষাৎপ্রাপ্তিসময়মভিব্যাপ্য "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তিহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিতারতম্যাৎ প্রতিদিনং অধিকাধিকো ভবতি।

উক্ত লোভ আবার রাগমার্গাবলম্বী ভক্তগণের সম্বন্ধে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়রূপ সাধনের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ অভীষ্টবস্তুর সাক্ষাৎকার-কাল পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তিদ্বারা অন্তঃকরণের যে পরিমাণে প্রতিদিন বিশুদ্ধি ঘটে, সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উদ্ভূতে তাদৃশে লোভে শাস্ত্রদর্শিতেষু তত্তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়েষু "আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ কেষুচিদ্ গুরুমুখাৎ কেষুচিদভিজ্ঞমহোদয়ান্তরাগিভক্তমুখাৎ অভিজ্ঞাতেষু কেষুচিদ্ভক্তিমৃষ্টচিত্তবৃত্তিষু স্বত এব স্ফুরিতেষু সোল্লাসমেবাতিশয়েন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা কামার্থিনাং কামোপায়েষু।

একবার পূর্ব্বকথিত লোভ সমুদ্ভূত হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বাহিরে শ্রীগুরুদেবরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে

বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥১৫২॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥১৫৩॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥১৫৪॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজবাসীর অনুসরণে সাধকরূপে শ্রবণকীর্ত্তনমুখে এবং সিদ্ধস্বরূপে মানসে সেবা করিবেন।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হৈয়া ॥১৫৫॥

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥১৫৬॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—কৃষ্ণ এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন।

দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন ॥১৫৭॥

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥১৫৮॥
(ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

অনুবাদ—আমিই যাঁহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ ও ইষ্টদেব, তাঁহারা সর্ব্বদাই মৎপর। আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখন নাশ করিতে পারে না।

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ। ॥১৫৯॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র প্রভৃতি-রূপে শ্রীহরিকে সর্ব্বদা যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় প্রীতি ॥১৬০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অন্তর্যামিরূপে নিজ ইষ্টবস্তুর আস্বাদনের উপায় প্রদান দ্বারা মনুষ্যের বিষয়-বাসনা নিরসন করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন—শ্রীল উদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তি অনুসারে শাস্ত্রে প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত ভাব-লাভের উপায়-সমূহ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোক্ত উপদেশ হইতে, কাহারও বা রাগানুগ-ভাবাভিজ্ঞ অনুরাগী ভক্তের মুখ হইতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। কাহারও কাহারও ভক্তিপূত নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিতে তাহা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর বিষয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের বৈষয়িক ভোগ্যবস্তুলাভের উপায়সমূহে প্রবৃত্তির ন্যায় তাঁহাদিগের তত্তদ্ভাব-লাভে উল্লাসপূর্ণ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়।

তচ্চ শাস্ত্রং সর্ব্বোপনিষৎসারভূতং যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিত্যাদিবাক্য-নিচয়াকর-শ্রীভাগবতমহাপুরাণমেব। তথা তৎপ্রতিপাদিত-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভক্তিবিবরণচঞ্চু-শ্রীভক্তিরসামৃতার্ণবাদিকমপি।

যখন শাস্ত্রকেই তত্তদ্ভাব-লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, তখন সেই শাস্ত্র কি? এইজন্য বলিতেছেন—সর্ব্ববেদসার কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবতই সেই শাস্ত্র। আর সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ভক্তির বিবৃত্তিমূলক শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থও উক্ত শাস্ত্রশব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫২। রাগমার্গের সাধক বাহ্যে সাধকদেহে ভজনানুকূল বিষয় শ্রবণকীর্ত্তন করেন এবং মানসে দিবারাত্র ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্মরণময়ী সেবা করিয়া থাকেন।

১৫৫। রাগানুগ ভক্তগণ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অন্তর্মুখ হইয়া নিরন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥১৬১॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত' কহিলু অভিধেয়-বিবরণ ॥১৬২॥
অভিধেয় সাধন-ভক্তি কহিলু সনাতন।
সংক্ষেপে কহিলু, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥১৬৩॥

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সে-ই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১৬৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৬১। ভাব বা রতিই প্রেম বা প্রীতির অঙ্কুর।

মধ্যলীলা—ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১॥

অনুবাদ—স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্ত বিত্ত—যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তাহা অত্যুদার-স্বভাব যে গৌরকৃষ্ণ আপামর সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে আমি প্রপন্ন হই।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥৩॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম ॥৪॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥৫॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—যাহা প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ এবং রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, তাহাকেই ভাব বলে।

এই দুই—ভাবের 'স্বরূপ,' 'তটস্থ' লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥৬॥

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৭॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা-যুক্ত হইয়া গাঢ় হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলেন।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৮॥
(নারদপঞ্চরাত্র)

অনুবাদ—বিষ্ণুতে অনন্য মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহ নয়, এরূপ প্রীতিপূর্ণ মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি বলিয়া থাকেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ; আর যাহা রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে তাহাই ভাবের তটস্থ-লক্ষণ।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥৯॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥১০॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥১১॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥১২॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম-নাম।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥১৩॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥১৪॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥১৫॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়, অনন্তর ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি, তাহা হইতে ভাব, অবশেষে প্রেম উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯-১৩। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হইলে কৃষ্ণকৃপায় দ্বিতীয়-সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য হয়। তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী সাধনক্রিয়া হয়। তৎফলে অনর্থনিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা-ভক্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি হয়। নিষ্ঠার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি হয়। তদনন্তর রতি হয় এবং রতি গাঢ় হইলে প্রেম হইয়া থাকে।

১৪-১৫। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রেমভক্তি-লহরী ১৫-১৬ শ্লোকের **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—

আদৌ প্রথম-সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গঃ ভজনরীতিশিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং। রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।

প্রথম-সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয়। শ্রদ্ধার পর দ্বিতীয়-সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় হইলে তদানুগত্যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন করিতে করিতে গুরুকৃপায় অনর্থনিবৃত্তি হয়। তদনন্তর অনর্থমুক্ত সাধক-ভক্তকে বা শুদ্ধভক্তকে নৈষ্ঠিক ভক্ত বলে। নিষ্ঠায় অবিক্ষেপে সতত ভজন হইলেও তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ সযত্নে সাবধানতার সহিত করিতে হয়। নিষ্ঠার পর রুচি হইলে তখনও সাবধানে সাধন-ভজন করণীয়। কিন্তু

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

আসক্তি হইলে ভজন স্বাভাবিক হইয়া থাকে। তখন আর অন্য চিন্তা বা বিক্ষেপের অবসর থাকে না। নিষ্ঠা ও আসক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

প্রশ্ন—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ক্রমটী কি?

উত্তর—ভাঃ ১।২।২১ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—

১। সাধুকৃপা ২। মহৎসেবা ৩। শ্রদ্ধা ৪। গুরুপদাশ্রয় ৫। ভজনস্পৃহা (ভক্তিবীজ) ৬। ভক্তি (ভজনক্রিয়া) ৭। অনর্থনিবৃত্তি ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি ১০। আসক্তি ১১। রতি ১২। প্রেম ১৩। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ১৪। ভগবৎ-মাধুর্য্যানুভব।

প্রশ্ন—ভজনক্রিয়া বা সাধনক্রিয়া কি?

উত্তর—সাধনক্রিয়া ও সাধন-ভক্তি এক নহে। অনর্থনিবৃত্তির পর সাধনভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা নিষ্ঠা হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনক্রিয়া। সাধনক্রিয়ার ফলে অনর্থনিবৃত্তি হয় এবং সাধনভক্তির ফলে প্রেম হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—অনর্থ কয় প্রকার?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

অনর্থ চতুর্ব্বিধ—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ।

পাপস্পৃহা, নিন্দা, হিংসা, জড়াভিমান, কর্ত্তাভিমান,

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥১৬॥

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দুঃখজনক বিষয়ে রুচি প্রভৃতি দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ। ইহা পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতি বা পাপ হইতে জাত।

পুণ্যাকাঙ্ক্ষা, বিবিধ ভোগের প্রতি অভিনিবেশ বা রুচি, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা প্রভৃতি সুকৃতোত্থ অনর্থ। ইহা পূর্ব্বজন্ম-কৃত সৎকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্মের ফল।

অপরাধোত্থ অনর্থ বলিতে এখানে নামাপরাধই বুঝায়।

ভজন করিতে করিতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-আকাঙ্ক্ষার নাম—ভক্ত্যুত্থ অনর্থ।

প্রশ্ন—অনর্থনিবৃত্তি কয় প্রকার?

উত্তর—এই চতুর্ব্বিধ অনর্থনিবৃত্তি পঞ্চ-প্রকার—একদেশ-বর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী।

দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজন-ক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে পূর্ণা আর শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মিলে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

ভক্ত্যুত্থ প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পূর্ণা এবং রুচি জন্মিলে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী, ভজনক্রিয়ার পরিপাকে নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে ঐ অনর্থনিবৃত্তি বহুদেশবর্ত্তিনী, শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন হইলে উহা প্রায়িকী, প্রেমের উৎপত্তি হইলে পূর্ণা এবং শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ হইলে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

রুচি ভজনবিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয়বিষয়া—এই যে লক্ষণ, তাহা তত্তদ্-বিষয়ের প্রাধান্যেই জানিতে হইবে। রুচিতে বার্ত্তান্তর হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিতে হয় কিন্তু আসক্তিতে তাহা স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

১৫। **প্রশ্ন**—রতি হইলেও কি কিছু অনর্থ, বিঘ্ন বা বাধা থাকে?

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উত্তর—রতি বা ভাব সাধনভক্তিও নহে এবং সাধ্য-ভক্তিও নহে। কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা-ভেদে ভক্তিকে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

রতিতেও কিছু বিঘ্ন বা কিঞ্চিৎ মহদপরাধ থাকার কথা শুনা যায়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরী ১ম শ্লোক—

সা ভক্তি সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।

ঐ শ্রীবিশ্বনাথটীকা—সা ভক্তিরিতি। তথাত্র সাধন-সাধ্যত্বরূপ-দ্বিবিধভেদ এবাস্ত. ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যন্ত-র্ভাবোঽস্তু, কিং ভেদত্রয়করণেন? ইতি চেৎ ন, যতোঽগ্রে বক্ষ্যমানস্য (রসামৃত ২।১।২৭৬) 'উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ'॥ ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপর-পর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি 'সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যচিন্মহদপরাধস্য বশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তীতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যা-পরাধস্য লেশেঽপি সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সম্ভবতি। অতএব তত্রৈবোক্তস্য সাধ্যভক্তিবিশিষ্টসিদ্ধভক্তলক্ষণস্য মধ্যে (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২০০)—'অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধত্বে সু'রিত্যনেন তথৈব প্রতিপাদিতম্। তস্মাদ্ ভাবস্য সাধ্যভক্তেরন্তর্ভাবো ন সম্ভবতি। তথৈব সাধনভক্তেরন্তর্ভাবস্তু সুতরামেব নাস্তি, যতোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপ-বিশেষণেন ভাবস্য সাধনভক্তিত্বং পরাস্তম্ ভাবস্য ভাব-সাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভক্তেস্ত্রিবিধত্বম্ ইতি বিবেচনীয়ম্।

১৬। আদি ১।৬০ দ্রষ্টব্য।

১৭। ভাবাঙ্কুর—ভাবই প্রেমের অঙ্কুর। প্রীত্যঙ্কুর বা প্রেমাঙ্কুরই ভাব।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥১৮॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥১৯॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভ-রাহিত্য, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায় এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিতৃষ্ণা, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—এই নয় প্রকার লক্ষণ ভাব হইলে ভক্তে প্রকাশ পায়।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয় ॥২০॥

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥
(ভাঃ ১।১৯।১৫)

অনুবাদ—বিপ্র আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণপ্রেরিত তক্ষক আমাকে দংশন করুক। আপনারা কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায় ॥২২॥

বাগ্‌ভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥২৩॥
(হরিভক্তিসুধোদয়ে)

অনুবাদ—ভক্তগণ অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে অনুক্ষণ বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরদ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইভাবে তাঁহারা সমগ্র আয়ুঃ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া থাকেন।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥২৪॥
(ভাঃ ৫।১৪।৪৩)

অনুবাদ—ভারতসম্রাট শ্রীভরত মহারাজ কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবা-কালেই পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে ॥২৫॥

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥২৬॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—হরিতে রতিযুক্ত হইয়া রাজা শ্রীভগীরথ অরিপুরে ভিক্ষা করিতে করিতে চণ্ডালকেও প্রণাম করিতেছেন।

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥২৭॥
(শ্রীসনাতনপ্রভুবাক্য)

অনুবাদ—আমার প্রেম, শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন, বৈষ্ণবযোগ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি, ভগবজ্‌জ্ঞান, ভক্তসেবাদি বা সজ্জাতি কিছুই নাই। তথাপি হে গোপীজনবল্লভ! দীনের প্রতি অধিক দয়ালু তোমাকে পাইবার জন্য আমার যে দৃঢ় আশা হইয়াছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥২৮॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥২৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০। প্রীত্যঙ্কুর অর্থাৎ ভাব হইলে প্রাকৃত-ক্ষোভে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না।

২৯। মধ্য ২।৬১ দ্রষ্টব্য।

রোদনবিন্দুমকরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥৩০॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা অদ্য রোদন করিতে করিতে মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥৩১॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥৩২॥

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥৩৩॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব।

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈলু বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥৩৪॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥৩৫॥

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥৩৬॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—যাঁহার চিত্তে প্রেম উদিত হয়, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ বিজ্ঞগণও বুঝিতে পারেন না।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩৭॥

প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥৩৮॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর ॥৩৯॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥৪০॥
অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥৪১॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ রস।
যে-রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥৪২॥
প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে ॥৪৩॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি' ॥৪৪॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥৪৫॥
দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন ॥৪৬॥
অনুভাব—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥৪৭॥
নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি' রস হয় চমৎকারকারী ॥৪৮॥
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-নাম শৃঙ্গাররস—সবাতে প্রাবল্য ॥৪৯॥
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমে ত' বাড়য় ॥৫০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩২। মধ্য ২১।১৩৬ দ্রষ্টব্য।
৩৭। আদি ৭।৯৪ দ্রষ্টব্য।
৩৯। মধ্য ১৯।১৭৯ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৭। উদ্ভাস্বর—আঙ্গিক অনুভাববিশেষ, পঞ্চপ্রকার বেশভূষার শৈথিল্য, গাত্রমোটন, জৃম্ভণ, ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, নিশ্বাসত্যাগ ও প্রশ্বাসগ্রহণ। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় অনুরাগ-সীমা।
সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥৫১॥
শান্তাদি রসের যোগ, বিয়োগ—দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥৫২॥
রূঢ়, অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে ॥৫৩॥
অধিরূঢ় মহাভাব—দুই ত' প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন'-নাম তার ॥৫৪॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প—মোহনে দুই ভেদ ॥৫৫॥
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম।
ভ্রমর-গীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥৫৬॥
উদ্‌ঘূর্ণা, বিবশ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান ॥৫৭॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥৫৮॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥৫৯॥
রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে'।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥৬০॥

কুররি ! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি ! কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥৬১॥

(ভাঃ ১০।৯০।১৫)

অনুবাদ—হে কুররি ! দেখ, রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ। তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় কৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ করিতেছ ?

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী ॥৬২॥

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥৬৩॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কগণের শিরোমণি। সেই কৃষ্ণে মহাগুণসকল নিত্যকাল বিরাজমান।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৬৪॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কাণ ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫৮-৬৩। শৃঙ্গার শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক এব চরমশ্রেষ্ঠ তথা তদ্দাস্যাদয়োঽপি চরমশ্রেষ্ঠা ইত্যাহ 'ব্রজেন্দ্র' ইত্যাদি। এইমত দাস্য ইত্যন্তেন। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতবচনাৎ। শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বনায়কানাং শ্রেষ্ঠ যত্র শ্রীকৃষ্ণে নিত্যতয়া পরিপূর্ণরূপেণ সর্ব্বমহাগুণাঃ বিরাজন্তে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৫। চিত্রজল্প দশপ্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। (উজ্জ্বলনীলমণি)

৫৬। ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়।

৫৮। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—মিলন ও বিরহ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬০। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে পূর্ব্বরাগ, প্রবাস ও মান—এই তিনটি প্রসিদ্ধ; দ্বারকায় মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৬৪। আদি ৪।৮৩ দ্রষ্টব্য।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥৬৬॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥৬৭॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥৬৮॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥৬৯॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥৭০॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥৭১॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥৭২॥

অনুবাদ—এই কৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ ২। সর্ব্বসল্লক্ষণ-যুক্ত ৩। সুন্দর ৪। মহাতেজা ৫। বলবান্ ৬। নিত্য-কিশোর ৭। বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ ৮। সত্যবাদী ৯। প্রিয়ভাষী ১০। বাক্‌পটু ১১। সুপণ্ডিত ১২। বুদ্ধিমান্ ১৩। প্রতিভাযুক্ত ১৪। বিদগ্ধ ১৫। চতুর ১৬। দক্ষ ১৭। কৃতজ্ঞ ১৮। দৃঢ়ব্রত ১৯। দেশকাল-পাত্রজ্ঞ ২০। শাস্ত্রজ্ঞ ২১। শুচি ২২। বশকারী ২৩। স্থির ২৪। জিতেন্দ্রিয় ২৫। ক্ষমাশীল ২৬। গম্ভীর ২৭। ধৃতিমান্ ২৮। সমদর্শী ২৯। বদান্য ৩০। ধার্ম্মিক ৩১। শূর ৩২। করুণ ৩৩। মানদ ৩৪। দক্ষিণ ৩৫। বিনয়ী ৩৬। লজ্জাযুক্ত ৩৭। শরণা-গতপালক ৩৮। সুখী ৩৯। ভক্তবন্ধু ৪০। প্রেমবশ্য ৪১। সর্ব্বশুভকারী ৪২। প্রতাপী ৪৩। কীর্ত্তিমান্ ৪৪। লোকানুরক্ত ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয় ৪৬। নারী-মনোহারী ৪৭। সর্ব্বারাধ্য ৪৮। সমৃদ্ধিমান্ ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত।

জীবেষেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥৭৩॥

অনুবাদ—এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে জীবে আছে, কিন্তু কৃষ্ণে পরিপূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান।

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥৭৪-৭৫॥

অনুবাদ—এই পঞ্চাশটি গুণ ব্যতীত আরও পাঁচটি মহাগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে (বিষ্ণুতে) এবং আংশিকরূপে শিবাদি দেবতায় আছে—(১) সর্ব্বদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (২) সর্ব্বজ্ঞ (৩) নিত্য-নূতন (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূত-স্বরূপ (৫) সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥৭৬॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥৭৭॥

অনুবাদ—পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে নাই—(১) অবিচিন্ত্যমহা-শক্তিত্ব (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব (৩) সকল-অবতার-বীজত্ব (৪) হতশত্রুসুগতিদায়কত্ব (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব। এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥৭৮॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥৭৯॥

অনুবাদ—এই ষাট্ গুণের অতিরিক্ত আরও চারটী গুণ কৃষ্ণে আছে; তাহা নারায়ণেও নাই—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলাকল্লোলসমুদ্র (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য-প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীতগানকারী (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে—এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী।

লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥৮০॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—লীলা-মাধুর্য্য, ভক্ত-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও বেণু-মাধুর্য্য—এই চারটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। শাস্ত্রে কৃষ্ণের এই চৌষট্টিগুণ উদাহৃত হইয়াছে।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান।
যে গুণের বশ হন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥৮১॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নব-বয়শ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥৮২॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥৮৩॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥৮৪॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা ॥৮৫॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥৮৬॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান ২৫টী গুণ বলা যাইতেছে—১। মধুরা ২। নবীনবয়সযুক্তা ৩। চঞ্চল-নেত্রা ৪। উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা ৫। সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখাযুক্তা ৬। সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী ৭। সঙ্গীতে অভিজ্ঞা ৮। প্রিয়বাক্ ৯। পরিহাসপটু ১০। বিনীতা ১১। করুণাপূর্ণা ১২। চতুরা ১৩। কর্ত্তব্য-পরায়ণা ১৪। লজ্জাশীলা ১৫। সুমর্য্যাদা ১৬। ধৈর্য্যযুক্তা ১৭। গাম্ভীর্য্যময়ী ১৮। সুবিলাসযুক্তা ১৯। পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী ২০। গোকুল-প্রেমবসতি ২১। আশ্রয়গণের মধ্যে উদ্দীপ্তযশোযুক্তা ২২। গুরুজনগণের অধিক স্নেহপাত্রী ২৩। সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, ২৪। কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা ২৫। সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী। কৃষ্ণের ন্যায় রাধার গুণ অনন্ত।

নায়ক, নায়িকা—দুই রসের 'আলম্বন'।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৮৭॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
যৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥৮৮॥

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥৮৯॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥৯০॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রম্যতাম্ ॥৯১॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥৯২॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—যাঁহারা ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন ও উজ্জ্বলচিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রসাস্বাদনতৎপর, গোবিন্দ-সেবা-সুখই যাঁহাদের জীবন-স্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্যসকলের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি বর্ত্তমান। উহা বিভাবাদি-দ্বারা অনুভবপথে প্রৌঢ়ানন্দচমৎকাররূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥৯৩॥

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥৯৪॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস লাভ অসম্ভব। কৃষ্ণপাদপদ্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস তাঁহাদেরই লভ্য।

সংক্ষেপে কহিলু—এই প্রয়োজন-বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৯৫॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈলু শক্তিসঞ্চারে ॥৯৬॥

তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥৯৭॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥৯৮॥
যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥৯৯॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমসুখদুঃখঃ ক্ষমী ॥১০০॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১০১॥

অনুবাদ—যে ভক্ত সর্ব্বভূতে হিংসা-রহিত, মৈত্র, করুণ, মমতা-রহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতস্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয়, ভক্তিযোগী এবং মদর্পিত-মনোবুদ্ধি, তিনি আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১০২॥

অনুবাদ—যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না এবং নিজে হর্ষ ও ক্রোধভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১০৩॥

অনুবাদ—যে ভক্ত অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথারহিত, সর্ব্বারম্ভত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ—যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং যিনি শুভাশুভফলত্যাগী ও ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১০৫॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১০৬॥

অনুবাদ—শত্রুমিত্রে ও মানাপমানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, মৌনী, যথালাভে সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি, ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥
(গীতা)

অনুবাদ—যাঁহারা আমার এই উপদেশ শ্রদ্ধাবান্ এবং মৎপর হইয়া পালন করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় হন।

চিরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥১০৮॥
(ভাঃ ২।২।৫)

অনুবাদ—অহো, পথে কি জীর্ণ বস্ত্র পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি তাহাই হয়, তবে সজ্জনগণ ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করিবেন?

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
গূঢ়ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা ॥১০৯॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি।
ইন্দ্র আসি' করিল যবে শ্রীকৃষ্ণেরে স্তুতি ॥১১০॥
মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥১১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৮। ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র—হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ।

৯৯। জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলে শুষ্ক-বৈরাগ্য হয়। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মহিষী-হরণ আদি সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥১১২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লৈয়া ॥১১৩॥
নীচজাতি, নীচসেবী, মুঞি—সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা—যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥১১৪॥
তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুইতে নারে ইহার একবিন্দু ॥১১৫॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥১১৬॥
মুঞি যে শিখাই তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হ'বে মোর বল ॥১১৭॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে।
বর দিলা—এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥১১৮॥
সংক্ষেপে কহিলু—প্রেম প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি' কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥১১৯॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১২০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রেমপ্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা—চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি আত্মারামেতি শ্লোক-সূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমো হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচলচৈতন্য জগৎকে পালন করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥৩॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছো, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥৪॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৫॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥৬॥
প্রভু কহে—আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি' মানে ॥৭॥
কিবা প্রলাপিলাম, তাহা নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥৮॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥৯॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ করে ঝলমল ॥১০॥
আত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব এই সাত অর্থ-প্রাপ্তি ॥১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৫। মধ্য ৬।১৮৬ দ্রষ্টব্য।

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ ॥
(বিশ্বপ্রকাশে)

অনুবাদ—আত্মা অর্থে দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন।

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন ॥১৩॥
মুনি-আদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন ॥১৪॥
মুনি-শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি ॥১৫॥
নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥১৬॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্রবিরক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥১৭॥

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথণেঽপি চ ॥১৮॥
(বিশ্বে)

অনুবাদ—নির্ উপসর্গ—নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে ব্যবহৃত। গ্রন্থ-শব্দ—ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ-সংগ্রথনে ব্যবহৃত।

উরুক্রম-শব্দে কহে—বড় যাঁর ক্রম।
ক্রম-শব্দে কহে—পাদবিক্ষেপণ ॥১৯॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাটি আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥২০॥

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥২১॥
(ভাঃ ২।৭।৪০)

অনুবাদ—পৃথিবীর রজোসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর শক্তি কে গণনা করিতে পারে? তিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিমূল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন।

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥২২॥
মায়া-শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥২৩॥

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥২৪॥
(বিশ্বপ্রকাশ)

অনুবাদ—ক্রম শব্দে—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন।

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥২৫॥

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥২৬॥
(পাণিনি)

অনুবাদ—উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ 'ইৎ' হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আত্মনেপদ হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় পরস্মৈপদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

হেতু-শব্দে কহে ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এই তিন প্রকারে ॥২৭॥
এক ভুক্তি কহে—ভোগ অনন্ত-প্রকার।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার ॥২৮॥
এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি—অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥২৯॥
ভক্তি-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক—সাধন, প্রেমভক্তি—নব প্রকার ॥৩০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২। গোলোক—বৃন্দাবন।

২৫। ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে।
(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩০। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি নয় প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব।

রতি-লক্ষণা, প্রেম-লক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর ॥৩১॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম-পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত ॥৩২॥
সখাগণের রতি হয় অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ-অন্ত ॥৩৩॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
ভক্তি-শব্দে কহিলু এই অর্থের মহিমা ॥৩৪॥
ইত্থম্ভূতগুণঃ-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
ইত্থম্ভূত-শব্দের ভিন্ন অর্থ, গুণ-শব্দের আন ॥৩৫॥
ইত্থম্ভূত-শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময়।
যাঁর আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥৩৬॥
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥৩৭॥
সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ ॥৩৮॥
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ ছাড়য় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তি-গুণে কৃষ্ণকৃপায় বাঁধে ॥৩৯॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্ত-বিচার।
এই স্বভাব-গুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার ॥৪০॥
গুণ-শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সচ্চিদ্‌রূপ-গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥৪১॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্যে আত্ম-পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥৪২॥
অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥৪৩॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি-গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥৪৪॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৪৫॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥৪৬॥
(ভাঃ ২।১।৯)

অনুবাদ—হে রাজর্ষে! ব্রহ্মনিষ্ঠ আমি শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন।
রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ ॥৪৭॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৪৮॥
(ভাঃ ১০।২৯।৩৯)

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ। তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধাযুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয়-দানকারী ভুজদণ্ডদ্বয় এবং একমাত্র শ্রীদ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥৪৯॥
(ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

অনুবাদ—হে ভুবনসুন্দর! তোমার গুণসমূহ শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে প্রবিষ্ট হৈয়া তাহাদের অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের তোমার রূপ-দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত! সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৭। আদি ৭।৯৮ দ্রষ্টব্য।
৪৫। মধ্য ১৭।১৪২ দ্রষ্টব্য।

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥৫০॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥৫২॥

(ভাঃ ১০।২৯।৪০)

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন্ স্ত্রী ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গো সকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক ধারণ করিয়া থাকে।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদিভাবে পুরুষাদি গণ ॥৫৩॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয় কৃষ্ণগুণ ॥৫৪॥
হরি-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥৫৫॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥৫৬॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥৫৭॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৯)

অনুবাদ—হে উদ্ধব! অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, ভগবদ্ভক্তিও তদ্রূপ জীবের যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া থাকে।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম, অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥৫৮॥
নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥৫৯॥
চারি-পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য কহিলু-লক্ষণ ॥৬০॥
অপি, চ দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয় ॥৬১॥
তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥৬২॥

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥৬৩॥

অনুবাদ—অন্বাচয়ে অর্থাৎ একতরস্য প্রাধান্যে সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥৬৪॥

(বিশ্বপ্রকাশে)

অনুবাদ—অপি-শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ, কামচার-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি, যথা যে লাগয় ॥৬৫॥
'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যাঁর সম ॥৬৬॥

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥৬৭॥

(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব-প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে পরমব্রহ্ম বলে। হে সর্ব্বাত্মন্! যোগিচিন্ত্যাবিকারী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—৫০। যোগ্য ভাবে ইতি। যথাযোগ্য ভাবেন জগদ্‌গত যুবতীনাং গণং হরতীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৫১। মধ্য ৮।১৪৭ দ্রষ্টব্য।

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥৬৮॥

(তন্ত্র-বাক্য)

অনুবাদ—সর্ব্বব্যাপকত্ব-প্রযুক্ত ও মাতৃত্ব-প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা।

সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং-ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥৬৯॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭০॥

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো, শাস্ত্র - প্রমাণ ॥৭১॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৭২॥

আত্মা-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ ॥৭৩॥

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥৭৪॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥৭৫॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥৭৬॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭৭॥

ব্রহ্ম-আত্মা-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥৭৮॥

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী-স্বরূপেতে ভাসে ॥৭৯॥

রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং-ভগবান্, ভগবান্—দুই ত' স্বরূপ ॥৮০॥

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবানে পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ॥৮১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭০। আদি ২।১১ দ্রষ্টব্য।

৭২। আদি ১।৫৩ দ্রষ্টব্য।

৭৪। মধ্য ২৪।৬৮ দ্রষ্টব্য।

৭৭। আদি ২।১১ দ্রষ্টব্য।

৮১। যাঁহারা রাগভক্তিতে কৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা ব্রজে স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবা পান। বিধি-মার্গের ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে যান।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তি-লহরী ৩০৩ শ্লোক—

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে ॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

'য' ইতি পুংলিঙ্গত্বেন নির্দ্দেশো জনমাত্রবিবক্ষয়া স্ত্রী বা পুমান্ বেত্যর্থঃ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমণেচ্ছায়াং লোভস্য প্রবর্ত্তকত্বেপি নিজভাব-প্রাতিকূল্যানি তানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রবিহিতানীতি ত্যাগানৌচিত্যমিতি বৃদ্ধ্যা যদি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করোতি, তদা দ্বারকাপুরে মহিষী-পরিজনত্বং প্রাপ্নোতীত্যাহ—রিরংসামিতি। কেবলেনৈব কৃৎস্নেনৈব সাকল্যেনৈবেতি যাবৎ, ন তু নিজভাব-প্রতিকূলান্ মহিষী-পূজা-দ্বারকাধ্যানাদীন্ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিৎ অংশান্ পরিত্যজ্যেতি। তত্র এবকারার্থঃ 'নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎস্নয়ো'রিত্যমরঃ।

যেষান্তু বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণয়োর্মাধুর্য্যাস্বাদনেঽভিলাষঃ, অথচ ন্যাসমুদ্রাদিবৈধীমার্গানুসারেণ ভজনং, তেষাং দ্বারকায়াং ন রুক্মিণীকান্তস্য প্রাপ্তিস্তত্রাভিলাষাভাবাৎ, ন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ রাগমার্গেণ ভজনাভাবাৎ। তস্মাত্তেষাং বিধিমার্গেন ভজনকার্য্যস্য ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানস্য প্রাধান্যং যত্র, তথাভূতস্য বৃন্দাবনস্যাংশে গোলোকে রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ, ন তু শুদ্ধমাধুর্য্যময়ে বৃন্দাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্।

এখন প্রশ্ন—যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চান অথচ বিধিমার্গে ভজন করেন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তদুত্তর

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥৮২॥

যচ্চ ব্রজস্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥৮৩॥

(ভাঃ ৩।১৫।২৫)

অনুবাদ—পরস্পর কৃষ্ণকথা-বর্ণনে যাঁহারা অনুরাগ বশতঃ পুলকিতাঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের কৃপায় যম-নিয়মাদি পরিত্যাগ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥৮৪॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥৮৫॥

বুদ্ধিমান্ অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৮৬॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥৮৭॥
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥৮৮॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৮৯॥

(গীতা)

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিমান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে।

আর্ত্ত, অর্থার্থী—দুই সকাম-ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী - দুই মোক্ষকাম মানি ॥৯০॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥৯১॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥৯২॥

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥৯৩॥

(ভাঃ ১।১০।১১)

অনুবাদ—সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজ্জনগণ কৃষ্ণের কথা একবার শুনিয়া তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এই যে, তাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভের অভিলাষ থাকায় তাঁহারা বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা বা দ্বারকায় রুক্মিণীনাথের সেবা পান না এবং বিধিমার্গে ভজন করায় শুদ্ধমাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাও পান না, পরন্তু তাঁহারা বৃন্দাবনাংশ কৃষ্ণবৈকুণ্ঠ গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন।

৮২। মধ্য ৮।২২৭ দ্রষ্টব্য। ৮৫। মধ্য ২২।৩৬ দ্রষ্টব্য।

৮৬। উদারধী অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বিচারজ্ঞ হন, তাহা হইলে কামনাবাসনা থাকিলেও তিনি তীব্রভাবে কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

৯১। আর্ত্ত গজেন্দ্র, অর্থার্থী ধ্রুব, জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষি এবং জ্ঞানী সনকাদি মুনি—এই মহাভাগ্যবান্ ও

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সুকৃতিমান্ চারিজন ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় কামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধভক্ত হইয়াছেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধন-ভক্তি-লহরী ২০-২১ শ্লোকের **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—

ইভো গজেন্দ্রো ভগবতো মাধুর্য্যং প্রাপ্য লুব্ধঃ সম্রাট্তি-নাশেচ্ছাং বিহায় পশ্চাচ্ছুদ্ধভক্তো বভূব। এবং শৌনকাদি-মুনিগণঃ সূত-সঙ্গাৎ স্বর্গেচ্ছাদিকং বিহায় শুদ্ধভক্তোঽভূৎ। ধ্রুবোঽপি ভগবৎ-কৃপয়া রাজ্যেচ্ছাং বিহায়। এবং চতুঃসনঃ সনকাদিরপি ভগবৎকৃপয়া মোক্ষেচ্ছাং বিহায়।

৯২। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় মহাভাগ্য-বান্ সজ্জনগণ কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া শুদ্ধভক্ত হইয়া থাকেন। গজেন্দ্র-ধ্রুবাদি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥৯৪॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৯৫॥

প্র-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥৯৬॥

সকাম-ভক্তে অজ্ঞ জানি' দয়ালু ভগবান্।
স্ব-চরণ দিয়া করেন ইচ্ছার পিধান ॥৯৭॥

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥৯৯॥

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥১০০॥

শ্লোকব্যাখ্যা লাগি' এই করিলু আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥১০১॥

জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুই ত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥১০২॥

কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময় আর প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥১০৩॥

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥১০৪॥

ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥১০৫॥

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥১০৬॥

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥
(ভাঃ ১০।৮৭ ২১ শ্রীধরটীকা)

অনুবাদ—মুক্তগণও লীলায় (স্বেচ্ছায়) বিগ্রহ (দেহ) ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৪। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবা-কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। ইহা কপটতা ও আত্মবঞ্চনা।

৯৫। আদি ১।৯১ দ্রষ্টব্য।

৯৭। **প্রশ্ন**—কৃষ্ণ সকাম ভক্তকেও ভক্তি দেন; কিন্তু শাস্ত্র অন্যত্র বল্‌ছেন—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥" অতএব এই উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কি?

উত্তর—যে কপটতা করিয়া বাহিরে কৃষ্ণভজনের অভিনয় মাত্র করে, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা করে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তু দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করেন, সেই কপটী ব্যক্তিকে বা কুটিলাত্মাকে কখনও প্রেমভক্তি দেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করিতে করিতে অজ্ঞতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপা-পরবশ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে সাধু-গুরুর নিকট হরি-কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া বা নিজ মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট করিয়া সেই অজ্ঞের তুচ্ছ বাসনা দূর করিয়া দেন। মোট কথা এই যে, কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপটী ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও সুদুর্লভা প্রেমভক্তি দেন না, তাহার বাঞ্ছিত ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই তাহাকে বিদায় দিয়া থাকেন, কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই কৃপা করিয়া সদ্‌গুরু দ্বারা শুদ্ধভক্তি বা প্রেম প্রদান করেন।

(প্রভুপাদ)

৯৮। মধ্য ২২।৪০ দ্রষ্টব্য।

৯৯। সাধুসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণভক্তি—এই তিনটি নিজ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদি বাঞ্ছা দূর করিয়া কৃষ্ণে প্রীতির উদয় করায়।

১০৭। টীকা—'লীলয়া স্বেচ্ছয়া, ন তু জীববৎ পারতন্ত্র্যেণ।

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১০৮॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥১০৯॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১১০॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া করেন ভজন ॥১১১॥

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥১১২॥
(ভাঃ ১।৭।১১)

অনুবাদ—শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ॥১১৩॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥১১৪॥

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥১১৫॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—ব্রহ্মার সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক বেদজ্ঞ নবযোগেন্দ্র উপনিষৎ হইতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করতঃ পুলকাঙ্গ হইয়া কৃষ্ণদর্শনার্থ যদুপুরী গমনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥১১৬॥
মুমুক্ষু অনেক জগতে সংসারী জন।
মুক্তি লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥১১৭॥

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥১১৮॥
(ভাঃ ১।২।২৬)

অনুবাদ—মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোরাকৃতি ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি অসূয়া-রহিত হইয়া নারায়ণের অংশাবতারসকলকে ভজনা করেন।

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥১১৯॥

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥
(হরিভক্তিসুধোদয়ে)

অনুবাদ—হে মহাত্মন্! এই ভব-সংসারে বহু দোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটি মহাগুণ আছে। সেই একটি সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

শ্রীসূতাদির সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥১২১॥
কৃষ্ণের দর্শনে, কেহ কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥১২২॥

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥১২৩॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—এই দ্বারকায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলে আমার সুখোদয় হইল। হায়, আত্মারামতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অনেকদিন বৃথা গিয়াছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিগ্রহং কৃত্বা শরীরং পরিগৃহ্য ভগবন্তং ভজন্তে মুক্তেরপি অধিক-আনন্দমনুভবিতুম্'। তথা হি শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং 'মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ।' ইতি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ব্রহ্মতর্কবচনং। 'কৃষ্ণো মুক্তৈরপি ইজ্যতে' ইতি ভারত-বচনঞ্চ। (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২৭ মাধ্বভাষ্য)
লীলয়া—ভক্তিকৃপয়া। (চক্রবর্ত্তী)

জীবন্মুক্ত অনেক, সেহ দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥১২৪॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥১২৫॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১২৭॥

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পায় ॥১২৯॥

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥১৩০॥
(ভাঃ ২।১০।৬)

অনুবাদ—শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের নিরোধ বলা যায়। কর্ত্তাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিতির নামই মুক্তি।

কৃষ্ণ-বহির্মুখতা-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয় ॥১৩১॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৩২॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৩৩॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি. ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥১৩৪॥

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥১৩৫॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১৩৭॥

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥১৩৮॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥১৩৯॥
'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তঃ' ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥১৪০॥
'নির্গ্রন্থাঃ'—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥১৪১॥
চ-শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥১৪২॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি' বার ছয়॥
পঞ্চ আত্মারাম, ছয়ে চ-কারে লুপ্ত হয় ॥১৪৩॥
এক 'আত্মারামঃ'-শব্দ অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারামঃ'-শব্দ ছয়জন কহে ॥১৪৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১০। মধ্য ১৭।১৪২ দ্রষ্টব্য।
১২৬। মধ্য ২২।৩০ দ্রষ্টব্য।
১২৭। মধ্য ৮।৬৫ দ্রষ্টব্য।
১২৮। মধ্য ১০।১৭৮ দ্রষ্টব্য।
১৩২। মধ্য ২০।১১৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৩। মধ্য ২০।১২১ দ্রষ্টব্য।
১৩৫। মধ্য ২২।২২ দ্রষ্টব্য।
১৩৬। মধ্য ২২।৩০ দ্রষ্টব্য।
১৩৭। মধ্য ২২।২৮ দ্রষ্টব্য।
১৩৮। মধ্য ২৪।১০৭ দ্রষ্টব্য।

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥১৪৫॥
(বিশ্বপ্রকাশ)

অনুবাদ—সমানরূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকিলে একশেষে ও এক বিভক্তিতে একটীমাত্র শব্দ রাখিয়া অন্য সব শব্দের অপ্রয়োগ হয়; যথা—'রামশ্চ, রামশ্চ, রামশ্চ ইহাদের পরিবর্ত্তে একটী 'রামাঃ' প্রয়োগ হয়।

তবে যে চ-কার, সেই সমুচ্চয় কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১৪৬॥
'নির্গ্রন্থা অপি'র এই অপি—সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথমে করিলু ব্যাখ্যানে ॥১৪৭॥
অন্তর্যামী-উপাসকে আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥১৪৮॥
সগর্ভ, নিগর্ভ—এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥১৪৯॥

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥১৫০॥
(ভাঃ ২।২।৮)

অনুবাদ—কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত হৃদয়মধ্যে প্রাদেশমাত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে ধারণা-দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন—ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্‌হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥১৫১॥
(ভাঃ ৩।২৮।৩৪)

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরিতে প্রেম হইলে হৃদয় দ্রব হয় এবং আনন্দে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, তখন বড়িশের ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্তকে ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হইতে ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া ফেলে—ইহাই নিগর্ভ যোগীর উদাহরণ।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥১৫২॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥১৫৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥১৫৪॥
(গীতা)

অনুবাদ—যাঁহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি আরুরুক্ষু; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামরূপ কর্ম্মই কারণ (সাধন)। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণা-প্রত্যাহাররূপ শমই 'কারণ'। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগী সমাধিযুক্ত বা যোগারূঢ় হন।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥১৫৫॥
চ-শব্দে 'অপি'র অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি, নির্গ্রন্থ-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥১৫৬॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিলু পরম সমর্থ ॥১৫৭॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্ত ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম ॥১৫৮॥
আত্মা-শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥১৫৯॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৬০॥
(ভাঃ ১০।৮৭।১৮)

অনুবাদ—ঋষি-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন; কিন্তু আরুণি-সম্প্রদায় হৃদয়ে সূক্ষ্ম বস্তুর উপাসনা করেন। হে অনন্ত! যোগিগণ সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি-স্থান সুষুম্না-নামক জ্যোতির্ম্ময় ধামে উঠিয়া আর মৃত্যুমুখে পতিত হন না।

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥১৬১॥
আত্মা-শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
মুনয়োঽপি কৃষ্ণে ভজে নির্গ্রন্থ হঞা ॥১৬২॥

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥১৬৩॥

(ভাঃ ১।৫।১৮)

অনুবাদ—যাহা সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল ও অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া যায় না, এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন, কেননা চতুর্দ্দশভুবনের উপর এবং অধোদেশে যে সুখ আছে সে সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারা দুঃখের ন্যায় অনায়াসেই পাওয়া যায়।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥১৬৪॥

চ শব্দে অপি-অর্থে অপি—অবধারণে।

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥১৬৫॥

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥১৬৬॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—ভক্তি এই দুই প্রকারে সুদুর্লভা। অনাসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা-শূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও ভক্তি লভ্য হন না এবং কৃষ্ণও সহসা ভক্তি দেন না।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১৬৭॥

(গীতা)

আত্মা-শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত হঞা তবে করয় ভজনে ॥১৬৮॥

মুনি-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ, নির্গ্রন্থ—মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥১৬৯॥

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥১৭০॥

(ভাঃ ১০।২১।১৪)

অনুবাদ—হে মাতঃ। এই বনে যে সকল পক্ষী সুন্দর সুন্দর পল্লবশোভিত বৃক্ষশাখাদিতে আরোহণ পূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া এবং অন্যশব্দশূন্য হইয়া কৃষ্ণমুখ-বিনির্গত কলবেণুগীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ মুনির ন্যায়।

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥১৭১॥

(ভাঃ ১০।১৫।৬)

অনুবাদ—হে অনঘ! হে আদিপুরুষ! এই অলিসকল অখিল-লোক-পবিত্রকারী তোমার যশসমূহ গান করিতে করিতে তোমার ভজন করিতেছে। এই অলিবেষী মুনিগণ আত্মদেবতারূপ তোমাকে তোমার গূঢ়রূপ-সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতেছে না।

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥

(ভাঃ ১০।৩৫।১১)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষী তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৪। মধ্য ২০।১০৬ দ্রষ্টব্য।

১৬৫। সাধন-ভজনে যত্নাগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাধনাগ্রহ ব্যতীত ভজনে কাহারও উন্নতি হয় না।

১৬৭। আদি ১।৪৯ দ্রষ্টব্য।

কিরাতহূনান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥১৭৩॥
(ভাঃ ২।৪।১৮)

অনুবাদ—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভা, যবন ও খশাদি এবং আর যে সকল জাতি আছে, সেই সকল জাতি পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রিত-বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে শুদ্ধ হয়, সেই প্রভাব-বিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

কিম্বা ধৃতি-শব্দে নিজপূর্ণতাদি-জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥১৭৪॥

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥১৭৫॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—উত্তম লাভ দ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতা-জ্ঞানই ধৃতি। অপ্রাপ্ত এবং অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয়, তাহাকে ধৃতিই নিবারণ করে।

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥১৭৬॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥
হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥১৭৮॥
(শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল হৃষীকেশ কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ধৈর্য্য লাভ করিয়াছেন।

চ—অবধারণে, ইহা অপি—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী-মূর্খ-চয়ে ॥১৭৯॥
আত্মা-শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥১৮০॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার।
'পণ্ডিত' মুনিগণ, নির্গ্রন্থ 'মূর্খ' আর ॥১৮১॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ-পায় ॥১৮২॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥১৮৩॥
(গীতা)

অনুবাদ—আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ জানিয়া পণ্ডিত-সকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥১৮৪॥
(ভাঃ ২।৭।৪৬)

অনুবাদ—স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব এবং পক্ষ্যাদি তির্য্যক-জাতিগণও যখন শুদ্ধভক্তগণের শিক্ষা ও দর্শনে ভগবদ্ভক্ত হইয়া মায়া হইতে উদ্ধার পায়, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের কথা কি?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥১৮৫॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১৮৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৬। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত ও সুখী। 'আশা হি পরমং দুঃখম্।' ভক্তের কামনা বা আশা নাই, তাই দুঃখও নাই।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭৭। আদি ৪।২০৮ দ্রষ্টব্য।

১৮৬। আদি ১।৪৯ দ্রষ্টব্য।

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস—এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥১৮৭॥
এই পঞ্চ-মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥১৮৮॥

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥১৮৯॥

উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥১৯০॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥১৯১॥

ভক্তি-প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥১৯২॥

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥১৯৩॥

আত্মা-শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥১৯৪॥
জীবের স্বভাব—কৃষ্ণ-দাস-অভিমান।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥১৯৫॥
চ-শব্দে 'এব', 'অপি'-শব্দ সমুচ্চয়ে।
"আত্মারামা এব" হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥১৯৬॥
সেই জীব—সনকাদি সব মুনিজন।
নির্গ্রন্থ—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম ॥১৯৭॥
ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥১৯৮॥
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥১৯৯॥

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥২০০॥
(ভাঃ ১০।১৫।৮)

অনুবাদ—তোমার পাদস্পর্শে পৃথিবী ও ব্রজস্থ তৃণগুল্ম সকল, তোমার অঙ্গুলীস্পর্শে দ্রুম-লতা, তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ-মৃগসকল এবং লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় তোমার আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া গোপীসকল ধন্য হইয়াছেন।

গা-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥২০১॥
(ভাঃ ১০।২১।১৯)

অনুবাদ—হে সখীগণ! গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমন-শীল, গো-বন্ধনরজ্জুপাশ-ধারণাদি-লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেণুরব ও গীতদ্বারা জঙ্গম-দিগের স্তম্ভ এবং তরুদিগের পুলক হইতেছে—এই সকল অতি বিচিত্র।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১৯৯। কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু র্যস্য এবম্ভূতো যঃ স্বভাব স্তস্য উদয়ঃ। কৃষ্ণকৃপয়া স্বভাব উদেতীত্যর্থঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৭। ১। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ২। কৃষ্ণসেবা ৩। কৃষ্ণকথা-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত ৪। কৃষ্ণনাম ৫। কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে বাস—এই পাঁচটীই প্রধান সাধন। (অনুভাষ্য)
১৮৯। মধ্য ২২।১২৮ দ্রষ্টব্য।
১৯১। মধ্য ২২।৩৬ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৩। মধ্য ২২।৪০ দ্রষ্টব্য।
১৯৫। কৃষ্ণদাস-অভিমানই জীবের স্বভাব। দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ সেই জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়াছে। তৎফলে জীবের জড়াভিমান জাগিয়াছে।
২০২। মধ্য ৮।২৭৬ দ্রষ্টব্য।

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো বরুষুঃ স্ম ॥

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥২০৩॥

আগে তের অর্থ করিলু, আর ছয় এই।
উনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥২০৪॥

এই উনিশ অর্থ করিলু, আগে শুন আর।
আত্মা-শব্দে দেহ কহে, চারি অর্থ তার ॥২০৫॥

দেহারামী দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥২০৬॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥

দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি' করয় ভজন ॥২০৮॥

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥২০৯॥

(ভাঃ ১।১৮।১২)

অনুবাদ—(হে সূত)! কর্ম্মমার্গে ধূম্রমলিনীভূত আমাদিগকে আপনি শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথামৃত পান করাইতেছেন।

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥২১০॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥২১১॥

(ভাঃ ৪।২১।৩১)

অনুবাদ—কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত গঙ্গানদীর ন্যায় কৃষ্ণ-সেবায় রুচি বৃদ্ধি পাইলে তপস্বীদিগেরও কামনা-বাসনা সদ্য নষ্ট হয়।

দেহারামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥২১২॥

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥২১৩॥

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥২১৪॥

চ শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥২১৫॥

নির্গ্রন্থাঃ হঞা ইহাঁ অপি নির্দ্ধারণে।
রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ॥২১৬॥

চ-শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার ॥২১৭॥

কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥২১৮॥

'চ' এবার্থে 'মুনয়ঃ' এব কৃষ্ণেরে ভজয়।
'আত্মারামা অপি'—'অপি' 'গর্হা' অর্থ কয় ॥২১৯॥

'নির্গ্রন্থ হঞা' এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥২২০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২০৩। মধ্য ২৪।১৭৩ দ্রষ্টব্য।
২০৭। মধ্য ২৪।১৬০ দ্রষ্টব্য।
২১৩। মধ্য ২২।৪২ দ্রষ্টব্য।

নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণভজন ॥২২১॥
কৃষ্ণারামাশ্চ এব কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হৈয়া হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥২২২॥
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥২২৩॥
একদিন শ্রীনারদ দেখি' নারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥২২৪॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি'।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্‌ফড়ি ॥২২৫॥
আর কতদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্‌ফড় ॥২২৬॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে!
জীবের দুঃখ দেখি' নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥২২৭॥
কতদূরে দেখে ব্যাধে বৃক্ষে ওঁত হৈয়া।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥২২৮॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে—যেন যম দণ্ডধর ॥২২৯॥
পথ ছাড়ি' নারদ তার নিকটে চলিল।
নারদে দেখি' মৃগ সব পলাইয়া গেল ॥২৩০॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥২৩১॥
গোসাঞি, প্রয়াণ-পথ ছাড়ি' কেনে আইলা।
তোমা দেখি' মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥২৩২॥
নারদ কহে—পথ ভুলি' আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥২৩৩॥
পথে যে শূকর-মৃগ, জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত' নিশ্চয় ॥২৩৪॥
নারদ কহে—যদি জীবে মার' তুমি বাণ।
অর্দ্ধ-মারা কর কেনে, না লও পরাণ? ২৩৫॥
ব্যাধ কহে—শুন, গোসাঞি, মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥২৩৬॥
অর্দ্ধ-মারা জীব যদি ধড়্‌ফড় করে।
তবে ত' আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥২৩৭॥
নারদ কহে—এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে—মৃগাদি লহ, যেই তোমার মনে ॥২৩৮॥
মৃগছাল চাহ যদি, আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ॥২৩৯॥
নারদ কহে—ইহা আমি কিছু নাহি চাহি।
আর এক দান আমি মাগি তোমা-ঠাঞি ॥২৪০॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবা।
প্রথমে মারিবা, অর্দ্ধ-মারা না করিবা ॥২৪১॥
ব্যাধ কহে—কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে ॥২৪২॥
নারদ কহে—অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিতেছ, তোমার হইবে ঐছে অবস্থা ॥
ব্যাধ তুমি, জীব মার—অল্প অপরাধ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার'—এ পাপ অপার ॥২৪৪॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলা জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥২৪৫॥
নারদ-সঙ্গে ব্যাধের মন পরসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি' মনে ভয় উপজিল ॥২৪৬॥
ব্যাধ কহে—বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম? ২৪৭॥
এই পাপ যায় মোর, কেমন উপায়ে?
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায়ে ॥২৪৮॥
নারদ কহে—যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥২৪৯॥
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত' করিব।
নারদ কহে—ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব ॥২৫০॥

ব্যাধ কহে—ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে ?
নারদ কহে—আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে ॥২৫১॥
ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল ॥২৫২॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ' যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি' বাহির হও দুইজন ॥২৫৩॥
নদী-তীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥২৫৪॥
তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥২৫৫॥
আমি তোমায় অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে, যত খাও দুইজনে ॥২৫৬॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হৈয়া মৃগাদি সব ধাঞা পলাইল ॥২৫৭॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেল ব্যাধ, গুরুকে করি' নমস্কার ॥২৫৮॥
যথা-স্থানে নারদ গেলা, ব্যাধ ঘরে আইল।
নারদের উপদেশে সকল করিল ॥২৫৯॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল—ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ॥২৬০॥
একদিন অন্ন আনে দশ-বিশ জনে।
দিনে তত লয়, যত খায় দুইজনে ॥২৬১॥
একদিন নারদ কহে—শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে ॥২৬২॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দরশনে ॥২৬৩॥
আস্তেব্যস্তে ধাঞা আসে, পথ নাহি পায়।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায় ॥২৬৪॥
দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২৬৫॥
নারদ কহে—ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসা-শূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥২৬৬॥

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥২৬৭॥

তবে সেই ব্যাধ দোঁহারে অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি' দোঁহারে ভক্ত্যে বসাইল ॥২৬৮॥
জল আনি' ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥২৬৯॥
কম্পপুলকাশ্রু হৈল কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥২৭০॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত-মহামুনি।
নারদেরে কহে—তুমি হও স্পর্শমণি ॥২৭১॥

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥
(স্কন্দপুরাণ)

অনুবাদ—হে দেবর্ষে! তুমিই ধন্য, তোমার কৃপায় ব্যাধও কৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে।

নারদ কহে—বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয় ?
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায় ॥২৭৩॥
এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য্য নাই।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥২৭৪॥
নারদ কহে—ঐছে রহ, তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি' দুইজন হইলা অন্তর্দ্ধান ॥২৭৫॥
এই ত' কহিলু তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ॥২৭৬॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি' ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥২৭৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৭। মধ্য ২২।১৪৩ দ্রষ্টব্য।

আর অর্থ শুন, যাহা—অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥২৭৮॥
আত্মা-শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং-ভগবান্ আর ভগবান্ আখ্যান ॥২৭৯॥
তাঁতে রমে যেই, সেই সব—আত্মারাম।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত—দুইবিধ নাম ॥২৮০॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥২৮১॥
জাত-অজাত-রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগ-মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥২৮২॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ—চারিবিধ প্রকাশ ॥২৮৩॥
সাধনসিদ্ধ—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
জাতরতি সাধকভক্ত—চারিবিধ জন ॥২৮৪॥
অজাতরতি সাধকভক্ত—এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥২৮৫॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ॥২৮৬॥
মুনি, নির্গ্রন্থ, চ, অপি—চারি শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ॥২৮৭॥
বত্রিশে ছাব্বিশে মিলি' অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥২৮৮॥
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥২৮৯॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি' রাখি একবার ॥২৯০॥
সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥২৯১॥
(বিশ্বপ্রকাশ)

আটান্ন চ-কারের সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥২৯২॥
সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥২৯৩॥
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥
অনুবাদ—বৃক্ষাঃ-শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ উক্ত হয়। অতএব এস্থলে উক্তার্থদিগের অপ্রয়োগ।
'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥২৯৫॥
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার ॥২৯৬॥
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, অপি—নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্টি প্রকার অর্থ করিলু ব্যাখ্যানে ॥২৯৭॥
সর্ব্বসমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয় ॥২৯৮॥
অপি-শব্দ—অবধারণে, সেই চারি বার।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিব উচ্চার ॥২৯৯॥
"উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব" ॥৩০০॥
এই ত' কহিলু শ্লোকের ষষ্টিসংখ্যক অর্থ।
আর এক অর্থ শুন প্রমাণে সমর্থ ॥৩০১॥
'আত্মা'-শব্দে কহে 'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব'-লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ॥৩০২॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৩০৩॥
(বিষ্ণুপুরাণ)
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥
(অমর-কোষ)
অনুবাদ—ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতিকে বুঝায়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯১। মধ্য ২৪।১৪৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩০৩। আদি ৭।১১৯ দ্রষ্টব্য।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৩০৫॥
যাটি অর্থ কহিলু সব—কৃষ্ণের ভজনে।
সেই অর্থ হয়, এই সব উদাহরণে ॥৩০৬॥
'একষষ্টি' অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥৩০৭॥
অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হৈয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥৩০৮॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন ॥৩০৯॥
তুমি—বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥৩১০॥
প্রভু কহে—কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ? ৩১১॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥৩১২॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥৩১৩॥

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৩১৪॥
(শ্রীশিব-বাক্য)

অনুবাদ—মহাদেব বলিলেন—আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানেন না। কারণ ভক্তি দ্বারাই ভাগবত জানা যায়, বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দ্বারা কখনই ভাগবত বুঝা যায় না।

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥৩১৫॥
(ভাঃ ১।১।২৩)

অনুবাদ—যোগেশ্বর ধর্ম্মরক্ষক কৃষ্ণ স্বীয় ধামে গমন করিলে ধর্ম্ম সম্প্রতি কাহার শরণাপন্ন হইয়াছে বল ?

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৩১৬॥
(ভাঃ ১।৩।৪৫)

অনুবাদ—ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে অজ্ঞ কলিহত জনের হিতার্থ এই পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতই এখন উদিত হইয়াছেন।

এইমত কহিলু এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ ? ৩১৭॥
আমা-হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥৩১৮॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে।
প্রভু, আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে ॥৩১৯॥
মুঞি—নীচ-জাতি, কিছু না জানি বিচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥৩২০॥
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥৩২১॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥৩২২॥
প্রভু কহে—যে করিতে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥৩২৩॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥৩২৪॥
গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেবা—ভগবান্, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ॥৩২৫॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥৩২৬॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, চক্রাদি-ধারণ ॥৩২৭॥
গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥৩২৮॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে-অর্চ্চন।
পঞ্চকালে পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন, শয়ন ॥৩২৯॥
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥৩৩০॥

নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ খণ্ডন ॥৩৩১॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ-বন্দন ॥৩৩২॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন ॥৩৩৩॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥৩৩৪॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥৩৩৫॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥৩৩৬॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥৩৩৭॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ ॥৩৩৮॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত-ব্যবহার ॥৩৩৯॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলু দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥৩৪০॥
এই ত' কহিলু প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥৩৪১॥
নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥৩৪২॥

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥৩৪৩॥

অনুবাদ—গৌড়েন্দ্র হোসেনসাহ বাদসাহার সভায় বিভূষণমণিস্বরূপ রূপাগ্রজ এই সনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন-বৈরাগ্য-লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরসে পূর্ণ, বাহিরে অবধূতাকার, শৈবালদ্বারা আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় সেই শ্রীসনাতন ভক্তি-তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রিয় ছিলেন।

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোর্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিধায়ত-দোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পক-গৌরঃ ॥

অনুবাদ—সনাতনকে দেখিবামাত্র সেই চম্পকবর্ণ গৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া কৃপা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন।

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥৩৪৫॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক)

এই ত' কহিলু সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥৩৪৬॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগ-মার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥৩৪৭॥
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥৩৪৮॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁর প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥৩৪৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৫০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৪৫। মধ্য ১৯।১১৯ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥১॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসী প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতনকে সুসংস্কার করতঃ প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥৩॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥৪॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥৫॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছো বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥৬॥
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসী-গণ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥৭॥
প্রভুর স্বভাব—যেবা দেখে সন্নিধানে।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥৮॥
কোন প্রকারে পারো যদি একত্র করিতে।
ইহারে দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে ॥৯॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥১০॥
এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥১১॥
হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥১২॥
ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥১৩॥
হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিয়া চরণ ॥১৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥১৫॥
তাহাঁ যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥১৬॥
গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন।
তাহাঁ যে না লিখিলু তাহা করিয়ে লিখন ॥১৭॥
যে দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥১৮॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥১৯॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥২০॥
উপদেশ লৈয়া করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥২১॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥২২॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥২৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি-মনোরম ॥২৪॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥২৫॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—১। সুসংস্কৃত্য শোভনং সংস্কারবন্তং কৃত্বা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২৬। আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য।

আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে হয় হয় করে, হৃদয় না মানে ॥২৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥২৮॥
হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥২৯॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥৩০॥

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথাস্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

ব্রহ্ম-শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি' পূর্ণতা হয় হান ॥৩৩॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস ॥৩৪॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে মায়িক করি' মানি।
এই বড় পাপ—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥৩৫॥

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৩৬॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! তোমার এই আনন্দময় এবং মায়াতীত যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ আর কিছুই নাই। হে আত্মন্! বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ তোমার এই যে রূপ দেখিতেছি—ইহাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৩৭॥

(ভাঃ ৩।৯।৩-৪)

অনুবাদ—হে ভুবনমঙ্গল! আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে সেই ভগবৎস্বরূপকে আমরা নমস্কার এবং পরিচর্য্যা করি। নারকী ব্যক্তিগণ এই নিত্য-মূর্ত্তির আদর করে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥৩৮॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ বলিলেন—নররূপধারী আমাকে মূঢ়-লোকগণ অবজ্ঞা করে। কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার সচ্চিদানন্দময়ত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব জানে না।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥৩৯॥

(গীতা)

অনুবাদ—আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

সূত্রের পরিণাম-বাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে, ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ॥৪০॥
এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১। মধ্য ২২।২২ দ্রষ্টব্য।

৩২। মধ্য ২২।৩০ দ্রষ্টব্য।

৩৩। হান অর্থে ত্যাগ, হানি, ক্ষতি। (শব্দসার)

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সবিশেষবস্তু ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্থাপন করিলে পূর্ণশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৫। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মায়াতীত সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ-বিগ্রহে মায়িকবুদ্ধি করিলে মহাপাপ ও নরক হয়।

পদ্মপুরাণ বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী র্যস্য বৈ নারকী সঃ।

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥৪২॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন ।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥৪৩॥
চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার ॥৪৪॥
এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥৪৫॥
আচার্য্যের আগ্রহ—অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥৪৬॥
ভগবত্তা মানিলে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥৪৭॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে ॥৪৮॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ-প্রসঙ্গ ॥৪৯॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে হেতু কয় ॥৫০॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ংভগবান্ ॥৫১॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত-বর্ণন ॥৫২॥
বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' সগুণ ॥৫৩॥
পরম-কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥৫৪॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি ॥৫৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৪। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত মতই সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া একমাত্র সার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মনঃকল্পিত যত মত সবই অসার বা তুচ্ছ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার ন্যায় এরূপ অমূল্য শিক্ষা এজগতে আর নাই।

৪৫-৫৫। অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করতঃ প্রকাশানন্দ সরস্বতী কহিতেছেন—'শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বাদস্থাপনে আগ্রহাতিশয়-প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈতবাদ থাকে না। এইজন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্বপ্রতিপাদক অন্য সকল শাস্ত্রের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিজমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করাই মতবাদের নিয়ম। দেখ (১) জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

(৪) সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপ-তত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ংভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়) একটী একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মতউক্ত মরূপে আলোচনা পূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্রসকল অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে সগুণ (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন, পরন্তু তিনি—অনন্ত চিদ্‌গুণরাশির আধার সগুণ-বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে পরম-কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত খণ্ডন-পূর্ব্বক নিজ নিজ

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
(মহাভারত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব—সার॥৫৭॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন॥৫৮॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি'।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥৫৯॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল॥৬০॥
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥৬১॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে নাম-সংকীর্ত্তন॥৬২॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥৬৩॥
চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি'॥৬৪॥
নিকটে হরিধ্বনি' শুনি' প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লৈয়া শিষ্যবৃন্দ॥৬৫॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি'॥৬৬॥
হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥৬৭॥
লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য যবে হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল॥৬৮॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ॥৬৯॥
প্রভু কহে—তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥৭০॥
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম॥৭১॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম-সম ভাসে।
লোকশিক্ষা লাগি' এমত করিতে না আইসে॥৭২॥
তেঁহো কহে—তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ-স্পর্শে সে সব ক্ষয় গেল॥৭৩॥

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥৭৪॥
(বাসন-ভাষ্যধৃত পরিশিষ্টবচন)

অনুবাদ—জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও পুনরায় সংসারে পতিত হন।

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥৭৫॥
(ভাঃ ১০।৩৪।৯)

অনুবাদ—সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে সর্পশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিত পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইল।

প্রভু কহে—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥৭৬॥
জীবে বিষ্ণু-বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন॥৭৭॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥৭৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মতামত স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। অতএব মহাজন যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৬। মধ্য ১৭।১৮৬ দ্রষ্টব্য।

৭৭। যাহারা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণকে, অন্য জীবকে বা দরিদ্রকে নারায়ণ মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী।

প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান ॥৭৯॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা-হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥৮০॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৮১॥
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥৮২॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

এবে তোমার পাদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥৮৪॥
এত বলি' প্রভুরে লৈয়া তথায় বসিল।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥৮৫॥
মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥৮৬॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥৮৭॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥৮৮॥
প্রভু কহে—আমি জীব, অতি তুচ্ছ-জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥৮৯॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥৯০॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥৯১॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥৯২॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥৯৩॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥৯৪॥
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥৯৫॥
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥৯৬॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥৯৭॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে এক মত ॥৯৮॥

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥৯৯॥
(ভাঃ ৮।১।১০)

অনুবাদ—যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ, সমস্তই অর্থাৎ এই বিশ্ব আত্মা কর্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল! সেই পরমাত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা; তাঁহার প্রসাদ-দত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কর; অন্যের ধন হরণ করিও না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৮। মধ্য ১৮।১১৬ দ্রষ্টব্য।
৮১। মধ্য ১৯।১৫০ দ্রষ্টব্য।
৮২। মধ্য ১৫।২৭০ দ্রষ্টব্য।
৮৩। মধ্য ২২।৫৩ দ্রষ্টব্য।
৮৯। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীব্যাসদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি জীব নহেন।
৯২-৯৫। প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীভাগবতে অহমেবাসমেবাগ্রে—এই শ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে শ্রীব্যাস—এই সৎসম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদসকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ।
অমৃতপ্রবাহভাষ্য)
৯৭। ঋক্—বেদমন্ত্র; বিষয়বচন—উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥১০০॥
আমি—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয়-নাম ॥১০১॥
সাধনের ফল প্রেম মূল-প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥১০২॥
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥১০৩॥
এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥১০৪॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥১০৫॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥১০৬॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥১০৭॥
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥১০৮॥
সৃষ্টি করি' তা'র মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥১০৯॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥১১০॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥
অহমেব-শ্লোকে অহম্—তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্যবিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥১১২॥
যে বিগ্রহ নাহি মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥১১৩॥
এই সব শ্লোকে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥১১৪॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥১১৫॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিলু, শুন আর সব ॥১১৬॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥১১৭॥
অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥১১৮॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥১১৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৩। আদি ১।৫১ দ্রষ্টব্য।

১০৪। হে ব্রহ্মন্! জীব তুমি আমার কৃপা ব্যতীত এই পরমগুহ্য বিষয় জানিতে পারিবে না।

১০৭। আদি ১।৫২ দ্রষ্টব্য।

১১১। আদি ১।৫৩ দ্রষ্টব্য।

১১২। অহমেব শ্লোকে তিনবার অহম্ শব্দ আছে। প্রথম চরণে অহমেব-পদে, তৃতীয়-চরণে পশ্চাদহং-পদে এবং চতুর্থ-চরণে সোঽস্ম্যহং-পদে অহং-শব্দ বর্ত্তমান; এতদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইল—তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ নহেন। (অনুভাষ্য)

১১৩। নির্ব্বিশেষবাদী জনগণ ভগবানের ব্যক্তিগত

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সবিশেষ-বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের বিচার যে ভ্রমপূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য, এ কথা হৃদয়ে ধারণা করাইবার জন্য তিনবার অহমেব বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। (অনুভাষ্য)

১১৪,১১৬। জ্ঞান — শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান — অনুভব। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ভগবদনুভূতি লাভ হয় না। সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে ভজন করিতে করিতে জীব মায়াতীত বা মায়ামুক্ত হইয়া ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে।

১১৭। আদি ১।৫৪ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥১২০॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥১২১॥

আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম—প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥১২২॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥১২৩॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥১২৪॥

ভক্ত আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে আমারে ॥১২৫॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৫)

অনুবাদ—সর্ব্বপাপনাশক হরি অবশে কীর্ত্তিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥১২৭॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥
(ভাঃ ১০।৩০।৪)

অনুবাদ—একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতি-দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥১২৯॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১৩০॥

এই ত' সম্বন্ধ, শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥১৩১॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩২॥

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রুনৃত্যগীত যাহার লক্ষণ ॥১৩৩॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥
(ভাঃ ১১।৩।৩১)

অনুবাদ—অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সংজাত প্রেমভক্তিদ্বারা পুলকিত তনু ধারণ করেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২০। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ-সেবার কথা গুরুর নিকটেই শ্রবণীয় ও জিজ্ঞাস্য।

১২১। আদি ১।৫৬ দ্রষ্টব্য।

১২২। কৃষ্ণে প্রীতিই প্রেম। ইহা জীবমাত্রেরই একমাত্র প্রয়োজন।

১২৩। যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে এবং বাহিরে পঞ্চভূত, তদ্রূপ আমি (ভগবান্) ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হই। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের সেবার উপকরণ-স্বরূপই জানেন এবং অন্য বস্তুকেও ভগবৎ-সেবার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উপকরণ-মাত্রই জ্ঞান করেন।

১২৪। আদি ১।৫৫ দ্রষ্টব্য।

১২৫। ভক্তগণ আমাকে (ভগবান্‌কে) প্রীতিরজ্জু দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সর্ব্বত্রই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

১২৭। মধ্য ৮।২৭৫ দ্রষ্টব্য।

১৩০। আদি ২।১১ দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য ২০।১৩৮ দ্রষ্টব্য।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৩৫॥

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ।

নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-ভাষ্য-স্বরূপ ॥১৩৬॥

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥১৩৭॥
(গরুড়পুরাণ)

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ১৮০০০ শ্লোক আছে।

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥১৩৮॥
(ভাঃ ১।৩।৪২)

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেব সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত সার-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥১৩৯॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসার বলিয়া ভাগবত-রসামৃততৃপ্ত ভক্তের অন্য শাস্ত্রে রুচি হয় না।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।

সত্যং পরং—সম্বন্ধ, ধীমহি—সাধনে প্রয়োজন ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১৪১॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১৪২॥

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।

তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥১৪৩॥

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
(ভাঃ ১।১।৩)

অনুবাদ—এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল ও শ্রীশুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত। হে রসিক সকল ও ভাবুকগণ! এইকৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তোমরা সর্ব্বদা পান কর।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥১৪৫॥
(ভাঃ ১।১।১৯)

অনুবাদ—আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের কথা যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃপ্তি হইতেছে না। কেননা, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের পক্ষে কৃষ্ণকথা পদে পদে স্বাদু মনে হয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩৫। আদি ৭।৯৪ দ্রষ্টব্য।

১৩৬। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অর্থ বা ভাষ্যস্বরূপ।

১৪০। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের আরম্ভশ্লোকই গায়ত্রীর অর্থ। পরমসত্যই সম্বন্ধ, ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই অভিধেয় এবং প্রাপ্ত ফল প্রেমভক্তিই

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অভিধেয়ের প্রাপ্য প্রয়োজন-ফল। (অনুভাষ্য)

১৪১। মধ্য ৮।২৬৬ দ্রষ্টব্য।

১৪২। আদি ১।৯১ দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শ্রীমদ্ভাগবত—কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। ভগবদ্‌বাণীময় বেদশাস্ত্র—বৃক্ষসদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবত সেই বৃক্ষের প্রপক্ক ফল, সুতরাং বেদ অপেক্ষা তারতম্য-বিচারে পরম-মহত্তর।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥১৪৬॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥১৪৭॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১৪৮॥
(গীতা)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥১৫০॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১৫১॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১৫২॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥১৫৩॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥১৫৪॥
তবে সব লোকে শুনি' আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥১৫৫॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
'চৈতন্যগোসাঞি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' নির্দ্ধারিল ॥১৫৬॥
এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি' ॥১৫৭॥
সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥১৫৮॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥১৫৯॥
নিজ-লোক লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥১৬০॥
নিজগণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য করি'।
কাশীতে আমি আইলাম বেচিতে ভাবকালি ॥১৬১॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥১৬২॥
'আমি বোঝা বহিব' তোমা-সবার দুঃখ হৈল।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥১৬৩॥
সবে কহে—লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম করিলা নিস্তার ॥১৬৪॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥১৬৫॥
বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥১৬৬॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥১৬৭॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥১৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৬। শাস্ত্র-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গে ইহা আলোচনা করিলে বেদ-বেদান্তের সার অর্থ সহজেই জানা যাইবে।

১৪৭। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিলে অনায়াসে পাপ, অপরাধ ও সংসার হইতে মুক্তি হইবে এবং

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রেমধনও লাভ হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ।

১৪৮। মধ্য ৮।৬৫ দ্রষ্টব্য।

১৪৯। মধ্য ২৪।১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৫০। মধ্য ২৪।৪৬ দ্রষ্টব্য।

১৫১। মধ্য ১৭।১৪২ দ্রষ্টব্য।

১৫২। মধ্য ৬।১৮৬ দ্রষ্টব্য।

বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥১৬৯॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হৈয়া ॥১৭০॥
রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥১৭১॥
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ—পঞ্চজন ॥১৭২॥
সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন সহিতে ॥১৭৩॥
যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড-পথে ॥১৭৪॥
সনাতনে কহিলা তুমি যাহ' বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥১৭৫॥
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥১৭৬॥
এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হৈয়া ॥১৭৭॥
কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥১৭৮॥
এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥১৭৯॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে অধিকারী।
হুসেন-খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী ॥১৮০॥
দীঘি খোদাইতে তারে মুন্সীফ কৈলা।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥১৮১॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে রাজা হইল।
সুবুদ্ধি-রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল ॥১৮২॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্ন।
সুবুদ্ধি-রায়েরে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥১৮৩॥
রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি—ভাল নহে কথা ॥১৮৪॥
স্ত্রী কহে—জাতি লহ', যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে ॥১৮৫॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥১৮৬॥
তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥১৮৭॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে।
তাঁরা কহে—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥১৮৮॥
কেহ কহে—এই নহে, অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥১৮৯॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি' রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥১৯০॥
প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥১৯১॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥১৯২॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥১৯৩॥
আজ্ঞা পাঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥১৯৪॥
কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ আইলা ॥১৯৫॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ্ না পাইয়া মনে দুঃখ হৈল ॥১৯৬॥
শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥১৯৭॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চিবাইয়া।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥১৯৮॥

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন ॥১৯৯॥
রূপ-গোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন-সঙ্গে লৈয়া দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥২০০॥
মাসমাত্র রূপ-গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥২০১॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগে আইলা।
তাহা শুনি' দুই ভাই সে-পথে চলিলা ॥২০২॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥২০৩॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি-রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥২০৪॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥২০৫॥
সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥২০৬॥
মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেণ বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥২০৭॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥২০৮॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপ-গোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা ॥২০৯॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন।
তিনজন-সহ রূপ করিলা মিলন ॥২১০॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥২১১॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥২১২॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥২১৩॥
দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥২১৪॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহা-সুখ পাইলা ॥২১৫॥
সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি-সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে ॥২১৬॥
আঠারনালাকে আসি' ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥২১৭॥
শুনিয়া ভক্তগণ যেন পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥২১৮॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥২১৯॥
পুরী-ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥২২০॥
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥২২১॥
কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর।
হরিদাস-ঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥২২২॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥২২৩॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লৈয়া চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥২২৪॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত-সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥২২৫॥
জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥২২৬॥
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ আসিয়া মিলিল ॥
সবা সঙ্গে লৈয়া প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিতগোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥২২৮॥

প্রভু কহে—মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে।
সবা-সঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে ॥২২৯॥
তবে দুঁহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিলা।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ॥২৩০॥
এই ত' কহিলু—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন ॥২৩১॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
অচিরাৎ পায় সে-ই চৈতন্যচরণ ॥২৩২॥
মধ্যলীলার করিলু এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥২৩৩॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥২৩৪॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥২৩৫॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রগণ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥২৩৬॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্‌দরশন ॥২৩৭॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিলু সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥২৩৮॥
চতুর্থে মাধব-পুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥২৩৯॥
পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥২৪০॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥২৪১॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিলা সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার ॥২৪২॥
নবমে কহিলু দক্ষিণ তীর্থ-ভ্রমণ।
দশমে কহিলু সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন ॥২৪৩॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া-সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ॥২৪৪॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হেরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন ॥২৪৫॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥২৪৬॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ আপনে কহিলা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ সারিলা ॥২৪৭॥
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে ॥২৪৮॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥২৪৯॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগ গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥২৫০॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥২৫১॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥২৫২॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্বিংশে 'আত্মারামাঃ' শ্লোকার্থ বর্ণন ॥২৫৩॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥২৫৪॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলু অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥২৫৫॥
সংক্ষেপে কহিলু এই মধ্যলীলার সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণনা না যায় ইহার বিস্তার ॥২৫৬॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥২৫৭॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার ॥২৫৮॥

শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইলা সংসারে ॥২৫৯॥
ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে।
কাহাঁ ভক্ত-মুখে কহাই' শুনিলা আপনে ॥২৬০॥
শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥২৬১॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥২৬২॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার ॥২৬৩॥
কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত-শতধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনো-হংস চরাহ' তাহাতে ॥২৬৪॥
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি'
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥২৬৫॥
কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥২৬৬॥
নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই' সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥২৬৭॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হ'বে প্রেমোল্লাস ॥২৬৮॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥২৬৯॥
চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুঁহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥২৭০॥
এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥২৭১॥
এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥২৭২॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥২৭৩॥
শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি' যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥২৭৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬৪। কৃষ্ণলীলাই অমৃতসারবস্তু; তদিতর সমস্তই অসার। কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা যাহা হইতে দশদিকে প্রবাহিত, তাহাই চৈতন্যলীলা।

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥২৭৫॥

অনুবাদ—শ্রীমদনগোপালদেব, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসন্নতার জন্য এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলাম।

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্ ।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥২৭৬॥

অনুবাদ—এই অতি-রহস্যময় গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারিগণ ইহাকে আদর করিবে না, ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, পরন্তু এই লীলামৃত যে সকল সহৃদয় সাধু কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে আস্বাদিত হইয়াছে. এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং-
পুনর্নীলাচল-গমনঞ্চ পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—):ঃ:(—

অন্ত্যলীলা

—):ঃ:(—

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ।

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সদ্যঃ সম্ভবলম্বনম্ ॥২॥

অনুবাদ—সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দান পূর্ব্বক দুর্গম পথে মুহুর্মুহু স্খলিতপদ, অন্ধ আমার অবলম্বন হউন ।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥৩॥
এই ছয় গুরুর করো চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥৪॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥৫॥

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৬॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥৭॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥৮॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলু বর্ণন ।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥৯॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥১০॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥১১॥
পূর্ব্বলিখিত-গ্রন্থসূত্র-অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥১২॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপ-গোঁসাই গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥১৩॥
শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥১৪॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য্য, শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি' ॥১৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। আদি ১।১৫ দ্রষ্টব্য ।
৬। আদি ১।১৬ ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭। আদি ১।১৭ ।
১৫। খণ্ডবাসী—শ্রীখণ্ডবাসী ।

শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করে, দেয় বাসাস্থান ॥১৬॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ-সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লৈয়া চলে করিয়া পালনে ॥১৭॥
একদিন তবে এক নদীপার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥১৮॥
কুক্কুর রহিলা—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥১৯॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥২০॥
রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত ?—সেবকে পুছিলে ॥২১॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি' দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ-মনুষ্য পাঠাইলা ॥২২॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখী হৈয়া শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥২৩॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাঁহা না পাইল।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥২৪॥
উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥২৫॥
সবা লৈয়া কৈলা জগন্নাথ দরশন।
সবা লৈয়া মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥২৬॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে।
প্রভু-স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥২৭॥
আসিয়া দেখিল সবে—সেই ত' কুক্কুরে।
প্রভু-পাশে বসি' আছে কিছু অল্পদূরে ॥২৮॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাইয়া।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ' বলেন হাসিয়া ॥২৯॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥৩০॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি' নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥৩১॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥৩২॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাঞা করিলা মোচন ॥৩৩॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥৩৪॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিলা ॥৩৫॥
পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥৩৬॥
এইমতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইল।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈল ॥৩৭॥
রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন।
প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥৩৮॥
অনুপমের লাগি' তাঁর কিছু বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥৩৯॥
উড়িয়া-দেশে সত্যভামাপুর-নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥৪০॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি' ॥৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৫। নান্দী-শ্লোক—নাটকের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পঠিত হয়, তাহাকে নান্দী-শ্লোক বলে।

৩৬। কড়চা—খসড়া বা পাণ্ডুলিপি।

আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥৪২॥
স্বপ্ন দেখি' রূপ গোসাঞি করিলা বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥৪৩॥
ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা।
দুই ভাগ করি' এবে করিব রচনা ॥৪৪॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥৪৫॥
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহুকৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে —মোরে প্রভু যে কহিলা ॥৪৬॥
উপল-ভোগ দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥৪৭॥
রূপ দণ্ডবৎ করে—হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥৪৮॥
হরিদাস-রূপে লৈয়া প্রভু বসিলা একস্থানে।
কুশল প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥৪৯॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥৫০॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥৫১॥
প্রয়াগে শুনিলু—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥৫২॥
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥৫৩॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥৫৪॥
সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥৫৫॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে।
প্রভু কহে, রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥৫৬॥
তোমা-দুঁহার কৃপাতে ইহাঁর হউ শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥৫৭॥
গৌড়ীয়া, উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥৫৮॥
প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুই জনে ॥৫৯॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহাসনে করি' কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥৬০॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥৬১॥
ভক্তগণ লৈয়া কৈলা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥৬২॥
প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্বভক্তজন।
দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥৬৩॥
গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা ॥
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥৬৪॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥৬৫॥
কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ॥৬৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৬ : নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না। তিনি মুখ্যা গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য গোপীগণের সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনেই বিহার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। কিন্তু বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ কখন দ্বিভুজ, কখন চতুর্ভুজ।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥৬৭॥

(যামলবচন)

অনুবাদ—যদুকুমার কৃষ্ণ ও নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ এক নহেন। বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। কিন্তু নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীসনৎকুমার-সংহিতা-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ।
নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধমহমত্রৈব সর্ব্বদা ॥

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।

যামলতন্ত্রে—

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥

নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্, মহা-ভগবান্ বা মূল-ভগবান্ আর বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কেবল-মাধুর্য্যবিগ্রহ কিন্তু বাসুদেব ঐশ্বর্য্যমিশ্র-মাধুর্য্যবিগ্রহ। কৃষ্ণ মুরলীধর বা বংশীবদন কিন্তু বাসুদেব চক্রধর। কৃষ্ণ বৃন্দাবননাথ কিন্তু বাসুদেব মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ। কৃষ্ণ রাধানাথ ও গোপীবল্লভ আর বাসুদেব রুক্মিণীনাথ। কৃষ্ণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা বা উপাস্য আর বাসুদেব দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রের দেবতা। কৃষ্ণ অনাদি কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি। কৃষ্ণের নাম হইল গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ঠাকুর বা অভীষ্টদেব। বসুদেব-নন্দন বাসুদেব গৌড়ীয়-গণের উপাস্য নহেন, ইনি দ্বারকাবাসী যাদব, নারদ ও পাণ্ডবগণের উপাস্য।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ত্রিভঙ্গসুন্দর। এই ত্রিভঙ্গসুন্দরত্ব একমাত্র ব্রজেই প্রকাশিত। 'ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন'। (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ রাসবিহারী কিন্তু বাসুদেবের রাসলীলা নাই। নন্দনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ্মী, মহিষী, গোপী প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিয়া থাকেন কিন্তু বসুদেবনন্দন বাসুদেব গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শ্রীগোবিন্দের

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বাসুদেবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বাসুদেব পুরুষোত্তম আর যশোদানন্দন কৃষ্ণ হইলেন পরম-পুরুষোত্তম বা লীলা-পুরুষোত্তম। বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ ভগবান্ কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রবল; তথায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্য কিন্তু ব্রজে কেবল-মাধুর্য্য। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কিশোর-শেখর—নিত্যকিশোর কিন্তু বাসুদেব যুবক-লীলাকারী। রাধানাথ কৃষ্ণই কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা।

দ্বারকায় পরকীয়ভাব নাই, তথায় স্বকীয়রস। কিন্তু ব্রজে পরকীয় ভাবের অত্যাশ্চর্য্য মধুর বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা।

শাস্ত্র বলেন—

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকায়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৪৬-৪৮)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান বা হ্লাদিনীশক্তির প্রভু আর বাসুদেব জ্ঞানশক্তি-প্রধান বা সম্বিৎ-শক্তির প্রভু।

শাস্ত্র বলেন—

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব—চিত্ত-অধিষ্ঠাতা ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৩)

প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য কিন্তু প্রকটলীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার

এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিল।
রূপ-গোঁসাইর মনে কিছু বিস্ময় হইল ॥৬৮॥

পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিলু, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মীমাংসা কি ?

তদুত্তরে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্ ॥

(লঘুভাগবতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করিয়া মথুরাপুরীতে গমন করেন।

নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন বলিতে আত্মগোপন পূর্ব্বক ব্রজেই সকলের অলক্ষিতে অবস্থান।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম ভগবান্। তিনি ৬৪ গুণ-সম্পন্ন। কিন্তু দ্বারকানাথ বাসুদেব, নারায়ণ প্রভৃতি ষষ্টিগুণ-সম্পন্ন ও পূর্ণ। লীলামাধুর্য্য, ভক্তমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী নন্দনন্দন কৃষ্ণের অসাধারণগুণ।

স্বয়ং-ভগবান্ বা স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র কিন্তু দ্বারকানাথ বাসুদেব দেবকীনন্দন বা বসুদেবনন্দন।

প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্মলীলা-রহস্যটী কিরূপ ?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে (পূর্ব্বখণ্ড ২৬৭) জানাইয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের আদ্য-ব্যূহ বাসুদেব বসুদেব-গৃহে (কংস-কারাগারে), আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত গোকুল-মহাবনে নন্দগৃহে আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে গমন পূর্ব্বক যশোদার সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করতঃ কেবলমাত্র একটি কন্যাকেই দর্শন করিয়া তাহাকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। তৎকালে বসুদেবনন্দন বাসুদেব লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া একাকারে প্রতিভাত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই গূঢ়লীলাটী অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি মহাজনগণ স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ না করিয়া প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে ইহার সূচনা করিয়াছেন মাত্র। যথা—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা।

(ভাঃ ১০।৫।১)

আত্মজ অর্থাৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মহামনা নন্দ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

(ভাঃ ১০।৯।২১)

গোপিকাসুত অর্থে যশোদাসুত।

বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।

(ভাঃ ১০।১৪।১)

পশুপাঙ্গজ—পশুপ অর্থে নন্দ, তাঁহার অঙ্গজ অর্থে নিজ পুত্র।

কৃষ্ণযামল বলেন—

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত।
গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা ॥
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোঽখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥

নন্দপত্নী যশোদা এক পুত্র এবং পরে এক কন্যা প্রসব করেন। পুত্রের নাম গোবিন্দ এবং কন্যার নাম অম্বিকা, যিনি মথুরাতে নীত হইয়াছিলেন। সৌদামিনী (বিদ্যুৎ) যেমন মেঘের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ বাসুদেব অখিলাত্মা নন্দসুতে লীন হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৯) বলেন—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যা পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

বৈষ্ণব-তোষণীটীকা—

অংশভাগেন—প্রকাশভেদেন। দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবং প্রকাশান্তরেণ শ্রীযশোদায়া অপি পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি ইতি জ্ঞেয়ম্।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি প্রকাশভেদে দেবকীর ও

পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি' এবে করিব গঠনা ॥৭০॥

দুই 'নান্দী' 'প্রস্তাবনা', দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥৭১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রকাশান্তরে যশোদার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদা হইতে জাত হইবে।

আদি-পুরাণে শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

'নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ'।

নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত।

বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

শ্রীকৃষ্ণে মায়য়া সার্দ্ধং যশোদাপুরতো গতে।
প্রাকাশ্যং মোহিতাঃ সর্ব্বে বভূবু র্ব্রজবাসিনঃ ॥
মথুরায়া সুতং গৃহ্ণনাগত্যানকদুন্দুভিঃ।
নন্দস্য সদনং গত্বাঽপশ্যৎ কন্যাং ন বৈ সুতম্ ॥
স্বসুতং তত্র সংস্থাপ্য কন্যামাদায় নির্গতে।
বসুদেবে বাসুদেবঃ প্রাবিশন্ নন্দনন্দনম্ ॥
তদা ব্রজালয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ প্রাপ্তচেতসঃ।
তদানন্দপরো নন্দঃ ব্রাহ্মণৈ র্বেদপারগৈঃ।
কারয়ামাস বিধিনা জাতকর্ম্মাত্মজস্য চ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন যোগমায়ার সহিত যশোদা-গর্ভ হইতে প্রকটিত হইলেন, তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় সকল ব্রজবাসী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বসুদেবও মথুরা হইতে নিজ পুত্রকে লইয়া নন্দ-গৃহে প্রবেশ করতঃ যশোদার শয্যায় কেবল কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন, নন্দনন্দনকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি নিজ পুত্রকে তথায় রাখিয়া কন্যাকে লইয়া চলিয়া গেলে বসুদেব-নন্দন বাসুদেব নন্দনন্দনে প্রবেশ করিয়া ঐক্যপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রজবাসীগণ জাগ্রত হইয়া পড়িলেন। তখন নন্দ মহারাজ পরমানন্দে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যথাবিধানে আত্মজের জাতকর্ম্মাদি করাইলেন।

বৃহদ্‌বামন-পুরাণ বলেন—

গায়ত্রী-মুনি-দেবেভ্যো দাতুং শুচিরসং নিজম্।
নন্দগেহে স্বয়ং কৃষ্ণো ব্রজে প্রাদুর্বভূব হ ॥

গায়ত্রী, মুনি ও দেবতাগণকে নিজ মধুর রস প্রদান

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিবার জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ব্রজে নন্দগৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

হরিবংশ-গ্রন্থেও পাই—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৩।৪৭ ও ভাঃ ১০।৪।৯ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

ভগবদিচ্ছায় পাদশৃঙ্খল আপনা হইতে খুলিয়া গেলে বসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া কংস-কারাগার হইতে যখন নন্দ-গোকুলে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। হরিবংশ-পাঠে জানা যায়—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা উভয়েই একই সময়ে প্রসব করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—যখন দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, ঠিক সেই সময়ে যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। কালভেদে যশোদার দুইটি প্রসবের কথা পাওয়া যাইতেছে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪।৯ শ্লোকে যোগমায়াকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোগমায়ানাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করার পূর্ব্বে যশোদা-গর্ভ হইতে যদি কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে 'যোগমায়া কৃষ্ণের অনুজা' এই বাক্য ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয়।

প্রশ্ন—যোগমায়া কি যশোদা-গর্ভ হইতে নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ।

(ভাঃ ১০।৩।৪৮ বৃঃ বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন)

যোগমায়া কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই জন্মগ্রহণ করেন।

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিলা ॥৭২॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোঁসাই।
সেই শ্লোকার্থ লৈয়া শ্লোক করিলা তথাই ॥৭৩॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥৭৪॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়ে—ইহা কেহ নাহি জানে ॥৭৫॥
সবে একা স্বরূপ গোঁসাই শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে ॥৭৬॥
রূপ-গোঁসাই প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥৭৭॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৭৮॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৭৯॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোঁসাই গেলা ॥৮০॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক দেখি' প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥৮১॥
শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ-গোঁসাই স্নান করি' আইলা ॥৮২॥
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥৮৩॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে?
এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥৮৪॥
সেই শ্লোক লৈয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইলা।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥৮৫॥
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?
স্বরূপ কহে—জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥৮৬॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা করি অনুমান ॥৮৭॥
প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি' মোর কৃপা ত' হইল ॥৮৮॥
তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলু উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইহাঁয় রসের বিশেষ ॥৮৯॥
স্বরূপ কহে—যাতে এই শ্লোক দেখিলু।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবঁহি জানিলু ॥৯০॥

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥৯১॥
(ন্যায়বচন)

অনুবাদ—ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপপত্তিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥
(নৈষধীয় ৩য় সর্গে)

অনুবাদ—স্বর্গঙ্গার সুবর্ণমৃণালনালাগ্র ভোজন করিয়াই আমরা তদনুরূপ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ, নিদান-অনুরূপই গুণ উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭৬) ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন—
প্রাবৃট্ কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥
আমি ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রে জন্মগ্রহণ করিব, আর তুমি (মায়াদেবী) নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭০। দুই ভাগ—বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা এবং ললিত-মাধবে পুরলীলা।
৭৮। মধ্য ১।৫৮
৭৯। মধ্য ১।৭৬

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোঁসাই মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥৯৩॥
একদিন রূপ করেন নাটক-লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥৯৪॥
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥৯৫॥
'কি পুঁথি লিখ?' বলি' এক পত্র নিলা।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥৯৬॥
শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥৯৭॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥৯৮॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব)

অনুবাদ—যখন কৃষ্ণনাম তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে জয় করে। সুতরাং সেই কৃষ্ণনাম যে কি অপূর্ব্ব, অত্যদ্ভুত পরমামৃতস্বরূপ, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥১০০॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥১০১॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥১০২॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥১০৩॥
সবে মিলি' চলি' আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥১০৪॥
দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হৈয়া পঞ্চমুখ ॥১০৫॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥১০৬॥
ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥১০৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৭। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দয়ার সাগর ও ক্ষমার মূর্ত্তি। তিনি ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না এবং অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৭৫)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন করে, আমি তাহার কোটী কোটী অপরাধও ক্ষমা করিয়া থাকি, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা ও ব্রত।

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্তি অতি অল্পমাত্র করিলেও কি মঙ্গল বা

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সিদ্ধি হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। **গীতা** (২।৪০) বলেন—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। অর্থাৎ ঈশ্বর-আরাধনারূপ ভক্তিধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জীবকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ভক্তিধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রী ভক্তিরভূৎ, সাপি মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়ত এব 'যন্নাম-সকৃৎ-শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ' ইত্যাদি শ্রবণাৎ। অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ।

অর্থাৎ ভক্তগণ প্রাথমিক অবস্থায় যে কিঞ্চিৎ-মাত্র ভগবৎসেবা করেন, সেই স্বল্পমাত্র ভক্তি দ্বারাই তিনি

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥১০৮॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ পুরুষোত্তম পরমদয়ালু বলিয়া নিজ সেবকের গুরুতর অপরাধসকলও গ্রহণ করেন না পরন্তু ভক্তের অল্প-সেবাকেও বহুমানন করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সংসার হইতে উদ্ধার পান। তাই শাস্ত্র বলেন—ভগবানের নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়। অজামিল ব্রাহ্মণ যমদূতের ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়া এবং জনৈক মুসলমান বন্য-বরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘৃণার সহিত 'হারাম হারাম' বলিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৮।২৬) চক্রবর্ত্তীটীকা—

যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে যাবতীয় বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সকল বিষয় ত' প্রদান করেনই, এমন কি, তিনি কৃপা পূর্ব্বক নিজেকেও দান করিয়া থাকেন। এত তাঁর অপার দয়া!

বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ অল্পমাত্র ভজনকারীকেও আত্মসাৎ করেন। স্বয়ং-ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরম-মহাশক্তিমান্ ও পরম-মহাকৃপালু বলিয়া নিরন্তর ভজনকারী ত' দূরের কথা, কদাচিৎ ভজনকারী ভক্তকেও নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২০)

হে উদ্ধব, ভক্তি অণুমাত্র করিলেও নির্গুণ বলিয়া কদাপি তাহা ধ্বংস বা ব্যর্থ ত' হয়ই না, উপরন্তু তাহা পূর্ণফল দান করিয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ধর্ম্মান্তরস্য খল্বারব্ধস্য পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্তং নৈর্ব্বিঘ্নেন সাঙ্গোপাঙ্গত্বে বৃত্তে এব ফলজনকতা,

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

অন্যথা তু বৈয়র্থ্যমেব যথা, ন তথা ভক্তিলক্ষণস্য মদ্ধর্ম্মস্য নিয়মঃ। অস্য পুনরারম্ভমাত্র এব পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপ্যঙ্গহীনত্বেঽপি ন বৈয়র্থ্যমিত্যাহ—ন হীতি। অঙ্গ, হে উদ্ধব, মদ্ধর্ম্মস্য ভক্তিলক্ষণস্য উপক্রমে আরম্ভে সতি। যদ্বা অঙ্গস্যাপ্যুপক্রমে সতি পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপি অধ্বপি ঈষদপি ধ্বংসো বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্তি। যতো ভক্তিলক্ষণোয়ং মদ্ধর্ম্মো নির্গুণঃ। ন হি গুণাতীতস্য বস্তুনো ধ্বংসঃ সম্ভবেৎ। যস্মাদয়ং অনাশিষো নিষ্কামভক্তস্য ধর্ম্মো ময়া সম্যগ্ব্যবসিতঃ অণুমাত্রোঽপ্যয়ং ধর্ম্মঃ সম্যক্ পূর্ণ এব নিশ্চিতঃ। নাত্র কারণং দ্রষ্টব্যং ইয়ং মম পরমেশ্বরতৈবেতি ভাবঃ।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে না করিতে পারিলে ফল হয় না। কিন্তু ভক্তিতে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ভক্তি সম্পূর্ণভাবে করিতে না পারিলেও এবং অঙ্গহীন হইলেও ব্যর্থ হয় না, উপরন্তু আরম্ভমাত্রেই তাহা ফলপ্রদ হয়। ভক্তি নির্গুণ বা গুণাতীত বলিয়া তাহা কদাপি ধ্বংস বা ব্যর্থ হয় না। শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সুখের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তি করিলেও ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া তিনি সবই করিতে সমর্থ; সুতরাং এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলার নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥

(ভাঃ ১১।১৯।২২)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

হে উদ্ধব, এই অনিত্য জড়দেহ আমাকে দিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমাকে লাভ করাই প্রকৃত

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি' দুই জন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥১০৯॥
ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥১১০॥
রূপ-হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে ॥১১১॥
পূর্ব্বশ্লোক পড় রূপ! প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ, মৌন ধরিলা ॥১১২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বুদ্ধিমত্তা এবং ইহাতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—লোকে হি কপর্দ্দকং দত্ত্বা সহস্র-কপর্দ্দকমূল্যং বস্তু যো গ্রহীতুং শক্নোতি, এষ এব পরমবুদ্ধি-মান্ অতিচতুর উচ্যতে। যস্তু তেন স্বর্ণমুদ্রামুপার্জ্জয়তি স ততোঽপি, যস্তু হীরকাদিরত্নং স ততোঽপি। তত্রাপ্য-ভ্রান্তাদতিচতুরাদেব পুরুষাদ্ যঃ স ততোঽপি। যস্তু চিন্তামণিকামধেন্বাদিকং তচ্চাতুর্য্যান্তু বক্তুমশক্যম্। ভারতভূমিবাসী মর্ত্ত্যঃ পুনরপি দুর্জাতিরপি স্ফুটিতৈককপ-র্দ্দকমূল্যত্বেনাপ্যসম্ভাবিতং কৌরূপ্যজরারোগাদিপূর্ণমপি স্বশরীরং মহ্যং দত্ত্বা অপ্রাকৃতমাধুর্য্যসিন্ধুং মামেব গৃহ্লাতি। ময়া পুনরপি চতুরশিরোমণিনাপি তদ্দত্তং তদেব প্রাপ্য কৌস্তুভকিরীটাদিকটকাদ্যনর্ঘরত্নালঙ্কারভূষিতমপি স্বং তস্মৈ তথাদেব দীয়তে ইত্যহো বুদ্ধিমত্তমহো চাতুর্য্যবত্ত্বং ভারত-ভূবাসিনঃ কস্যচিৎ কস্যচিদিতি। তত্র শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-পরিচর্য্যার্থং শ্রোত্রাদীনাং বিনিয়োগ এব ভগবতে শরীরদানং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ একা রসনৈব তৎকীর্ত্তননিরতা, কর্ণৌ বা শ্রবণনিরতৌ, করৌ বা পরিচর্য্যানিরতৌ চেত্তদাপি স আত্মানং দদাতীতি। শরীরৈকদেশদানেনাপি স লভ্যতে ইতি কঃ খলু বুদ্ধিচাতুর্য্যবানেবং ন কুর্য্যাদিতি। "সর্ব্বোপদেশসারোঽয়ং শ্লোকচিন্তামণিঃ প্রভোঃ। হৃদয়ে যস্য রাজেত স রাজেদ্ভক্তসংসদি" ॥

এ জগতে যদি কেহ এক টাকা দিয়া একশত টাকা মূল্যের কোন দ্রব্য কিনিতে পারে, তাহাকেই লোকে বুদ্ধিমান্ ও চতুর বলে। পাঁচ টাকা বা দশ টাকা দিয়া যদি কেহ মূল্যবান্ স্বর্ণালঙ্কার বা হীরকাদি রত্ন কিনিতে পারে তবে তাহাকে পরমবুদ্ধিমান্ ও অতিচতুর বলা হয়। আর যাহারা অল্পমূল্য দিয়া চিন্তামণি বা কামধেনু কিনিতে পারে, তাহারা যে কিরূপ চতুর তাহা কেহ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলি না। কিন্তু ভারতবাসী কোন ব্যক্তি চণ্ডালাদি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি জরা-রোগাদি-পূর্ণ এই জড়শরীর আমাকে দিয়া পরমানন্দ-মূর্ত্তি আমাকে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকেই আমি প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বলি। কারণ যে আমাকে তাহার নশ্বর দেহটা দেয়, আমি তাহাকে নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া তাহার বশ হইয়া থাকি, ইহাই আমার স্বভাব ও ব্রত।

যদি কেহ বলে—দেহদান কাহাকে বলে? তদুত্তর এই যে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাকেই দেহদান বলা হয়। যদি কেহ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবা না করিতে পারেন কিন্তু তিনি যদি কেবলমাত্র জিহ্বার দ্বারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন অথবা কর্ণদ্বারা ভগবানের কথা শ্রবণ অথবা হস্তদ্বারা ভগবানের পরিচর্য্যা করেন, তাহা হইলেও দয়াময় ভগবান্ তাহাকে নিজেকে দিয়া দেন, এত তাঁর দয়া! দেহের যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা করিলেও ভগবৎ-কৃপায় ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। সুতরাং এমন কে আছে যে—এইরূপ অল্পমাত্র সেবা করিয়া ভগবান্‌কে পাইবার জন্য তৎপর না হইবে?

ভগবানের এই অমূল্য উপদেশটী সকল উপদেশের সার উপদেশ। সুতরাং এই অপূর্ব্ব-শ্লোকটী যিনি নিজ জীবনে পালন করিবেন তাঁহার সিদ্ধি যে অবশ্যই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

১০৮। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—স্যমন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি উদ্ধবস্য পত্রীয়ম্।

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥১১৪॥

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে—তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৫॥
আমাতে সঞ্চারি' পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬॥
তাতে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥ ১১৭॥
প্রভু কহে—কহ রূপ! নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥ ১১৮॥
বার বার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিলা।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১১৯॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥ ১২১॥
সবে বলে—নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥ ১২২॥
রায় কহে—কোন গ্রন্থ কর হেন জানি?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি? ১২৩॥

স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ ১২৬॥
রায় কহে—নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি?
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১২৭॥

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥১২৮॥
(বিদগ্ধমাধব)

অনুবাদ—এই হরিলীলা তোমার সংসারবাসনা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। চান্দ্রীসুধার মধুরিমা-জনিত মত্ততা-দমনকারী এই হরিলীলা শ্রীরাধাদির প্রণয়-কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভযুক্ত হইয়াছেন।

রায় কহে—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯॥
প্রভু কহে—কহ না কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে? ১৩০॥
তবে রূপ-গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি' প্রভু কহে—এই অতি স্তুতি হৈল ॥ ১৩১॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১৩২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৪। মধ্য ১।৭৬

১১৭। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাদের হৃদয়ানুবাদ করিতে অর্থাৎ তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২০। অন্ত্য ১।৯৯

১৩২। আদি ৩।৪

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরিলীলা-রসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বঃ যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া ॥১৩৩॥
রায় কহে—কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান ?
রূপ কহে—কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম ॥১৩৪॥

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্ ॥

(নাটকচন্দ্রিকায়)

অনুবাদ—উপযুক্ত (উপস্থিত) কালদ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হইয়া (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গপ্রবেশকে প্রবর্ত্তক বলে।

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥১৩৬॥

(বিদগ্ধমাধব)

অনুবাদ—বসন্তকাল উদিত হইয়াছে; পৌর্ণমাসী নিশাকালে নবানুরাগী সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য পরমা সুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করাইবেন।

রায় কহে—প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি ?
রূপ কহে—মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি' ॥১৩৭॥

ভক্তানামুদগাদনর্গলাধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥

অনুবাদ—রসিক ভক্তগণ উপস্থিত হইয়াছেন; গোপবধূ-প্রাণনাথ-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এই প্রবন্ধও নানা-গুণে পল্লবিত; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলে নৃত্যবিধির চত্বর-স্বরূপ। অতএব আমি মনে করিতেছি—আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডলের এই পরিপক্কাবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥১৩৯॥

(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—হে পণ্ডিত-সকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ আমা হইতে প্রকাশিত এই হরিগুণবর্ণনময়ী রচনা আপনাদের আনন্দ বিধান করুক। অতি নীচ জাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃক কাষ্ঠমথিত অগ্নি কি স্বর্ণমল দূর করিতে পারে না ?

রায় কহে—কহ দেখি, প্রেমোৎপত্তি-কারণ ?
পূর্ব্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন ? ১৪০॥

ক্রমে শ্রীরূপ-গোঁসাই সকলি কহিল।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥১৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ, পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুমবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাম্ ? অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। নন্বু কপিলদেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং পূর্ব্বং কিং নোপদিষ্টম্ ? তত্রাহ—সকল-রসসম্ভাবেঽপি উন্নতঃ উজ্জ্বলঃ রসো যস্যাং তাং ভক্তি-শ্রিয়ম্; তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ ? পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াম্ উদিতঃ সিংহো

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দ-রায়ামুদিতঃ শচীনন্দনস্বরূপসিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়তীতি ধ্বনিঃ। (বিদগ্ধমাধব)

১৩৭। প্ররোচনা—দেশ, কাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাই প্ররোচনা।

১৪০। বিকার—প্রণয়বিকার (দিব্যোন্মাদজনিত ব্যাধি); চেষ্টা—প্রেমোত্থ দৈহিক ক্রিয়া; কামলিখন—গোপীদিগের প্রেমপ্রকাশিকা লিপি। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥১৪২॥

অনুবাদ—পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা শ্রীরাধিকা কহিতেছেন—কোন এক পরপুরুষের কৃষ্ণ-নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমাকে উন্মত্ত করিতেছে; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? সুতরাং আমার মরণই ভাল।

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥১৪৩॥

অনুবাদ—হে সখি! রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহজহ চইদা পলা এম্মি ॥১৪৪॥

অনুবাদ—হে সুন্দর! প্রতিচ্ছন্দগুণ (চিত্রপটরূপ) ধারণ পূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ; আমি যে-দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর।

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রুং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা রাধা কম্পিত হন, গুঞ্জা দর্শন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনেত্রে চিৎকার করেন। কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি! কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥১৪৬॥

(বিদগ্ধমাধব)

অনুবাদ—যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তখন হে সখি! তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না। তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ একটি কার্য্য করিতে পার—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধন পূর্ব্বক আমার দেহকে চিরকাল রাখিও।

রায় কহে—কহ দেখি ভাবের স্বভাব?
রূপ কহে—ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক ভাব ॥১৪৭॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥১৪৮॥

রায় কহে—কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ-গোসাঞি কহে—সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥১৪৯॥

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যন্যাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥১৫০॥

অনুবাদ—প্রিয়ের মুখে স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে; প্রিয়ের মুখে স্বীয় নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণ পূর্ব্বক আনন্দ প্রদান করে; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তাহার কোন গুণ দেখিলে তাহাতে প্রেমের বৃদ্ধিও হয় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৮। মধ্য ২।৫২ দ্রষ্টব্য।

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মূদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥১৫১॥

অনুবাদ—আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদ পূর্ব্বক ব্যথিতান্তঃকরণে কোনমতে শান্তি বা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন; অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়, আমি মূঢ়তা বশতঃ ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একেবারেই উন্মূলিত করিলাম।

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাত্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥১৫২॥

অনুবাদ—হে সখি! যাঁহার আলিঙ্গন-সুখাশিনী হইয়া গুরুলোকদিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের উপাস্য যে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম তাহাকেও যাঁহার জন্য বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই, হায়, সেই কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী-আমি এখনও জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্!

গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি হি ন জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥১৫৩॥

অনুবাদ—আমি সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম, কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে কিছুমাত্র জানিতাম না। এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় ফেলা কি তোমার পক্ষে ঠিক হইয়াছে? এখন তোমার উদাসীনতা প্রকাশ করা কি উচিত?

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নাঘং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥১৫৪॥

অনুবাদ—দুঃখিত আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ প্রণয়হাস্য পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতি রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীর-পল্লী-লম্পটে তোমার এত উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥১৫৫॥

(বিদগ্ধমাধব)

অনুবাদ—হে কৃষ্ণার্ণব! নিজপতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলধর্ম্ম ছাড়িয়া গুরুজনগণকে বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করতঃ রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল; তুমি এখন ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে প্রদর্শন করিতেছ?

রায় কহে—বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন? ১৫৬॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ-গোসাঞি কহে করি' নমস্কার ॥১৫৭॥

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥১৫৮॥

অনুবাদ—আম্রমুকুলসমূহের মধুর সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর-বৃন্দে পরিপূর্ণ, চন্দন-মলয় প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥১৫৯॥

অনুবাদ—দেখ, এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় বেষ্টিত, লতা-গুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে; পুষ্পগুলি মধুকর-দ্বারা স্ফীত হইয়াছে, মধুকরগুলি শ্রুতিহারি-গীতপরায়ণ।

ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা
ক্বচিদ্‌বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥১৬০॥

অনুবাদ—হে সখে! এই বৃন্দাবন আমাদিগকে নানা-ভাবে আনন্দিত করিতেছে, কোনস্থলে ভৃঙ্গীগণের গীত হইতেছে, কোন স্থল মন্দ মন্দ মলয়ানিল দ্বারা শীতল হইতেছে, কোন স্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থলে মল্লিকা ফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোন-স্থলে বা ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফল-সমূহ রসভরে রস নিঃসরণ করিতেছে।

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সংকীর্ণে মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥১৬১॥

অনুবাদ—তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত, ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয় পার্শ্বে অরুণমণিদ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বল বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলি মুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছেন।

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্ব্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥১৬২॥

অনুবাদ—হে সখী মুরলী, তুমি সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনা-গণের বিমোহনকারী বিশেষ গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥১৬৩॥

অনুবাদ—হে সখী মুরলী, তুমি মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন, নীরস ও জটিল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়-হেতু কৃষ্ণবদনচুম্বনানন্দঘনত্বময় কৃষ্ণ-করালিঙ্গন ভজন স্বীকার করিতেছ?

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বন্দিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥১৬৪॥

অনুবাদ—মেঘের গতিরোধ পূর্ব্বক, তুম্বুরু গন্ধর্ব্বকে বিস্ময়ান্বিত করতঃ, সনন্দাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক, ধীর-স্থির বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চঞ্চল করতঃ, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল।

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥১৬৫॥

(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—যাঁহার নয়নশোভায় অতি সুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা ম্লান হইয়াছে, যাঁহার পীতাম্বর দ্বারা নবকুঙ্কুমের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশালঙ্কারাদিদ্বারা দিব্য বেশাদির আদর দূর হইয়াছে এবং মরকতমণির ন্যায় কান্তি দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন।

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্টালিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
স্নিগ্ধদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥১৬৬॥

অনুবাদ—হে সখি! যাঁহার বাম-জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ পদ ন্যস্ত, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার তির্য্যক্ কন্ধর স্থির, যাঁহার নেত্রাঞ্চল বঙ্কিম, যাঁহার ঈষদুন্মীলিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলী-সংলগ্ন বংশী বিন্যস্ত এবং যাঁহার ভ্রূদেশ নৃত্য করিতেছে, তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় কৃষ্ণকে তুমি স্বীকার কর।

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥১৬৭॥

অনুবাদ—হে সুমুখি! আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা? যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটাদ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করতঃ অসংখ্য মরকতমণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুদ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন।

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥১৬৮॥
(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—হে সখি! মহা-ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহদ্যুতি-বিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন, ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনা-সমূহের নীবিবন্ধ-ছেদনকারী কৌতুকবিশিষ্টা ইঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

বলাদঙ্কোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্ব্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥১৬৯॥

অনুবাদ—যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর সুবর্ণকেও তুচ্ছ করে, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্র রূপ আশ্চর্য্যরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্ম দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে মলিন হয়, কিন্তু হে সখে! আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল; সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥১৭১॥
(বিদগ্ধমাধবে)

অনুবাদ—যাঁহার মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে, কামধনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্মবিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

রায় কহে—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥১৭২॥

রূপ কহে—কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥১৭৩॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।
এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥১৭৪॥

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥
(ললিতমাধবে)

অনুবাদ—অসুর-পত্নীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করিয়া মুকুন্দের যে অখণ্ড যশশ্চন্দ্র স্বীয় সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিন আনন্দ বিধান করেন, তাহা তোমাদিগের সুখবিধান করুন।

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥১৭৬॥

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নু বন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিস্তন্যতু ॥১৭৭॥
(ললিতমাধব)

অনুবাদ—যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রেম-সুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিত, তমঃসমূহদূরকারী, জগন্মানসবশকারী শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥১৭৮॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু।
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ॥১৭৯॥
রায় কহে—রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥১৮০॥
প্রভু কহে—রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥১৮১॥
রায় কহে—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট-দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥১৮২॥
রায় কহে—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?
তবে রূপ গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥১৮৩॥

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥১৮৪॥
(ললিতমাধব)

অনুবাদ—নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে নাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সুসময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ কর্ত্তব্য।

উদ্‌ঘাত্যক নাম এই আমুখ—বীথী অঙ্গ।
তোমার আগে কহি ইহা ধার্ষ্টের তরঙ্গ ॥১৮৫॥

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥
(সাহিত্যদর্পণ)

অনুবাদ—মনুষ্যগণ অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্যপদের সহিত যাহা যোজনা করে, তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে।

রায় কহে—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥১৮৭॥

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥

অনুবাদ—গোধূলি হরিকে সূচনা করিতেছে, সম্মুখে তমঃ (অন্ধকার) গোপীদিগের সহিত তাঁহাকে মিলিত করাইতেছে; সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতিরও অগোচর।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিস্পৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥১৮৯॥

অনুবাদ—নিপুণা, তাৎপর্য্যশালিনী, শ্রেষ্ঠবংশজ-বংশীর কাকলীরূপা যে দূতী লজ্জা দূর করাইয়া গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন।

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥১৯০॥

অনুবাদ—হে সহচরি! মদমত্ত হস্তীর ন্যায় লীলাকারী, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এই নির্ভীক যুবা কে? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা, ইনি চঞ্চল কটাক্ষদ্বারা যে আমার চিত্তকে অস্থির করিতেছেন।

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥১৯১॥
(ললিতমাধব)

অনুবাদ—যে রাধিকা আমার মন করীন্দ্রের নিকট বিহারগঙ্গাস্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভারূপা এবং আমার বক্ষঃরূপ আকাশের নিকট তদাভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রাপ্ত হইলাম।

এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে ॥১৯২॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥১৯৩॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥১৯৪॥

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥১৯৫॥

(প্রাচীনকৃত শ্লোক)

অনুবাদ—অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন ?

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও—হেন অনুমানি ॥১৯৬॥
প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার সনে হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥১৯৭॥
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥১৯৮॥
সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ' এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥১৯৯॥
ইহাঁর যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥২০০॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥২০১॥
এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলু বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥২০২॥
রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥২০৩॥
মোর মুখে যে সব রস করিলা প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে ॥২০৪॥
ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস।
যারে করাও, সেই করিবে, জগৎ তোমার বশ ॥২০৫॥
তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন।
তাঁরে করাইলা সবার চরণ বন্দন ॥২০৬॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥২০৭॥
প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥২০৮॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥২০৯॥
হরিদাস কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলা ইহার কে জানে মহিমা ? ২১০॥
শ্রীরূপ কহেন—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥২১১॥

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥২১২॥

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥২১৩॥
চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥২১৪॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥২১৫॥
দোলযাত্রা হৈলে প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥২১৬॥
বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে ॥২১৭॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥২১৮॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার ॥২১৯॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥২২০॥
প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা।
পুনরপি গৌড়-পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥২২১॥
এই ত' কহিলাম পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥২২২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—২১২। মধ্য ১৯।১৩৪ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো-নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

অনুবাদ—আমি শ্রীগুরুর পদকমল এবং গুরুবর্গ, বৈষ্ণব-সকল, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, সগণ শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীব, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতা-বিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

সর্ব্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥৩॥

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ আবির্ভাবে ॥৪॥

সাক্ষাৎ-দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হইলা ॥৫॥

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈলা আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥৬॥

সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥৭॥

গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥৮॥

আর নানা-দেশের লোক দেখি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥৯॥

সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্য-বেশে আসি' ॥১০॥

প্রভুরে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হৈয়া।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সবে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১১॥

এইমত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি'।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥১২॥

তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্যভক্ত-জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥১৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩-৪। শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, কোন যোগ্য ভক্তে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছেন।

৫-৬। সাক্ষাৎ দর্শন প্রদান করিয়া, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করিলেন।

১০। **সপ্তদ্বীপ**—(১) জম্বু (২) শাক (৩) শাল্মলী (৪) কুশ (৫) ক্রৌঞ্চ (৬) গোমেদ বা প্লক্ষ (৭) পুষ্কর।

নবখণ্ড—(১) ভারত (২) কিন্নর (কিংপুরুষ) (৩) হরি (৪) কুরু (৫) হিরণ্ময় (৬) রম্যক (রমণক) (৭) ইলাবৃত (৮) ভদ্রাশ্ব (৯) কেতুমাল—এই নব খণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব অংশ); পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে খণ্ড বা বর্ষ বলে। **(অনুভাষ্য)**

সেই জীবে নিজ-শক্তি করেন প্রকাশে।
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥১৪॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, কহি দিগ্‌দরশন ॥১৫॥
আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল-ব্রহ্মচারী।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥১৬॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥১৭॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় উন্মত্ত হৈয়া ॥১৮॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥১৯॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥২০॥
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥২১॥
চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥২২॥
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥২৩॥
আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥২৪॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥২৫॥
অসংখ্য লোকের ঘটা—কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥২৬॥
ব্রহ্মচারী কহে,—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই-চারি যাহ, বোলাহ তাহারে ॥২৭॥
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলি'।
শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥২৮॥
শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥২৯॥
ব্রহ্মচারী বলে—তুমি করিলা সংশয়।
এক-মনা হৈয়া তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥৩০॥
গৌরগোপাল-মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥৩১॥
তবে শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল ॥৩২॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥৩৩॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥৩৪॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয়—প্রভুর সহজ স্বভাব ॥৩৫॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হৈয়া।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥৩৬॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥৩৭॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥৩৮॥
মহাপ্রভু তাঁরে দেখি' বড় কৃপা কৈলা।
মাস-দুই তেঁহো প্রভুর নিকটে রহিলা ॥৩৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬। আম্বুয়া-মুলুক—অম্বিকা-কালনা। অম্বিকা বর্দ্ধমান জেলায় কালনা-সহরের সংলগ্ন পল্লীবিশেষ।
২১। প্রেমোদ্দাম—প্রেমোন্মত্ত।
৩১। অন্তর—মনে।
৩৪-৩৫। (১) শ্রীশচীদেবীর গৃহমন্দিরে (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে (৩) শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব-ভবনে—এই চারিটী স্থানে মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব হইত।
৩৮। একেশ্বর—একাকী।

তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈলা গৌড়ে যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিহ এথায় আসিতে ॥৪০॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥৪১॥
শিবানন্দে কহিহ – আমি এই পৌষ-মাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে ॥৪২॥
জগদানন্দ হয় তাহাঁ, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবারে কহিহ—এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥৪৩॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি' ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥৪৪॥
চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হৈয়া।
শিবানন্দ, জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥৪৫॥
পৌষ-মাস আইল, দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥৪৬॥
এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥৪৭॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাঁই আইলা।
দুঁহে তাঁরে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥৪৮॥
দুঁহে দুঃখী দেখি' তবে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দুহাঁকারে কেনে দেখি নিরানন্দ? ৪৯॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিব আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা? ৫০॥
শুনি' ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥৫১॥
তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুই জনে।
আনিবে প্রভুরে এবে—নিশ্চয় কৈলা মনে ॥৫২॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—তাঁর নিজ-নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈলা গৌরধাম ॥৫৩॥
দুই দিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল।
পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥৫৪॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥৫৫॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিলাম, কিছু সন্দেহ না কর ॥৫৬॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হৈয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥৫৭॥
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই।
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥৫৮॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর-উপহার ॥৫৯॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িলা।
চৈতন্য প্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈলা ॥৬০॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িলা।
তিন-জনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈলা ॥৬১॥
দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোঁসাই।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥৬২॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
হাহা কিবা কর বলি' করয়ে ফুৎকার ॥৬৩॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ? ৬৪॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস ॥ ৬৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৪। সন্দেশ—সংবাদ।
৪৫। আচার্য্য—অদ্বৈত প্রভু।
৪৭। গোসাঞি—মহাপ্রভু।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৩। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহদেবের নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু তাঁহাকে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নাম দিয়াছিলেন।

ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহ্যে কিছু করে দুঃখাভাস ॥৬৬॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাই।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥৬৭॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥৬৮॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥৬৯॥
শিবানন্দ কহে—কেনে করহ ফুৎকার ?
ব্রহ্মচারী কহে—দেখ প্রভুর ব্যবহার ॥৭০॥
তিন জনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥৭১॥
শুনি' শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয় ॥৭২॥
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আনহ নৃসিংহের পুনঃ পাক করি' ॥৭৩॥
তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥৭৪॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥৭৫॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥৭৬॥
গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥৭৭॥
শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥৭৮॥
এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন ॥৭৯॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥৮০॥

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাহাঁ প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হৈয়া তাহা দেন দরশন ॥৮১॥
শিবানন্দের প্রেম-সীমা কে কহিতে পারে ?
যাঁর প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥৮২॥
এই ত' কহিলু গৌরের 'আবির্ভাব'।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥৮৩॥
পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্-আচার্য্য।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥৮৪॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত, গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥৮৫॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥৮৬॥
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লৈয়া করান ভোজন ॥৮৭॥
তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ-খাঁন।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্যপ্রধান ॥৮৮॥
গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট-ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য-ঠাঁই ॥৮৯॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥৯০॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥৯১॥
স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল এসেছে এখানে ॥৯২॥
সবে মিলি' আইস, শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥৯৩॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥৯৪॥
বৈষ্ণব হৈয়া যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে ঈশ্বর মানে ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৯৫। শারীরক-ভাষ্য—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কৃত নির্ব্বিশেষব্রহ্মপর বেদান্তভাষ্য।

মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥৯৬॥
আচার্য্য কহে—আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥৯৭॥
স্বরূপ কহে—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা এইমাত্র শুনে ॥৯৮॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ ॥৯৯॥
লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥১০০॥
একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০১॥
ছোট-হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি' আপনে আনিয়া ॥১০২॥
মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগ্নী-স্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥১০৩॥
মাহিতির ভগ্নীর নাম—মাধবী-দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥১০৪॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিন জন ॥১০৫॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগ্নী—অর্দ্ধজন ॥১০৬॥
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি' আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥১০৭॥
স্নেহে রাঁধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ, আদা-চাকি, লেবু-সলবণ ॥১০৮॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥১০৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। যাঁহার প্রাণধন—কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হন।

৯৮-৯৯। যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার', 'এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা,' 'জীব বস্তুতঃ নাই—কেবল অজ্ঞানকল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১০১। আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য।

১০৩। মান—উৎকলে প্রচলিত শস্যমাপের কাঠা।

১০৬। **প্রশ্ন**—শিখি মাহিতির ভগ্নী মাধবী দেবীকে অর্দ্ধজন বলা হইল কেন?

উত্তর—

শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিদেবীকে ধর্ম্মকলা বলিয়াছেন। যথা—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥
(ভাঃ ১।৩।৯)

চতুর্থ অবতারে শ্রীহরি ধর্ম্মের কলা অর্থাৎ ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়রূপে প্রকট হইয়া আত্মপ্রসন্নতা-বিধায়ক দুষ্কর তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—তুর্য্যে চতুর্থেঽবতারে ধর্ম্মস্য কলা অংশঃ ভার্য্যেত্যর্থঃ; অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ৩।১৪।১৯)

যামাহুরাত্মনো হার্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনী।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

যাং স্ত্রিয়ং আত্মনো দেহস্য অর্দ্ধো বা এষ যৎ পত্নী ইতি শ্রুতেঃ।

১০৮। দেউল প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ।

১০৯। শাল্যন্ন—শুক্ল সরু চাউল।

উত্তম অন্ন এই তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?
আচার্য্য কহে—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥১১০॥
প্রভু কহে—কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল ?
ছোট-হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥১১১॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥১১২॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥১১৩॥
দ্বার-মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা কেহ নাহি জানে ॥১১৪॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥১১৫॥
কোন্ অপরাধ, প্রভু, কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস ? ১১৬॥
প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন ॥১১৭॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥১১৮॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১১৯॥

(ভাঃ ৯।১৯।১৭)

অনুবাদ—মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং কন্যার সহিত নির্জ্জনে একাকী কখনও থাকিবে না। কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥১২০॥
এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥১২১॥
আর দিনে সবে মিলি' প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি' কিছু কৈলা নিবেদনে ॥১২২॥
অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥১২৩॥
প্রভু কহে—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥১২৪॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ, আমা না দেখিবে হেথা ॥১২৫॥
এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥১২৬॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥১২৭॥
আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
প্রভুকে প্রসন্ন কর—কৈলা নিবেদনে ॥১২৮॥
তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥১২৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৭। বৈরাগী—সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। প্রকৃতি-সম্ভাষণ—পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ। ইহাতে মহাপ্রভু অত্যধিক মর্ম্মাহত ও অসন্তুষ্ট হন।

১১৮। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মন হরণ করিতে পারে। অতএব বৈরাগী ব্যক্তি নারীর সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিবেন।

১২০। মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্য-বৈরাগ্য। বাহিরে বৈরাগীর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বেশ কিন্তু অন্তরে ভোগস্পৃহা, ইহাই মর্কট-বৈরাগ্য। মর্কট অর্থে বানর। বানর ফল-মূল খায়, বনে থাকে এবং উলঙ্গও থাকে, কিন্তু বানর অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গী ও ভোগ-লোলুপ।

মর্কটের ন্যায় বাহিরে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী সাজিয়া অন্তরে স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, ভোগস্পৃহা বা সংসারাসক্তিই মর্কট-বৈরাগ্য।

পুছিলা—কি আজ্ঞা ? কেনে হৈল আগমন।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন ॥১৩০॥
শুনিয়া কহেন প্রভু—শুনহ, গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥১৩১॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহাঁ, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥১৩২॥
এত বলি' প্রভু গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥১৩৩॥
আস্তে-ব্যস্তে পুরী-গোসাঞি প্রভু-আগে গেলা।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে বসাইলা ॥১৩৪॥
তোমার যে ইচ্ছা, কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ? ১৩৫॥
লোক-হিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥১৩৬॥
এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥১৩৭॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহে—শুন, হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥১৩৮॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥১৩৯॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে ॥১৪০॥
এত বলি' তারে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥১৪১॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দরশনে ॥১৪২॥
মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥১৪৩॥
দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥১৪৪॥
এইমত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥১৪৫॥
রাত্রিশেষে তেঁহো প্রভুরে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥১৪৬॥
প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥১৪৭॥
সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা পাইয়া অন্তর্দ্ধানেই রহিলা ॥১৪৮॥
গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায়, অন্য নাহি জানে ॥১৪৯॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে ॥১৫০॥
সবে কহে—হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥১৫১॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিল।
সব-ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিল ॥১৫২॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥১৫৩॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কথো দূরে।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥১৫৪॥
মনুষ্য না দেখে, মধুর গীতমাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মিলি কৈল অনুমানে ॥১৫৫॥
বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হৈল ॥১৫৬॥
আকার না দেখি, মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন—এই মিথ্যা অনুমান ॥১৫৭॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু-কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥১৫৮॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥১৫৯॥

প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইল।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥১৬০॥
যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল।
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥১৬১॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লৈয়া।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হৈয়া ॥১৬২॥
হরিদাস কাঁহা? যদি শ্রীবাস পুছিলা।
স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—প্রভু উত্তর দিলা ॥১৬৩॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥১৬৪॥
শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥১৬৫॥
স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশে আইলা ॥১৬৬॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি' ভক্তগণের যুড়ায় কর্ণ-মন ॥১৬৭॥
আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥১৬৮॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত ॥১৬৯॥
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥১৭০॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥১৭১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষানাম দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৮-১৫৯। যাঁহারা আজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করেন, ইষ্টদেবের স্নেহ-কৃপাপাত্র, মঠে বা তীর্থে দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের দুর্গতি হয় না পরন্তু সদ্‌গতিই হইয়া থাকে।

১৬৩। স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—জীব স্বীয় (স্ব-কৃত) কর্ম্মের ফল ভোগ করেন।

অন্ত্যলীলা—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার ॥৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১। অন্ত্য ২।১

প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥৪॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥৫॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভুরে না দেখিলে সে রহিতে না পারে ॥৬॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে—বালকের রীত ॥৭॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥৮॥
আর দিন সেই বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥৯॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা ॥১০॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি' ॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥১২॥
শুনি প্রভু কহে—কি কহ দামোদর ?
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৩॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে ?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥১৪॥
পণ্ডিত হৈয়া মনে কেনে বিচার না কর ?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ? ১৫॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥১৬॥
তুমিহ পরম যুবা, পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ' অবসর ॥১৭॥
এত বলি' দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥১৮॥
ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥১৯॥
এতেক বিচারি' প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥২০॥
প্রভু কহে—দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাইয়া ॥২১॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান ॥২২॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥২৩॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥২৪॥
মাতার গৃহে রহ যাই' মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥২৫॥
মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাহাঁ করহ গমনে ॥২৬॥
মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে ॥২৭॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইহাঁতে ॥২৮॥
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গূঢ়কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥২৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। দামোদর—দামোদর পণ্ডিত।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে যাঁহার আপনজ্ঞান ও প্রীতি হয়, তিনিই তাঁহাদের কৃপা পান।
১৫। রাণ্ডী—বিধবা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩। লোকাপেক্ষা থাকিলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি সংরক্ষিত হয় না। কারণ 'পরাপেক্ষা দেখিলে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা'।
(চৈঃ চঃ)

বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥৩০॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য-বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান ॥৩১॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রাঁধিলা ॥৩২॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥৩৩॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই দেখি' তোমার সুখ উপজিল ॥৩৪॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
'স্বপ্ন দেখিলু' যেন নিমাই খাইল ভাত ॥৩৫॥
বাহ্য-বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইলু—এই জ্ঞান হৈল ॥৩৬॥
পাকপাত্রে দেখিলা—সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান সংস্কার করি ॥৩৭॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥৩৮॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লৈয়া যাও আমা তোমার প্রেমবলে ॥৩৯॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লৈয়া তাঁর বন্দিহ চরণ ॥৪০॥
এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিলা ॥৪১॥
তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥৪২॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা ॥৪৩॥
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥৪৪॥
প্রভুগণে যাঁর দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন ॥৪৫॥
এই ত' কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥৪৬॥
চৈতন্যের লীলা—গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥৪৭॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥৪৮॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লৈয়া গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা ॥৪৯॥
হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা-দুরাচার ॥৫০॥
ইহা-সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে—এ দুঃখ অপার ॥৫১॥
হরিদাস কহে—প্রভু, চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ ॥৫২॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বলি' কহে নামাভাসে ॥৫৩॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে— হা রাম, হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥৫৪॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥৫৫॥

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৫৬॥

(নৃসিংহ-পুরাণ)

অনুবাদ—কোন ম্লেচ্ছ দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক হারাম হারাম—এই শব্দ বলিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। হারাম শব্দে রাম-নাম থাকায় সেই ম্লেচ্ছ নামাভাস-বলে উদ্ধার পাইয়া গেল। সুতরাং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রাম-নাম লইলে যে মহা-মঙ্গল হইবেই, তাহা বলাই বাহুল্য।

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥৫৭॥
রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা-শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥৫৮॥
নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত নৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥৫৯॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৬০॥
(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিত হইলে নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে কিন্তু যদি সেই নাম দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও দশনামাপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না।

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥৬১॥

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥৬২॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অনুবাদ—হে গুণনিধি, তুমি পরম-পাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজন কর; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৬৩॥
(ভাঃ ৬।২।৪৯)

অনুবাদ—পুত্রকে নারায়ণনামে ডাকিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি অপূর্ব্ব ফল হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৯। রাজমহিষীর ন্যায় ব্যবধান না থাকিলে শ্রীনামের ফল অবশ্যই হইবে।

৬০। হরিভক্তিবিলাসে ১১ বিঃ ২৮৯ সংখ্যায় দিগ্‌দর্শিনী টীকায় শ্রীসনাতন প্রভু বলেন—"বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি; শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা; ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ; যদ্বা, যদ্যপি 'হলঃ রিক্তম্' ইত্যাদুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি-নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজমহিষী' ইত্যত্র রাম-নামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং, তথাপি তত্তন্নাম-মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ-ব্যবধান-রহিতমিত্যর্থঃ; যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তদ্‌রহিতঞ্চাপি

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বা; তত্র ব্যবহিতং—নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ, 'রহিতং' পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ; তথাপি তারয়ত্যেব—সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব; কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণার্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং—দেহভরণার্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ"।

ব্যবধান না থাকিলে হরিনাম পাপ, অপরাধ ও সংসার

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল সাক্ষী ॥৬৪॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে ॥৬৫॥
পৃথিবীতে বহু জীব—স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা-সবার কি প্রকারে হইবে মোচন? ৬৬॥
হরিদাস কহে—প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥৬৭॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ ॥৬৮॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের সে শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয় ॥৬৯॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥৭০॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥৭১॥
যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥৭২॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন ॥৭৩॥
জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তাতে কৈলা অঙ্গীকার ॥৭৪॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥৭৫॥
প্রভু কহে—সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে! ৭৬॥
হরিদাস বলে—তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীব-জাতি ॥৭৭॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবা ॥৭৮॥
সেই জীব হ'বে ইহাঁ স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥৭৯॥
পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা ॥৮০॥
অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥৮১॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥৮২॥

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥৮৩॥
(ভাঃ ১০।২৯।১৬)

অনুবাদ—যাঁহার কৃপায় প্রাণীমাত্রেই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, সেই কৃষ্ণের কার্য্যে এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছু নাই।

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতাম্ ॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

অনুবাদ—ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও যখন অখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমান্‌দিগের সম্বন্ধে কথা কি?

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার ॥৮৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হইতে উদ্ধার করিবেই। অপরাধ বা পাপ থাকিলে নামের ফল বিলম্বে হইবে। হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ চলিয়া গেলে প্রেম এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইবে। সুতরাং অপরাধ আছে বলিয়া হতাশার কিছু নাই। তবে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সকল বিষয়ে সাবধানতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও নিশ্চয়তা বিশেষ প্রয়োজন।

৭৫। স্থির-চর—স্থাবর ও জঙ্গম।

যে কহে—চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয় ॥৮৬॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥৮৭॥
এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ? ৮৮॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিলা বর্জ্জন ॥৮৯॥
ঈশ্বর-স্বভাব—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে ॥৯০॥

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৯১॥

তবে মহাপ্রভু নিজভক্তপাশে যাইয়া।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হৈয়া ॥৯২॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥৯৩॥
হরিদাসের গুণগণ— অসংখ্য, অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণি' নাহি পায় পার ॥৯৪॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন-দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥৯৫॥
সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥৯৬॥
বৃন্দাবন-দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥৯৭॥

হরিদাস যবে নিজ-গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥৯৮॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৯॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥১০০॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম—রামচন্দ্র খাঁন।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ডি-প্রধান ॥১০১॥
হরিদাসে লোকে পূজে, সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥১০২॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায় ॥১০৩॥
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ ॥১০৪॥
বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে—তিনদিনে হরিব তাঁর মতি ॥১০৫॥
খাঁন কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি' যেন আনে ॥১০৬॥
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥১০৭॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হৈয়া ॥১০৮॥
তুলসী নমস্করি' হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি' রহিলা দাণ্ডাঞা ॥১০৯॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥১১০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯১। আ ৩।৮৮

৯৫। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে।

৯৮। বেনাপোল—ই, বি, আর লাইনে খুলনা-পথে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বনগাঁও জংসনের পর বেনাপোল-ষ্টেশন; তন্নিকটবর্ত্তি স্থানই বেনাপোল।

ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন? ১১১॥
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥১১২॥
হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার ॥১১৩॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥১১৪॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥১১৫॥
প্রাতঃকাল দেখি' বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই' খাঁনেরে কহিলা ॥১১৬॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
কালি অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥১১৭॥
আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিল ॥১১৮॥
কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥১১৯॥
তাবৎ ইহাঁ বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥১২০॥
তুলসীরে তবে বেশ্যা নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে বলে 'হরি' 'হরি' ॥১২১॥
রাত্রি-শেষ হৈল, বেশ্যা উসিমিসি করে।
তার রীতি দেখি' হরিদাস কহেন তাহারে ॥১২২॥
কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥১২৩॥
আজি সমাপ্ত হবেক—হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিলু নাম সমাপ্ত না হৈল ॥১২৪॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥১২৫॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খাঁনেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইল ॥১২৬॥
তুলসীরে, ঠাকুরেরে নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে 'হরি' 'হরি' ॥১২৭॥
নাম পূর্ণ হ'বে আজি—বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥১২৮॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি-শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল ॥১২৯॥
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র-খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে ॥১৩০॥
বেশ্যা হৈয়া মুঞি পাপ করিয়াছো অপার।
কৃপা করি' কর মো-অধমে নিস্তার ॥১৩১॥
ঠাকুর কহে—খাঁনের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি ॥১৩২॥
সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥১৩৩॥
বেশ্যা কহে—কৃপা করি' করহ উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব-ক্লেশ ॥১৩৪॥
ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম ॥১৩৫॥
নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১৩৬॥
এত বলি' তারে নাম উপদেশ করি'।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি' 'হরি' 'হরি' ॥১৩৭॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥১৩৮॥
মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি-দিনে তিন-লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥১৩৯॥
তুলসী-সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥১৪০॥

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥১৪১॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার ॥১৪২॥
রামচন্দ্র খাঁন অপরাধ-বীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হৈয়া আগেতে ফলিল ॥১৪৩॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাঞা কহি, শুন ভক্তগণ ॥১৪৪॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র-খাঁন।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥১৪৫॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥১৪৬॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥১৪৭॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥১৪৮॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥১৪৯॥
অনেক লোকজন-সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥১৫০॥
সেবক বলে---গোসাঞি, মোরে পাঠাইল খাঁন।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান ॥১৫১॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ-স্থল, তোমার মনুষ্য— অপার ॥১৫২॥
ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥১৫৩॥
সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয় ॥১৫৪॥
এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে-গ্রামে না রহিলা ॥১৫৫॥
ইহাঁ রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা, তার মাটী খোদাইল ॥১৫৬॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥১৫৭॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হৈয়া ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥১৫৮॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রাঁধিল ॥১৫৯॥
স্ত্রীপুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া ॥১৬০॥
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লৈয়া করিল গমন ॥১৬১॥
জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥১৬২॥
মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥১৬৩॥
হরিদাস-ঠাকুর চলি' আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥১৬৪॥
হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর ॥১৬৫॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে 'ভক্তি' মানে।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে ॥১৬৬॥
নির্জ্জন-পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥১৬৭॥
রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস-ঠাকুরে যাই' করেন দর্শন ॥১৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৩। মহতের অপমান বা অনাদর হইলে একজনার দোষে সমস্ত দেশ বা গ্রাম বিপন্ন হয়। এইজন্য এ বিষয়ে সাবধানতা বিশেষ প্রয়োজন।

১৬৫। মুলুক—সপ্তগ্রাম মুলুক (প্রদেশ)।

হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥১৬৯॥
তাহাঁ যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন।
ব্যাখ্যান—অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥১৭০॥
একদিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লৈয়া ॥১৭১॥
ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥১৭২॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ॥১৭৩॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চ মুখে।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥১৭৪॥
তিন-লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥১৭৫॥
কেহ বলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥১৭৬॥
হরিদাস কহেন—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥১৭৭॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥১৭৯॥

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥১৮০॥
(নামকৌমুদী)

অনুবাদ—সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে—তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥১৮১॥
হরিদাস কহেন—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥১৮২॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥১৮৩॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥১৮৪॥
মুক্তি তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥১৮৫॥

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥১৮৬॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৮৭॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা-প্রধান ॥১৮৮॥
গৌড়ে রহি' পাৎসাহা-আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার-লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥১৮৯॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন-যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি' না হইল সহন ॥১৯০॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ ॥১৯১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৯। ভক্তকৃপাই ভগবৎ-কৃপা-লাভের মূল বা উপায়।

১৭৮। আদি ৭।৯৪

১৮৫। শুদ্ধভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা নেন না।

রামভক্ত শ্রীহনূমানজীও শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
'ভবান্ প্রভুরহং দাস' ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

১৮৬। অন্ত্য ৩।৬৩

১৮৭। আদি ৪।২০৭

কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাস-মাত্রে সেই মুক্তি হয় ॥১৯২॥
হরিদাস কহেন—কেনে করহ সংশয়?
শাস্ত্রে কহে—নামাভাস-মাত্রে মুক্তি হয় ॥১৯৩॥
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি-তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥১৯৪॥
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥১৯৫॥
বিপ্র কহে—নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয় ॥১৯৬॥
হরিদাস কহেন—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিব—এই সুনিশ্চয় ॥১৯৭॥
শুনি' সভাসদ্ উঠে করি' হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥১৯৮॥
বলাই-পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি, ভক্তি কাহাঁ জান? ১৯৯॥
হরিদাস-ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান!
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥২০০॥
শুনি' হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥২০১॥
সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি' কহে মধুর-বচনে ॥২০২॥
তোমা-সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥২০৩॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব? ২০৪॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥২০৫॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ-দ্বার মানা কৈল ॥২০৬॥
তিন-দিন রহি' সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি-উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥২০৭॥
চম্পক-কলি-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥২০৮॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসি' তাঁরে করে নমস্কার ॥২০৯॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥২১০॥
ভক্ত-স্বভাব—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥২১১॥
বিপ্র-দুঃখ শুনি' হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই-পুরোহিতে কহি' শান্তিপুর আইলা ॥২১২॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ-প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান ॥২১৩॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি' নির্জ্জনে তাঁরে দিলা।
ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥২১৪॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুই জনা মিলি' কৃষ্ণ-কথা-আস্বাদন ॥২১৫॥
হরিদাস কহে—গোসাঞি, করি নিবেদনে।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে? ২১৬॥
মহা-মহা-বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ!
নীচে আদর কর না বাসহ ভয়-লাজ! ২১৭॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবা—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥২১৮॥
আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥২১৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৫। আদি ৭।৯৮

২১১। ভক্তগণ অজ্ঞ ব্যক্তির দোষ ক্ষমা করেন কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্ত-বিদ্বেষীকে দণ্ড দান করিয়া থাকেন।

তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন ॥২২০॥
জগৎনিস্তার লাগি' করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন? ২২১॥
কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা ॥২২২॥
হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন—এই তাঁর মন ॥২২৩॥
দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার।
নাম-প্রেম প্রচার করি' কৈলা জগৎ উদ্ধার ॥২২৪॥
আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥২২৫॥
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥২২৬॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥২২৭॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিক্ সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল-মল ॥২২৮॥
দ্বারে তুলসী—লেপা-পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥২২৯॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইল।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হইল ॥২৩০॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥২৩১॥
আসিয়া তুলসীরে সেই কৈলা নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি' গেলা গোফা-দ্বার ॥২৩২॥
যোড়-হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
দ্বারে বসি' কহে কিছু মধুর বচন ॥২৩৩॥
জগতের বন্ধু তুমি রূপগুণবান্।
তব সঙ্গ লাগি' মোর এথাকে প্রয়াণ ॥২৩৪॥
মোরে অঙ্গীকার কর হৈয়া সদয়।
দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥২৩৫॥
এত বলি' নানা-ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ ॥২৩৬॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হৈয়া সদয় ॥২৩৭॥
সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥২৩৮॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে. না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥২৩৯॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তব প্রীতি-আচরণ ॥২৪০॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম শ্রবণ ॥২৪১॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি' নারী উঠিয়া চলিল ॥২৪২॥
এইমত তিনদিন করে আগমন।
নানা-ভাব দেখায়, যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥২৪৩॥
কৃষ্ণনামাবিষ্ট-মনা সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥২৪৪॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥২৪৫॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি' আশ্বাসন।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥২৪৬॥
হরিদাস ঠাকুর কহেন—আমি কি করিব?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব? ২৪৭॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি' নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার ॥
ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলু।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলু ॥২৪৯॥

মহাভাগবত তুমি—তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥২৫০॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে ॥২৫১॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈলা ধন্যা ॥২৫২॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥২৫৩॥
পূর্ব্বে আমি রাম-নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥২৫৪॥
মুক্তি-হেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হৈয়া করে প্রেম দান ॥২৫৫॥
কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥২৫৬॥
এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥২৫৭॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হৈয়া প্রীত।
এ-সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥২৫৮॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥২৫৯॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া।
ব্রহ্মা শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥২৬০॥
কৃষ্ণনাম লৈয়া নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥২৬১॥
লক্ষ্মী-আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া।
নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া ॥২৬২॥
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি' করেন প্রেম-নাম আস্বাদন ॥২৬৩॥
মায়া-দাসী প্রেম মাগে—ইথে কি বিস্ময়?
সাধুকৃপা নাম বিনা প্রেম না জন্মায় ॥২৬৪॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে, গায় পাইয়া প্রেমভাব ॥২৬৫॥
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥২৬৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি কড়চায় যে-লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যে সব শুনিল ॥২৬৭॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হৈয়া ॥২৬৮॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিলু মহিমার কণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥২৬৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৭০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীহরিদাস-ঠাকুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫৫। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবজী বলিয়াছেন—'তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাৎ"। মুক্তি-দাতৃত্ব-হেতু রামনামের তারক-সংজ্ঞা এবং প্রেম-দাতৃত্ব-হেতু, কৃষ্ণনামের পারক-সংজ্ঞা। তারক হইতে মুক্তি এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এই শ্রীশিব-বাক্যের তাৎপর্য্য—রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক আর কৃষ্ণনামে মোক্ষ-সুখ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দান-শক্তি অত্যধিক। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

২৬৪ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও গুর্ব্বানুগত্যে নামকীর্ত্তন ব্যতীত প্রেম বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না।

শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ (চৈঃ চঃ)

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥১॥

অনুবাদ—বৃন্দাবন হইতে আগত শ্রীসনাতনকে শ্রীগৌর-চন্দ্র স্নেহ বশতঃ দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা করতঃ শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥৩॥
ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥৪॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষে, উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে ॥৫॥
নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার ॥৬॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥৭॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥৮॥
জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥৯॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥১০॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় ছাড়িব এই শরীর ॥১১॥
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব—এই পরম-পুরুষার্থ ॥১২॥
এই ত' নিশ্চয় করি' নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি' হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥১৩॥
হরিদাসের কৈলা তেঁহ চরণ বন্দন।
জানি' হরিদাস তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥১৪॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিবেন এখন ॥১৫॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লৈয়া ॥১৬॥
প্রভু দেখি' দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিলা হরিদাসেরে উঠাঞা ॥১৭॥
হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতনে দেখি' প্রভুর হৈল চমৎকার ॥১৮॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগু হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥১৯॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়ো তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরস্যা গায় ॥২০॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥২১॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈলা সবার চরণ বন্দনে ॥২২॥
প্রভু লৈয়া বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস-সনাতন ॥২৩॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহ কহেন—পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥২৪॥
মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিলা।
সবার কুশল সনাতন জানাইলা ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। খাজুয়াইতে—খোস-পাঁচড়া চুলকাইতে।
৬। নির্ব্বেদ—বিরক্তি। অসার—কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
২১। বলাৎকারে—বলপূর্ব্বক।

প্রভু কহে—ইহাঁ রূপ ছিল দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা, হৈল দিন দশ ॥২৬॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥২৭॥
সনাতন কহে নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত—আমার কুলধর্ম্ম ॥২৮॥
হেন বংশ ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥২৯॥
সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥৩০॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥৩১॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥৩২॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলু আমি-দুইজনে ॥৩৩॥
শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥৩৪॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুহাঁর সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৩৫॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দুহাঁর গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥৩৬॥
তোমা-দুহাঁর আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব ?
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিব ॥৩৭॥
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥৩৮॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুহাঁয় কৈল নিবেদন ॥৩৯॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছো মাথা।
কাড়িতে না পারো মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥৪০॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥৪১॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥৪২॥
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলু।
সাধু দৃঢ়ভক্তি তোমার কহি' প্রশংসিলু ॥৪৩॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ ॥৪৪॥
গোসাঞি কহেন—এইমত মুরারি-গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলু তার এই রীত ॥৪৫॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥৪৬॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে ॥৪৭॥
ভাল হৈল, তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস-সনে ॥৪৮॥
কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম-প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥৪৯॥
এত বলি' মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ-দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥৫০॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি' করেন প্রণামে ॥৫১॥
প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥৫২॥
দিব্য প্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি' নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥৫৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৮। নীচবংশে—শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু পবিত্র কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। দৈন্যক্রমে এইরূপ উক্তি।

একদিন আসি' প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥৫৪॥
সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥৫৫॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥৫৬॥
দেহত্যাগাদি যত সব—তমো-ধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥৫৭॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয় ॥৫৮॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৫৯॥

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥৬০॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পায় মরিতে ॥৬১॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥৬২॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৬৩॥

(ভাঃ ১০।৫২।৪৩)

অনুবাদ—হে অম্বুজাক্ষ! অজ্ঞানতা-বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করতঃ শত জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৬৪॥

(ভাঃ ১০।২৯।৩৫)

অনুবাদ—হে প্রিয়! তোমার হাস্যাবলোকন-দর্শন ও কলগীত-শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃত দিয়া শীতল কর; তাহা না করিলে হে সখে, আমরা তোমার বিরহে দেহত্যাগ করিয়া তোমার পদসেবা লাভ করিব।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥৬৫॥
নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥৬৬॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥৬৭॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৮। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত প্রেম হয় না। প্রেম না হইলে অন্য উপায়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব।

৫৯। আদি ১৭।৭৬

৬১। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিকভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; সেই প্রেম-বলেই তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৬৫। কুবুদ্ধি—দেহত্যাগের সঙ্কল্পরূপ দুর্ব্বুদ্ধি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৭। যিনি ভজন করেন, তিনি চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণও অভক্ত হইলে নগণ্য।

৬৮। যাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য আছে, দীনবন্ধু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকেই অধিক দয়া করেন। কিন্তু যাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত, সেই দাম্ভিক ব্যক্তিগণ ভগবৎ-কৃপালাভে বঞ্চিতই হয়। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই তুচ্ছ জড়াভিমান বা অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈন্যার্ত্তির সহিত ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্-গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৬৯॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥৭০॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥৭১॥
এত শুনি' সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥৭২॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি' কহেন তাঁহারে ॥৭৩॥
সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥৭৪॥
নীচ, অধম, পামর মুঞি পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ? ৭৫॥
প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥৭৬॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে ? ৭৭॥
তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥৭৮॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥৭৯॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥৮০॥
নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥৮১॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥৮২॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব ? ৮৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৯। মধ্য ২০।৫৯

৭০। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি (অভিধেয়) কৃষ্ণ-প্রেম (প্রয়োজন) এবং কৃষ্ণকে (সম্বন্ধ) প্রদান করিতে সমর্থ।

৭১। ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নবধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনের মধ্যে আবার নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরপরাধে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিলে প্রেম হইবেই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥

কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুখ্য। কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

নাম-সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নামসংকীর্ত্তনের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ-সাধন, এমন শক্তিশালী-সাধন ও এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই।

শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—"ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষু আবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত্র এব তস্যৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অতএব যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈব"।

'স্বতন্ত্রমেব নামসংকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্'।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

৮২। তাঁহা—মাথুরমণ্ডলে।

তবে সনাতন কহে—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে? ৮৪॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায় ॥৮৫॥
যারে যৈছে নাচাও সে তৈছে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥৮৬॥
হরিদাসে কহে প্রভু—শুন. হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহো চাহেন করিতে বিনাশ ॥৮৭॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায়, বিলায়।
নিষেধিহ ইহারে—যেন না করে অন্যায় ॥৮৮॥
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥৮৯॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥৯০॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এত সৌভাগ্য ইহাঁ না হয় কাহার ॥৯১॥
তবে মহাপ্রভু করি' দুঁহারে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি' করিলা গমন ॥৯২॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি' আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥৯৩॥
তোমার দেহ কহেন প্রভু 'মোর নিজ ধন'।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥৯৪॥
নিজ-দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
সে-কার্য্য করাইবে তোমা, সেহ মথুরাতে ॥৯৫॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিলু নিশ্চয় ॥৯৬॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয়।
তোমা-দ্বারে করাইবেন, বুঝিলু আশয় ॥৯৭॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল!
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল! ৯৮॥
সনাতন কহে—তোমা-সম কেবা আছে আন?
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্! ৯৯॥
অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমা-দ্বারে ॥১০০॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥১০১॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥১০২॥
আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥১০৩॥
এইমত দুইজন নানা-কথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি' একসঙ্গে ॥১০৪॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা সবে রথযাত্রা দরশন ॥১০৫॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিলা নর্ত্তন।
দেখি' চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥১০৬॥
বর্ষা চারি-মাস রহিলা সব ভক্তগণে।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥১০৭॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব. মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥১০৮॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥১০৯॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥১১০॥
যথাযোগ্য করাইলা সবার চরণ বন্দন।
তাঁরে করাইলা সবার কৃপার ভাজন ॥১১১॥
সদ্‌গুণে, পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয়—সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী—গৌরব-ভাজন ॥১১২॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥১১৩॥

দোলযাত্রা-আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে-দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥১১৪॥
বৈশাখ-মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥১১৫॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহাঁ ভিক্ষা যে করিলা ॥১১৬॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইলা, তাঁর আনন্দ বাড়িল ॥১১৭॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নি-সম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥১১৮॥
প্রভু বোলাঞাছে—এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পা পুড়ে, তাহা নাহি জানে ॥১১৯॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, গেলা প্রভুস্থানে।
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিয়াছেন বিশ্রামে ॥১২০॥
ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥১২১॥
প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলা, সনাতন ?
তেঁহ কহে—সমুদ্র-পথে করিলু আগমন ॥১২২॥
প্রভু কহে—তপ্ত-বালুকাতে কেমনে আইলা ?
সিংহদ্বারের পথ—শীতল, কেনে না আইলা ?১২৩॥
তপ্ত-বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলা সহন ? ১২৪॥
সনাতন কহে—দুঃখ বহুত না পাইলু।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিলু ॥১২৫॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ, ঠাকুরের তাহাঁ সেবকের প্রচার ॥১২৬॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তাঁর স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হ'বে মোর ॥১২৭॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হৈয়া তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১২৮॥
যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥১২৯॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥১৩০॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক দুই হয় নাশ ॥১৩১॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ? ১৩২॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥১৩৩॥
বার বার নিষেধেন, তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥১৩৪॥
এইমতে সেবক-প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥১৩৫॥
দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥১৩৬॥
ইহাঁ আইলাম প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥১৩৭॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥১৩৮॥
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে—এ দুঃখ অপার ॥১৩৯॥
হিত-নিমিত্ত আইলাম আমি, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥১৪০॥
পণ্ডিত কহে—তোমার বাসযোগ্য 'বৃন্দাবন'।
রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ করহ গমন ॥১৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৬। যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর-শিবের নিকটস্থ বাগান।
১২৩। সিংহদ্বার—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারকে সিংহদ্বার বলে।
১৩৫। সেবক, প্রভু—শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু।

প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে ॥১৪২॥
যে-কার্য্যে আইলা, প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি' করহ গমন ॥১৪৩॥
সনাতন কহে—ভাল কৈলা উপদেশ।
তাহাঁ যাব, সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥১৪৪॥
এত বলি' দুঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি' গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥১৪৫॥
হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥১৪৬॥
দূর হৈতে দণ্ড-পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥১৪৭॥
অপরাধ-ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি গেলা ॥১৪৮॥
সনাতন ভাগি' পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি' প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥১৪৯॥
দুইজন লৈয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥১৫০॥
হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করো নিতি নিতি ॥১৫১॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুইলে মোর অপরাধ হয় ॥১৫২॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে ॥১৫৩॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥১৫৪॥
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ' রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবন ॥১৫৫॥
জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল ॥১৫৬॥
এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥১৫৭॥
কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ? ১৫৮॥
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকেহ উপদেশে, বালক করে ঐছে কার্য্য ॥
শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥১৬১॥
আপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥১৬২॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিন্দ্য-নিশিন্দা-রস ॥১৬৩॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্! ১৬৪॥
শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥১৬৫॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারো সহিতে ॥১৬৬॥
কাহাঁ তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাহাঁ জগা—কালিকার বটুয়া নবীন ॥১৬৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৬৬। যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হন বলিয়া শ্রীজগদানন্দ-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।

আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥১৬৮॥
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥১৬৯॥
বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ ॥১৭০॥
যদ্যপি কাহারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতি-স্বভাবে কাহাঁ কোন ভাবোদয় ॥১৭১॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমার লাগে অমৃত-সমান ॥১৭২॥
অপ্রাকৃত-দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥১৭৩॥
প্রাকৃত হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ॥১৭৪॥

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥১৭৫॥

(ভাঃ ১১।২৮।৪)

অনুবাদ—দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত যাহা কিছু তাহা সমস্তই নশ্বর; অতএব তাহাতে ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি?

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥১৭৬॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিদ্যাবিনয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥১৭৮॥

(গীতা)

অনুবাদ—যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, কূটস্থ অর্থাৎ চিৎ-স্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ় বলা যায়।

আমি ত' সন্ন্যাসী, আমার সম-দৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥১৭৯॥
এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম্ম যায় ॥১৮০॥
হরিদাস কহে—প্রভু, যে কহিলা তুমি।
এই 'বাহ্য প্রতারণা' নাহি মানি আমি ॥১৮১॥
আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥১৮২॥
প্রভু হাসি' কহে—শুন, হরিদাস, সনাতন।
তত্ত্বতঃ কহি তোমা-বিষয়ে আমার যৈছে মন ॥১৮৩॥
তোমারে লাল্য, আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥১৮৪॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥১৮৫॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহাসুখ পায় ॥১৮৬॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥১৮৭॥
হরিদাস কহে—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥১৮৮॥
বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হৈয়া সদয় ॥১৮৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮১। বাহ্য প্রতারণা—বৈষ্ণব-জ্ঞানে গৌরব-স্তুতি।
১৮৫। আমি তোমাদের গৌরবের বা সম্মানের পাত্র—একথা ভক্তবৎসল আমার মনে থাকে না।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৭। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র বস্তু।

আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥১৯০॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥১৯১॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥১৯২॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥১৯৩॥
মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১৯৪॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিলা পাঠাঞা ॥১৯৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯২-১৯৩। দীক্ষাকালে—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্রগ্রহণের সময়ে।

দীক্ষার সময়ে ভক্ত ভগবন্মন্ত্র-উপদেষ্টা গুরুরূপী ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসম অর্থাৎ সেবাযোগ্য করিয়া নেন এবং সেই দেহ সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিয়া দিলে ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন।

ভাঃ ১১।২৯।৩৪ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—
'নিবেদিতাত্মা মৎস্বরূপভূতায় মন্মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে।'

৫।১২।১১ চক্রবর্ত্তীটীকায় মর্ত্যো যদা শ্লোকের অর্থ-প্রসঙ্গে—যদা মর্ত্যো ময়ি শ্রীগুরুরূপে নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে যেন সঃ।

ভাঃ ৫।১২।১১ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু-বুদ্ধ্যামহে।

স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়, ভক্তি-সংসর্গেও তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হইয়া থাকে।

ঐ **টীকা**—জগত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূতান্যুপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তিসম্পর্কাৎ মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরম-সত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে।

সাধকের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি ত ভক্তিপ্রভাবে অপ্রাকৃত হয়ই, এমন কি, অন্ন-জল-পত্র-পুষ্পাদি ভগবৎ-সেবার

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রাকৃত উপকরণসমূহও ভক্তিসম্পর্কে ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে সাধকের সঙ্কল্পমাত্রেই অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।

বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৩।৪৫ শ্লোকস্থ **শ্রীসনাতনটীকা**—মর্ত্যশরীরমপি সচ্চিদানন্দরূপেণ পরিণমেৎ। যথোক্তং শ্রীমৈত্রেয়েণ চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবস্য পরমপদারোহণ-প্রসঙ্গে—পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুর্বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চাত্র শ্রীধর-স্বামিপাদৈঃ—তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রৎ সন্নিতি। হিরণ্ময়ত্বঞ্চ প্রকাশময়ত্বং চিদ্ঘনত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। লোকে চ রস-বিশেষ-পানেন রম্যরূপান্তরপ্রাপ্তিরিতি প্রসিদ্ধম্।

বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯ শ্লোকস্থ **শ্রীসনাতনটীকা**—ভক্তানামপি শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপেণ ইন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারতা প্রতীতেঃ কথমপ্রাকৃতত্বং স্বয়ং-প্রকাশত্বঞ্চ সিধ্যতীতি তত্রাহ—ভক্তানামিতি। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ।

ভাঃ ১।৬।২৯ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—ভক্তিসম্পর্কাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ত্রিগুণময়ী তনুরেব ত্রিগুণাতীতা ভবতি ধ্রুবাদৌ তথা দর্শনাৎ। ভাঃ ১১।২৫।৩২ **টীকা**—মদ্ভক্তস্য নির্গুণত্বম্। ভক্তিযোগস্য চ নির্গুণত্বং। স চ ভক্তি-যোগোঽর্চ্চনাদিগন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ-চ্ছত্র-চামরাদি-ঘটিত ইতি তত্তদ্দ্রব্যাণামপি নির্গুণত্বং ভক্ত্যুপকরণমাত্রস্যৈব নির্গুণত্বম্।

১৯৪। মধ্য ২২।১০০

ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥১৯৬॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলু চতুঃসম-গন্ধ ॥১৯৭॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈলা আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥১৯৮॥
প্রভু কহে—সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥১৯৯॥
এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা-সনে।
বৎসর রহি' তোমারে আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥
এত বলি' পুনঃ তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥২০১॥
দেখি' হরিদাস মনে হৈলা চমৎকার।
প্রভুরে কহেন—এই ভঙ্গী যে তোমার ॥২০২॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজাইলা ॥২০৩॥
কণ্ডু করি' পরীক্ষা করিলা সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥২০৪॥
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হৈয়া প্রেমময় ॥২০৫॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে ॥২০৬॥
দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥২০৭॥
যে-কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥২০৮॥

যেই বন-পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈলা সনাতন ॥২০৯॥
যে-পথে, যে-গ্রাম-নদী-শৈল, যাহাঁ যেই লীলা।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি' নিলা ॥২১০॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া।
সেইপথে চলি' যায় সে-স্থান দেখিয়া ॥২১১॥
যে-যে-লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে-স্থানে।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥২১২॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি' রূপ-গোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥
একবৎসর রূপ-গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি' দিল ॥২১৪॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি' দিলা ॥২১৫॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হৈয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥২১৬॥
দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা ॥২১৭॥
নানাশাস্ত্র আনি' লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥২১৮॥
সনাতন গ্রন্থ কৈলা ভাগবতামৃতে।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥২১৯॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা দশম-টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥২২০॥
হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার ॥২২১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৭। চতুঃসম—[গরুড়পুরাণে] কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্ ॥

দুই ভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম এবং একভাগ শশী অর্থাৎ কর্পূর একত্রিত করিয়া চতুঃসম-

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

নামক সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

২১৪। স্থিতি-অর্থ—ভূসম্পত্তি ও অর্থ বা সঞ্চিত ধন।

২১৯। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত।

২২০। দশম-টিপ্পনী—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী-নাম্নী টীকা।

আর যত গ্রন্থ কৈলা তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা-প্রকাশন ॥২২২॥
রূপ-গোসাঞি কৈলা রসামৃতসিন্ধু সার।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার ॥২২৩॥
উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার ॥২২৪॥
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাহাঁ পাইয়ে সকল ॥২২৫॥
দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা ॥২২৬॥
তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—শ্রীজীব-নাম ॥২২৭॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥২২৮॥
ভাগবত-সন্দর্ভ-নাম কৈলা গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার ॥২২৯॥
গোপাল-চম্পূ আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রস-সার দেখাইলা ॥২৩০॥
ষট্ সন্দর্ভে কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥২৩১॥
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥২৩২॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥২৩৩॥
আজ্ঞা দিলা—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥২৩৪॥
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল ভক্তি প্রচারিলা ॥২৩৫॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস।
ইহাঁ-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি দাস ॥২৩৬॥
এই ত' কহিলু পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥২৩৭॥
চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥২৩৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২৬। লক্ষগ্রন্থ—শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থসমূহে প্রায় একলক্ষ শ্লোক আছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥১॥

অনুবাদ—বৈগুণ্যকীটদষ্ট ও হিংসাপীড়িত আমি দৈন্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥২॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥৩॥
একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥৪॥
শুন প্রভু, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥৫॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হৈয়া সদয় ॥৬॥
প্রভু কহেন—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥৭॥
ভাগ্য তোমার, কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ ॥৮॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥৯॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥১০॥
(ভাঃ ১।২।৮)

অনুবাদ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণকথায় রুচি না হয়, তাহা হইলে তাহা পণ্ডশ্রমমাত্র।

তবে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥১১॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥১২॥
দুই দেব-কন্যা হয় পরম-সুন্দরী।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী ॥১৩॥
সেই দুঁহে লৈয়া রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ-নাটক-গীত শিখায় আপনে ॥১৪॥
তুমি ইহাঁ বসি' রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ' সেই করিবেন ॥১৫॥
তবে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র তাহাঁ রহিল বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুই জন লইয়া ॥১৬॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র-সংমার্জ্জন ॥১৭॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ॥১৮॥
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥১৯॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥২০॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥২১॥
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ॥২২॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ।
মুখে-নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥২৩॥
ভাবপ্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥২৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪। নিজ-নাটক—শ্রীরামানন্দরায়-রচিত জগন্নাথবল্লভ-নাটক।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭। অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন—তৈল-মৃক্ষণ।
২৪। ভাবপ্রকটনলাস্য—ভাবপ্রকাশকারী স্ত্রীনৃত্য।

তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইলা।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইলা ॥২৫॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ?২৬॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥২৭॥
মিশ্রেরে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥২৮॥
বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল ॥২৯॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥৩০॥
মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈলু তোমার দরশনে ॥৩১॥
অতিকাল দেখি' মিশ্র কিছু না কহিল।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর গেল ॥৩২॥
আর দিন মিশ্র আইল প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে —কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়স্থানে ?৩৩॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি' মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥৩৪॥
আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥৩৫॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?৩৬॥
রামানন্দ-রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন ॥৩৭॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥৩৮॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন-স্পর্শন ॥৩৯॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥৪০॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥৪১॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥৪২॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥৪৩॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ ॥৪৪॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥৪৫॥
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয় ॥৪৬॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥৪৭॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৪৮॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিলীলা শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্রোগরূপ জড়-কামকে শীঘ্রই জয় করেন।

যে শুনে, যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥৪৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৬। তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের ক্ষোভে যে স্ত্রীপুরুষব্যবহারের ইচ্ছা, তাহা তাঁহার হয় না।

তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥৫০॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥৫১॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥৫২॥
মোর নামে কহিহ—তেঁহো পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥৫৩॥
শীঘ্র যাহ, যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে।
এত শুনি' প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥৫৪॥
রায়-পাশ গেল, রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা কর, যে লাগি' আগমন হৈল ॥৫৫॥
মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥৫৬॥
শুনি' রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥৫৭॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা? ৫৮॥
এত কহি তাঁরে লৈয়া নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ? মিশ্রেরে পুছিলা ॥৫৯॥
তেঁহো কহে—যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে ॥৬০॥
আনের কি কথা, তুমি—প্রভুর উপদেষ্টা!
আমি ত' ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি—মোর পোষ্টা ॥৬১॥
ভাল, মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি' কৃপা করি' কহিবা আপনি ॥৬২॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥৬৩॥
আপনে প্রশ্ন করি' পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥৬৪॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানে দিন-শেষে ॥৬৫॥
সেবক কহিল—দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম ॥৬৬॥
বহুসম্মান করি' রায় মিশ্রে বিদায় দিলা।
কৃতার্থ হইলাম বলি' মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥৬৭॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান, ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥৬৮॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মনে।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণে? ৬৯॥
মিশ্র কহে—প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥৭০॥
রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায়—কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥৭১॥
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে ॥৭২॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি—যেন বীণাযন্ত্র ॥৭৩॥
মোর মুখে কথা ইহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার? ৭৪॥
যে-সব শুনিলু কৃষ্ণ-রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি-দেবের এ সব না হয় গোচর ॥৭৫॥
হেন রস মোরে পান করাইলা তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥৭৬॥
প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুখে দেন আনি' ॥৭৭॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥৭৮॥
রামানন্দ-রায়ের এই কহিলু গুণ-লেশ।
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রেরে যৈছে কৈলা উপদেশ ॥৭৯॥

গৃহস্থ হৈয়া নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হৈয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥৮০॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাহাঁ শ্রবণ করিতে ॥৮১॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥৮২॥
আর এক স্বভাব গৌরের, শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥৮৩॥
সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥৮৪॥
ভক্তি-প্রেম-তত্ত্ব কহে রায়ে করি' বক্তা।
আপনে প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় শ্রোতা ॥৮৫॥
হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥৮৬॥
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের প্রেম-রস-লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ? ৮৭॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥৮৮॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ॥৮৯॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥৯০॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লৈয়া আইলা শুনাইতে ॥৯১॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তার পরিচয়।
তাঁরে মিলি' তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥৯২॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥৯৩॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥৯৪॥
গীত. শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব যেই করি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥৯৫॥
স্বরূপ ঠাঞি উতরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥৯৬॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥৯৭॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥৯৮॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥৯৯॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইব শ্রবণে ॥১০০॥
স্বরূপ কহে—তুমি গোপ পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥১০১॥
যদ্বা-তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥১০২॥
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥১০৩॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥১০৪॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার !
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ! ১০৫॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ-ধন ॥১০৬॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥১০৭॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥১০৮॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে—শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিবে বিচার ॥১০৯॥

দুই-তিন-দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হইল ॥১১০॥
সবা লৈয়া স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥১১১॥

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥১১২॥

অনুবাদ—কনককান্তি যিনি প্রফুল্লকমল-নয়ন শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অচেতন জগৎকে চেতন করাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥১১৩॥
কবি কহে, জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর ॥১১৪॥
সহজে জড়জগন্নাথের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥১১৫॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥১১৬॥
আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস! ১১৭॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়! ১১৮॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য—স্বয়ং-ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান! ১১৯॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই গতি! ১২০॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ!
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ! ১২১॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥১২২॥
দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥১২৩॥
(কূর্ম্মপুরাণ)

অনুবাদ—ঈশ্বরে দেহদেহি-ভেদ নাই।

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥১২৪॥

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥১২৫॥

কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর!
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব দুঃখী, মায়ার কিঙ্কর! ১২৬॥
হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥১২৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১২। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—কনকরুচিঃ স্বর্ণকান্তিঃ যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ বিকচকমলনেত্রে বিকসিত-পদ্মনয়নে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথঃ সংজ্ঞা যস্য তস্মিন্ আত্মনি শরীরে আত্মতাং জীবত্বং প্রপন্নঃ সন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ং অচেতনং জগন্নাথং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ স এব তব ভব্যং মঙ্গলং দিশতু ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শ্রীজগন্নাথদেবস্য জড়শরীরত্বং শ্রীচৈতন্যদেবস্য আত্মত্বমিত্যায়াতং শ্রীস্বরূপস্য

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভর্ৎসনোক্ত্যা এতদেবাগ্রেস্পষ্টীকৃতম্। সরস্বতীপক্ষে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে দারুব্রহ্মণি স্থাবররূপে কনকরুচির-দেহেন গৌররূপেণ জঙ্গমদেহেন আত্মতাং তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাং প্রপন্নঃ স ইত্যাদিকং স্পষ্টম্।

১২৪। মধ্য ২৫।৩৬
১২৫। মধ্য ২৫।৩৭
১২৭। মধ্য ১৮।১১৪

শুনি' সভাসদের চিত্তে হৈল চমৎকার।
সত্য কহে গোসাঞি তুঁহারে করিয়াছে তিরস্কার ॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যৈছে কিছু নাহি কয় ॥১২৯॥
তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম-সদয়।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে হিত হয় ॥১৩০॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥১৩২॥
তবে ত' পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥১৩৩॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাঞা সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে দোষ ॥১৩৪॥
তুমি যৈছে-তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥১৩৫॥
যৈছে ইন্দ্র, দৈত্যাদি করে কৃষ্ণেরে ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩৬॥

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥১৩৭॥
(ভাঃ ১০।২৫।৫)

অনুবাদ—ইন্দ্র কহিলেন—এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র—যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥১৩৮॥
ইন্দ্র বলে—মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩৯॥
বাচাল কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
বালিশ তথাপি শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য ॥১৪০॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ-শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি, সে অজ্ঞ হয় ॥১৪১॥
পণ্ডিতের মান্য-পাত্র হয় পণ্ডিতমানী।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য-অভিমানী ॥১৪২॥
জরাসন্ধ কহে—কৃষ্ণ—পুরুষ অধম।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু, যাহি বন্ধুহন্ ॥১৪৩॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল—অধম।
সেই হয় পুরুষাধম সরস্বতীর মন ॥১৪৪॥
বাঁধে সবারে—তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন্'-শব্দে কয় ॥১৪৫॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৪৬॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে ॥১৪৭॥
জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ ॥১৪৮॥
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হৈয়া।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুই রূপ হৈয়া ॥১৪৯॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন করি একতা ঐছে প্রাপ্তি ॥১৫০॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥১৫১॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার ॥১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হৈয়া ॥১৫৩॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলু বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার ঐছে করিলা বর্ণন ॥১৫৪॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥১৫৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৩৮। সাম্ভাল—কাণ্ডজ্ঞান বা সাবধানতা (অনুভাষ্য)

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লইয়া ॥১৫৬॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি' মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥১৫৭॥
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ? ১৫৮॥
এই ত' কহিলু প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥১৫৯॥
তার মধ্যে কহিলু রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥১৬০॥
প্রস্তাবে কহিলু কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হৈয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥১৬১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥১৬২॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি-ভক্ত-রস-তত্ত্ব জানে ॥১৬৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১॥

অনুবাদ—যিনি কৃপা-গুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক শ্রীরঘুনাথ দাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-ভক্ত করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণে আমি প্রপন্ন হই।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা-রঙ্গে ॥৩॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয় ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে ॥৪॥
উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥৫॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥৬॥
দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদনা ॥৭॥
তাঁর সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥৮॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥৯॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায় প্রধান।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥১০॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥১১॥
এইমত বিহরে গৌর লৈয়া ভক্তগণ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥১২॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিখাইলা ॥১৩॥
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা বিষয়ী-প্রায় ॥১৪॥

ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥১৫॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা—বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥১৬॥
হেন-কালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥১৭॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মক্‌ররি করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥১৮॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক্ কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥১৯॥
রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজীরে আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বাঁধিল ॥২০॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠারে আন, নৈলে পাইবে যাতনা ॥২১॥
মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে ॥২২॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥২৩॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥২৪॥
আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥২৫॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবে এক ঠাঁই ॥২৬॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥২৭॥
পালক হৈয়া পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর-প্রায় ॥২৮॥
এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল ॥২৯॥
ম্লেচ্ছ বলে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছাড়াইমু তোমা' করি' কোন সূত্র ॥৩০॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥৩১॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় ॥৩২॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলু তাঁরে ॥৩৩॥
রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল ॥৩৪॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥৩৫॥
রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥৩৬॥
এইমত বারে বারে পলায়, ধরি' আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-স্থানে ॥৩৭॥
পুত্র বাতুল হইল, রাখহ বাঁধিয়া।
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হৈয়া ॥৩৮॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥৩৯॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে ॥৪০॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে? ৪১॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ-গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥৪২॥
পানিহাটি-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন।
কীর্ত্তনীয়া, সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥৪৩॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে।
বসি' আছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় ক'রে ॥৪৪॥

তলে-উপরে বহু ভক্ত হৈয়াছে বেষ্টিত।
দেখি' প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥৪৫॥
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়িলা কতদূরে।
সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥৪৬॥
শুনি' প্রভু কহে – চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥৪৭॥
প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিলা চরণ ॥৪৮॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হৈয়া সদয় ॥৪৯॥
নিকটে না আইস, চোরা ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাইয়াছি দণ্ডিমু তোমারে ॥৫০॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥৫১॥
সেইক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য-দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥৫২॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ আর চিনি, কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা ॥৫৩॥
মহোৎসব নাম শুনি' ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন ॥৫৪॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই-চারি হোল্না আনাইল ॥৫৫॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে ॥৫৬॥
এক-ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক সানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া ॥৫৭॥
আর অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে সানিল।
চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল ॥৫৮॥
ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥৫৯॥
চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥৬০॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর সদাশিব, পুরন্দর ॥৬১॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস ॥৬২॥
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ?৬৩॥
শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥৬৪॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল ॥৬৫॥
আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥৬৬॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্না দিল।
দধি-চিড়া, দুগ্ধ-চিড়া দুইতে ভিজাইল ॥৬৭॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোল্নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥৬৮॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি' দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥৬৯॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন-ঠাঞি পরিবেশন করে ॥৭০॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি' হৈয়া বিস্মিত ॥৭১॥
নি-সক্‌ড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা ॥৭২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬১। রামদাস—অভিরাম ঠাকুর।

প্রভুরে কহে—তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥৭৩॥
প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ ॥৭৪॥
গোপ-জাতি আমি, বহু-গোপগণ-সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥৭৫॥
রাঘবে বসাইয়া দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা ॥৭৬॥
সকল-লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥৭৭॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লৈয়া সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥৭৮॥
সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥৭৯॥
হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লইয়া।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥৮০॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণবসকলে ॥৮১॥
কি করিয়া বেড়ায়—ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥৮২॥
তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥৮৩॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥৮৪॥
দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥৮৫॥
আজ্ঞা দিলা—হরি বলি' করহ ভোজন।
'হরি' হরি-ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥৮৬॥
'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥৮৭॥

নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু—কৃপালু, উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥৮৮॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥৮৯॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন-জ্ঞান কৈলা ॥৯০॥
মহোৎসব শুনি' পসারি নানা-গ্রাম হৈতে।
চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥৯১॥
যত দ্রব্য লৈয়া আইসে, সব মূল্য করি' লয়।
তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥৯২॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥৯৩॥
ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥৯৪॥
আর তিন কুণ্ডীকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥৯৫॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥৯৬॥
সেবক তাম্বূল লৈয়া করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥৯৭॥
মালা-চন্দন-তাম্বূল-শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি' দিল ॥৯৮॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাইয়া।
আপনার গণ সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥৯৯॥
এই ত' কহিলু নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া-দধি-মহোৎসব-নামে খ্যাতি যার ॥১০০॥
প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন-শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥১০১॥
ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ-রায়।
শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥১০২॥

মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥১০৩॥
নিত্যানন্দের নৃত্য—যেন তাঁহার নর্ত্তনে।
উপমা দিবার নাহি এ তিন ভুবনে ॥১০৪॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে ॥১০৫॥
নৃত্য করি' প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি' পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥১০৬॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লইয়া।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥১০৭॥
মহাপ্রভু আসি' সেই আসনে বসিল।
দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥১০৮॥
দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥১০৯॥
নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১১০॥
রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥১১১॥
পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি' ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥১১২॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥১১৩॥
দুইভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে।
যত্ন করি' খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥১১৪॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রাঁধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥১১৫॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাইয়াছেন বর।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥১১৬॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুইভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥১১৭॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে—ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥১১৮॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
হরি-ধ্বনি করি' উঠি' কৈলা আচমন ॥১১৯॥
ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন।
রাঘব আনি' পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥১২০॥
বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া, মাল্য-চন্দন ॥১২১॥
রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুইভাইএর অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥১২২॥
কহিলা—চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥১২৩॥
ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥১২৪॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ ॥১২৫॥
প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লৈয়া ॥১২৬॥
রঘুনাথ আসি কৈলা চরণ বন্দন।
রাঘবপণ্ডিত-দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥১২৭॥
অধম, পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥১২৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৪। স্বতন্ত্র ভগবান্ ভক্ত-হৃদয়ে এবং ভক্তগৃহে কখন গুপ্ত-ভাবে এবং কখন ব্যক্ত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

১২৫। বিভু ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এই শাস্ত্রবাক্যে যাহার বিশ্বাস হয় না, সেই সংশয়াত্মার সর্ব্বনাশ বা দুঃখ অনিবার্য্য।

বামন হৈয়া যেন চাঁদ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈলু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥১২৯॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা দুই মোরে রাখয়ে বাঁধিয়া ॥১৩০॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥১৩১॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ' গোসাঞি হৈয়া সদয় ॥১৩২॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥১৩৩॥
শুনি' হাসি' কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥১৩৪॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহ নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর, পাউক চৈতন্য-চরণে ॥১৩৫॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥১৩৬॥

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥১৩৭॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা ॥১৩৮॥
তুমি যে করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন ॥১৩৯॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি' রাত্রে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥১৪০॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥১৪১॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥১৪২॥
নিশ্চিন্ত হৈয়া যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥১৪৩॥
সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা ॥১৪৪॥
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা ॥১৪৫॥
যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারির হাতে ॥১৪৬॥
তাঁরে নিষেধিলা—প্রভুরে এবে না কহিবা।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে তবে নিবেদিবা ॥১৪৭॥
তবে রাঘব-পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥১৪৮॥
অনেক প্রসাদ দিলা পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥১৪৯॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥১৫০॥
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ হয়।
মুদ্রা দেহ' বিচারি' যার যত যোগ্য হয় ॥১৫১॥
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥১৫২॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা-দয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয় ॥১৫৩॥
তাঁর পদধূলি লৈয়া স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥১৫৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপা লাভ করিতে পারে না। শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা হইলে অধম ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অনায়াসে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

লাভ করিতে পারে।

১৩৭। মধ্য ২৩।২৪

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥১৫৫॥
তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন ॥১৫৬॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥১৫৭॥
তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে ॥১৫৮॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে ॥১৫৯॥
দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥১৬০॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত ॥১৬১॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে প্রাণধন ॥১৬২॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥১৬৩॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥১৬৪॥
রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥১৬৫॥
এত কহি' রঘুনাথে লৈয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥১৬৬॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥১৬৭॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইব তোমা স্থানে ॥
তুমি ঘরে যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥১৬৯॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত' প্রসঙ্গে ॥১৭০॥
এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে—নাহি কোন জন ॥১৭১॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥১৭২॥
গ্রামে গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥১৭৩॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥১৭৪॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥১৭৫॥
এথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥১৭৬॥
তেঁহ কহে—আজ্ঞা মাগি' গেলা নিজ-ঘর।
পলাইল রঘুনাথ—উঠিল কোলাহল ॥১৭৭॥
তাঁর পিতা কহে—গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-স্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥১৭৮॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া।
দশ জন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥১৭৯॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥১৮০॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণে ॥১৮১॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে—তেঁহ এথা না আইল ॥১৮২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭২। পথ ছাড়ি' উপপথে—প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া অন্য সাধারণ পথে।

বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর ॥১৮৩॥
এথা রঘুনাথ-দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি' চলে দক্ষিণ-মুখ হৈয়া ॥১৮৪॥
ছত্রভোগ পার হৈয়া ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥১৮৫॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥১৮৬॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ ॥১৮৭॥
বারদিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥১৮৮॥
স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥১৮৯॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ-দত্ত কহে—এই আইল রঘুনাথ ॥১৯০॥
প্রভু কহেন—আইস, তেঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥১৯১॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা।
প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥১৯২॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥১৯৩॥
রঘুনাথ কহে মনে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা—এই আমি মানি ॥১৯৪॥
প্রভু কহেন—তোমার পিতা জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তি-সম্বন্ধে আমি আজা করি' মানে ॥১৯৫॥
চক্রবর্ত্তীর দুহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥১৯৬॥
তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥১৯৭॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ॥১৯৮॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥১৯৯॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥২০০॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্র-চিত্ত হৈয়া ॥২০১॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥২০২॥
তিন রঘুনাথ-নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু—আজি হৈতে ইহার নামে ॥২০৩॥
এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥২০৪॥
স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল।
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥২০৫॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি' ॥২০৬॥
পথে ইহঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥২০৭॥
রঘুনাথে কহে যাইয়া কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন ॥২০৮॥
এত বলি' প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ-দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥২০৯॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে ভাগ্য প্রশংসন ॥২১০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮৫। সরাণ—প্রশস্ত পথ।
১৯৫। আজা—মাতামহ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯৮। ব্রহ্মণ্য—ব্রাহ্মণে ভক্তি-পরায়ণ।
২০৭। লঙ্ঘন—উপবাস।

রঘুনাথ সমুদ্রে যাইয়া স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি' গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥২১১॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
আনন্দিত হৈয়া রঘুনাথ প্রসাদ পাইলা ॥২১২॥
এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চদিনে ॥২১৩॥
আর দিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥২১৪॥
জগন্নাথের সেবক যত—বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি' রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥২১৫॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া ॥২১৬॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার ॥২১৭॥
সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥২১৮॥
কেহ ছত্রে মাগি খায়, যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয় ॥২১৯॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥২২০॥
প্রভুরে গোবিন্দ কহে—রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি' খায় ॥২২১॥
শুনি' তুষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিল।
ভাল কৈল, বৈরাগী ধর্ম্ম আচরিল ॥২২২॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥২২৩॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥২২৪॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥২২৫॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥২২৬॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥২২৭॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে ॥২২৮॥
কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥২২৯॥
প্রভুর আগে কথা-মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥২৩০॥
প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥২৩১॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুই না জানি উদ্দেশ।
আপনে শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥২৩২॥
হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল ॥২৩৩॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি, ইঁহো যত জানে ॥২৩৪॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥২৩৫॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥২৩৬॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥২৩৭॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলু উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ ॥২৩৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২২৭। শিশ্নোদরপরায়ণ—লম্পট ও পেটুক।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥২৩৯॥

এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ।
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥২৪০॥

পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ-সেবা করে স্বরূপের সনে ॥২৪১॥

হেন-কালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥২৪২॥

সবা লৈয়া কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লৈয়া কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥২৪৩॥

রথযাত্রায় সবা লৈয়া করিলা নর্ত্তন।
দেখি' রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥২৪৪॥

রঘুনাথ-দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥২৪৫॥

শিবানন্দ-সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥

তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥২৪৭॥

চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি' রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥২৪৮॥

সে মনুষ্য শিবানন্দ-সেনেরে পুছিল।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিল ? ২৪৯॥

গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম—রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ? ২৫০॥

শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ? ২৫১॥

স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥২৫২॥

রাত্রি দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥২৫৩॥

পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥২৫৪॥

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥২৫৫॥

কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥২৫৬॥

এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥২৫৭॥

শুনি' তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইল।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল ॥২৫৮॥

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥২৫৯॥

শিবানন্দ কহে—তুমি যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা ॥২৬০॥

এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লৈয়া যাব ॥২৬১॥

এই ত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥২৬২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩৯। আদি ১৭।৩১ দ্রষ্টব্য।

২৪১। অন্তরঙ্গ-সেবা—মনে মনে স্বীয় স্বরূপ-দেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই অন্তরঙ্গ-সেবা। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী—

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীললিতাদেবী; তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ-ব্রজ সেবা করিতেন।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়-পাত্র—অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য; তাঁহার শিষ্যই রঘুনাথ দাস। তিনি সদ্-গুণে আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয় এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয় দ্বারা সতত-স্নিগ্ধ, স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক)

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বলোকের চিত্তরঞ্জন দ্বারা কোন এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন, যাহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেম-শাখী (বৃক্ষ) ফলবান্ হইয়াছিল।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা।
কর্ণপূর সেইরূপ শ্লোকে বর্ণিলা ॥২৬৫॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক, বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥২৬৬॥
সেই বিপ্র, ভৃত্য চারি-শত মুদ্রা লৈয়া।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লৈয়া দুইজন তাহাঁই রহিল ॥২৬৮॥
তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥২৬৯॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ॥২৭০॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা ॥২৭১॥
মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥২৭২॥
রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল?
স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল ॥২৭৩॥
বিষয়ীর দ্রব্য লৈয়া করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥২৭৪॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি—প্রতিষ্ঠা-মাত্র ফল ॥২৭৫॥
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥২৭৬॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল।
শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিল ॥২৭৭॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥২৭৮॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥২৭৯॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥২৮০॥
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা।
ছত্রে যাই' মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলা ॥২৮১॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে?
স্বরূপ কহে—সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া।
ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥২৮৩॥
প্রভু কহে—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥২৮৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৭০। অষ্টপণ—৬৪০ কড়া কড়ি অর্থাৎ ॥০ আনা।

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তময়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি॥
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বাক্য)

অনুবাদ—ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন, ইনি দিয়াছেন; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না, অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন—অযাচক বৈরাগিবেষিগণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়) এরূপ আশা করিয়া থাকেন।

ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
মনঃ-কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥২৮৬॥
এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
গোবর্দ্ধন-শিলা, গুঞ্জা-মালা তাঁরে দিলা ॥২৮৭॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লৈয়া গেলা ॥২৮৮॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনশিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥২৮৯॥
দুই অপূর্ব্ব-বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥২৯০॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥২৯১॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলারে কহেন প্রভু—কৃষ্ণ-কলেবর ॥২৯২॥
এইমত তিনবৎসর শিলা-মালা ধরিলা।
তুষ্ট হৈয়া শিলা মালা রঘুনাথে দিলা ॥২৯৩॥
প্রভু কহে—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥২৯৪॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥২৯৫॥
এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি' ॥২৯৬॥
দুইদিকে দুইপত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥২৯৭॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥২৯৮॥
এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥২৯৯॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা-কালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩০০॥
প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥৩০১॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥৩০২॥
এইমত কত দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন ॥৩০৩॥
অষ্ট-কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে সেই অমৃতের সম ॥৩০৪॥
তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥৩০৫॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥৩০৬॥
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা-চরণে ॥৩০৭॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥৩০৮॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম—যেন পাষাণের রেখা ॥৩০৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৯৪। গোবর্দ্ধন-শিলা—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।
(প্রভুপাদ)

২৯৯। বিতস্তি—অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ।

সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারি-দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥৩১১॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥৩১২॥
প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাই' আপনার করে নির্ব্বেদন ॥৩১৩॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥

(ভাঃ ৭।১৫।৪০)

অনুবাদ—জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া পামরগণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে ?

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই-তিন দিন হৈলে, ভাত সড়ি' যায় ॥৩১৫॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥৩১৬॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি'।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥৩১৭॥
ভিতরের দড়ভাত মাজি' যেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥৩১৮॥
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা ॥৩১৯॥
স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ'—কি তোমার প্রকৃতি ?
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা ॥৩২১॥
খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে ?
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥৩২২॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি' বলে কাড়ি' নিলা ॥৩২৩॥
প্রভু বলে— নিতি-নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥৩২৪॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে ॥৩২৫॥
আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৩২৬॥

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৩২৭॥

(স্তবাবলী)

অনুবাদ—আমি মহা-কুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন।

এই ত' কহিলু রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥৩২৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩২৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুপানমত্ত ভক্তদিগকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
বর্ষান্তরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥৩॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লৈয়া।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥৪॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈলা আলিঙ্গন ॥৫॥
মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥৬॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলু তোমারে ॥৭॥
তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥৮॥
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে—ইথে কি বিচিত্র? ৯॥

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥১০॥

অনুবাদ—যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহ পবিত্র হয় তাঁহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, আসনাদি প্রদান ও তাঁহাদের পদপ্রক্ষালন করিলে যে কত মঙ্গল হয়, তাহা বলা যায় না।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥১১॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি—এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—ইথে নাহি আন ॥১২॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥১৩॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে ॥১৪॥

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥১৫॥

মহাপ্রভু কহে—শুন, ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥১৬॥
অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥১৭॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম ॥১৮॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি? ১৯॥
নিত্যানন্দ-অবধূত—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥২০॥
ষড়্দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥২১॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁর প্রসাদে জানিলু কৃষ্ণভক্তিযোগ সার ॥২২॥
রামানন্দ-রায়—কৃষ্ণ-রসের নিধান।
তেঁহ জানাইলা কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্ ॥২৩॥
তাঁতে প্রেমভক্তি—পুরুষার্থ-শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥২৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫। আদি ৩।২৭ দ্রষ্টব্য।

১৫। কৃষ্ণ ব্যতীত লতাকে পর্য্যন্ত কে প্রেম দান করিয়াছেন? অথবা কৃষ্ণ ব্যতীত আশ্রিতকে ব্রজপ্রেম আর

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কে দিয়াছেন? যদ্বা বালতাসু অর্থাৎ বাল্যে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে প্রেম দিতে সমর্থ?

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা—আশ্রয় যাহার ॥২৫॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত, কেবল-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥২৬॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২৭॥

আত্মভূত-শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৮॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥২৯॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥৩০॥
মোর সখা, মোর পুত্র—এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন ॥৩১॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৩২॥

ব্রহ্মা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৩৩॥

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৩৪॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবল-ভাব প্রধান ॥৩৫॥

এ সব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ।
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥৩৬॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিলু ব্রজের শুদ্ধ ভাব ॥৩৭॥
দামোদর-স্বরূপ—প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥৩৮॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—এই তার চিহ্ন ॥৩৯॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৪০॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী ॥৪২॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥৪৪॥
তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলু এ সব শিক্ষণ ॥৪৫॥
হরিদাস-ঠাকুর মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিনলক্ষ নাম ॥৪৬॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলু।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলু ॥৪৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৭। মধ্য ৮।২২৬
২৯। মধ্য ৮।৮০
৩২। মধ্য ৮।৭৫
৩৩। মধ্য ১৯।২০৩

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৪। মধ্য ৮।৭৭
৪০। আদি ৪।১৭৩
৪১। মধ্য ১৯।২০৯
৭৩। আ ৪।১৮০

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥৪৮॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥৪৯॥
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার।
ইহা-সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥৫০॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি'।
ভঙ্গী করি' মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥৫১॥
আমি সে বৈষ্ণব—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম-বাখানি ॥৫২॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি' সে হইল খর্ব্ব ॥৫৩॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবা দেখিবার ॥৫৪॥
ভট্ট কহে—এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন্‌প্রকারে পাইব ইহাঁ সবার দর্শনে? ৫৫॥
প্রভু কহে—কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥৫৬॥
ইহাঁই রহেন সবে, বাসা—নানা-স্থানে।
ইহাঁই পাইবা তুমি সবার দর্শনে ॥৫৭॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
সগণ সহিতে প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥৫৯॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট—খদ্যোত-আকার ॥৬০॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল ॥৬১॥
পরমানন্দপুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥৬২॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-রায়—পার্শ্বে দুইজন।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥৬৩॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হৈয়া সারি-সারি ॥৬৪॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি' ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥৬৫॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে, আর রাঘব, দামোদর ॥৬৬॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিল ॥৬৭॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে 'হরি' 'হরি'।
হরি হরি ধ্বনি উঠে সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ॥৬৮॥
মালা, চন্দন, গুবাক, পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি' ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥৬৯॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিলা ॥৭০॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত-গদাধর ॥৭১॥
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি' প্রভু করেন ভ্রমণ ॥৭২॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥৭৩॥
দেখি' বল্লভ-ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপন-সাম্ভাল ॥৭৪॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥৭৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৪। সাম্ভাল—সামলান।

যাত্রান্তরে ভট্ট যাই' মহাপ্রভু-স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥৭৬॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥৭৭॥
প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥৭৮॥
বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥৭৯॥
ভট্ট কহে—কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে ॥৮০॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন'—এইমাত্র জানি ॥৮১॥

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥৮২॥

(শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক)

অনুবাদ—কৃষ্ণনাম শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন—ইহাই কৃষ্ণনামের রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ।

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥৮৩॥
ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব-ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তারে করেন উপেক্ষা ॥৮৪॥
বিমনা হৈয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥৮৫॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঁই।
নানা-মতে প্রীতি করি' করে আসা যাই ॥৮৬॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥৮৭॥
লজ্জিত হৈল ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হৈয়া গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥৮৮॥
দৈন্য করি' কহে—নিলু তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥৮৯॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥৯০॥
সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিবেন—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥৯১॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই' তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥৯২॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে, কৃষ্ণ, রাখ, লইলাম শরণ ॥৯৩॥
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ ॥৯৪॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ ॥৯৫॥
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥৯৬॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥৯৭॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥৯৮॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-প্রকৃতি পতি করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥৯৯॥
পতিব্রতা হৈয়া পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লহ—কোন্ ধর্ম্ম হয়? ১০০॥
আচার্য্য কহে—আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান্।
ইহারে পুছহ, ইহ করিবেন সমাধান ॥১০১॥
প্রভু কহেন—তুমি না জানহ ধর্ম্ম-মর্ম্ম।
স্বামী-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥১০২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৯৬। উদ্‌গ্রাহাদি—বিতর্কাদি।

পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥১০৩॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥১০৪॥
শুনিয়া বল্লভ-ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥১০৫॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষা-পাত।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত্ ॥১০৬॥
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ? ১০৭॥
আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি'।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥১০৮॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥১০৯॥
সেই ব্যাখ্যা করেন যাহাঁ যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥১১০॥
প্রভু হাসি' কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥১১১॥
এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥১১২॥
জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥১১৩॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥১১৪॥
অজ্ঞ জীব নিজ-হিতে অহিত করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥১১৫॥
ঘরে আসি' রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥১১৬॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন ?১১৭॥
আমি জিতি—এই গর্ব্ব-শৈল মোর চিত্তে।
ঈশ্বর-স্বভাব—করেন সবাকার হিতে ॥১১৮॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে-গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করেন অপমান ॥১১৯॥
আমার হিত করেন ইহোঁ, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥১২০॥
এত চিন্তি' প্রাতে আসি' প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে ॥১২১॥
আমি অজ্ঞ জীব—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলু।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলু ॥
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥১২৩॥
আমি—অজ্ঞ, হিত-স্থানে মানি অপমানে।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥১২৪॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলা—এবে জ্ঞান হৈল ॥১২৫॥
অপরাধ কৈলু, ক্ষম, লইলু শরণ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ ॥১২৬॥
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত।
দুই গুণ যাহাঁ, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥১২৭॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ-টীকা কর !
শ্রীধরস্বামী নাহি মান'—এত গর্ব্ব ধর ! ১২৮॥
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি' মানি ॥১২৯॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অর্থব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥১৩০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৬। কক্ষাপাত—পরাজয়।
১৩০। অর্থব্যস্ত—অপসিদ্ধান্তপূর্ণ।

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥১৩১॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১৩২॥
অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১৩৩॥
ভট্ট কহে—যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥১৩৪॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে ॥১৩৫॥
জগতের হিত হউক—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥১৩৬॥
স্বগণ-সহিত প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥১৩৭॥
জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম বাম্য-স্বভাব ॥১৩৮॥
বার-বার প্রণয় কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে ॥১৩৯॥
গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে দক্ষিণ-স্বভাব ॥১৪০॥
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥১৪১॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥১৪২॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥১৪৩॥
বল্লভ-ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥১৪৪॥
পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥১৪৫॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥১৪৬॥
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥১৪৭॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥১৪৮॥
এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥১৪৯॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥১৫০॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥১৫১॥
তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন ?
ভীতপ্রায় হৈয়া কেনে করিলা সহন ? ১৫২॥
পণ্ডিত কহেন—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি—ভাল নাহি মানি ॥১৫৩॥
যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি'।
আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥১৫৪॥
এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥১৫৫॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥১৫৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪০। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীরাধার অবতার,
ন তু রুক্মিণীর অবতার।
(প্রভুপাদ ও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা)

আমি চালাইলু তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥১৫৭॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥১৫৮॥
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥১৫৯॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
গদাই-গৌরাঙ্গ বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥১৬০॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥১৬১॥
পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ ॥১৬২॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা।
সেই দ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা ॥১৬৩॥
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥১৬৪॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি ?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥১৬৫॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহাঁ ভিক্ষা কৈল লৈয়া ভক্তগণ ॥১৬৬॥
তাহাঁই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধ হৈল ॥১৬৭॥
এই ত' কহিলু বল্লভ-ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥১৬৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥২॥
জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥৩॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥৪॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোঁসাই আইলা।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥৫॥
পরমানন্দ-পুরী কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোঁসাই কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৬॥
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ-নতি।
আলিঙ্গন করি' তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥৭॥
তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণ।
জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥৮॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিলা তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥৯॥
ভিক্ষা করি' কহে পুরী—জগদানন্দ শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥১০॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল ॥১১॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিল ॥১২॥
শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য—সাক্ষাৎ দেখিলু এখন ॥১৩॥

সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হৈয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস ॥১৪॥
এই ত' স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে বহুত খাওয়াইয়া ॥১৫॥
যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥১৬॥
পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন ॥১৭॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হৈয়া গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥১৮॥
তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হৈয়া কেনে করহ রোদন ? ১৯॥
শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর, দূর পাষণ্ড বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥২০॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন-দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা ॥২১॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥২২॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥২৩॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল ॥২৪॥
শুষ্ক-ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সবলোকের নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥২৫॥
শ্রীঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥২৬॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥২৭॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥২৮॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব-নিন্দাকর ॥২৯॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥৩০॥
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেম-দান।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান ॥৩১॥
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥
এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥৩৩॥
পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥৩৪॥
প্রস্তাবে কহিলু পুরী-গোসাঞির নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥৩৫॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥৩৬॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥৩৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৪। গুরু শিষ্যের অন্যায় ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া উপেক্ষা করিলে সেই অপরাধে শিষ্যের সংসার-বাসনা বা শুষ্ক-জ্ঞান-বাসনা জাগে।

২৬। শ্রীপাদ-সেবন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সেবা।

২৯। নিষ্কপটে প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা করিলে গুরুর কৃপাশীর্ব্বাদে শিষ্যের প্রেম লাভ হয়। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তাহার প্রত্যক্ষ আদর্শ।

৩২। মধ্য ৪।১০৭

৩৫। নির্য্যাণ—অপ্রকট।

৩৭। নিশ্চয়—হিসাব।

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
প্রভু, কাশীশ্বর, গোবিন্দ খান তিন জন ॥৩৮॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ-নির্ণয় ॥৩৯॥
প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥৪০॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥৪১॥
সন্ন্যাসী হৈয়া করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ? ৪২॥
এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুরে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥৪৩॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করেন সম্ভ্রম, সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি' বুলে—এই তার কাম ॥৪৪॥
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥৪৫॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি' কিছু কহেন উত্তর ॥৪৬॥

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়-লালসেতিব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥

অনুবাদ—রাত্রিকালে এই স্থানে ইক্ষু-গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে! অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!—এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥৪৮॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাঁ তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥৪৯॥
শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥৫০॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫১॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥৫২॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥৫৩॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার ॥৫৪॥
সেইদিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫৫॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥৫৬॥
সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥৫৭॥
অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥৫৮॥
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন।
তুঁহে অন্যত্র মাগি' কর উদর-ভরণ ॥৫৯॥
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি' রামচন্দ্রপুরী প্রভু-পাশ আইল ॥৬০॥
প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ বন্দন।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥৬১॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ ॥৬২॥
তোমারে ক্ষীণ দেখি' বুঝি—কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক-বৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥৬৩॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়-ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥৬৪॥

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥৬৫॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৬৬॥
(গীতা)

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, অধিক ভোজনে যোগ হয় না; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও যোগ হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগ-দ্বারাও যোগ হয় না। আহার-বিহার, নিদ্রা, জাগরণাদি নিয়মিত হইলে দুঃখনাশন যোগ হয়।

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুই শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ'—এই ভাগ্য আমার ॥৬৭॥
এত শুনি' রামচন্দ্রপুরী উঠি' গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে—গোসাঞি শুনিলা ॥৬৮॥
আর দিন ভক্তগণ-সহ পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিলা দৈন্য-বিনয় করি' ॥৬৯॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ? ৭০॥
পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করাইয়া।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥৭১॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন।
এত অন্ন খাও—তোমার কত আছে ধন? ৭২॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু—তোমার কিছু নাহি ভাস ॥৭৩॥
কে কৈছে ব্যবহারে—কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয়ে সদাই ॥৭৪॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ ॥৭৫॥

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥৭৬॥
(ভাঃ ১১।২৮।১)

অনুবাদ—সকলেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক চালিত জানিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥৭৭॥

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ॥৭৮॥
(ন্যায়-বচন)

অনুবাদ—পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

যাহাঁ গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥৭৯॥
ইহাঁর স্বভাব ইহাঁ কহিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পাই ॥৮০॥
ইহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান'—সবার বোল ধর ॥৮১॥
প্রভু কহে—সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ? ৮২॥
যতি হৈয়া জিহ্বা-লাম্পট্য—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥৮৩॥
তবে সবে মিলি' প্রভুরে বহু যত্ন কৈলা।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা ॥৮৪॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে ॥৮৫॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥৮৬॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥৮৭॥
পণ্ডিত-গোসাঞি, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥৮৮॥
তাঁ-সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥৮৯॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহাঁ যৈছে যোগ্য, তাহাঁ করেন ব্যবহার ॥৯০॥
কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন ॥৯১॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥৯২॥

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন সেই সব—মনোহর ॥৯৩॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা তীর্থ করিবারে ॥৯৪॥
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥৯৫॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥৯৬॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥৯৭॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥৯৮॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥৯৯॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥১০০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া ॥
নিম্নেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥১॥

অনুবাদ—অগণ্য চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যা দ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥২॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥৩॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥৪॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানা-ভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥৫॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথ-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥৬॥
ত্রিজগতের লোক আসি' করেন দরশন।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥৭॥
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য, বিষধর ॥৮॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা-বেশে আসি' করে প্রভুর দরশন ॥৯॥
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ।
আসি' প্রভু দেখি' প্রেমে হয় অচেতন ॥১০॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাইয়া।
'কৃষ্ণ কহ' বলেন প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥১১॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥১২॥
একদিন লোক আসি' প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথেরে 'বড় জানা' চাঙ্গে চড়াইল ॥১৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩। বড় জানা—উড়িষ্যার মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ যুবরাজ।

তলে খড়্গা পাতি' তারে উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥১৪॥
সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ-রায়।
তাঁর পুত্র—তোমার সেবকে রাখিতে যুয়ায় ॥১৫॥
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন ?
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥১৬॥
গোপীনাথ-পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই ॥১৭॥
মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি' পাড়ি' আনি' দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥১৮॥
দুইলক্ষ কাহন তাঁর ঠাঞি বাকী হইল।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত' মাগিল ॥১৯॥
তেঁহ কহে—স্থূলদ্রব্য নাহি যে দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি' কিনি' দ্রব্য ভরিব ॥২০॥
ঘোড়া দশ-বার হয়, লহ' মূল্য করি।
এত বলি' ঘোড়া আনে রাজদ্বারে ধরি' ॥২১॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র সনে ॥২২॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হইল মূল্য শুনিয়া ॥২৩॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধ-মুখে বারবার ইতি-উতি চায় ॥২৪॥
তারে নিন্দা করি' কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তারে, ভয় নাহি মানে ॥২৫॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায় ॥২৬॥
শুনি' রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই' বহু লাগানি করিল ॥২৭॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি'।
আজ্ঞা কর, চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি ॥২৮॥
রাজা বলে, যেই ভাল, কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥২৯॥
রাজপুত্র আসি' তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গা-উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গা পাতিল ॥৩০॥
শুনি' প্রভু কহে কিছু করি' প্রণয়-রোষ।
রাজ-কৌড়ি দিতে নারে, রাজার কিবা দোষ ? ৩১॥
রাজ-বিলাত্ সাধি' খায়, নাহি রাজ-ভয়।
দারী-নাটুয়ারে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥৩২॥
যেই চতুর, সেই করে রাজার বিষয়।
রাজ-দ্রব্য শোধি' পায় তাহা করে ব্যয় ॥৩৩॥
হেন-কালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লৈয়া গেল বাঁধিয়া ॥৩৪॥
প্রভু কহে, রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব।
আমি—বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব ? ৩৫॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥৩৬॥
রামানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥৩৭॥
শুনি' মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ' সবে, যাঙ রাজস্থানে ! ৩৮॥
তোমা-সবার এই মত—রাজ-ঠাঁই যাইয়া।
কৌড়ি মাগি' লই মুঞি আঁচল পাতিয়া ॥৩৯॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহন ? ৪০॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥৪১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৭। রাজবিষয়ী—রাজার সম্পত্তি-রক্ষক।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৩। ঘাটাইয়া—কম করিয়া।

শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি' যাহ জগন্নাথের চরণে॥৪৩॥
ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥৪৪॥
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন-পাত্র যাই' রাজারে কহিলা॥৪৫॥
গোপীনাথ-পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥৪৬॥
বিশেষ তাহার ঠাঁই কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ? নিজ ধন-ক্ষয়॥৪৭॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে অর্থ, প্রাণ কেনে লয়॥৪৮॥
রাজা কহে—এই বাত্ আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লইব, তার দ্রব্য চাহি আমি॥৪৯॥
তুমি যাই' কর তাহাঁ সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ॥৫০॥
তবে হরিচন্দন আসি' জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥৫১॥
'দ্রব্য দেহ' রাজা মাগে, উপায় পুছিল।
যথার্থ-মূল্যে ঘোড়া লহ, তেঁহ ত' কহিল॥৫২॥
ক্রমে ক্রমে দিব, আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ—কি বলিতে পারি?৫৩॥
যথার্থ মূল্য করি' তবে ঘোড়া-সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতী করি' ঘরে পাঠাইল॥৫৪॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে, যবে বাঁধিয়া আনিল?৫৫॥
বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥৫৬॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা॥৫৭॥
শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্দ?৫৮॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে॥৫৯॥
ইহাঁ রহিতে নারি, যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইহাঁ, না পাই সোয়াথ॥৬০॥
ভবানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা-প্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয়॥৬১॥
রাজার কি দোষ? রাজা নিজ-দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥৬২॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি' মোরে জানাইল॥৬৩॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেয়, নিজ-দুঃখ কহি' আসি'॥৬৪॥
আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন?৬৫॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি' ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইহাঁ রহি' মোর নাহি প্রয়োজন॥৬৬॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে?৬৭॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তোমার কা-সনে সম্বন্ধ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ॥৬৮॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন॥৬৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৪। মুদ্দতী করি'—টাকা দিবার (মেয়াদী বা ধার্য্য) সময় অঙ্গীকার করাইয়া।

তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন বিষয় ছাড়িলা ॥৭০॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥৭১॥
তোমার চরণ-কৃপা হইয়াছে তাঁহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥৭২॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥৭৩॥
তার দুঃখ দেখি' তার সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল—যাতে অনন্যশরণ ॥৭৪॥
সেই শুদ্ধভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী ॥৭৫॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তারে তোমার চরণ ॥৭৬॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

এথা তুমি বসি' রহ, কেনে যাবে আলালনাথ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত্ ॥৭৮॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥৭৯॥
এত বলি' কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥৮০॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥৮১॥
নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥৮২॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥৮৩॥
দেব, শুন আর এক অপরূপ বাত্!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন আলালনাথ! ৮৪॥
শুনি' রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥৮৫॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইল।
তাহার সেবক আসি' প্রভুরে কহিল ॥৮৬॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন ॥৮৭॥
অজিতেন্দ্রিয় হৈয়া করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥৮৮॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি' ভোগ করে মহাপাপী জন ॥৮৯॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥৯০॥
নিজ-কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা—মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড! ৯১॥
রাজ-কড়ি না দেয়, আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে? ৯২॥
আলালনাথ যাই' তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ-বার্ত্তা না শুনিব ॥৯৩॥
এত শুনি' কহে রাজা পাইয়া মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা ॥৯৪॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥৯৫॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥৯৬॥
মিশ্র কহে, কৌড়ি ছাড়িবা নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥৯৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৭। মধ্য ৬।২৬১ দ্রষ্টব্য।
৮২। ভিয়ান—পরিপাটী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। নির্ম্মঞ্ছন—অর্পণ।

রাজা কহে—তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা—আমি না জানিয়ে ॥৯৮॥
পুরুষোত্তম জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস।
তাই 'জানা' তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥৯৯॥
তুমি যাহ, প্রভুরে রাখহ যত্ন করি'।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥১০০॥
মিশ্র কহে,কৌড়ি ছাড়িবা, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু সুখ নাহি মানে ॥১০১॥
রাজা কহে, কৌড়ি ছাড়িব, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা ॥১০২॥
ভবানন্দ-রায়—আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥১০৩॥
এত বলি' মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে 'বড় জানা' ডাকিয়া আনিলা ॥১০৪॥
রাজা কহে—সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলু।
সেই মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট তোমারে ত' দিলু ॥১০৫॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলু তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥১০৬॥
এত বলি' নেতধটী তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া যাহ, বিদায় তোমা দিল ॥১০৭॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ? ১০৮॥
রাজ্য-বিষয়-ফল এই—কৃপার আভাসে!
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে! ১০৯॥
কাহাঁ চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন-প্রাণ!
কাহাঁ সব ছাড়ি' সেই রাজ্যাদি প্রদান! ১১০॥
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি' লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি!
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি! ১১১॥

প্রভুর ইচ্ছা নাহি—তারে কৌড়ি ছাড়াইবে।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি' পুনঃ বিষয় দিবে ॥১১২॥
তথাপি তার সেবক আসি' কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥১১৩॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবেহ তবু ফলে এত ফল ॥১১৪॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব ?
ব্রহ্মা-শিব-আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥১১৫॥
এথা কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥১১৬॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা ?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা' করাইলা ? ১১৭॥
মিশ্র কহে, শুন, প্রভু, রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদন ॥১১৮॥
প্রভু যেন নাহি জানেন—রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥১১৯॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইঁহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥১২০॥
অতএব যাহাঁ তাহাঁ দেই অধিকার।
খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করে বিচার ॥১২১॥
রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈনু রাম-রায়ে।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা-দায়ে ॥১২২॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুইচারি-লক্ষ কাহন রহে ত' খাইয়া ॥১২৩॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করে বিচার।
জানা-সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার ॥১২৪॥
জানা এত কৈলা—ইহা মুই নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানো ॥১২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৩। পূজ্য-গর্ব্বিত—পূজ্য ও গৌরবস্থল।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৭। নেতধটী—পট্টবস্ত্র।

তাঁর লাগি' দ্রব্য ছাড়ি—ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে ॥১২৬॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইলা তথা রায়-ভবানন্দ ॥১২৭॥
পঞ্চপুত্র সহিতে আসি' পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥১২৮॥
রামানন্দ-রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ-রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥১২৯॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি' প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥১৩০॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥১৩১॥
নেতধটী-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥১৩২॥
বাকী-কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইলা ॥১৩৩॥
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাহাঁ নেতধটী পুনঃ—এ সব প্রসাদ! ১৩৪॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলু।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলু ॥১৩৫॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥১৩৬॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই মুখ্যফল।
ফলাভাস এই—যাতে বিষয় চঞ্চল ॥১৩৭॥
রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয় ॥১৩৮॥
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলু, মোতে বিষয় না হয় ॥১৩৯॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ? ১৪০॥
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে-জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর নিজদাস ॥১৪১॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা-পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥১৪২॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥১৪৩॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুইলোক যায়।
এত বলি' সবাকারে দিলেন বিদায় ॥১৪৪॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা-বিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হইল ॥১৪৫॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি' সব ভক্ত উঠি' গেলা ॥১৪৬॥
প্রভুর কৃপা দেখি' সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥১৪৭॥
তা'রা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।
আমা হৈতে কিছু নহে—প্রভু তবে কহিল ॥১৪৮॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন-নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কহিল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ ॥১৪৯॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্‌যোগ বিনা এত সব ফল দিল ॥১৫০॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন ধীর ॥১৫১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৬। ইহা মাৎ মানে—ইহা যেন না জানে।
১৩০। নিলা মূল—পুনরায় মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লৈলা।
১৩৭। তোমার পাদপদ্ম-স্মরণের মুখ্য ফল—তোমাতে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রীতি; জীবন, মান ও ধনের রক্ষা—সেই সৎকর্ম্মের (তোমার পদ-সেবার) ফলাভাস-মাত্র; যেহেতু জড়-বিষয়—স্বয়ংই চঞ্চল, সুতরাং তৎসম্বন্ধি ফল মুখ্য নয়।

যেই ইহাঁ শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ্ যায় নাশ ॥১৫২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥১॥

অনুবাদ—ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহকারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম-আনন্দ সবে নীলাচল যাইতে ॥৩॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঞি—সব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥৪॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥৫॥
অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥৬॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥৭॥
আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥৮॥
বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥৯॥
মুরারি, গরুড় পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খাঁন।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥১০॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥১১॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ-সেন আইলা সবারে লইয়া ॥১২॥
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥১৩॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥১৪॥
আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি-নাম।
লেবু, আদা, আম্রকলি বিবিধ বিধান ॥১৫॥
আম্সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্ত্ব।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ শুক্তা ॥১৬॥
শুক্তা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
শুক্তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে ॥১৭॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
শুক্তাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥১৮॥
মনুষ্য-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু আম হৈয়া যায় ॥১৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪। আচার্য্যরত্ন—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং আচার্য্য-নিধি—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪। উপযোগ—ব্যবহার, গ্রহণ।

১৯। শ্রীদময়ন্তী দেবীর ব্রজবাসীগণের ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-

শুক্‌তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥২০॥

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্‌ণি গুণা ন বস্তুনি ॥২১॥
(ভারবী-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ে)

অনুবাদ—কোন প্রিয়ব্যক্তি মাল্য গাঁথিয়া বিপক্ষ (সপত্নী) সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন নাই; কেননা, বস্তুতে গুণ-সকল থাকে না, প্রীতিতেই থাকে।

ধনিয়া-মৌরীর তণ্ডুল গুঁড়া করিয়া।
নাড়ু বাঁধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥২২॥
শুণ্ঠীখণ্ড, নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বাঁধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর ॥২৩॥
কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব, শতপ্রকার 'আচার' ॥২৪॥
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজলি।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি ॥২৫॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥২৬॥
শালিকাচটি-ধান্যের আতপ, চিঁড়া করি'।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥২৭॥
কতেক চিঁড়া, হুড়ুম করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥২৮॥
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত-চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥২৯॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥৩০॥
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাক উখ্‌ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥৩১॥
ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইলা।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা ॥৩২॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার ॥৩৩॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥৩৪॥
গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥৩৫॥
পাতল মৃৎ-পাত্রে আচারাদি ভরি'।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥৩৬॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা।
পরিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥৩৭॥
ঝালি বাঁধি' মোহর দিলা আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥৩৮॥
সংক্ষেপে কহিলু এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' খ্যাতি যাহার ॥৩৯॥
ঝালির উপর মুন্‌সিব মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হৈয়া তৎপর ॥৪০॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে-দিন জল-লীলা ॥৪১॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সবভক্তগণ লইয়া ॥৪২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হীন কেবল-মাধুর্য্যময়ী প্রীতি। এজন্য তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরকে অত্যন্ত আপন-জ্ঞানে অপ্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধি করিতেন।

২৪। কোলিশুণ্ঠি—শুষ্ককুল।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫। নাড়ু-গঙ্গাজলি—সাদা নাড়ু।

২৮। হুড়ুম্—ইহা ভাজিয়া ঘি মাখাইয়া খাইবার দ্রব্য, পরন্তু মুড়ি নহে। ইহা রাঢ়দেশ বীরভূমে প্রস্তুত হয়।

৩১। উখ্‌ড়া—মুড়্‌কী।

সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥৪৩॥
সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥৪৪॥
ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥৪৫॥
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥৪৬॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥৪৭॥
গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥৪৮॥
সব ভক্ত লৈয়া প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লৈয়া জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥৪৯॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি' করিয়াছে বর্ণন ॥৫০॥
পুনঃ ইহাঁ বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥৫১॥
জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লৈয়া প্রভু গেলা দেবালয় ॥৫২॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥৫৩॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লৈয়া কতক্ষণ কৈলা।
নিজ নিজ-পূর্ব্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥৫৪॥
গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥৫৫॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লৈয়া ॥৫৬॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাইয়া ॥৫৭॥
বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন তাহাঁ আরম্ভ করিলা।
সাত-সম্প্রদায়ে তবে গাইতে লাগিলা ॥৫৮॥
সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥৫৯॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস।
সত্যরাজ-খাঁন আর নরহরিদাস ॥৬০॥
সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু—ঐছে সবার মন ॥৬১॥
সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥৬২॥
রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লৈয়া।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥৬৩॥
কীর্ত্তন-আটোপে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল ॥৬৪॥
এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥৬৫॥
সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায়।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥৬৬॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥৬৭॥

যথা পদ—

জগমোহন পরি মুণ্ডা যাউ ॥৬৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫২। শ্রীজগন্নাথমন্দিরের বিজয়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেব-শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বে নরেন্দ্র-সরোবরে জলক্রীড়া করিতে যাইতেন। তিনি অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্ত্তমানে

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ জললীলা করিতে যান।

৫৬। আজাড়—খালি, শূন্য।

এই পদে নৃত্য করেন পরম-আবেশে।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥৬৯॥
বোল বোল বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥৭০॥
প্রভু পড়ি' মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥৭১॥
সঘন পুলক—যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥৭২॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদ্গদ বচন ॥৭৩॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥৭৪॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥৭৫॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥৭৬॥
তবে নিত্যানন্দপ্রভু সৃজিলা উপায়।
ক্রমে-ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥৭৭॥
সম্প্রদায়-মধ্যে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায় ॥৭৮॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥৭৯॥
ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লৈয়া আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥৮০॥
সবা লৈয়া প্রভু কৈলা প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥৮১॥
গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥৮২॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাইয়া করেন শয়ন ॥৮৩॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন।
তবে যাই' প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥৮৪॥
সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥৮৫॥
একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতরে যাইতে।
প্রভু কহে—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥৮৬॥
বার বার গোবিন্দ কহে একপাশ হইতে।
প্রভু কহে—অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥৮৭॥
গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে—কর বা না কর, যেই তোমার মন ॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর-ঘরে গেলা মহাপ্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥৮৯॥
পাদ সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥৯০॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড-দুই রই প্রভুর হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥৯১॥
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
আজি কেনে এতক্ষণ আছহ বসিয়া? ৯২॥
মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে?
গোবিন্দ কহে, দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে ॥
প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে? ৯৪॥
গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন ॥৯৫॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥৯৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮২। গম্ভীরা—ঘরের ভিতরের কোঠা।

এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥৯৭॥
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে।
সে-দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥৯৮॥
যাইতেহ পথ নাহি, যাইবেন কেমনে?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥৯৯॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম্ম ॥১০০॥
ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥১০১॥
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য।
অদ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥১০২॥
এইমত মহাপ্রভু লৈয়া নিজগণ।
গুণ্ডিচা-গৃহের কৈলা ক্ষালন, মার্জ্জন ॥১০৩॥
পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥১০৪॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্ত্তন।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥১০৫॥
চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥১০৬॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥১০৭॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥১০৮॥
কেহ পৈড়, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ প্রকার যার নানা ॥১০৯॥
অমুক্ এই দিয়াছে গোবিন্দ করে নিবেদন।
ধরি রাখ বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥১১০॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত-জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥১১১॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ?
কাহাঁ কিছু কহি' গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥১১৩॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥১১৪॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমনে আমার নিস্তার? ১১৫॥
প্রভু কহে—আদিবস্যা দুঃখ কাঁহে মানে?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥১১৬॥
এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥১১৭॥
আচার্য্যের এই পৈড়, নানা রস-পূপী।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কুপী ॥১১৮॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥১১৯॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥১২০॥
বাসুদেব-দত্তের, মুরারি-গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥১২১॥
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥১২২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০২। পরিমুণ্ডা-নৃত্য—পরিমণ্ডল-নৃত্য।
১১৬। আদিবস্যা—পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাঁহাকে আদিবস্যা বলে। গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়াই মহাপ্রভু এই কথা বলিলেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥১২৩॥
ঐছে সবার নাম লৈয়া প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হৈয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥১২৪॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুক করা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥১২৫॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥১২৬॥
শত-জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা।
আর কিছু আছে? বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥১২৭॥
গোবিন্দ বলে—রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে—আজি বহু, তাহা দেখিব পাছে ॥১২৮॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥১২৯॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥১৩০॥
বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া।
ভোজন-কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥১৩১॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥১৩২॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১৩৩॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রাঁধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১৩৪॥
মরিচের ঝাল আর মধুরাম্ল আর।
আদা, লবণ, লেবু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥১৩৫॥
শাক দুই-চারি, আর শুক্তার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী আর ভৃষ্ট-পটোল ॥১৩৬॥
ভৃষ্ট-ফুলবড়ী আর মুদ্গডালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধে প্রভুর অনুরূপ ॥১৩৭॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন, কাহাঁ গণের সহিত ॥১৩৮॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥১৩৯॥
এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি'।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত-মুরারি ॥১৪০॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করেন নিমন্ত্রণ ॥১৪১॥
শিবানন্দ-সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের চৈতন্যদাস-নাম ॥১৪২॥
প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গে আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তার নাম ত' পুছিলা ॥১৪৩॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি' কহে গৌররায়।
'কি নাম রাখিয়াছ, বুঝা নাহি যায়' ॥১৪৪॥
সেন কহে—যে জানিলু সেই নাম রাখিল।
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥১৪৫॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লৈয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ॥১৪৬॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
অতিগুরু-ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥১৪৭॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥১৪৮॥
দধি, লেবু, আদা আর ফুলবড়া, লবণ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥১৪৯॥
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥১৫০॥
এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভাজন ॥১৫১॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥১৫২॥

গদাধর-পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ইহা-সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥১৫৩॥
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥১৫৪॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥১৫৫॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥১৫৬॥
চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥১৫৭॥
এই ত' কহিলু প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥১৫৮॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥১৫৯॥
শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥১৬০॥
শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন।
সে ই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥১৬১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥১॥

অনুবাদ—আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্ত দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥২॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥৩॥
জয় কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥৪॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥৫॥
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥৬॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥৭॥
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥৮॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ, গোপাল জয় ছয় মোর নাথ ॥৯॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি' করি আপন শোধন ॥১০॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন-বিলাস ॥১১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। গৌরদেহ—গৌরবর্ণকান্তি-দেহধারী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭। চৈতন্যের আর্য্য—মহাপ্রভুর মান্য।

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥১২॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥১৩॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥১৪॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ-রায়।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥১৫॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লৈয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হৈয়া ॥১৬॥
দেখে—হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥১৭॥
গোবিন্দ কহে—উঠ, আসি' করহ ভোজন।
হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন ॥১৮॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমনে খাইব ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব ॥১৯॥
এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন।
এক রঞ্চ লৈয়া তার করিলা ভক্ষণ ॥২০॥
আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও, হরিদাস' বলি' তাঁরে পুছিলা ॥২১॥
নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥২২॥
প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নিশ্চয়।
তেঁহো কহে—সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয় ॥২৩॥
প্রভু কহে—বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর ? ২৪॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥২৫॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর নিবেদন ॥২৬॥
হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥২৭॥
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥২৮॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥২৯॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু ম্লেচ্ছ হৈয়া ॥৩০॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি—লয় মোর চিত্তে ॥৩১॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥৩২॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন ॥৩৩॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা—ছাড়িব পরাণ ॥৩৪॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥৩৫॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥৩৬॥
প্রভু কহে—হরিদাস, যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥৩৭॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লৈয়া।
তোমার যোগ্য নহে—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥৩৮॥
চরণে ধরি' কহে হরিদাস—না করিহ মায়া।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই দয়া ॥৩৯॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥৪০॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ? ৪১॥

ভকতবৎসল তুমি, মুই ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥৪২॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥৪৩॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥৪৪॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লৈয়া।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥৪৫॥
হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥৪৬॥
প্রভু কহে—হরিদাস, কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু, যে কৃপা তোমার ॥৪৭॥
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥৪৮॥
স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৪৯॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥৫০॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥৫১॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥৫২॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলা ॥৫৩॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥৫৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥৫৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ ॥৫৬॥
মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥৫৭॥
'হরেকৃষ্ণ' বলি সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥৫৮॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥৫৯॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্ত্তন ॥৬০॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে কৈলা নিবেদন ॥৬১॥
হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লৈয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥৬২॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥৬৩॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল ॥৬৪॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥৬৫॥
ডোর, কড়ার, প্রসাদ-বস্ত্র অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥৬৬॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥৬৭॥
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলেন গৌররায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥৬৮॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥৬৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৭। নির্য্যাণ—অপ্রকট, ইচ্ছা-মৃত্যু।

তাঁহা বেড়ি' প্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥৭০॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥৭১॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥৭২॥
সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥৭৩॥
হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ' ত' আমারে ॥৭৪॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া ॥৭৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লৈয়া পসারি পসারে বসিল ॥৭৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘরে পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥৭৭॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥৭৮॥
এইমতে নানা-প্রসাদ বোঝা বাঁধাইয়া।
লৈয়া আইলা চারি-জনের মস্তকে চড়াইয়া ॥৭৯॥
বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥৮০॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লৈয়া জনা-চারি ॥৮১॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥৮২॥
স্বরূপ কহে—প্রভু, বসি' করহ দর্শন।
আমি ইহা সবা লৈয়া করি পরিবেশন ॥৮৩॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥৮৪॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুরে সে-দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥৮৫॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লৈয়া।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥৮৬॥
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥৮৭॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবায় করাইলা ভোজন।
দেহ' দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥৮৮॥
ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্যচন্দন ॥৮৯॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু করেন বর দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনপ্রাণ ॥৯০॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥৯১॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥৯২॥
অচিরে তা-সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি ॥৯৩॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥৯৪॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥৯৫॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥৯৬॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী ॥৯৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭৭। পিছাড়া—ঝুড়ি বা বোঝা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯১। বিজয়োৎসব—বিরহ-মহোৎসব।

'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥৯৮॥
সবে গায়—জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥৯৯॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥১০০॥
এই ত' কহিলু হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥১০১॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসী-শিরোমণি ॥১০২॥
শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্ত্তন ॥১০৩॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥১০৪॥
মহাভাগবত হরিদাস—পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥১০৫॥
চৈতন্যচরিত্র এই— অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥১০৬॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥১০৭॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥১॥

অনুবাদ—হে ভক্তগণ, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর এবং আনন্দে চিন্তা কর।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥২॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥৩॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥৪॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন ॥৫॥
রাত্রি-দিন এই দশা স্বস্তি নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥৬॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥৭॥
শিবানন্দ-সেন আর আচার্য্য-গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা এক ঠাঞি ॥৮॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥৯॥
নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোঁসাই ॥১০॥
শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥১১॥
শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লৈয়া।
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥১২॥
দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥১৩॥
শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লৈয়া।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥১৪॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লৈয়া যান ॥১৫॥

সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥১৬॥
একদিন সবলোকে ঘাটীতে রাখিলা।
সবা ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥১৭॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥১৮॥
নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥১৯॥
তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোখে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥২০॥
শুনি' শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা ॥২১॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাই বাসা না পাইয়া ॥২২॥
তেঁহো কহে—বাউলি, কেনে মরিস্ কাঁদিয়া?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লৈয়া ॥২৩॥
এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি' তাঁরে লাথি মারিলা প্রভু-নিত্যানন্দ ॥২৪॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাইয়া।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥২৫॥
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লৈয়া গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হৈয়া কহিতে লাগিলা ॥২৬॥
আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥২৭॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা? ২৮॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥২৯॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥৩০॥
শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥৩১॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসাস্থান ॥৩২॥
নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র— বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হৈয়া লাথি মারি' করে তার হিত ॥৩৩॥
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্ত-সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥৩৪॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি তাঁরে মারে লাথি ॥
এত বলি' শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥৩৬॥
পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার ॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ ॥৩৮॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥৩৯॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুর বাক্য শুনি'।
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি' ॥৪০॥
শিবানন্দে লাথি মারিলা—ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥৪১॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥৪২॥
বাসা-ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইলা।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইলা ৪৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯। ভোখে—ক্ষুধায়।
২৩। বাউলী—পাগলী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৫। গৌড়-ঘরে—গোয়ালার বাড়ীতে।
৩৭। পেটাঙ্গী—জামা।

শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥৪৪॥
ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা।
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইলা ॥৪৫॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥৪৬॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥৪৭॥
তবে মায়ের গর্ব্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥৪৮॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—পরমানন্দ-দাস।
পুরীদাস করি' প্রভু করেন উপহাস ॥৪৯॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥৫০॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥৫১॥
তবে সব ভক্ত লৈয়া করিলা ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি' আচমন ॥৫২॥
শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥৫৩॥
নদীয়া-বাসী মোদক, তার নাম—পরমেশ্বর।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥৫৪॥
বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধ-খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥৫৫॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে-বৎসর সে আইল প্রভুরে দেখিতে ॥৫৬॥
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি' দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥৫৭॥
পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে, প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥৫৯॥
প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥৬০॥
পূর্ব্ববৎ সবা লৈয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥৬১॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥৬২॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥৬৩॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥৬৪॥
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥
সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥৬৬॥
প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥৬৭॥
তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥৬৮॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলু গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে? ৬৯॥
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি'।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥৭০॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাইয়া ॥৭১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৩। শিবানন্দের প্রকৃতি—শিবানন্দের স্ত্রী।

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি তোমা সবার লাগিয়া ॥৭২॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমা সবার ঋণ করিব শোধন? ৭৩॥
দেহ মাত্র ধন সবায় কৈলু সমর্পণ।
তাহাঁ বিকাই, যাহাঁ বেচিতে সবার মন ॥৭৪॥
প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥৭৫॥
প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥৭৬॥
সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥৭৭॥
অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥৭৮॥
আবার তাতে বাঁধ' ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে? ৭৯॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হৈয়া ॥৮০॥
নিত্যানন্দে কহিলা—তুমি না আসিহ বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥৮১॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হৈয়া ॥৮২॥
নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বাঁধিলা সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে? ৮৩॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥৮৪॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥৮৫॥
পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া আইলা নদীয়া-নগরে ॥৮৬॥
আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥৮৭॥
প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥৮৮॥
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥৮৯॥
জগদানন্দ কহে—মাতা, কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥৯০॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হইয়া।
মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥৯১॥
আমি যাই' ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি, তেঁহো স্বপ্ন হেন মানে ॥৯২॥
মাতা কহে—কভু রাঁধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহাঁ খায়—ইচ্ছা হয় মোর মন ॥৯৩॥
নিমাঞি খাঞাছে—ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয়—মুঞি দেখিনু স্বপন ॥৯৪॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥৯৫॥
নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥৯৬॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা হৈলা আচার্য্য আনন্দ ॥৯৭॥
বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাইয়া।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥৯৮॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥৯৯॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥১০০॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সেই মানে—পাইলু চৈতন্য ॥১০১॥

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা।
চন্দনাদি তৈল তাহাঁ একমাত্রা কৈলা ॥১০২॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লৈয়া আইলা যতন করিয়া ॥১০৩॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা।
প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল গোবিন্দে কহিলা ॥১০৪॥
তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল এনেছেন ॥১০৫॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হৈয়া যায় ॥১০৬॥
এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইহাঁ আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥১০৭॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল—পরম ধিক্কার! ১০৮॥
জগন্নাথে দেহ' তৈল—দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম-সফলে ॥১০৯॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥১১০॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা—তৈল করুন অঙ্গীকার ॥১১১॥
শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন! ১১২॥
এই সুখ লাগি' আমি করিলু সন্ন্যাস!
আমার সর্ব্বনাশ—লোকে করিবে পরিহাস ॥১১৩॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
দারী সন্ন্যাসী করি' আমারে কহিবে ॥১১৪॥
শুনি' প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥১১৫॥
প্রভু কহে—পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে।
আমি ত' সন্ন্যাসী—তৈল না পারি লইতে ॥১১৬॥
জগন্নাথে দেহ' লৈয়া দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥১১৭॥
পণ্ডিত কহে—কে তোমারে কহে মিথ্যা-বাণী?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥১১৮॥
এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥১১৯॥
তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥১২০॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাইয়া।
উঠহ পণ্ডিত, করি' কহেন ডাকিয়া ॥১২১॥
আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে ॥১২২॥
এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥১২৩॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি' বসিলা আসনে ॥১২৪॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥১২৫॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥১২৬॥
প্রভু কহে—দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন।
তুমি আমি আজি একত্র করিব ভোজন ॥১২৭॥
হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥১২৮॥
আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব? ১২৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০২। একমাত্রা—ষোল সের।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৩। গাগরী—কলসী।

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥১৩০॥
ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥১৩১॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥১৩২॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন? ১৩৩॥
পণ্ডিত কহে—যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা।
আমি-সব—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥১৩৪॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে ॥১৩৫॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥১৩৬॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥১৩৭॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥১৩৮॥
তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলা এবে কর সমাধান ॥১৩৯॥
তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥১৪০॥
চন্দনাদি লৈয়া প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥১৪১॥
পণ্ডিত কহে—প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম।
মুই এবে প্রসাদ লইব করি' সমাধান ॥১৪২॥
রঘুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই, রঘুনাথ।
ইহা-সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥১৪৩॥
প্রভু কহেন—গোবিন্দ, তুমি ইহাঁই রহিবা।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবা ॥১৪৪॥
এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥১৪৫॥
তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিহ—পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥১৪৬॥
তোমা লাগি' প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥১৪৭॥
রামাই, নন্দাই আর গোবিন্দ, রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥১৪৮॥
আপনে প্রভুর শেষ করিলা ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥১৪৯॥
দেখ—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥১৫০॥
গোবিন্দ আসি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥১৫১॥
জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥১৫২॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥১৫৩॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥১৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥১॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলে ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥৩॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥৪॥
কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥৫॥
দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥৬॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলির তূলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥৭॥
এক তুলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা।
প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়—তাহারে কহিলা ॥৮॥
স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন ॥৯॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা।
তূলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥১০॥
গোবিন্দেরে পুছেন—ইহা করাইল কোন্ জন?
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥১১॥
গোবিন্দেরে কহি' সেই তূলি দূর কৈলা।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥১২॥
স্বরূপ কহে—তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥১৩॥
প্রভু কহেন—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥১৪॥
সন্ন্যাসী-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তূলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন! ১৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা।
শুনি' জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইলা ॥১৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥১৭॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিলা ॥১৮॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥১৯॥
তাতে শয়ন করেন প্রভু—দেখি' সবে সুখী।
জগদানন্দ—ভিতর-বাহিরে মহাদুঃখী ॥২০॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥২১॥
ভিতরের দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈলা।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥২২॥
প্রভু কহে—মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি'।
আমায় দোষ লাগাঞা তুমি হইবা ভিখারী ॥২৩॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥২৪॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥২৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫। কলার শরলাতে—কদলীর বল্কলে।
৮। তূলি—তূলার তোষক, গদী।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৯। ওড়ন-পাড়ন—বালিস ও তোষক।

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥২৬॥
স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥২৭॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাহাঁ যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, ক্রোধে যাহ বলি' ॥
সহজেই মোর তাহাঁ যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া দেহ' করিয়ে বিনয় ॥২৯॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥৩০॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ'—মথুরা দেখি' আসুক একবার ॥
আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥৩২॥
স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিখাইলা ॥৩৩॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥৩৪॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি' বাঁধে।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥৩৫॥
মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥৩৬॥
দূরে রহি' ভক্তি করিবা, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥৩৭॥
সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥৩৮॥
শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥৩৯॥
আমিহ আসিতেছি—কহিহ সনাতনে।
আমার তরে একস্থান যেন করে বৃন্দাবনে ॥৪০॥
এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥৪১॥
সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥৪২॥
তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর—দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকল শুনিলা ॥৪৩॥
মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥৪৪॥
সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশ বন দরশন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥৪৫॥
সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে একঠাঁই।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥৪৬॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥৪৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৫। গৌড়ীয়া—গৌড়দেশীয় বা বঙ্গদেশীয় লোক।

৩৬। মথুরার স্বামী সবের—মথুরাবাসী চৌবে-গণের।

৩৯। অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শন পূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাদ্ ভগবন্মূর্ত্তি; তাঁহাব উপরে চড়া ভাল নয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে সময় দর্শন করাই ভাল। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

৪৬। শ্রীসনাতন গোস্বামী তখন মাধুকরী-ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন; ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল-প্রসাদ হইত না।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি' অন্ন-পান ॥৪৮॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥৪৯॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী-মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তেঁহো দিল সনাতনে ॥৫০॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৫১॥
রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥৫২॥
কাহাঁ পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?
মুকুন্দ-সরস্বতী দিল—কহেন সনাতন ॥৫৩॥
শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল।
ভাতের হাঁড়ি হাতে লৈয়া মারিতে আইল ॥৫৪॥
সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাঁড়ি চুলাতে ধরিলা ॥৫৫॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥৫৬॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে? ৫৭॥
সনাতন কহে—সাধু পণ্ডিত-মহাশয়!
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥৫৮॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে? ৫৯॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বাঁধিলু।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলু ॥৬০॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরে দিব কি কায উহায়? ৬১॥
পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥৬২॥
প্রসাদ পাই' অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥৬৩॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥৬৪॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥৬৫॥
জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥৬৬॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধন-শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥৬৭॥
জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লইয়া।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥৬৮॥
প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা ॥৬৯॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বাঁধিয়া ॥৭০॥
শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
ভক্ত সহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥৭১॥
প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥৭২॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥৭৩॥
সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি' খাইলা হৃষ্ট হৈয়া ॥৭৪॥
যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চিবাইয়া খাইল ॥৭৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫২। রাতুল—রাঙ্গা (কাষায়, গেরুয়া)।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭০। মঠ—দেবালয়।

মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা ॥৭৬॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥৭৭॥
একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥৭৮॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগমন হরে ॥৭৯॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়—না জানি' বিশেষ ॥৮০॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বাড়ি হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥৮১॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা।
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥৮২॥
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গায় বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥৮৩॥
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥৮৪॥
প্রভু কহে—গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥৮৫॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে—জগন্নাথ রাখেন, মুই কোন্ ছার?
প্রভু কহে—গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা।
যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥৮৭॥

এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে।
শুনি' মহা-ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে ॥৮৮॥
এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥৮৯॥
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়-পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি বহিয়া ॥৯০॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥৯১॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥৯২॥
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥৯৩॥
রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥৯৪॥
নানা সেবা করি' করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥৯৫॥
তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥৯৬॥
রামদাস কহে—আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥৯৭॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥৯৮॥
এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রি-দিনে ॥৯৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮১। সিজের বাড়ি—সেখানে মনসা-সিজ বা কাঁটা-সিজ থাকে। বাড়ি অর্থে বেড়া।

৯১। বিশ্বাসখানার কায়স্থ—গৌড়েশ্বরের হিসাব-কার্য্যালয়কে বিশ্বাসখানা বলিত; কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন; কেন না, তাঁহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন।
(অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯২। পরমবৈষ্ণব—যিনি হৃদয়ে মুমুক্ষু, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবমধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে পরমবৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাইয়া মিলিলা কুতূহলে ॥১০০॥
দণ্ড প্রণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ বলি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥১০১॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥১০২॥
ভাল হইল আইলা, দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥১০৩॥
গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥১০৪॥
এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥১০৫॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ।
ঘর-ভাত করেন আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০৬॥
রঘুনাথ-ভট্ট—পাকে অতি-সুনিপুণ।
যেই রাঁধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥১০৭॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥১০৮॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥১০৯॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥১১০॥
রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥১১১॥
অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিলা ॥১১২॥
বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥১১৩॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এ বলি' কণ্ঠ-মালা দিলা তাঁর গলে ॥১১৪॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥১১৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০২। মিশ্র, শেখরের—তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের।

১১০। মুক্তি-বাঞ্ছা ও বিদ্যাগর্ব্ব—এই দুই-দোষে রামদাসকে শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে দেয় নাই। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

১১২। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট অবস্থায়ই কৃষ্ণপরায়ণ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অত্যাহার-রূপ দারপরিগ্রহ করিয়া ভোগায়তন মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন। বিষয়ী স্ত্রৈণ সাংসারিকগণ গৃহব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভোক্তা পুরুষাভিমান ও ভোগবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ, তজ্জন্য তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প। (অনুভাষ্য)

১১৩। এস্থানে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে একান্ত বৈষ্ণব পিতামাতাকে স্বীয় হরিসেবার অনুকূলভাবে সেবা করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন, হরিগুরু-বৈষ্ণববিমুখ পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ দেন নাই।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এতৎ-প্রসঙ্গে ভাঃ ৫।৫।১৮—গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥ এবং লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

অবৈষ্ণব বৈয়াকরণের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে গেলে জড়ীয়কাব্যগ্রন্থেরই পাঠ-শ্রবণ হয়; যেহেতু ঐ সকল পাঠক আপনারাই ভাগবতের তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সংসার ভোগ করে, সুতরাং অপরকে কিরূপে অনর্থনির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ—মুক্তগৃহবন্ধ, সুতরাং তাঁহারাই স্বয়ং ভাগবত হইয়া ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবগত এবং ভক্তিপ্রভাবে সংসার-মুক্ত। (প্রভুপাদ)

স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ॥১১৬॥
চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥১১৭॥
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥১১৮॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥১১৯॥
আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাইয়া রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥১২০॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১২১॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥১২২॥
চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাইয়াছিলা ॥১২৩॥
সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥১২৪॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লৈয়া গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥১২৫॥
রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥১২৬॥
অশ্রু, কম্প, গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র-কণ্ঠ রোধ হয়, না পারেন পড়িতে ॥১২৭॥
পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥১২৮॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥১২৯॥
গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥১৩০॥
নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিলা ॥১৩১॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥১৩২॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে ॥১৩৩॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বাঁধি' লয় গলে ॥১৩৪॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত' কহিলু তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥১৩৫॥
জগদানন্দের কহিলু বৃন্দাবনগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥১৩৬॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলু সকল ॥১৩৭॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি'।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥১৩৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৩৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১২৩। ছুটাপান-বিড়া—মশলাদি উপাদানরহিত পৃথক্-কৃত তাম্বূল।

১২৬। আউলায়—আকুল, অস্থির।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং-ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥২॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥৩॥
জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ।
শক্তি দেহ, করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥৪॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় ধীর ॥৫॥
বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥৭॥
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে ॥৮॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥৯॥
স্বরূপ—সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ—বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥১০॥
তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥১১॥
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হৈল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥১২॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর উন্মাদ-বিলাপ ॥১৩॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥১৪॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥১৫॥

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥১৬॥

(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—মোহনাখ্য ভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে বৈচিত্রী নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি দিব্যোন্মাদের বহুভেদ-বিশেষ।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখিলা স্বপন ॥১৭॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-দেহ, মুরলীবদন।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥১৮॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা-সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৯॥
দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু—এই জ্ঞান কৈলা ॥২০॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা॥
জাগিলে স্বপ্ন-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥২১॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ দরশন ॥২২॥
যাবৎ কাল দর্শন করেন গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥২৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০। পাঁজি টীকা—বৃত্তিকারের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পিঁজিয়া কিছু বৃদ্ধি করিয়া বলা।

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাইয়া।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥২৪॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীরে বর্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥২৫॥
আদিবস্যা এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥২৬॥
আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥২৭॥
তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥২৮॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥২৯॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥৩০॥
পূর্ব্বে আসি যবে কৈলা জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩১॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহাঁ তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলী-বদন ॥৩২॥
এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥৩৩॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন।
কাহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাহাঁ বৃন্দাবন? ॥৩৪॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হৈয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥৩৫॥
ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে।
অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥৩৬॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাহাঁ মুই আইনু? ॥৩৭॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন ॥৩৮॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥৩৯॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দে লৈয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥৪০॥

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যথৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥
(গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক)

অনুবাদ—আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ বিত্তকে একবার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিক যোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপী শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা 'হরি' 'হরি'
ধৈর্য্য গেল হইলা চপল ॥৪২॥
শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়ি' লোক-বেদধর্ম্ম
যোগী হৈয়া হইল ভিখারী ॥৪৩॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি'
আশা-ঝুলি কাঁধের উপর ॥৪৪॥
চিন্তা-কান্থা উড়ি' গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥৪৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৫। উদ্বেগ-দ্বাদশ—উদ্বেগরূপ দ্বাদশ অর্থাৎ যষ্টি বা দণ্ড।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দ্বাদশঃ যষ্টিবিশেষঃ এষ যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ।
(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

ব্যাস, শুকাদি যোগীগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥৪৬॥

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি' মহা-বাউল নাম ধরি'
শিষ্য লৈয়া করিল গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥৪৭॥

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥৪৮॥

কৃষ্ণ-গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, পরশ,
সে-সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥৪৯॥

শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা রহে লৈয়া শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥৫০॥

মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পালাঞা,
শূন্য মোর শরীর আউলায় ॥৫১॥

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥৫২॥

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অনুবাদ—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশটী দশা।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥৫৪॥

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন হইলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৫৫॥

স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥৫৬॥

এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥৫৭॥

রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥৫৮॥

সব রাত্রি মহাপ্রভু করেন জাগরণ।
উচ্চ করি করেন কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥৫৯॥

শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে।
তিনদ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে ॥৬০॥

চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া।
প্রভু চাহি' বুলে সবে ব্যাকুল হৈয়া ॥৬১॥

সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥৬২॥

দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি' পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥৬৩॥

প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥৬৪॥

এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন-হাত।
অস্থি,গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্মে আছে মাত্র তাত্ ॥৬৫॥

হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥৬৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৫। তাত্—উষ্ণভাব।

চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈয়া।
দুঃখিত হৈলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥৬৭॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥৬৮॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লৈয়া ॥৬৯॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি' প্রভু গর্জিয়া উঠিলা ॥৭০॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥৭১॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭২॥

ক্বচিন্নিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাকা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৩॥

(স্তবাবলীতে)

অনুবাদ—কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধি সকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকলভাবে গদ্গদ-বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা।
ক্যা কর, কিবা—এই স্বরূপে পুছিলা ॥৭৪॥
স্বরূপ কহে—উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥৭৫॥
এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লৈয়া গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥৭৬॥
শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥৭৭॥
সবে দেখি' হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥৭৮॥
হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥৭৯॥
এই ত' কহিলু প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥৮০॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী-চূড়ামণি ॥৮১॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥৮২॥
রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি ॥৮৩॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥৮৪॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥৮৫॥

হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৮৬॥

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ু-বেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥৮৭॥
ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল।
যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥৮৮॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর।
রামাই, নন্দাই, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥৮৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৪। চটক-পর্ব্বত—বালুকার পর্ব্বত-সদৃশ উচ্চ স্তূপ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৬। মধ্য ১৮।৩৪

পুরী ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥৯০॥
পথে চলিলা প্রভু—যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥৯১॥
প্রতি-রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম—কদম্বপ্রকার ॥৯২॥
প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥৯৩॥
দুই নেত্র ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥৯৪॥
বৈবর্ণ শঙ্খপ্রায়, শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥৯৫॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥৯৬॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লৈয়া করে অঙ্গ সংবীজন ॥৯৭॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কাঁদিতে লাগিলা ॥৯৮॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥৯৯॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥১০০॥
এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
হরিবোল বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥১০১॥
সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥১০২॥
উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি-উতি চায়।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥১০৩॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥১০৪॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥১০৫॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ—কৃষ্ণ করেন গোধন চারণে ॥১০৬॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥১০৭॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥১০৮॥
রাধা লৈয়া কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥১০৯॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি' মোরে ইহাঁ লৈয়া আইলা ॥১১০॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে ॥১১১॥
এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি' বৈষ্ণব করেন রোদন ॥১১২॥
হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী—দুইজন।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥১১৩॥
নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥১১৪॥
প্রভু কহে—দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে?
পুরীগোসাঞি কহে—তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥১১৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১০৯। কন্দরাতে—গুহাতে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১১৪। নিপট্টবাহ্য হইলে—সম্পূর্ণ বাহ্যদশায় আসিলে।

স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লৈয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥১১৭॥
এই ত' কহিলু প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥১১৮॥
চটক-গিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥১১৯॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥১২০॥
(স্তবাবলী)

অনুবাদ—নীলাচলের নিকটে সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটকগিরি দেখিয়া ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা? ১২১॥
সংক্ষেপ করিয়া করি দিগ্‌-দরশন।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥১২২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চটকগিরিগমন-রূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥১॥

অনুবাদ—দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥২॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম।
জয় শ্রীবাস আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥৩॥
এইমত মহাপ্রভুর রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥৪॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি—তিন রীতে প্রভু-স্থিতি ॥৫॥
স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥৬॥
একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৭॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥৮॥
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥৯॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লৈয়া আইল ॥১০॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন লৈয়া।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥১১॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥১২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮-৯। পঞ্চগুণ—চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ—কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃত গুণ অপ্রাকৃত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তি লাভ

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে একসময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥১৩॥

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥
(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্তপর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক নর্ম্ম-রম্য-বচনযুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃতসিন্ধু দ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধরযুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য, অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি' লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায় ॥১৫॥
সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে—হর' পরধন ॥১৬॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥১৭॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা-সবার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥১৮॥
কৃষ্ণরূপামৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥১৯॥
কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বাঁধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥২০॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥২১॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥২২॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥২৩॥
এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি'
কহে—শুন, স্বরূপ-রামরায়।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥২৪॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥২৫॥
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥২৬॥
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥২৭॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নানে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥২৮॥

বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাঁ পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥২৯॥
রাসে রাধা লৈয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥৩০॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি' পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥৩১॥

চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৩২॥

অনুবাদ—হে চূত, পিয়াল, কাঁঠাল, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, কদম্ব ইত্যাদি তরুগণ এবং হে অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরহিতব্রত বৃক্ষসকল, বিরহী আমাদিগকে কৃষ্ণ কোথায় আছে তাহা বল।

ক্বচিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৩৩॥

অনুবাদ—ওগো কল্যাণি, গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে তুলসি, তুমি অচ্যুতের অতি প্রিয়, তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সহিত যাইতে দেখিয়াছ?

মালত্যদর্শী বঃ ক্বচিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৩৪॥

(ভাঃ ১০।৩০।৯, ৭-৮)

অনুবাদ—হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শপূর্ব্বক আনন্দিত করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ?

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার ॥৩৫॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা, পাইলা দরশন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥৩৬॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥৩৭॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥৩৮॥
অবশ্য কহিবে—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥৩৯॥
তুলসী, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে? ৪০॥
তুমি-সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥৪১॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এই—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥৪২॥
আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাইয়া।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥৪৩॥

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥৪৪॥

(ভাঃ ১০।৩০।১১)

অনুবাদ—কান্তার অঙ্গসঙ্গ-দ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দ-মালাধারী কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক্ হইতে আসিতেছে। হে মৃগি, রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া কি এই পথে গিয়াছেন?

কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা ॥৪৫॥
রাধা প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥৪৬॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥৪৭॥
কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি' গেলা, ইহঁ—বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই, না শুনে কাহিনী ॥৪৮॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা সব পড়ি আছে পৃথিবী-উপরে ॥৪৯॥

কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥৫০॥

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৫১॥

(ভাঃ ১০।৩০।১২)

অনুবাদ—হে তরুসকল! বল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু দিয়া হস্তে পদ্ম ধারণপূর্ব্বক অলিগণের দ্বারা অনুসৃত হইয়া চলিতে চলিতে কি প্রণয়াবলোকনদ্বারা তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছেন?

প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥৫২॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥৫৩॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে, ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥৫৪॥
এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥৫৫॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥৫৬॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাইয়া।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥৫৭॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥৫৮॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥৫৯॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ? এখন পাইনু দরশন!
তাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন! ৬০॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন!
তাঁহার-দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥৬১॥
বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥৬২॥

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—হে সখি, নবীন-মেঘ-শোভি-নববিদ্যুতের ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সুন্দর মুরলীবদন, ফুল্ল-শরৎ-শোভিচন্দ্র-মুখ, ময়ূরদলভূষিত, সুভগ-তারহার-প্রভা-যুক্ত সেই মদনমোহন আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল।
জিনি' উপমার গণ, হরে সবার নেত্রমন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥৬৪॥
কহ সখি, কি করি উপায়?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥৬৫॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥৬৬॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥৬৭॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৪। সম্বিৎ—জ্ঞান, চৈতন্য।
৬৫। বলাহক—মেঘ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৬। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইল ॥৬৮॥

পুনঃ কহে—হায় হায়, পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক. শুনি' প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥৬৯॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৭০॥

কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চাঁদ, পাতিয়াছে মুখ-ফাঁদ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি' আসি', ফাঁদে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥৭১॥

বান্ধর্ব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥৭২॥

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥৭৩॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥৭৪॥

সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে—কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল-ছিদ্রে পশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥৭৫॥

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল,
জিতি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥৭৬॥

এতেক বিলাপ করি' প্রেমাবেশে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখারে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥৭৭॥

হরিণ্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

অনুবাদ—হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনস্তাপ হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন ও উৎপলের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুই এখনই পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥৭৯॥

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্ধানে ॥৮০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬৮। ঝঞ্ঝা-বাত—ঘূর্ণী বাতাস।

৭০। মধ্য ২৪।৪৮

৭৪। লক্ষ্মী—কৃষ্ণের বামবক্ষে স্বর্ণরেখা-চিহ্ন; শ্রীবৎস—কৃষ্ণের দক্ষিণবক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী।

৭৫। শৈল-ছিদ্রে—হৃদয়স্থ স্তনদ্বয়ের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে)

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮১॥
(ভাঃ ১০।২৯।৪৮)

অনুবাদ—তাহাদিগের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

স্বরূপ গোসাঞিরে কহেন—গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' সম্বিত ॥৮২॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাইয়া ॥৮৩॥

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥৮৪॥
(গীতগোবিন্দ)

অনুবাদ—এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত, পরিহাসকারী হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা।
উঠি' প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥৮৫॥
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অঙ্গে প্রকট হৈল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥৮৬॥
ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥৮৭॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন ॥৮৮॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥৮৯॥
বল বল বলি' প্রভু কহেন বার বার।
না গায় স্বরূপ-গোসাঞি শ্রম দেখি' তাঁর ॥৯০॥
বল বল প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি'।
চৌদিকেতে সবে মিলি' করে হরিধ্বনি ॥৯১॥
রামানন্দ-রায় তবে প্রভুরে বসাইলা।
ব্যজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥৯২॥
প্রভুরে লৈয়া গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লৈয়া আইলা ঘরে ॥৯৩॥
ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ স্থান ॥৯৪॥
এই ত' কহিলু প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥৯৫॥
বিলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন লিখন ॥৯৬॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥
(স্তবমালা)

অনুবাদ—সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করতঃ প্রভু মুহুর্মুহু বৃন্দারণ্য স্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন; চঞ্চল রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গদেব 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্যদেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া তাহা করিয়ে সূচন ॥৯৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮২। সম্বিৎ—চিত্তস্থৈর্য্য-লাভ।

৮৭। ভাবোদয়—অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবের উদয়; ভাবসন্ধি—তুল্য অথবা পৃথক্ ভাবদ্বয়ের মিলন; ভাবশাবল্য—ভাব-সমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ। (অনুভাষ্য)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥৩॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥৪॥
তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি কহে আন ॥৫॥
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥৬॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' কহি' পাশক চালায় ॥৭॥
রঘুনাথ-দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥৮॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥৯॥
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব যত ছোট, বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লৈয়া তাঁর ঠাঞি যায় ॥১০॥
তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাইয়া ॥১১॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥১২॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লৈয়া।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥১৩॥
ভুঁইমালি-জাতি, বৈষ্ণব— ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লৈয়া তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥১৪॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥১৫॥
পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥১৬॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে।
ঝড়ু-ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ॥১৭॥
আমি—নীচজাতি, তুমি—অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন? ১৮॥
আজ্ঞা দেহ' ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লৈয়া দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥১৯॥
কালিদাস কহে—ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥২০॥
পবিত্র হইনু মুই পাইনু দরশন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥২১॥
এক বাঞ্ছা হয়—যদি কৃপা করি' কর।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥২২॥
ঠাকুর কহে—ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায়।
আমি—নীচজাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥২৩॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল।
শুনি' ঝড়ু-ঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥২৪॥

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১। প্রেমদীক্ষা—প্রেমোপদেশ। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)
৬। কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত স্বীয় ব্যবহারিক-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।
১০। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব—শ্রৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৩। শূদ্র-বৈষ্ণব—শ্রৌক্রশূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব।
১৪। ভুঁইমালী— হড্ডী (হাড়ি)-তুল্য জাতিবিশেষ।
২৫। মধ্য ১৯।৫০

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥২৬॥
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥২৭॥

শুনি' ঠাকুর কহে—শাস্ত্র এই সত্য কয়।
সেই নীচ নহে—যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥২৮॥
আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥২৯॥
তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু-ঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥৩০॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥৩১॥
সেই ধূলি লৈয়া কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাইয়া রহিলা ॥৩২॥
ঝড়ু-ঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥৩৩॥
কলার পাটুয়া-খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥৩৪॥
চুষি' চুষি' চোকা আঠি ফেলিলা পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥৩৫॥
আঠি-চোকা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইলা লইয়া ॥৩৬॥
সেই খোলা, আঠি, চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥৩৭॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥৩৮॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥৩৯॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জল-করঙ্গ লৈয়া গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥৪০॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ পাহাচ-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥৪১॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর-দরশনে ॥৪২॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পদজল যেন না লয় কোন জন ॥৪৩॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥৪৪॥
একদিন প্রভু তাহাঁ পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাহাঁ পাতিলেন হাতে ॥৪৫॥
এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥৪৬॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিলু তোমার ॥৪৭॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য-ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥৪৮॥
সেই গুণ লৈয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥৪৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

২৬। মধ্য ২০।৫৯
২৭। মধ্য ১১।১৯২
৩০। অনুব্রজি' আইলা—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলা।
৩৪। পাটুয়া-খোলা—পাতার ঠোঙ্গা; নিকাশিয়া—বাহির করিয়া।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪১। বাইশ 'পাহাচ'—উড়িয়াগণ সিঁড়ির এক এক ধাপকে পাহাচ বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ পাহাচ দিয়া উঠিতে হয়।

আড়ে—আড়ালে, অন্তরালে; গাড়ে—গর্ত্তে।

৪৯। গুরু-বৈষ্ণবে যাঁহার সুদৃঢ়বিশ্বাস থাকে, সর্ব্বজ্ঞ

বাইশ-পাহাচ-পাশে উপরে দক্ষিণ-দিকে।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥৫০॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়েন বারবার ॥৫১॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥৫২॥

অনুবাদ—প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক-নখ-ধারী নৃসিংহকে নমস্কার।

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৫৩॥
(নৃসিংহ-পুরাণ)

অনুবাদ—এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ—এবম্বিধ নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হই।

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥৫৪॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥৫৫॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥৫৬॥
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥৫৭॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥৫৮॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥৫৯॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল ॥৬০॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥৬১॥
তাতে বার বার কহি—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন ॥৬২॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥৬৩॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥৬৪॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা।
পুরীদাস-ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥৬৫॥
পুত্র সঙ্গে লৈয়া তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥৬৬॥
'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥৬৭॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥৬৮॥
প্রভু কহে—আমি নাম জগতে লওয়াইলু।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলু ॥৬৯॥
ইহারে নারিলু কৃষ্ণনাম কহাইতে!
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥৭০॥
তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ॥৭১॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥৭২॥
আর দিন কহেন প্রভু—পড়, পুরীদাস।
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥৭৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা করেনই। ভক্ত কালিদাসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫৫। ঠারে—ইসারায়, সঙ্কেতে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬০। তিন সাধনের বল—ভক্তের পদধূলিগ্রহণ, ভক্তের পদজলগ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃত গ্রহণ—এই তিনটীই সর্ব্ব সাধনের বলস্বরূপ।

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥৭৪॥

(কবিকর্ণপূরকৃত আর্য্যাশতকে ১ম শ্লোক)

অনুবাদ—যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সাত-বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥৭৫॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি-দেব যার নাহি পায় সীমা ॥৭৬॥
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারিমাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥৭৭॥
তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥৭৮॥
রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাদনুভবে—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥৭৯॥
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
সিংহদ্বারে দলুই আসি' করিল বন্দনে ॥৮০॥
তারে বলে—কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি' ধরে তার হাত ॥৮১॥
সেহ কহে—ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥৮২॥
তুমি মোর সখা, দেখাহ—কাহাঁ প্রাণনাথ ?
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥৮৩॥
সেহ বলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥৮৪॥
গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥৮৫॥

এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ-দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৮৬॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্মুগ্ধ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮৭॥

(স্তবাবলী)

অনুবাদ—হে সখে দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায় ? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র দেখাও—দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এইরূপ বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন। এবম্ভূত গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন।

হেনকালে গোপাল-বল্লভ- ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥৮৮॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লৈয়া প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন ॥৮৯॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥৯০॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥৯১॥
তার অল্প লৈয়া প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বাঁধিলা ॥৯২॥
কোটি-অমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৯৩॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥৯৪॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥৯৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮০। দলুই—দ্বারপাল।

৮৮। বল্লভভোগ—যাহাকে বাল্যভোগ বলে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৬। সুকৃতিলভ্য ফেলা-লব—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলভ্য কিঞ্চিৎ ফেলা অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ।

'সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব' বলেন বারবার।
ঈশ্বর-সেবক পুছে—কি অর্থ ইহার ? ৯৬॥
প্রভু কহে—এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ! ৯৭॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার ফেলা-নাম।
তার এক লব যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥৯৮॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥৯৯॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য।
সেই যাঁর হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥১০০॥
এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥১০১॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥১০২॥
বাহ্য-কৃত্য করেন প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥১০৩॥
সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা-কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১০৪॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥১০৫॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥১০৬॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥১০৭॥
প্রভু কহে—এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥১০৮॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥১০৯॥
সেই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ—সবার প্রতীত ॥১১০॥
আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥১১১॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥১১২॥
অলৌকিক গন্ধ-স্বাদ অন্য-বিস্মারণ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥১১৩॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥১১৪॥
হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সবার মন ॥১১৫॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৬॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥
(ভাঃ ১০।৩১।১৪)

অনুবাদ—হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোক-নাশন, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগ-বিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দাও।

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৮॥

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর রসালিতৃষ্ণাহর
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য ফেলা-লবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্ ॥
(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—হে সখি, যাঁহার অধরামৃত ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রসসমূহের তৃষ্ণাহরণকারী, যাঁহার ফেলাকণ—সুকৃতিলভ্য, সুধাজয়কারিণী পর্ণবীটিকা-চর্ব্বণ-শীল সেই মদনমোহন ফেলা দ্বারা আমার লৌল্য বর্দ্ধন করিতেছেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১০০। যাহা দ্বারা কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়, তাহাকে (ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি বলে।

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥১২০॥

তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥১২১॥

নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥১২২॥

আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥১২৩॥

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥১২৪॥

বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হৈয়া, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান।
ওহে, শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥১২৫॥

তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু কর আসি' পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখো তৃণের সমান ॥১২৬॥

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি', রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥১২৭॥

নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লৈয়া যায়।
আনি' করায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায় ॥১২৮॥

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি' কাঁদিতে নাই ॥১২৯॥

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ-ফেলা ॥১৩০॥

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতে তার লব পায় ॥১৩১॥

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত-সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥১৩২॥

এসব তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত দান ॥১৩৩॥

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল।
ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥১৩৪॥

পরমদুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥১৩৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১৩২। আলবাটী—পিকদানী।

যোগ্য হৈয়া কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥১৩৬॥
অযোগ্য হৈয়া তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥১৩৭॥
তাতে জানি—কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥১৩৮॥
কহ রাম-রায়, কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥১৩৯॥

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥১৪০॥
(ভাঃ ১০।২১।৯)

অনুবাদ—হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্যব্যক্তিগণ যেরূপ কোন ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে সকল নদীর জলে পুষ্ট হইয়াছে, সেই সকল নদী হৃষ্ট হইতেছে এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥১৪১॥

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥১৪২॥

গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থ, কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ১৪৩॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষজাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥১৪৪॥
যার ধন, না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥১৪৫॥
মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু-ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥১৪৬॥
এ ত' নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥১৪৭॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকসিত,
মধু মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুরে মানি' নিজ-জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥১৪৮॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা যোগ্যা নারী।
যা না পাঞা দুখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সইতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥১৪৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৪। মুধা—মিথ্যা, নগণ্য।
সে কৈল অমৃতমুধা—সে অমৃতকেও মিথ্যা, নগণ্য বা তুচ্ছ করিয়াছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা, ইঁহারা পুণ্য-তোয়া নদী বলিয়া মহাজন।
১৪৮। মধু-মিষে—মধুধারাচ্ছলে।

এতেক বিলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ-রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥১৫০॥

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥১৫১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥৩॥
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৪॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥৫॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥৬॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥৭॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥৮॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
সবরাত্রি করেন প্রভু উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥৯॥
আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা প্রয়াণ ॥১০॥
তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হৈয়া ॥১১॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভীগণ।
তাহাঁ যাই' পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥১২॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥১৩॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥১৪॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥১৫॥
পেটের ভিতর হস্তপদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥১৬॥
অচেতন পড়ি আছে— যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥১৭॥
গাভীসব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ ॥১৮॥
অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥১৯॥

উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥২০॥
চেতন হইলে হস্ত-পদ বাহিরে আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥২১॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি।
স্বরূপে কহেন—তুমি আমা আনিলা কতি ?২২॥
বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৩॥
সঙ্কেত-বেণু-নাদে রাধা গেলা কুঞ্জ-ঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥২৪॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥২৫॥
গোপীগণ-সহ বিহার, হাস, পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥২৬॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি'।
আমা ইহাঁ লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥২৭॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥২৮॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদগদ-বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসামৃত শুনি ॥২৯॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥৩০॥

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৩১॥

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥৩২॥
হৈলা গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মধুর-হাস্য-বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি'
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥৩৩॥
নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি' আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয় ?৩৪॥
কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারী-মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥৩৫॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' পতিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হৈয়া ধর্ম্ম শিখাও ! ৩৬॥
অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥৩৭॥
বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥৩৮॥
এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩১। মধ্য ২৪।৫২ দ্রষ্টব্য।
৩৮। শিঞ্জিত—ধ্বনি।

রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥৩৯॥

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ,
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥
(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—হে সখি, যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।

পুনর্যথা রাগ—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥৪১॥
কহ, সখি, কি করি উপায়?

কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥৪২॥

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কণ-ধ্বনি চটকে লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি' রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥৪৩॥

সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ, অর্থ—দুই শক্তি, নানা-রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম্ম-বিভূষিত ॥৪৪॥

সে অমৃতের এক-কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥৪৫॥

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি'
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হৈয়া কৃষ্ণ-পাশে ধায় ॥৪৬॥

যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥৪৭॥

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥৪৮॥

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানা-ভাবে হইল মিলন ॥৪৯॥

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলা-শুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥৫০॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ॥
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥৫১॥
(কৃষ্ণকর্ণামৃতে)

অনুবাদ—হায়, আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার আশায় যাহা করিয়াছি সেই পর্য্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ভাল কথা বল। তিনিই আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, অতএব তাঁহার কথা কিরূপেই বা ছাড়িব? সেই মধুর-হাস্য-মূর্ত্তি মনোনয়নোৎসবস্বরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্যভাবময়ী তৃষ্ণা সর্ব্বদা বাড়িতেছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—৫০। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায় ? ৫২॥

হাহা সখি, কি করি উপায় !
ক্যা করোঁ, কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥৫৩॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥৫৪॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি' দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণ-বিস্মরণ ॥৫৫॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীরে কহে হৈয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥৫৬॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥৫৭॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় কৈল নিজ-রাজ্য মনে।
মনে হইল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥৫৮॥
মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥৫৯॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর !
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর ॥৬০॥
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই,
এত কহি' চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজ স্থানে বসাইলা লইয়া ॥৬১॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥৬২॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি-দিনে !
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥৬৩॥
এক দিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥৬৪॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ?
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥৬৫॥
ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম-চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥৬৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৪। পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি—পিঙ্গলা-বেশ্যা যে বলিয়াছিল, "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে ভাবোদয় করাইয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

৫৭। কাম—কামদেব।

৫৯। বাম-দীন—বামভাবপ্রযুক্ত দীন।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥৬৭॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনে অন্য ॥৬৮॥
সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥৬৯॥
এই ত' কহিলু প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥৭০॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭১॥

অনুদঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূত্বৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭২॥
(স্তবাবলী)

অনুবাদ—বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটি প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী গাভীদিগের মধ্যে নিপতিত, কৃষ্ণবিরহে কূর্ম্মাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৭৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সমুদ্র দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহ-তাপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে স্বরূপাদি নিজ-অন্তরঙ্গগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন নিজ-লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥৩॥
শরৎকালের রাত্রি, শরৎ চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লৈয়া বেড়ান রাত্রিসকল ॥৪॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেণ কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥৫॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥৬॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু পড়ি' যায় ॥৭॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥৮॥
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥৯॥
সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি-বিস্তার ॥১০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য—১। মূর্চ্ছালঃ—মূর্চ্ছিত ইত্যমরঃ। (শব্দকল্পদ্রুম)

দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে।
অতি বাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থে না কৈলু লিখনে ॥১১॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার, প্রলাপ-বর্ণন ॥১২॥
সহস্র-বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥১৩॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥১৪॥
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার!
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর? ১৫॥
ভক্ত-প্রেমার যে দশা, যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥১৬॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥১৭॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥১৮॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চাঁদ ধরিতে চাহে, যেন হৈয়া বামন ॥১৯॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু-জলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥২০॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তার পাইবেক অন্ত? ২১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥২২॥
জীব হৈয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥২৩॥

এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥২৪॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ধাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২৫॥
(ভাঃ ১০।৩৩।২২)

অনুবাদ—গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় অলিগণের দ্বারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত হইয়া শ্রম অপনোদন করিবার আশায় জলে প্রবেশ করিলেন। রাস-সময়ে গোপীর কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত মালা তাঁহাদের অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা মর্দ্দিত হইয়াছিল।

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥২৬॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥২৭॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধু-জলে ঝাঁপ দিলা ॥২৮॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥২৯॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট? ৩০॥
কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লৈয়া যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লৈয়া যায় ॥৩১॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥৩২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৮। প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণী রাসক্ষেত্রে কৃষ্ণকে নাচান, ভক্তগণকে নাচান এবং নিজেও নাচেন।
৩১। কোণার্ক—অর্কতীর্থ, যাহাকে আজকাল কোণারক বলে।

ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাঁহা গেলা প্রভু?' কহে চমকিত হৈয়া ॥৩৩॥
মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥৩৪॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা? ৩৫॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্ব্বতে গেলা কিবা কোণার্কেরে? ৩৬॥
এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লৈয়া ॥৩৭॥
চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু—নিশ্চয় করিল ॥৩৮॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কারো মনে নাহি আন ॥৩৯॥

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥৪০॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে)

অনুবাদ—বন্ধু-হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥৪১॥
পূর্ব্ব-দিশায় চলে স্বরূপ লৈয়া কতজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥৪২॥
বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক চেতন।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥৪৩॥
দেখেন, এক জালিয়া আইসে কাঁধে জাল করি।
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় বলে 'হরি' 'হরি' ॥৪৪॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥৪৫॥
কহ, জালিয়া, এই দিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে—কহ ত' কারণ? ৪৬॥
জালিয়া কহে—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥৪৭॥
বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলু যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥৪৮॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥৪৯॥
ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ-বাণী, রোম উঠিল সকল ॥৫০॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় ॥৫১॥
শরীর দীঘল তার— হাত পাঁচ-সাত।
এক এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥৫২॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়-বড়ে।
তাহা দেখি' প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে ॥৫৩॥
মড়া-রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ-গোঁ করে, কভু হয় অচেতন ॥৫৪॥
সাক্ষাৎ দেখেছোঁ—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥৫৫॥
সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥৫৬॥
একা রাত্রে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে ॥৫৭॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥৫৮॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥৫৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪১। চিরায়ু-পর্ব্বত—চটক-পর্ব্বত।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৫৫। জীবে—বাঁচিবে।

এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥৬০॥
আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥৬১॥
তিন চাপড় মারি' কহে—ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি' সুস্থির করিল ॥৬২॥
একে প্রেম, আরে ভয়—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল—সে হৈল কিছু ধীর ॥৬৩॥
স্বরূপ কহে—যাঁরে তুমি কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে, তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥৬৪॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥৬৫॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥৬৬॥
এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥৬৭॥
জালিয়া কহে—প্রভুরে দেখেছি বারবার।
তেঁহো নহে, এই অতিবিকৃত আকার ॥৬৮॥
স্বরূপ কহে—তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতিদীর্ঘাকার ॥৬৯॥
শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল।
সবা লৈয়া গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥৭০॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥৭১॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম্ম নট্‌কায়।
দূর পথ উঠাঞা ঘরে আনা নাহি যায় ॥৭২॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াইয়া ॥৭৩॥
সবে মিলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥৭৪॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥৭৫॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে।
অর্দ্ধবাহ্যে ইতি-উতি করেন দরশনে ॥৭৬॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর ॥৭৭॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান।
সেই দশা কহেন ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥৭৮॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥৭৯॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৮০॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে একত্র মিলি'।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥৮১॥
তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥৮২॥
পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র-পরিধান।
কৃষ্ণ লৈয়া কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥৮৩॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি' নিজ সঙ্গে ॥৮৪॥
আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার।
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥৮৫॥

বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥৮৬॥

প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥৮৭॥

সহস্র-করে জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র-পাদ নিকট গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীনর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥৮৮॥

কৃষ্ণ রাধা লৈয়া বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন-জলে,
ছাড়িলা তাহাঁ, যাহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরি,
গজোদ্ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥৮৯॥

যত গোপ-সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥৯০॥

পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি করিল ॥৯১॥

কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ-বপু জলে পশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥৯২॥

এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥৯৩॥

যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ ॥৯৪॥

চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥৯৫॥

উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুটি' নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি' দুঁহার রণ ॥৯৬॥

পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহাঁ দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥৯৭॥

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল—এ বড় চিত্র,
এই বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥৯৮॥

অতিশয়োক্তি, বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥৯৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮৭। রদ—দন্ত।

৯৪। হেমাব্জ—গোপী; নীলাব্জ—কৃষ্ণ; সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া উভয়ের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লৈয়া সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল-মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥১০০॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন।
বৃন্দা-কৃত সস্তার, গন্ধপুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥১০১॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥১০২॥
উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥১০৩॥
এক নারিকেল নানা-জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধ প্রকার।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সান্তারা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥১০৪॥
খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব-প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি লেখা যায় কত? ১০৫॥
গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপুরী, অমৃতি, পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি' আনি ॥১০৬॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈলা বন্য ভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥১০৭॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥১০৮॥
হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি,
তুমি-সব ইহাঁ লৈয়া আইলা।
কাহাঁ যমুনা, বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা! ১০৯॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥১১০॥
ইহাঁ কেনে তোমরা আমারে লৈয়া আইলা?
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥১১১॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি' এতদূর আইলা! ১১২॥
এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥১১৩॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইলু আসিয়া ॥১১৪॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি' সবে মনে পায় পীড়া ॥১১৫॥
কৃষ্ণনাম লইতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হইল।
তা'তে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা ত' শুনিল ॥১১৬॥
প্রভু কহে—স্বপ্ন দেখি' গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ-সনে ॥১১৭॥
জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলু, হেন লয় মনে ॥১১৮॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভুরে লৈয়া ঘর আইলা আনন্দিত হৈয়া ॥১১৯॥

এই ত' কহিলু প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥১২০॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সমুদ্রপতনং নাম
অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা—ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি মাতৃভক্তশিরোমণি এবং প্রলাপ করিতে করিতে গৃহভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেম-লালসা-প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভরূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥৩॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥৪॥
প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥৫॥
নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥৬॥
কহিহ তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি' আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥৭॥
যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে-দিনে আসি' অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥৮॥
তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলু সন্ন্যাস।
বাউল হৈয়া আমি কৈলু ধর্ম্মনাশ ॥৯॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥১০॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥১১॥
গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥১২॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতারে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে ॥১৩॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥১৪॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥১৫॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥১৬॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥১৭॥
তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৮॥
প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥১৯॥
বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল ॥২০॥

বাউলকে কহিহ—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥২১॥
এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥২২॥
তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি' মৌন ধরিলা ॥২৩॥
জানিয়াও স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুরে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥২৪॥
প্রভু কহেন—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥২৫॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥২৬॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥২৭॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥২৮॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥২৯॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥৩০॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥৩১॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা-দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥৩২॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥৩৩॥

পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥৩৪॥

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বতহন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥৩৫॥

অনুবাদ—হে সখি! সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই বা কোথায়? সেই মন্দ্রমুরলীধর কৃষ্ণই বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামকান্তি কৃষ্ণ কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? আমার জীবনরক্ষার ঔষধিস্বরূপ শ্যামই বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।

ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥৩৬॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥৩৭॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥৩৮॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥৩৯॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৩৬। নন্দের কুল ক্ষীরসমুদ্রসদৃশ, তাহাতে পূর্ণচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। যে ব্রজজনের নয়নচকোর-প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত নিরন্তর পান করে, সেই জীবিত থাকে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

উজোর—আলোকিত (উজ্জ্বল)।

৩৮। কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমুদিনীরূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজকরামৃত অর্থাৎ কিরণামৃত দিয়া।

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঠা।
নারী-মনে পশি' যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥৪০॥

জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীল-সম কান্তি,
সে-কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার-রসসার ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানি',
জানি' বিধি নিরমিলা তায় ॥৪১॥

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥৪২॥

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন! ৪৩॥

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥৪৪॥

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৪৫॥

(ভাঃ ১০।৩৯।১৯)

অনুবাদ—হে বিধাতঃ! তোমার দয়া নাই! মৈত্রী ও প্রণয়-দ্বারা জীবগণকে সংযোগ করতঃ অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দাও। তোমার এইরূপ চেষ্টাকে শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে।

না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা—বালক-সমান।
তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥৪৬॥

অরে বিধি! তুই বড়ই নিষ্ঠুর।
অন্যোন্য দুর্ল্লভজন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর? ৪৭॥

অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন.
নেত্র মন লোভাইলি মোর।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি' নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥৪৮॥

অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥৪৯॥

আপনার কর্ম্ম-দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইল নিষ্ঠুর! ৫০॥

সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥৫১॥

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪০। তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা—কৃষ্ণতনুকে সেয়াকুলের কাঁটার সহিত তুলনা করা যায়; তাহার মর্ম্ম এই যে তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪১। ছানি'—নিংড়াইয়া।

৪২। নবাম্বুদ—নবীন মেঘ।

যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥৫২॥
এইমত গৌর-রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হাহা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি ?
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে,
গোবিন্দ-দামোদর-মাধবেতি ॥৫৩॥
তবে স্বরূপ-রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫৪॥
এইমত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুরে শোয়াইল ॥৫৫॥
প্রভুরে শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥৫৬॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর-গর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি' করেন জাগরণ ॥৫৭॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘসিতে লাগিলা ॥৫৮॥
মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥৫৯॥
সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ-গোঁ-শব্দ করেন, স্বরূপ শুনিলা তখন ॥৬০॥
দীপ জ্বালি' ঘরে গেলা দেখি' প্রভুর মুখ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥৬১॥
প্রভুরে শয্যাতে আনি' সুস্থির করাইলা।
কাঁহে কৈলা এই তুমি ?—স্বরূপ পুছিলা ॥৬২॥
প্রভু কহেন—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি' ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ॥৬৩॥
দ্বার নাহি' পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥৬৪॥
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে, যেই বলে—সব উন্মাদ-লক্ষণ ॥৬৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লৈয়া বিচার কৈল আর দিনে ॥৬৬॥
সব ভক্ত মিলি' তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥৬৭॥
প্রভু-পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥৬৮॥
প্রভু-পাদোপাধান বলি' তাঁর নাম হইল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥৬৯॥

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষশ্চরণোপাধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥৭০॥
(ভাঃ ৩।১৩।৫)

অনুবাদ—কৃষ্ণের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়-মুনি ভগবৎ-কথায় আনন্দবশতঃ রোমাঞ্চিত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥৭১॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি' আপন-কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥৭২॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি জাগরণ ॥৭৩॥
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥৭৪॥
এ লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ-দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭৫॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৭২। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত-শরীরে।

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৬॥

(স্তবাবলী)

অনুবাদ—নিজের প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥৭৭॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥৭৮॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥৭৯॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥৮০॥
পুষ্পগন্ধ লৈয়া বহে মলয়-পবন।
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥৮১॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥৮২॥
ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্ত প্রধান।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥৮৩॥
"ললিত-লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥৮৪॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥৮৫॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥৮৬॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হৈয়া ॥৮৭॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥৮৮॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥৮৯॥
কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥৯০॥

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে)

অনুবাদ—যিনি মৃগমদজয়ী সুগন্ধে স্ত্রীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তার করেন এবং যিনি মৃগনাভি-কর্পূরচন্দন-অগুরু-সুগন্ধদ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥৯২॥

সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসাতে পশে, সর্ব্বকাল তাহাঁ বসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লৈয়া যায় ॥৯৩॥

নেত্র-নাভি-বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর-লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥৯৪॥

হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, মিলি' তা'র গন্ধ সঙ্গে,
কামদেবের মন করে চুরি ॥৯৫॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥৯৬॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিউ পিউ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥৯৭॥
মদনমোহন-নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায়।
বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥৯৮॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥৯৯॥
স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥১০০॥
মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্যনৃত্য।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥১০১॥
এইমত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥১০২॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥১০৩॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥১০৪॥
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥১০৫॥
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা, প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥১০৬॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥১০৭॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥১০৮॥
মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥১০৯॥
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥১১০॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য-নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥১১১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিরহ-প্রলাপ-মুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৯৫। চর্চ্চা—লেপন।
১০৫। মধ্য ২৩।৩৬ দ্রষ্টব্য।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥১॥

অনুবাদ—ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি-মিশ্রিত বিলাপ নিষেবণ করেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচল।
রজনী-দিবস কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল ॥৩॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন-সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥৪॥
নানা-ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ।
দৈন্যোদ্বেগাদি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥৫॥
সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লৈয়া ॥৬॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥৭॥
হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥৮॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৯॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০॥

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥১১॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১২॥

অনুবাদ—চিত্ত-দর্পণ-মার্জ্জনকারী, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-দানকারী, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনপ্রদাতা এবং সর্ব্বাত্মা-শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৮-৯। কলিকালে হরিনামসংকীর্ত্তনই নিত্যমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, অদ্বিতীয় সাধন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কলৌ কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণারাধনা। যাঁহারা কলিকালে নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করেন, সেই সুমেধাগণই কৃষ্ণকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।

১০। আদি ৩।৭৭ দ্রষ্টব্য।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্—অঙ্গেতি শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি— ভগবন্নামানি, পার্ষদাঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদয়ঃ তৈঃ সহিতম্।

(শ্রীবলদেবটীকা)

১১। শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা যাবতীয় অনর্থ, সংসার ও অমঙ্গল নাশ হয়, সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হয় এবং কৃষ্ণে প্রেম বা প্রীতিও হইয়া থাকে।

১২-১৭। চেতোদর্পণমার্জ্জনং—চিত্তদর্পণং মার্জ্জয়তি অর্থাৎ চিত্তকে নির্ম্মল বা শুদ্ধ করে।

ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—সংসার-মহাদাবাগ্নিং নির্ব্বাপয়তি অর্থাৎ পাপ ও সংসার নাশ করে।

নির্ব্বাপণং—নাশনং। নির্ব্বাপণং নাশনে স্যাৎ ইতি শব্দরত্নাকরঃ।

শ্রেয়ঃ - কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং—শ্রেয়ঃ - কৈরবচন্দ্রিকাং বিতরতি অর্থাৎ সাধনভক্তি বা শুদ্ধভক্তি দান করে।

শ্রেয়ঃ অর্থে ভক্তি।

বিদ্যাবধূজীবনং—বিদ্যাবধূং জীবয়তি—বিদ্যাবধূ বা ভক্তিবধূকে জীবন দান করে অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধি—প্রেমভক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি হয়।

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥১৩॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥১৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

'অধিকার-বিচারে ইহার আর একটী গূঢ় অর্থ এই যে—যাঁহারা বধূত্বময়ী ভক্তি যাজন করেন অর্থাৎ মধুররসে গোপীভাবে কৃষ্ণভজন করেন, শ্রীনামের কৃপায় তাঁহাদের গোপীদেহ প্রকাশিত হয়।'

(শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত সন্মোদনভাষ্য)

বিদ্যা অর্থে ভক্তি। শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং—আনন্দাম্বুধিং বর্দ্ধয়তি অর্থাৎ পরমানন্দ-প্রাপ্তি হয়।

প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং—পদে পদে পূর্ণামৃতং আস্বাদয়তি অর্থাৎ প্রেমামৃত আস্বাদন করায়।

পূর্ণামৃত বলিতে প্রেমামৃত কিন্তু স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত অপূর্ণ অমৃত। প্রেমামৃতই পূর্ণামৃত।

স্বদ্ ধাতু হইল আত্মনেপদী কিন্তু ণিচ্ প্রত্যয় করিলে ঐ ধাতু পরস্মৈপদী হইয়া যায়। তাই আস্বাদন করায়—এই অর্থেই আ পূর্ব্বক স্বদ্ ধাতু 'আস্বাদয়তি' হয়।

পূর্ণামৃতাস্বাদনং—পূর্ণামৃতং আস্বাদয়তি অর্থাৎ পূর্ণামৃত বা প্রেমামৃত আস্বাদন করায়।

সর্ব্বাত্মস্নপনং—সর্ব্বাত্মানং স্নপয়তি।

পরং—পরমেশ্বরম্। (ভাঃ ১।১।১ শ্রীধরটীকা ও শ্রীজীবটীকা)।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিজয়তে—বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং—চিত্তশুদ্ধি।

ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—পাপ-সংসার-নাশন।

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং—সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম।

বিদ্যাবধূজীবনম্—কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম বা স্বরূপসিদ্ধি।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং ও পূর্ণামৃতাস্বাদনং—পরমানন্দে প্রেমামৃত আস্বাদন।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সর্ব্বাত্মস্নপনং—কৃষ্ণপ্রাপ্তি (বস্তুসিদ্ধি), সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন দ্বারা পাপ, অনর্থ ও মহাদাবাগ্নি-সদৃশ সংসার নাশ হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়। যেমন ঔষধ-সেবনে প্রথমে রোগমুক্তি, তৎপরে স্বাস্থ্য ও সুখ লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রীনামকীর্ত্তনে পাপ ও সংসার হইতে নিষ্কৃতি, চিত্ত-শুদ্ধি ও শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

হরিনাম করিতে করিতে সাধুগুরু-কৃপায় অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি বা সাধনভক্তির উদয় হয়। তখন শ্রীনামের কৃপায় কাহারও বৈধী সাধনভক্তি, আবার কাহারও রাগ-ভক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তৎপরে প্রেমভক্তি হয়।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপায় সাধকের স্বরূপসিদ্ধি ও প্রেমলাভ হওয়ার জন্য পরমানন্দ লাভ হয়। তখন তাঁহারা পরমানন্দে প্রেমামৃত আস্বাদন করিতে থাকেন। প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামামৃত আস্বাদন করিতে করিতে তাঁহাদের সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয় অর্থাৎ তাঁহারা অপ্রকটের পর কোন ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রকট ভৌম-ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করতঃ সেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

যে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ফলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি, চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধভক্তি, প্রেমভক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি হয় এবং বস্তুসিদ্ধি অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বতো-ভাবে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য, উপাস্য ও উপাসনা, ভগবান্ ও ভক্তি যুগপৎ। এইজন্য এই সাধনশিরোমণির সহিত অন্য কোন সাধনের তুলনা হয় না।

শ্রী + কৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যুগলিত-কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ বা হরেকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য ও

উঠিল বিষাদ, দৈন্য পড়ে আপন-শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥১৫॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥১৬॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! জগদ্বাসী জীবগণ বিভিন্ন ভগবদবতারের উপাসক বলিয়া তুমি কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ, গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছ। সর্ব্বশক্তিমান্ সেই শ্রীনামের কীর্ত্তনে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এত তোমার অপার কৃপা! কিন্তু তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ তোমার নামে আমার অনুরাগ হইল না, ইহাই দুঃখ!

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। শ্রীরত্ন রাধা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব-জগৎ নিস্তার ॥
(চৈঃ চঃ)

প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে আমরা পাই—

উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥
(চৈঃ চঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর সেই সেবা-শ্রী প্রদানের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই কৃপা ও সেবা লাভ হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রশ্ন—শ্রীনামসংকীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম-প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্ব-শক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্ব্বসাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হ'য়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কৃপা পূর্ব্বক আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হ'লে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তি-পথের সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্য-বস্তুও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্ব-প্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবাদ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হবে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করাতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হ'য়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ ক'রে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহা-যজ্ঞ ও মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্-বিষয়ের পরিপূর্ণতা।

কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ত' বটেই, পরন্তু ইহাই একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন। কলিকালে হরিনামকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর

অনেক-লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥১৭॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥১৮॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সাধন-ভজন কিছু নাই—নাই—নাই। এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হ'তে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।

শাস্ত্র বলেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

যিনি নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়। তবে একটা কথা—যিনি নামকীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহার শ্রবণ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি। শ্রীনামভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সাধু-সঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। মুক্তকুলেরও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জান্‌তে হ'বে।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন—সাধন-সম্রাট্। সর্ব্বার্থসিদ্ধি-লাভের একমাত্র অব্যর্থ সাধন—বৈকুণ্ঠনামকীর্ত্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্চ্চনশিক্ষার কথা বলেন নাই, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামভজনের কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। অন্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই তাহা করণীয়। 'যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।'

শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীনাম সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণনাম নন্দের নন্দন, যশোদার দুলাল। শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম অন্তর্যামী—সর্ব্বজ্ঞ। নামরূপী কৃষ্ণ সরল-হৃদয়ে, চিন্ময়-নয়নে, সেবোন্মুখ-জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ-কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ও সংসারবন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্ভক্ত-গণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে তিনি তাহাতে উদিত হন। শ্রীকৃষ্ণনাম—পুরুষোত্তম-বস্তু। শ্রীনাম—লীলা-পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণনাম পরমপুরুষ—পরমেশ্বর-বস্তু। শ্রীনাম স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র। শ্রীনাম জগদীশ্বর—বিশ্বের নিয়ামক, পালক ও রক্ষক। যতই বাধা-বিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীনাম অশেষ-বাধা-বিঘ্নহর। হৃদয়ে যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণে হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নামোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্ম-জন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি থাকার দরুণ শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না বটে কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ-প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্ব সুবিধা আছে, সকল-আনন্দ আছে। কৃষ্ণনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণ-জ্ঞানময়।

নির্গুণ হৃদয়ে নির্গুণ কৃষ্ণনাম উদিত হইয়া থাকেন। সগুণ হৃদয়ে কৃষ্ণনাম উদিত হন না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেই প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না। (প্রভুপাদ)

সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব—নামে নাহি অনুরাগ! ১৯॥

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥২০॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণনাম কি বস্তু?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণনাম পরমেশ্বর বস্তু। তিনি শ্যামসুন্দর, রাধাসুন্দর, নন্দসুন্দর, ভুবনসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। সুন্দরাদপি সুন্দর পরমসুন্দর কৃষ্ণনামের সবই সুন্দর।

কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণনাম বৃন্দাবননাথ, রাধানাথ, গোপীনাথ ও রাসবিহারী।

কৃষ্ণনাম অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও অখিলরসামৃতসিন্ধু। কৃষ্ণনাম অখিলরসসাগর, পরম-পরমানন্দবিগ্রহ।

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণনাম অনাদি এবং রাম-নারায়ণ প্রভৃতি সকল ভগবন্নামের আদি বা মূল। কৃষ্ণনাম অবতারী এবং অন্যান্য নাম তাঁহার অবতার বা অংশ।

কৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং। কৃষ্ণনাম স্বয়ং-ভগবান্, স্বয়ংরূপ-ভগবান্ ও মূল-ভগবান্। তিনিই গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কৃষ্ণনাম পরম স্বাধীন ও **Unrestricted God.** তিনি কাহারও অধীন বা শাস্ত্রাধীন নহেন। শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র মহামন্ত্র বা কৃষ্ণনামই ছিলেন। শাস্ত্র যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, সেই পরাৎ-পর বস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণনামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন?

উত্তর—পদ্মপুরাণ বলেন—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাদিকম্ ফলম্।
তাদৃঙ্ নামসহস্রেভ্যো রামনাম পরং মতম্॥
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

চারিটী বেদ পাঠ করিলে যে ফল হয়, বিষ্ণুনাম একবার উচ্চারণ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

বিষ্ণুর সহস্র-নাম পাঠ করিলে যে ফল হয়, রাম-নাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

বিষ্ণুর সহস্র-নাম তিনবার পাঠ করিলে অথবা রাম-নাম তিনবার উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল লাভ হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

কৃষ্ণনাম্নঃ পরং নাম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং নাম কৃষ্ণেতি বৈদিকা বিদুঃ॥

ভগবানের যত নাম আছে তাহার মধ্যে কৃষ্ণনাম সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠনাম আর কিছু নাই বা হইতে পারে না।

ক্রমসন্দীপিকা-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মম নামশতেনৈব রাধানাম সকৃৎ সমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং নো জানে তস্য কিং ফলম্॥

কৃষ্ণনাম একশত বার উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, রাধানাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি রাধাকে সতত চিন্তা করেন, তাহার ফল বর্ণনাতীত।

এখন প্রশ্ন—রাধাকৃষ্ণনামজপের কি ফল?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থা কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥
(গর্গসংহিতা)

প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণনাম জপ করিলে মহাপুণ্য হয়, অর্থলাভ হয়, নানাপ্রকার বিষয়সুখ লাভ হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, ভক্তি হয়, প্রেম

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥২১॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম ॥২২॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
সুখেন প্রেমসম্পত্তিং লভতে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ ॥

রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং শীঘ্র অনায়াসে প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

রাধাকৃষ্ণ-মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভক্তি-মুক্তিদম্।
অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ ॥

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণনাম জপ করেন, অন্তিমসময়ে রাধা-কৃষ্ণের চিন্তা হওয়ায় তাঁহারা দেহত্যাগের পর গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—হরিনামসংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন—

কলিযুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২) ব'লেছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

শ্রীহরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না। এজন্য কলিতে মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিনাম-কীর্ত্তনই সেই মহাধ্যান। কৃতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে স্বল্প-ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না। এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতায়

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিকালে মহাযজ্ঞ হরিনাম-সংকীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'লো। তাই কলিতে মহার্চ্চন-বিধি। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সেই মহার্চ্চন।

সমস্ত চিকিৎসায় হতাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইতে দেয়—তা'তে খুব শক্তি আছে ব'লে, সেরূপ কলিকালে জীবের চরম দুর্দ্দশা দেখে শ্রীনামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—শ্রীনামে সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। (প্রভুপাদ)

বৃহদ্-নারদীয়-পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥
নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব প্রভুও বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্রমেব নামসংকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্।

জগদ্‌গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থের টীকায় বলিয়াছেন—যে সব মহাভাগ্যবান্ সজ্জন শ্রীকৃষ্ণের পরম-মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধার দাস্য লালসা করেন অর্থাৎ আমি শ্রীরাধার দাসী হইব—এই অভিলাষ করেন, শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই এই পরম-মহাফললাভের মহা-অসাধারণ-সাধন ও পরম-মহা-সাধন।

১৬। স্মরণে—কীর্ত্তনে। স্মৃ ধাতুর অর্থ স্মরণ ও কীর্ত্তন দুইই হয়। স্মৃ ধাতু—To call upon the Name of a Deity অর্থাৎ ভগবান্‌কে নাম ধরিয়া ডাকা।

(সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান)

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥২৩॥

যেই যে মাগয়ে, তা'রে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥২৪॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

এখানে স্মরণ অর্থে কীর্ত্তন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার অর্থে 'খাইতে শুইতে যথা তথা **নাম লয়**' বলিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিক্ষাষ্টকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্লোকে নামকীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে স্মরণ অর্থে কীর্ত্তনই সমীচীন ও সুসঙ্গত।

১৭। এ জগতের লোকগণ বিভিন্ন অবতারের উপাসক বলিয়া ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, মধুসূদন প্রভৃতি বহু নাম প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮। ভোজনে, শয়নে, জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ই। এই নামগ্রহণে শুচি-অশুচি, দেশ-কালাদিরও কোন নিয়ম নাই। তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ এই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবন্নামে আমার রুচি বা প্রীতি হইল না, ইহাই দুঃখ!

সর্ব্বসিদ্ধি অর্থে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। সর্ব্ব অর্থে কৃষ্ণ।

(অভিধান)

১৯। **প্রশ্ন**—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ'—মহাপ্রভুর এই বাক্যের অর্থ কি?

উত্তর—কৃষ্ণনাম—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং। পরমেশ্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণই অবতার সকলের মূল। কৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। এজন্য কৃষ্ণনাম অবতারী, অন্যান্য ভগবন্নাম তাঁহার অবতার বা অংশ। পূর্ণতম-ভগবান্ ও স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের যে শক্তি, অন্যান্য ভগবদবতারের সেই শক্তি থাকা সম্ভব নয়। এইজন্য ভগবত্তত্ত্বে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ শব্দের প্রয়োগ। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু বলিয়া কৃষ্ণের যে শক্তি, কৃষ্ণনামেরও সেই শক্তি, রামের যে শক্তি, রামনামেরও সেই শক্তি, নারায়ণের যে শক্তি, নারায়ণনামেরও সেই শক্তি—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

ভগবন্নাম পরমশক্তিশালী, অসীম-শক্তিবিশিষ্ট ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও শ্রীনামের শক্তি আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য এবং আমাদের উৎসাহ, দৃঢ়তা ও বিশ্বাস বর্দ্ধনার্থ মহাপ্রভুর এই প্রকার উক্তি।

২১। আদি ১৭।৩১ দ্রষ্টব্য।

২২-২৪। যিনি হরিনামসংকীর্ত্তন করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন নীচ বা অধম হইতে পারেন না। এইজন্যই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এখানে নীচ না বলিয়া সুনীচ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

হরিনামাশ্রিত ভক্ত সাধুগুরুকৃপায় নিজেকে শ্রীনামের সেবক বা পদধূলি ও নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কিঙ্কর বা পদরেণু বলিয়াই জানেন। কৃপাভিখারী ও সেবাপ্রার্থী হরিনামকীর্ত্তনকারী ভক্ত উত্তম হইয়াও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন মনে করেন। অপ্রাকৃত দাস-অভিমান যাঁহার আছে, জড় অভিমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া তিনি উত্তম হইয়াও দৈন্য-ভূষিত—'আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে' এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই দৈন্য স্বাভাবিক।

যিনি হরিনাম করেন, তিনি বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন ও নিরপেক্ষ অর্থাৎ পরাপেক্ষা-রহিত। তিনি নামরূপী ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া তাঁহার এই সৌভাগ্য। তিনি দয়ালু বলিয়া হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ সজ্জনগণকে শ্রীনামে আকৃষ্ট করিবার জন্য সতত যত্নপর।

প্রশ্ন—দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম—ইহার অর্থ কি?

উত্তর—প্রথম প্রকার সহিষ্ণুতা এইরূপ—বৃক্ষকে কাটিলেও বৃক্ষ যেমন তাহা সহ্য করে; শ্রীনামাশ্রিত তৃণাদপি সুনীচ ভক্তগণও তদ্রূপ কেহ নিন্দা, হিংসা, অপমান, আক্রমণ প্রভৃতি করিলেও তাহাতে বিচলিত ও দুঃখিত না হইয়া তাহা অকাতরে সহ্য করেন

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥২৫॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥২৬॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥২৭॥
প্রেমের স্বভাব, যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ ॥২৮॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥২৯॥

অনুবাদ—হে জগদীশ! আমি ধন, জন ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি না; আমি এই কামনা করি যে জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ' মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি' ॥৩০॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥৩১॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥৩২॥

অনুবাদ—হে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্মবিপাকে দুঃখকর সংসারে পড়িয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মধূলিরূপে আমাকে গ্রহণ কর।

তোমার নিত্য দাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা ॥৩৩॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

দ্বিতীয় প্রকার সহ্যগুণ এই যে—শুকাইয়া মরিয়া গেলেও বৃক্ষ যেরূপ কাহারও নিকট জল চায় না, ভক্তগণও তদ্রূপ নিজের জন্য ভগবান্, দেবতা বা অন্য কাহারও নিকট কিছু না চাহিয়া ভগবানে পূর্ণ নির্ভর করতঃ নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করেন। কারণ তাঁহারা জানেন—'পরাপেক্ষা দেখিলে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।' 'নিরপেক্ষ নৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।'

ধর্ম্ম—রৌদ্র। (শব্দসার)

চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৬-৩০ পয়ারে তৃণাদপি শ্লোকের অর্থ এইরূপ আছে—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥

২৫। শ্রীনামের সেবক-অভিমানী হরিনাম-কীর্ত্তনকারী ভক্ত জড়াভিমান-রহিত ও প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য বলিয়া অমানী অর্থাৎ নিরভিমান।

প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ভগবান আছেন জানিয়া হরিনাম-কীর্ত্তনকারী ভক্ত সকলকেই কৃষ্ণসম্পর্কে সম্মান দান করেন বলিয়া মানদ।

২৬। হরিনাম-পরায়ণ ভক্ত নামাচার্য্যের আনুগত্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সতত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিলে প্রেম লাভ হইবেই। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বলিয়াছেন—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥

৩০। হরিনাম-কীর্ত্তনকারী নিষ্কিঞ্চন-ভক্তগণ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা কিছুই চান না। তাঁহারা গুরুকৃষ্ণের নিকট শুদ্ধভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—O God, I want

কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥৩৪॥
পুনঃ অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥৩৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৩৬॥

অনুবাদ—হে নাথ! তোমার নামগ্রহণকালে কবে আমার নয়ন গলদশ্রুধারায় পূর্ণ হইবে, বদনে গদ্গদস্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হইবে?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥৩৭॥
রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥৩৮॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৩৯॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে নিমেষ-কালও আমার নিকট যুগ-সম বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় অশ্রু ঝরিতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ-সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে দিনয়ন! ৪০॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পুড়ে—যেন না যায় জীবন ॥৪১॥
কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ! ৪২॥

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥৪৩॥
ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥৪৪॥

এতভাবে রাধার মন অস্থির হৈলা।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥৪৫॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥৪৬॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৪৭॥

অনুবাদ—এই পাদসেবারতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আত্মসাৎ করুন অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, তিনি আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তথাপি কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অন্য কেহ নয়।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

you and none-else and nothing-else, I want your sublime service. If such sort of submission is put to a real Guru, we are equally benefited in to-to.

২৯শ্লোকে জন্মনি জন্মনি প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টই জানা যায় যে—শুদ্ধ ভক্তগণ জন্মমরণরূপ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ মুক্তি চান না।

৩৩-৩৪। হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! তোমার নিত্যদাস আমি তোমাকে ভুলিয়া এ জগতে আসিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

পড়িয়াছি। তুমি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে তোমার পদধূলি অর্থাৎ সেবক বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে সেবা দান কর।

৩৭। হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মে প্রীতি ব্যতীত আমার এই দরিদ্র জীবন বৃথা যাইতেছে। তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া তোমাতে প্রেম অর্থাৎ প্রীতি দাও।

৪৭। লম্পট অর্থে আসক্ত, রসিক, মহা-প্রেমিক ও বহুবল্লভ।

আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন মোর তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥৪৮॥

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥৪৯॥

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥৫০॥

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ,ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥৫১॥

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥৫২॥

যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তা'র রূপে সতৃষ্ণ,
তা'রে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তা'র পায়ে পড়ি,' লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥৫৩॥

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভৎ'সনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥৫৪॥

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম-ব্যথা জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ-সুখে মানে কাজ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥৫৫॥

যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥৫৬॥

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা ॥৫৭॥

কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥৫৮॥

মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি', কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি',
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥৫৯॥

কান্ত-সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥৬০॥

এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায়।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধারণ না যায় ॥৬১॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৪৮-৪৯। কৃষ্ণ আমাকে দয়াই করুন অথবা দুঃখই দেন, তথাপি কৃষ্ণ ব্যতীত আমার প্রাণবন্ধু, রক্ষক ও আশ্রয় আর কেহ নাই।

ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্মসুখের যাহাঁ নাহি গন্ধ।
সে-প্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে,
পদে কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥৬২॥

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥৬৩॥

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা।
সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিলা ॥৬৪॥

প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে-দিনে ॥৬৫॥

যদ্যপি প্রভু—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানা-ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥৬৬॥

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই, আর কর্ণামৃতে ॥৬৭॥

সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে ॥৬৮॥

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা—রাত্রি-দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥৬৯॥

সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে বর্ণি' নাহি পান অন্ত ॥৭০॥

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে?
তা'র এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥৭১॥

যত চেষ্টা যত প্রলাপ—নাহি পারাপার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥৭২॥

বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥৭৩॥

তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥৭৪॥

অতএব সেই সব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্ত করিলু লীলা করি' নমস্কারে ॥৭৫॥

যে কিছু কহিলু এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥৭৬॥

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥৭৭॥

সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলু সমাপন ॥৭৮॥

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥৭৯॥

ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥৮০॥

যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলু।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলু ॥৮১॥

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন আদিব্যাস ॥৮২॥

তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥৮৩॥

যে কিছু বর্ণিলা, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি' গ্রন্থে রাখিল ধরিয়া ॥৮৪॥

চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে ॥৮৫॥

সংক্ষেপে কহিলু, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে ॥৮৬॥

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

৬২-৬৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষাষ্টক শিক্ষা দিয়া নিজে অষ্টশ্লোকের অর্থ করিয়া তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। ১৩৮ ও ১৩৯ পয়ারেও এই কথাই আছে।

চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে।
সত্য কহেন—আগে ব্যাস করিব বর্ণনে ॥৮৭॥
চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান ॥৮৮॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥৮৯॥
আমি —অতিক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥৯০॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলু লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥৯১॥
আমি লিখি—ইহা মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥৯২॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি—অন্ধ, বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥৯৩॥
নানা-রোগগ্রস্ত—চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥৯৪॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥৯৫॥
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥৯৬॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ-দাস শ্রীগুরু, শ্রীজীবচরণ ॥৯৭॥
ইহাঁ-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেঁহো অতিকৃপা করে ॥৯৮॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥৯৯॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা না করিহ রোষ ॥১০০॥
তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥১০১॥

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥১০২॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥১০৩॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাঞা মুক্ত করিলা ॥১০৪॥
দ্বিতীয়ে ছোট-হরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥১০৫॥
তৃতীয়ে হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈলা প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥১০৬॥
প্রভু নাম দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা স্থাপন ॥১০৭॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিলা রক্ষণ ॥১০৮॥
জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥১০৯॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈলা।
রায়দ্বারা কৃষ্ণকথা তাঁরে শুনাইলা ॥১১০॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি কৈলা বিগ্রহের মহিমাস্থাপন ॥১১১॥
ষষ্ঠে রঘুনাথ-দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা ॥১১২॥
দামোদর-স্বরূপ-ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
গোবর্দ্ধন-শিলা, গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥১১৩॥
সপ্তম-পরিচ্ছেদে বল্লভ-ভট্টের মিলন।
নানা-মতে কৈলা তাঁর গর্ব্ব খণ্ডন ॥১১৪॥
অষ্টমে রামচন্দ্র-পুরীর আগমন।
তাঁর ভয়ে কৈলা প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥১১৫॥
নবমে গোপীনাথ-পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥১১৬॥

দশমে কহিলু ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব-পণ্ডিতের তাহাঁ ঝালির সাজন ॥১১৭॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥১১৮॥
একাদশে হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাইলা গৌর ভগবান্ ॥১১৯॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈলা শিবানন্দেরে তাড়ন ॥১২০॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই' আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥১২১॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাহাঁই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি' পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥১২২॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর, মন গেলা বৃন্দাবন ॥১২৩॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥১২৪॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥১২৫॥
পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ করিলা প্রবেশে ॥১২৬॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিলা রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥১২৭॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥১২৮॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥১২৯॥
মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিলা।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥১৩০॥
সপ্তদশে গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাহাঁই উদ্গম ॥১৩১॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা।
"কা স্ত্র্যঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥১৩২॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥১৩৩॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাহাঁ দরশন ॥১৩৪॥
তাহাঁই দেখিলা কৃষ্ণের বন্য-ভোজন।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥১৩৫॥
ঊনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥১৩৬॥
বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥১৩৭॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ-শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৩৮॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥১৩৯॥
মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলু কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥১৪০॥
এক এক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিলু, কহা না যায় বিস্তার ॥১৪১॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা-সহ শ্রীগোবিন্দ-চরণ ॥১৪২॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়িয়ার নাথ ॥১৪৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥১৪৪॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু রঘুনাথ, শ্রীজীব-চরণ ॥১৪৫॥
নিজ-শিরে ধরি এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥১৪৬॥

সবার চরণ কৃপা—গুরু উপাধ্যায়ী।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥১৪৭॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিলা ॥১৪৮॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥১৪৯॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥১৫০॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুই পানে ॥১৫১॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥১৫২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৩॥

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥১৫৪॥

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই অমৃতসদৃশ শুভদ ও অমঙ্গলনাশক চরিতামৃত আস্বাদন করেন, তিনি তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেম-মাধ্বীকপূর্ণ রস আস্বাদন করেন।

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥১৫৫॥

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিত-রসজ্ঞ-রোলম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ
খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥১৫৬॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের যে চরণকমল-পরিমলের দ্বারা ভুবনকে সৌরভিত করিয়া স্বীয় রসে রসজ্ঞ ভ্রমরগণকে উন্মত্ত করিয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন?

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো-
র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ।
প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং
শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥১৫৭॥

অনুবাদ—যাঁহার পদধূলি আমার জীবন ও সর্ব্বস্ব, সেই মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপন্ন হই।

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অনুবাদ—১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং
নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অন্ত্যলীলা সমাপ্তা।

শ্রীনয়নানন্দভাষ্য

১৫৬। রোলম্ব—ভ্রমর।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের **শ্রীনয়নানন্দভাষ্য** সমাপ্ত।